অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত

ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

অনূদিত

পঞ্চম খণ্ড

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা ৯

পুনর্মুদ্রণ মহালয়া ১৩৮৫ 1385

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
গণেশ হালুই

শি [illegible]কা

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ৺কালীতারার উদ্দেশে

উৎসর্গ-পত্র।

মাতঃ,

আপনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই পিতাকে হারাইয়া এবং শেষে পতিপুত্রাদির অকালমৃত্যুবশতঃ দারুণ শোক পাইয়া সারাজীবন দুঃখেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষণৈকের জন্যও কাহারও নিকট নিজের দৈন্যদৌর্ব্বল্য প্রকাশ করেন নাই— অদম্য তেজের সহিত নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। এখন আমারও জীবন-সন্ধ্যা সমাগতা। যখনই আমি নিজের অতীত জীবনের কথা ভাবি, তখনই মনে হয়, আপনার আদর্শ চরিত্রের কণামাত্র লাভ করিতে পারিলেও আমি ধন্য হইতাম।

বৈধব্যাবস্থায় আমার শিক্ষাবিধানের জন্য আপনি যে উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছিলেন এবং যেরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে এখনও অশ্রুসংবরণ করিতে পারি না। সেই শিক্ষার নিদর্শনস্বরূপ আমার বহু-শ্রমসম্পাদিত জাতকের এই পঞ্চম খণ্ড আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। ভগবান্ করুন, অধম সন্তানের এই ভক্তিদত্তোপহার পাইয়া আপনার স্বর্গীয় আত্মার যেন কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধিত হয়।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই খণ্ডের ১ম হইতে ১৪৪ম পৃষ্ঠ কলিকাতার 'হেয়ার প্রেস্'-নামক মুদ্রাযন্ত্রে এবং অবশিষ্টাংশ 'এরিয়ান প্রেস্'-নামক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। মুদ্রণের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে কোন যন্ত্রের কতদূর কৃতিত্ব, পাঠকেরাই তাহার বিচার করিবেন।

অশুদ্ধি-সংশোধনের জন্য একটী তালিকা দিলাম। ইহা দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট অংশগুলি অগ্রেই সংশোধন করিয়া লইলে পাঠের সুবিধা হইবে।

কলিকাতা
১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৪

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

ক্রোড়-পত্র।

উন্মাদয়ন্তী-জাতকের (৫২৭) আখ্যায়িকা জাতকমালায় (১৩) এবং কথাসরিৎ-সাগরেও (৯১-ম তরঙ্গ) দেখা যায়। কথাসরিৎসাগরে রাজার নাম যশোধন, সেনাপতির নাম বলধর এবং নায়িকার নাম উন্মাদিনী। যশোধন কামানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি উন্মাদিনীকে গ্রহণ করেন নাই।

পালি সাহিত্যে সুজম্পতি (ইন্দ্র) এবং সহম্পতি (মহাব্রহ্মা) এই দুইটী শব্দ দেখা যায়। উদীচ্য বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দ দুইটী যথাক্রমে সুজাম্পতি ও সহাম্পতি। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন। পালি পণ্ডিতদিগের মতে 'সুজা' ইন্দ্রের পত্নীর নাম; কিন্তু 'সহ' বা 'সহা' কি? বেদে 'সুজা' শব্দ যজ্ঞে ব্যবহৃত চমসবিশেষের নাম। যজ্ঞে ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যে দেবত্ব আরোপিত হইত। এতএব 'সুজম্পতি' বা সুজাম্পতি শব্দের এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচ্য। 'সহম্পতি' বা 'সহাম্পতি', বোধ হয়, 'স্বধা' কিংবা 'স্বাহা' শব্দজ।

জন্ম : ১৮৫৮ মৃত্যু : ১৯৩৫

জাতক

ত্রিশংতি নিপাত।

৫১১—কিংছন্দোজাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পোষধকর্ম্মসম্বন্ধে এই কথা বলিযাছিলেন। একদিন বহু উপাসক ও উপাসিকা পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মশ্রবণার্থ ধর্ম্মসভায গিযা উপবেশন কবিলে শাস্তা জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'উপাসকগণ, তোমবা পোষধ গ্রহণ কবিযাছ কি?" তাঁহাবা উত্তব দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, আমবা পোষধী।" ইহা শুনিযা শাস্তা বলিলেন, "তোমবা পোষধী হইযা অতি উত্তম কাজ কবিযাছ। পুবাকালে লোকে অৰ্দ্ধ পোষধমাত্র পালন কবিযা তাহাব ফলে মহাযশস্বী হইযাছিলেন।" অনন্তব উপাসকদিগেব অনুবোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ কবিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি সদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং অপ্রমত্তভাবে শীলবক্ষা ও পোষধ পালন করিতেন। তিনি অমাত্যাদি অন্য সকলকেও দানাদি পুণ্যকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত কবিযাছিলেন, কিন্তু তাঁহাব পুবোহিত উৎকোচগ্রাহী ও অবিচারক ছিলেন এবং লোকেব অসমক্ষে তাহাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন।* একদা পোষধেব দিন বাজা অমাত্যাদি সকলকে আহ্বান কবিযা বলিলেন, "তোমরা অদ্য পোষধী হইও।" কিন্তু পুবোহিত পোষধ গ্রহণ কবিলেন না, তিনি সমস্ত দিন উৎকোচ গ্রহণ করিলেন এবং অবিচাব কবিযা অন্যায আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর তিনি বাজদর্শনে গেলেন। বাজা তখন, অমাত্যদিগেব মধ্যে কে কে পোষধ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা কবিতেছিলেন। তিনি পুরোহিতকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনিও ত পোষধ গ্রহণ কবিয়াছেন?" "হাঁ, মহারাজ," এই মিথ্যা উত্তর দিয়া পুবোহিত প্রাসাদ হইতে অবতরণ কবিলেন। কিন্তু ইহাতে জনৈক অমাত্য তাঁহাকে ভৎর্সনা কবিযা বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নিশ্চযই পোষধ গ্রহণ কবেন নাই।" পুরোহিত বলিলেন, "আমি প্রাতবাশেব সময়ে ভোজন কবিয়াছি বটে, কিন্তু গৃহে ফিবিয়া মুখ প্রক্ষালন করিব এবং পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক সায়ংকালে কিছু আহাব কবিব না। বাত্রিকালেও আমি শীলবক্ষা কবিয়া চলিব। ইহাতে আমাব অৰ্দ্ধপোষধ পালন কবা হইবে।" অমাত্য বলিলেন, "বেশ, তাহাই করুন গিয়া, আচার্য্য।" অনন্তব পুবোহিত গৃহে গিযা এইরূপই কবিলেন।

ইহাব পব একদিন পুবোহিত বিচাবাসনে উপবেশন করিলে জনৈক শীলবতী নারী বিচাবপ্রার্থনায় সেখানে উপস্থিত হইল। বিচার শেষ হইতে বিলম্ব ঘটিল বলিযা সে গৃহে ফিরিতে পারিল না। পোষধ লঙ্ঘন কবিব না, এই সঙ্কল্পে সে ব্রতেব সময় উপস্থিত হইলে মুখ প্রক্ষালন আবম্ভ কবিল। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি পুবোহিতকে একথলো সুপক্ব আম্রফল

---

* মূলে 'পিট্‌ঠিমাংসিক' (backbiter) ছিলেন, এইরূপ আছে।

আনিয়া দিল। ঐ নারী পোষধী আছে জানিয়া পুরোহিত তাহাকে ফলগুলি দিয়া বলিলেন, "তুমি এই আম কটা খাইয়া পোষধ পালন কর।" ঐ নারী তাহাই করিল। এই হইল পুরোহিতের কৃত কর্ম্মের কথা।

কালক্রমে পুরোহিতের মৃত্যু হইল, তিনি দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে কৌশিকী গঙ্গার তীরে কোন রমণীয় ভূভাগে এক ত্রিযোজনব্যাপী আম্রকাননস্থ কাঞ্চনময় বিমানে অলঙ্কৃত রাজপর্য্যঙ্কে সুপ্তপ্রবুদ্ধবৎ জন্মান্তর লাভ করিলেন। ষোড়শ সহস্র দেবকন্যা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি রাত্রিকালেই এবংবিধ শ্রীসম্পত্তি ভোগ করিতেন। বিমানবাসী হইলেও তিনি প্রেত ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মের পরিণাম কর্ম্মানুরূপই হইল। অরুণোদয় হইলেই তিনি আম্রবণে প্রবেশ করিতেন, অমনি তাঁহার দিব্যভাব অন্তর্হিত হইত, তিনি অশীতিহস্তপ্রমাণ তালতরুর ন্যায় মহাকায় ধারণ করিতেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ জ্বালা জন্মিত, তাহাতে তাঁহার দেহ সুপুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দেখাইত, তখন তাঁহার হস্তদ্বয়ে এক একটী মাত্র অঙ্গুলি থাকিত, তাহার অগ্রভাগে কুদ্দালপ্রমাণ বৃহৎ নখ থাকিত, তিনি ঐ নখ দ্বারা নিজের পৃষ্ঠ মাংস চিরিয়া ও তুলিয়া খাইতেন এবং বেদনায় উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়াইতেন। সারাদিন তাঁহাকে এতই দুঃখ পাইতে হইত। কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হইবামাত্র তাঁহার এই বিকট দেহ অন্তর্হিত হইত, তিনি দিব্য দেহ লাভ করিতেন, সালঙ্কারা দিব্যানর্ত্তকীগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিত, তিনি মহা সম্পত্তি ভোগ করিতে করিতে রমণীয় আম্রবণে দিব্য প্রাসাদে আরোহণ করিতেন। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বজন্মে সেই পোষধাবলম্বিনী নারীকে আম্রফল দান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ত্রিযোজনব্যাপী আম্রবণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক অবিচার করিতেন বলিয়া এখন নিজের পৃষ্ঠমাংস উৎপাটন করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন। তিনি অর্দ্ধপোষধ পালন করিয়াছিলেন এই জন্য রাত্রিকালে মহা সম্মান লাভ করিতেন, ষোড়শসহস্র নর্ত্তকী তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিত।

এই সময়ে বারাণসীরাজ বিষয়ভোগের দোষ দেখিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গার (কৌশিকীর) অধোদেশে* এক রমণীয় ভূভাগে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। একদিন পূর্ব্ববর্ণিত আম্রবণ হইতে বৃহৎ ঘটপ্রমাণ একটা আম্রফল গঙ্গায় পড়িয়া স্রোতোবেগে চলিতে চলিতে, যে ঘাটে উক্ত তাপস স্নানাদি করিতেন, তাহার সম্মুখে উপনীত হইল। রাজর্ষি তখন মুখ ধুইতে ছিলেন। তিনি নদীর মধ্যভাগে ঐ ফলটা আসিতেছে দেখিয়া সাঁতার দিয়া উহা ধরিলেন এবং আশ্রমে আনিয়া অগ্নিশালায় রাখিলেন। অনন্তর তিনি ছুরিকা দিয়া উহা চিরিলেন, যতটুকু খাইলে জীবন রক্ষা হয়, ততটুকু মাত্র ভোজন করিলেন এবং অবশিষ্ট আম কলার পাতায় ঢাকিয়া রাখিলেন। ইহার পর—যতদিন সমস্ত ফলটা নিঃশেষ না হইল ততদিন—প্রত্যহ তিনি একটু একটু খাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই আমটা যখন ফুরাইয়া গেল, তখন অন্য কোন ফল খাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি রহিল না। তিনি রসতৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া ঐরূপ আম্র খাইবার

* মূলে 'অধোগঙ্গায়' আছে (যেখানে পুরোহিত জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার 'ভাটিতে')।

মানসে নদীতীরে গিয়া তাকাইতে লাগিলেন এবং আম না পাইলে এখান হইতে উঠিব না, এই সংকল্প কবিলেন। তিনি সেখানে অনাহাবে উপর্য্যুপবি ছয় দিন বসিয়া রহিলেন; বায়ু ও তাপে তাঁহার দেহ শুষ্ক হইল, তথাপি তিনি নদীব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া রহিলেন। সপ্তম দিনে ঐ নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চিন্তা কবিয়া ঋষিব এই আচরণের কারণ বুঝিতে পারিলেন, তিনি ভাবিলেন, 'এই তাপস তৃষ্ণাবশে সপ্তাহকাল অনশনে থাকিয়া গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া বহিয়াছে। ইহাকে আম্রফল না দিলে অন্যায় হইবে, কারণ এ অনাহারে মারা যাইবে, অতএব ইহাকে আম্রফল দিতে হইতেছে।" ইহা স্থির করিয়া তিনি তাপসের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং গঙ্গার উপবে আকাশে আসীন হইয়া তাঁহার সহিত প্রথম গাথায় আলাপ করিলেন :—

১। কি আশায়, কি উদ্দেশ্যে, কিসেব কাবণ কি খুঁজিছ এত গ্রীষ্মে একাকী, ব্রাহ্মণ?

ইহা শুনিয়া তাপস নয়টী গাথা বলিলেন :—

২। আকাবে বৃহৎ, উত্তম গঠন উদকেব ঘটসম
দেখিলাম এক আম্রফল আমি, বর্ণগন্ধরসোত্তম।

৩। স্রোতোবেগে তাহা যেতেছিল ভেসে দেখিযা, তবঙ্গি, তায
দুই হাতে আমি কবি উত্তোলন বাখিনু অগ্নিশালায।

৪। বাখিনু ঢাকিযা কলাব পাতায, কাটিলাম ছুবি দিযা
টুকবা একটী, ক্ষুধাতৃষ্ণা দূব হ'ল তাহা আস্বাদিয়া।

৫। গেল ক্লান্তি জ্বালা, কিন্তু ক্রমে খেযে নিঃশেষ করিনু তায,
এবে মহাকষ্ট, অন্য কোন ফল খেতে মন নাহি যায।

৬। সুস্বাদু যে আম্র স্রোত হ'তে আমি কবিলাম আহবণ।
তাবি তবে হায়, শীর্ণ দেহে বুঝি ঘটিবে এবে মবণ।

৭। বহু মীন চবে সলিলে তোমাব, বমণীয তট তব,
তবু পাই ক্লেশ _ থাকি অনাহাবে, বলিলাম খুলি সব।

৮। মৃগরাজকটি কে তুমি কল্যাণি? কবিওনা পলাযন,
নিজ পবিচয দাও শুনি এবে, হেথা তুমি কি কারণ?

৯। প্রমৃষ্ট কাঞ্চন- সম সমুজ্জ্বল কান্তি যাহাদেব দেহে,
ত্রিদশললনা পবিচর্য্যাবতা বিরাজে দেবেব গেহে—
গিবি সানুদেশে ব্যাঘ্রী লীলাবতী বিবাজ যেমন কবে,
বিলাস তাদেব অতি মনোহব, দর্শকেব মন হবে।

১০। নবলোকে আছে পবমসুন্দরী বমণীরতন কত,—
নাবী কি গন্ধর্ব্বী, কিন্তু কেহ নয, চার্ব্বঙ্গি, তোমাব মত।
কি নাম তোমাব? জন্ম কোন্ কুলে? কাহাবা বান্ধব তব?
শুধাই তোমায না কবি গোপন প্রকাশিযা বল সব।

তখন নদীদেবতা আটটী গাথা বলিলেন :—

১১। এই যে কৌশিকী, রম্য তটে তুমি বসিয়া রয়েছ যার,
করি আমি বাস বিমানে গভীর জলরাশিতলে তায়।

১২। নানা তরুবাজি- সমাকীর্ণ কত কন্দর হইতে আসি
স্রোতস্বিনীগণ ঢালে অঙ্গে মোর দিবানিশি বারিরাশি।

১৩। নাগলোকপ্রিয় বনভূমি হ'তে নীলাম্বুবাহিনী নদী
আসি শত শত করে কলেবর পুষ্ট মোর নিরবধি।

১৪। আম্র, জম্বু, নীপ, তিল, উড়ুম্বর, লকুচাদি ফল কত
বহি আনি তাহা উপহার মোরে করে দান অবিরত।

১৫। দুই তীরে মোর মহীরুহ হ'তে ফল যত পড়ে জলে,
সে সব নিশ্চয় মম বশানুগ, ভেসে যায় স্রোতোবলে

১৬। তুমি বুদ্ধিমান্, মহাপ্রাজ্ঞ, ভূপ, শুন উপদেশ মোর,
বলিলাম যাহা, বিচারি তা মনে বোধ তৃষ্ণা-রিপু ঘোর।

১৭। নবীন বয়সে মরিতে যে চাও বসি হেথা অনশনে,
এই ব্যবসায় রাজর্ষি, তোমার, ঘৃণা আমি করি মনে।

১৮। তৃষ্ণাবশ যেই, চরিত্র তাহার গোপন কভু না থাকে,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ-আদি সকলেই জানে তা'কে।
পার্শ্বচর যারা এই সকলের, বিজ্ঞ ঋষিগণ আর
দিব্য চক্ষু দিয়া চরিত্রের দোষ দেখিতে পারেন তার।

অনন্তর তাপস চারিটী গাথা বলিলেন :—

১৯। সমস্ত নশ্বর, আয়ুঃ হইতেছে ক্ষয়,— জানি ইহা সুচরিত ধর্ম্মে যেই রয়।
অন্যের অহিত চিন্তা না করে যে জন, পাপবুদ্ধি হ'তে তার পাবে না কথন।

২০। ঋষিগণ সমাদর করেন তোমার, পাপ হ'তে লোক সব করিতে উদ্ধার
সঙ্কল্প তোমার, দেবি, বড়ই শোভন, অকারণ করি কিন্তু মোরে সম্ভাষণ
অনার্য্য ভাষায় আজ তুমি, বরাননে নিজেই অর্জ্জিলে পাপ, ভাবি দেখ মনে।

২১। ঘটে যদি তব তীরে মরণ আমার, নিশ্চয়, সুশ্রোণি, নিন্দা রটিবে তোমার।

২২। পাপ কর্ম্ম হ'তে তাই রক্ষ আপনারে, নিন্দা যেন কোন জন না করে তোমারে,—
মারা গেল ঋষি কিছু না করি আহার, না করিলা তুমি তার কোন প্রতিকার।

ইহা শুনিয়া দেবতা পাঁচটী গাথা বলিলেন :—

২৩। দুষ্কর করিলা তুমি দমি রিপুগণে, ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে শান্তি পাও মনে,
সে হেতু, অদম্য তৃষ্ণা আম্রের কারণ জানিয়া তোমার, হেথা মম আগমন।
নিয়োজিব নিজে আমি সেবায় তোমার, দিব আম্র, চাও যাহা করিতে আহার।

২৪। পূর্ব্বের বন্ধন যেই করিয়া ছেদন
নব বন্ধনেতে বদ্ধ মোহবশে হয়,
অধর্ম্মের পথে সেই করে বিচরণ,
আবার পাপের তার হয় উপচয়।

২৫। চল, আমি করি তব বাসনা পূরণ;
চিত্তের উৎকণ্ঠা তব হইবে বিগত,
সুশীতল আম্রবনে করি বিচরণ
নিরুদ্বেগে খাও সেথা আম্র ইচ্ছামত।

২৬। বিচরে, নৃপতি, সেথা চক্রবাকগণ নানাপুষ্পরসপানে মত্ত অনুক্ষণ,
বিচরে ময়ূর ক্রৌঞ্চ বিবিধ বর্ণের, শারিকা মধুরকণ্ঠী, কূজন হংসের
শ্রবণে অমৃত বর্ষে, কোকিল সেথানে জানায় আছে যে সেথা, সুমধুর তানে।

২৭। ফলভারে অবনত আম্রবৃক্ষরাজি, অথচ মুকুলে তারা রহিয়াছে সাজি
পলাল-থলের ন্যায় হরিদ্রা বরণে। কুসুম্ভকদম্ব-আদি পুষ্প-আস্তরণে
মণ্ডিত ভূভাগ সেথা, ঝুলিছে উপরে পক্ক তালফল অই, হের, থরে থরে।

এইরূপ বর্ণনা করিয়া নদীদেবতা তাপসকে লইয়া সেইখানে নামাইয়া দিলেন এবং "এই আম্রবণে আম্র ভক্ষণ করিয়া নিজের তৃষ্ণা দমন কর" ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাপস আম্র ভোজন করিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিলেন, অনন্তর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি আম্রবণে বিচরণ করিতে করিতে সেই প্রেতকে দুঃখভোগ করিতে দেখিয়া অবাক্ হইলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইলে কিন্তু তাহাকেই আবার নর্ত্তকীপরিবৃত ও দিব্যসম্পত্তি-সম্পন্ন দেখিয়া তিনি তিনটী গাথা বলিলেন:—

২৮। অঙ্গদ, কেয়ূর, মালা, কিরীট পরিয়া সর্ব্ব অঙ্গ দিব্য গন্ধ-চন্দনে চর্চ্চিয়া
বিহরিছ রাত্রিমানে, কিন্তু দিনমানে এত দুঃখ ভোগ তুমি কর কি কারণে?

২৯। ষোড়শ সহস্র নারী পরিচর্য্যা যার রাত্রিকালে করে, অহো কি ঐশ্বর্য্য তার!
দিনমানে দুঃখ তব বড়ই ভীষণ শিহরে বিস্ময়ে তনু করি বিলোকন।

৩০। পূর্ব্বজন্মকৃত, বল, কোন্ মহাপাপ ঘটাইল ভাগ্যে তব হেন দুঃখ তাপ?
কি পাপ করিলে ধরি মানব জীবন? নিজ পৃষ্ঠমাংস এবে খাও কি কারণ?

প্রেত তাপসকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "আমি পূর্ব্বে আপনার পুরোহিত ছিলাম; আমি আপনারই অনুগ্রহে অর্দ্ধপোষধ পালন করিয়াছিলাম। তাহার ফলে রাত্রিকালে সুখ অনুভব করিতেছি। আর দিবাভাগে আমি যে দুঃখ পাই, তাহা আমার স্বকৃত পাপের পরিণাম। আপনি আমাকে ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিচার করিতাম; আমি লোকের অসমক্ষে তাহাদের গ্লানি করিতাম। দিবাভাগে এই সকল পাপ করিতাম বলিয়া সেই কর্ম্মের ফলে এখন দিনমানে এত দুঃখ পাইতেছি।

৩১। বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র করি অধ্যয়ন হয়েছিনু কিন্তু আমি রিপুপরায়ণ।
করিয়া সুদীর্ঘ কাল পরের অহিত সে পাপের ফল এবে পাই সমুচিত।

৩২। অসমক্ষে পরনিন্দা করে যেইজন
পরপৃষ্ঠমাংস-ভোজী বলা তারে যায়,
দেহান্তে স্ব-পৃষ্ঠমাংস করি উৎপাটন
খায় সে, খেতেছি যথা আমি এবে, হায়।"

ইহা বলিয়া প্রেত তাপসকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন?" তাপস তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। প্রেত জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এখন আপনি এখানেই থাকিবেন, না চলিয়া যাইবেন?" তাপস উত্তর দিলেন, "আমি এখানে থাকিব না, আশ্রমে ফিরিয়া যাইব।" প্রেত বলিল, "বেশ, আপনি যান; আমি এখন আপনাকে নিয়ত আম্রফল দিব।" অনন্তর সে নিজের অনুভাববলে তাপসকে

লইয়া তাঁহার আশ্রমে নামাইয়া দিল, তাঁহাকে সেখানে অনুৎকণ্ঠচিত্তে অবস্থিতি করিতে বলিল এবং তিনি এই উপদেশমত চলিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। অতঃপর ঐ প্রেত তাপসকে প্রত্যহ আম্রফল দিতে লাগিল। তাপস উহা খাইতেন এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্ম করিতেন। শেষে তিনি ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা-সমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[উপাসকদিগের নিকটে এই ধর্ম্মকথা বলিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া তাহাদের কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইলেন।

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবতা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৫১২—কুম্ভ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বিশাখার পঞ্চশত সুরাপায়িনী সখীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, একদা শ্রাবস্তী নগরে সুরোৎসব * ঘোষিত হইয়াছিল। ঐ পঞ্চশত রমণী উৎসবান্তে স্ব স্ব স্বামীর পানার্থ তীক্ষ্ণ সুরার আয়োজন করিয়া নিজেরাও উৎসবে আমোদ প্রমোদ করিবার অভিপ্রায়ে বিশাখার নিকট গমন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, "সখি, এস আমরা এই উৎসবে একটু আমোদ প্রমোদ করি।" বিশাখা বলিয়াছিলেন, "এ তোমাদের সুরোৎসব, আমি সুরাপান করিব না।" "বেশ, তুমি সম্যক্‌-সম্বুদ্ধকে দান দিতে থাক, আমরাই গিয়া উৎসব করি।" "বেশ, তাহাই করা যাউক" বলিয়া বিশাখা তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছিলেন।

অনন্তর বিশাখা শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাদান দিলেন এবং সায়ংকালে বহু গন্ধমালা লইয়া ঐ সকল রমণীর সঙ্গে জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা পথেই সুরাপান করিতে করিতে চলিল এবং বিহারের দ্বারকোষ্ঠকে গিয়াও সুরাপান করিল। অনন্তর বিশাখার সঙ্গে তাহারা শাস্তার নিকট উপস্থিত হইল। বিশাখা শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন, অন্য রমণীরা কেহ কেহ শাস্তার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল, কেহ কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ অতি অশ্লীলভাবে হস্তপদ চালনা করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা কলহে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের ত্রাস জন্মাইবার জন্য শাস্তা নিজের ভ্রূরোমাবলী হইতে রশ্মি নিঃসারণ করিলেন, তাহাতে ভয়ানক অন্ধকার হইল, ঐ রমণীরা মরণভয়ে ভীত হইল, এবং তাহাদের মত্ততা ছুটিয়া গেল। এদিকে শাস্তা যে পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন, এবং সুমেরুর শিখরোপরি উপবিষ্ট হইয়া ভ্রূযুগলমধ্যস্থ রোমরাজি হইতে রশ্মি নিঃসারণ করিলেন। ইহাতে বোধ হইল যেন যুগপৎ সহস্র চন্দ্র উদিত হইতেছে। তিনি সেখানে অবস্থিত হইয়াই ঐ রমণীদিগের উদ্বেগ উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

১। পুড়িতেছে এ জগৎ নিত্য রাগদ্বেষাদির ভীষণ জ্বালায়,
হাস্যের কি আনন্দের অবসর কিছু, কি হে, আছে হেথা, হায়?
চৌদিকে অজ্ঞানরূপ নিবিড় তিমিররাশি রয়েছে ঘিরিয়া,
নাশিতে তাহারে তবু জ্ঞানরূপদীপ কেহ দেখে না খুঁজিয়া। †

---

* বোধ হয় বর্ত্তমান 'হোলি' সুরোৎসবের স্থানীয়। রত্নাবলী-নামক সংস্কৃত নাটকে যে বসন্তোৎসবের বর্ণনা দেখা যায়, তাহাও সুরোৎসব। প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের Bacchanalia এবং রোমকদিগের Saturnalia নামক উৎসবেও স্ত্রীপুরুষ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইত।

† ধর্ম্মপদ—১৪৬ (জরাবর্গের প্রথম গাথা)।

এই গাথা শুনিয়া উক্ত পঞ্চশত রমণীর সকলেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। শাস্তাও প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক গন্ধকুটীরের ছায়ায় বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। তখন বিশাখা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, এই সুরাপানের অভ্যাস—যাহাতে লোকে এত নির্লজ্জ হয়, যাহাতে বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়া যায়—এই কুপ্রথা কখন প্রথম দেখা দিয়াছে?" এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য শাস্তা এক অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যবাসী সুরনামক এক বনেচর বিক্রয়োপযোগী দ্রব্য সংগ্রহের জন্য হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। হিমালয়ে তখন এমন একটী বৃক্ষ ছিল, যাহার কাণ্ড মানুষপ্রমাণ উচ্চ হইয়া তিনটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। যেখান হইতে এই শাখা তিনটী উদ্‌গত হইয়াছিল, সেখানে সুরাচাটি প্রমাণ* একটী গর্ত্ত জন্মিয়াছিল। বৃষ্টি হইলে এই গর্ত্তটী জলপূর্ণ হইত। ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে হরীতকী ও আমলকী বৃক্ষ এবং মরিচের গুল্ম ছিল। তাহাদের পক্কফলগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া গর্ত্তটার মধ্যে পড়িত। অদূরে স্বয়ংজাত শালি জন্মিত, শুকেরা সেখান হইতে শালির শীষ আনিয়া যখন ঐ বৃক্ষে বসিয়া খাইত, তখন তাহাদের মুখভ্রষ্ট শালি এবং তণ্ডুলও সেখানে পড়িত। এই সমস্ত সূর্য্যোত্তাপে পচিলে গর্ত্তের জল রক্তবর্ণ হইত। গ্রীষ্মকালে পিপাসার্ত্ত শুকগণ ঐ জল পান করিয়া এমন মত্ত হইত যে, তাহারা বৃক্ষমূলে পড়িয়া যাইত এবং কিয়ৎক্ষণ সেইভাবে ঘুমাইয়া কূজন করিতে করিতে চলিয়া যাইত। বন্য কুক্কুর, মর্কট প্রভৃতিরও এই দশা ঘটিত। ইহা দেখিয়া উক্ত বনেচর ভাবিল, 'এই জল যদি বিষ হইত, তাহা হইলে এই সকল প্রাণী মরিয়া যাইত, ইহারা কিন্তু অল্পক্ষণ ঘুমাইয়া যথাসুখ চলিয়া যায়, অতএব ইহা বিষ নহে।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে নিজেও ঐ জল পান করিল, মত্ত হইয়া মাংস খাইবার ইচ্ছা করিল, আগুন জ্বালিল, বৃক্ষমূলে পতিত তিত্তিরকুক্কুটাদি মারিয়া তাহাদের মাংস অঙ্গারে পাক করিল, এক হাত তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল এবং এক হাতে মাংস খাইতে লাগিল। এইভাবে মাংস খাইয়া সে দুই এক দিন সেই স্থানে অবস্থিত করিল।

ঐ স্থানের নিকটে বরুণ-নামক এক তাপস থাকিতেন। বনেচর পূর্ব্বে সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইত। এখন সে মনে করিল, "তাপসের সঙ্গে বসিয়া এই পানীয় পান করিতে হইবে।' সে একটি বাঁশের নালিতে ঐ পানীয় পূরিল, তাহার সহিত কিছু পক্ক মাংসও লইল এবং তাপসের পর্ণশালায় গিয়া বলিল, "ভদন্ত, আসুন, আমরা দুই জনে এই মাংস খাই ও রস পান করি।" সুর ও বরুণ কর্ত্তৃক প্রথম দৃষ্ট হইল বলিয়া এই পানীয়ের 'সুরা' ও 'বারুণী' নাম হইল।

তাপস ও বনেচর উভয়েই ভাবিল, 'উত্তম উপায় জুটিয়াছে।' তাহারা অনেকগুলি বাঁশের নালি সুরাপূর্ণ করিল, সেগুলি বাঁকে ঝুলাইয়া কোন প্রত্যন্ত নগরে গেল, এবং রাজার নিকট সংবাদ দিল যে, দুইজন পানাগারিক† আসিয়াছে। রাজা তাহাদিগকে

---

* চাটি—নাদা বা মাটির গামলা, ইহা হইতে বাঙ্গালার প্রদেশবিশেষে প্রচলিত 'চাড়ি' শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে।

† পানাগারিক—যাহারা সাধারণের জন্য পানাগার অর্থাৎ মদ্য বিক্রয়ের স্থান রাখে, শৌণ্ডিক।

ডাকাইলেন, তাহারা তাঁহার সম্মুখে সুরাপাত্র ধরিল, তিনি দুই তিনবার পান করিয়া প্রমত্ত হইলেন। তিনি যে সুরা পাইলেন, তাহাতে দুই একদিন চলিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আছে?" বনেচরেরা উত্তর দিল "আছে, মহারাজ।" "কোথায় আছে?" "হিমালয়ে।" "বেশ, আন গিয়া।" তাহারা গিয়া দুই একবার সুরা আনয়ন করিল, তাহার পর ভাবিল 'কতবার যাতায়াত করিব?' তাহারা সুরার উপাদানগুলি লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সংগ্রহ করিল এবং নগরে ফিরিয়া ঐ বৃক্ষের ত্বক্ ও অন্য সমস্ত উপকরণ পাত্রে ফেলিয়া সুরা প্রস্তুত করিল। নগরবাসীরা সুরাপান করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে অনবহিত এবং নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইল, সমস্ত নগর জনহীনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন শৌণ্ডিকদ্বয় পলায়ন করিয়া বারাণসীতে গেল এবং সেখানেও রাজাকে আপনাদের আগমনবার্ত্তা জানাইল। রাজা তাহাদিগকে ডাকাইয়া অর্থ দিলেন, তাহারা সেখানেও সুরা প্রস্তুত করিল। এইরূপে বারাণসী নগরেরও সর্ব্বনাশ ঘটিল। তাহার পর শৌণ্ডিকেরা পলাইয়া সাকেত এবং সাকেত হইতে শ্রাবস্তীতে গেল। তখন শ্রাবস্তীতে সর্ব্বমিত্র-নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি শৌণ্ডিকদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও?" তাহারা বলিল, "তণ্ডুলচূর্ণ, অন্য সমস্ত উপকরণ এবং পাঁচ শ চাটি।" রাজা তাহাদিগকে এ সমস্ত দেওয়াইলেন। তাহারা সেই পাঁচ শ চাটিতে সুরা পূরিল এবং সেগুলি রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক চাটির কাছে একটা বিড়াল বান্ধিয়া রাখিল। অনন্তর যখন চাটিগুলির সমস্ত দ্রব্য পচিয়া উথলিয়া পড়িল, তখন বিড়ালেরা চাটির অভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত সুরা পান করিয়া মত্ত ও নিদ্রাভিভূত হইল। মূষিকেরা তাহাদের নাক, কাণ, দাড়ি ও লাঙ্গুল কামড়াইয়া খাইল। ইহা দেখিয়া রাজার নিযুক্ত লোকে গিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, বিড়ালগুলি সুরাপান করিয়া মারা গিয়াছে। রাজা ভাবিলেন, 'লোক দুটা তবে বিষ প্রস্তুত করে', তিনি তাহাদের দুই জনেরই শিরশ্ছেদ করাইলেন। মৃত্যুকালেও তাহারা "সুরা দাও," "মধু দাও"* বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল।

শৌণ্ডিকদ্বয়ের প্রাণবধ করাইয়া রাজা চাটিগুলি ভাঙ্গিতে আদেশ দিলেন। এদিকে বিড়ালগুলির নেশা ভাঙ্গিয়াছিল, তাহারা উঠিয়া ইতস্ততঃ খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। ইহা দেখিয়া রাজপুরুষেরা রাজাকে আবার সংবাদ দিল। রাজা ভাবিলেন, 'যদি ঐ দ্রব্য বিষ হইত, তাহা হইলে বিড়ালগুলা নিশ্চয় মারা যাইত, উহা বিষ নয়, বোধ হয় কোন মধুর দ্রব্য হইবে। অতএব পান করিয়া দেখা যাইক।' অনন্তর তিনি নগর অলঙ্কৃত করাইলেন, রাজাঙ্গনে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন, তাহা উত্তমরূপে সাজাইলেন, এবং সেখানে সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্রতলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র ভাবিতেছিলেন, 'পৃথিবীতে এখন এমন কে আছে যে মাতৃসেবা ইত্যাদি ধর্ম্মে অপ্রমত্ত হইয়া ত্রিবিধ-সুচরিতে† ভূষিত হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর দিকে অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রাবস্তীরাজ রাজাসনে বসিয়া সুরাপান করিতেছেন।

* 'মধু' সুরার নামান্তর।

† অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক সদনুষ্ঠান।

ইহাতে তাঁহার মনে হইল, 'এই রাজা যদি সুরাসক্ত হন, তাহা হইলে সমস্ত জম্বুদ্বীপের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব যাহাতে ইনি সুরাপান না করেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি হস্ততলে এক সুরাপূর্ণ কুম্ভ লইলেন এবং ব্রাহ্মণবেশে রাজার পুরোভাগে আকাশস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই কুম্ভ ক্রয় কর", "এই কুম্ভ ক্রয় কর।" তিনি আকাশস্থ হইয়া এইরূপ বলিতেছেন দেখিয়া রাজা সর্ব্বমিত্র ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিল?' তিনি তিনটী গাথায় শক্রের সহিত আলাপ করিলেন :—

১। কে তুমি ত্রিদিব হ'তে প্রাদুর্ভূত হলে নভস্তলে?
চন্দ্রের উদয়ে যথা তমোহীনা শর্ব্বরী উজলে!
গাত্র হ'তে কি সুন্দর হইতেছে রশ্মি নিঃসরণ,—
অন্তরীক্ষে মেঘপাশে হয় যেন বিদ্যুৎ স্ফুরণ।

২। বায়ুহীন মহাশূন্যে করিতেছ তুমি বিচরণ।
ব্যোমে যাতায়াত-স্থিতি দেখিলে বিস্মিত হয় মন।
ঋদ্ধি করতলগত দেখিতেছি সুস্পষ্ট তোমার।
অপাদবিক্ষেপে গতি সাধ্য শুধু পক্ষে দেবতার।

৩। আসিয়া আকাশপথে করিতেছ শূন্যে অবস্থান,
'কর কুম্ভ ক্রয়' বলি করিতেছ সবার আহ্বান।
কে তুমি? কি দ্রব্য তব আছে কুম্ভে, বল তুমি, শুনি,
বিক্রয় করিতে যাহা এত ব্যগ্র হইয়াছ তুমি।

শক্র উত্তর দিলেন, "তবে শুনুন।" তিনি এই গাথাগুলি দ্বারা সুরার দোষ প্রদর্শন করিলেন :—

৪। এ নয় ঘৃতের কুম্ভ অথবা তৈলের,
মধু কিংবা গুড় নাই ভিতরে ইহার,
ভূরি ভূরি অনর্থের এ কুম্ভ আধার,
বলিতেছি, শুন কত শত দোষ এর।

৫। এ কুম্ভের দ্রব্য কেহ পান যদি করে পা টলি প্রপাত হ'তে পড়ি সেই মরে,
কিংবা পূতিগর্ত্তে * পড়ি হাবুডুবু খায়, অভক্ষ্য ভক্ষণ করে পাগলের প্রায়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

৬। পান যদি করে কেহ এ কুম্ভের রস, রবে না শরীর, চিত্ত তার আত্মবশ।
বেড়াবে গরুর মত খাবার খুঁজিয়া, অথবা উন্মত্তবৎ নাচিয়া গাহিয়া।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

৭। এই রসপানে লোকে ঘুরে পথে পথে বিবস্ত্র নাগার মত—লজ্জা নাই তাতে!
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান তার থাকে না তখন, মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত রয় নিদ্রায় মগন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

৮। খেলে ইহা উঠি লোকে থর থর কাঁপে, নাড়ে মাথা, ছোঁড়ে হাত ইহার প্রভাবে,
কলের পুতুল প্রায় নাচিয়া বেড়ায়, সে দশা তাদের দেখি বড় হাসি পায়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

* মূলে 'সোব্‌ভ, গুহ, চন্দনিকা, অলিগল্ল এই চারিটী স্থানে পড়িবার কথা আছে। সোব্‌ভ ও গুহ গর্ত্তবাচক। চন্দনিকা ও অলিগল্ল গ্রামোপান্তস্থিত মলপূর্ণ গর্ত্ত বা পল্বল—cesspool, ইহা হইতে 'অলি গলি শব্দটী জন্মিয়াছে কি?

৯। খেলে ইহা হবে লোকে হেন অচেতন, শয্যার আগুনে পড়ি ত্যজিবে জীবন,
শৃগাল, কুক্কুর কিংবা মাংস ছিঁড়ি খাবে, তথাপি সে সে যাতনা টের নাহি পাবে।
কারাদণ্ড, প্রাণনাশ, বিত্তপবিক্ষয় এ রস-পানের ফলে সমস্তই হয়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১০। অবক্তব্য বলে ইহা খায় যেই জন, সভামধ্যে বসে গিয়া হ'যে বিবসন
বমন করিয়া বান্ত দ্রব্যে ক্লিন্নকায় বিষণ্ণবদনে বসি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চায়।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১১। এ রসে আবিল চক্ষে ভাবে লোকে মনে, আমার সমান কেহ নাই ত্রিভুবনে।
আমারি নিজস্ব এই বিপুলা ধরণী, আসমুদ্র-ক্ষিতিপতি—তুচ্ছ তারে গণি।'
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১২। সুরার অশেষ গুণ,—দম্ভের জননী, নিয়ত কলহ-পরনিন্দা-প্রসবিনী,
কুরূপা, নির্লজ্জা, সদা শঙ্কাপ্রপীড়িতা, ধূর্ত্ত চৌর প্রভৃতির একান্ত সেবিতা।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৩। থাকুক সমৃদ্ধি-যুক্ত কুলের গৌরব, অনেক সহস্রমিত বিপুল বিভব,—
পৈতৃক সম্পত্তি সব বিনাশ করিতে, সুরাসম আর কিছু পাই না দেখিতে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৪। ধন, ধান্য, মণি, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন, গো, ভূমি, সকলি যায় সুরার কারণ।
বিত্তনাশ, কুলক্ষয় ঘটে সুরাপানে সুরার প্রভাব এই সর্ব্ব লোকে জানে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৫। সুরাপানে দর্পভরে কটু ভাষে নর, মাতা, পিতা, গুরুজনে গর্জ্জে নিরন্তর,
'এ বুঝি কলত্র মোর' ভাবি ইহা মনে শ্বশ্রূ-স্নুষা-দুহিতার হাত ধরি টানে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৬। সুরাপানে মত্ত যদি হয় নারীগণ, দর্পভরে করে শ্বশ্রূস্বামীরে তর্জ্জন,
দাসভৃত্যসহ রত হয় ব্যভিচারে। সুরার মাহাত্ম্য যত বর্ণিতে কে পারে?
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৭। বধে লোকে মত্ত হয়ে করি সুরাপান ধার্ম্মিক শ্রমণ আর ব্রাহ্মণের প্রাণ।
এই দুষ্কৃতির ফলে শেষে মতিহীন অপায়ে জনম লভি পচে চিরদিন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৮। সুরায় আসক্ত হ'যে নরাধম যত কায়ে, মনে, বাক্যে সদা অপকর্ম্মে রত।
যাবৎ জীবন তারা পাপপথে চরি নরকে জনম লভে দেহ পরিহরি।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

১৯। প্রচুর সুবর্ণদানে, কাতরবচনে যাচিলেও যে জন না মিথ্যা কভু ভণে,
সুরাসক্ত হয় যদি পরে সেই জন, অকুণ্ঠিতচিত্তে বলে অলীক বচন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২০। প্রেরিত হইলে কোন কার্য্যসিদ্ধিতরে, উদ্দেশ্যটী সুরাপায়ী বিস্মরণ করে।
যতই জরুরী কেন কাজ তার হাতে, শুধালেও বলিতে না পারে কোন মতে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২১। স্বভাবতঃ লজ্জাশীল, প্রভাবে সুরার হইয়া উন্মত্ত করে লজ্জা পরিহার।
স্বভাবতঃ ধীর বলি লোকে যারে জানে, অনর্গল প্রলাপ করিবে সুরাপানে।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২২। এ রস করিয়া পান চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ শূকরশাবকবৎ একত্র শয়ন
করে পানাগারে শুধু মাটির উপর, অনাহারে ক্রমে ভগ্ন হয় কলেবর,
অঙ্গশ্রী বিনষ্ট হয় এসব কারণ, হয় তারা সকলের ধিক্কারভাজন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২৩। করিলে গরুর মাথে দারুণ প্রহার পড়ে সে ভূতলে যথা—সাধ্য নাহি তার
উঠিতে আবার, হায় ঠিক সেই মত ভূতলে পড়িয়া থাকে সুরাপায়ী যত।
বারুণীর বেগ হায় বড়ই ভীষণ, সহিতে তা' কভু কিহে পারে কোন জন?

২৪। ঘোরবিষসর্পবৎ ভাবি যারে মনে নিয়ত বর্জ্জন করে সুধী সর্ব্ব জনে,
যে বিষ করিতে পান, মানুষ যে জন, ইচ্ছা কি করিতে ভবে পারে হে কখন?

২৫। বৃষ্ণিপুত্র, অন্ধকেরা হয়ে সুরামত্ত হইল সাগর তীরে কলহে প্রবৃত্ত, *
মুষল লইয়া হাতে করে মহারণ, জ্ঞাতিরা নাশিল পরস্পরের জীবন।
একাধারে এত গুণ আর কোথা নাই, পূর্ণ কুম্ভ এই তবে কিনি লও, ভাই।

২৬। অসুরেরা, মহারাজ, পান করি সুরা শাশ্বত ত্রিদিব হ'তে চ্যুত হ'ল পুরা।
সুরার অনর্থ এত জানি শুনি কেবা সে সর্ব্বনাশীর বল, করিবে হে সেবা?

২৭। দধি কিংবা মধু, ভূপ, এ কুম্ভেতে নাই, ইহাতে যে দ্রব্য আছে, আমি তব ঠাঁই
বলিলাম, সর্ব্বমিত্র, গুণ তার যত, জানি, কিনি লও, আর খাও ইচ্ছামত।

ইহা শুনিয়া রাজা সুরার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিলেন এবং তুষ্ট হইয়া দুইটী গাথায় শক্রের স্তুতি করিলেন :—

২৮। মাতা বল, পিতা বল, কেহই আমার হিতকারী নয়, বিপ্র, সদৃশ তোমার।
সাধিতে আমার তুমি পরম কল্যাণ দয়াবশে উপদেশ করিয়াছ দান।
সাবধানে অতঃপর করিব পালন আজ্ঞা তব, হব আমি কল্যাণ-ভাজন।

২৯। সুবৃহৎ পঞ্চ গ্রাম, দাসী একশত,
সপ্ত শত গো তোমায় করিলাম দান.
আর এই রমণীয় রথ দশখান
উৎকৃষ্ট তুরগযুক্ত পুষ্পরথ মত।
আচার্য্য আমার তুমি, কল্যাণ অশেষ
ঘটিল আমার লভি তব উপদেশ।

ইহা শুনিয়া শক্র নিজের দেবভাব প্রকটিত করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ আকাশস্থ হইয়াই দুইটী গাথায় আত্মপরিচয় দিলেন :—

৩০। দাসী শত, গ্রাম পঞ্চ, গবাদি যে ধন, থাকুক সে সব তব ভোগের কারণ।
তুমিই করহে ভোগ রথগুলি তব, বহন যা' করে সব অশ্ব মনোজব।
আমি শক্র দেবরাজ, শুন হে রাজন্, এ সকল দ্রব্যে মোর নাই প্রয়োজন।

৩১। পলান্ন, পায়স, সর্পিঃ করহে ভক্ষণ, মধুযুক্ত পূপে কর রসনা তর্পণ,
নাই তায় দোষ, থাকে ধর্ম্মে যেন মতি, পাইবে প্রশংসা, শেষে স্বর্গে হবে গতি।

* ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের যদুবংশধ্বংসকাহিনী এবং ৪র্থ খণ্ডের ঘটজাতক (৪৫৪) দ্রষ্টব্য। এই খণ্ডের সংকৃত্য-জাতকেও (৫৩০) উক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে।

শক্র রাজাকে এই উপদেশ দিয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। রাজাও আর সুরাপান না করিয়া সুরাভাণ্ডগুলি ভগ্ন করাইলেন এবং শীল গ্রহণপূর্ব্বক দানে রত ও স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইলেন। কিন্তু জম্বুদ্বীপে ক্রমে ক্রমে সুরাপানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইল।

[সমবধান :—তখন আনন্দ ছিলেন রাজা সর্ব্বমিত্র এবং আমি ছিলাম শক্র।]

—জাতকমালাতেও এই আখ্যায়িকাটী আছে (১৭)।

৫১৩—জয়দ্দিস-জাতক।*

[শাস্তা জনৈক মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্যাম-জাতকে (৫৪০) যেরূপ কথিত আছে, ইহার বর্তমান বস্তুও সেইরূপ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে শাস্তা বলিয়াছিলেন, "পুরাকালে পণ্ডিতেরা কাঞ্চনমালা-শোভিত শ্বেতচ্ছত্র পরিহার করিয়াও মাতাপিতার ভরণ পোষণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে কাম্পিল্য রাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষী গর্ভধারণানন্তর এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। এই রমণীর পূর্ব্বজন্মে এক সপত্নী ক্রুদ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, "আমি যেন তোর গর্ভজাত সন্তান ভক্ষণ করিতে সমর্থ হই।" তদনুসারে সে মরণান্তে যক্ষী হইয়াছিল। পঞ্চাল-মহিষী পুত্র প্রসব করিলে সে এই কামনা চরিতার্থ করিবার অবসর পাইল, সে মহিষীর চক্ষুর সম্মুখেই অপক্ক মাংসখণ্ডসদৃশ কুমারকে গ্রহণ করিল এবং মুর্মুর শব্দে ভক্ষণ করিয়া সূতিকাগৃহ হইতে চলিয়া গেল। মহিষী দ্বিতীয় বার পুত্র প্রসব করিলেন, যক্ষী দ্বিতীয় বারেও ঐরূপ করিল। তৃতীয় বার যখন মহিষী সূতিকাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন উহার চারিদিকে কড়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু যে দিন তিনি প্রসব করিলেন, সেদিন যক্ষী পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া নবজাত কুমারকে গ্রহণ করিল। "যক্ষী আসিয়াছে" বলিয়া মহিষী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তিনি যে দিক দেখাইয়া দিলেন, আয়ুধহস্ত রক্ষকেরা সেই দিকে ছুটিয়া যক্ষীর অনুধাবন করিল। সে কুমারকে ভক্ষণ করিবার অবসর না পাইয়া পলায়নপূর্ব্বক একটা জলের নর্দ্দমায় প্রবেশ করিল। সেখানে শিশুটী তাহাকে নিজের জননী মনে করিয়া তাহার স্তনে মুখ দিল, ইহাতে তাহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহ জন্মিল, সে শ্মশানে গিয়া শিশুটাকে একটা পাষাণময় গহ্বরে রাখিল এবং তাহার লালন পালনে প্রবৃত্ত হইল। ছেলেটী ক্রমে যখন বড় হইল, তখন যক্ষী মনুষ্য মাংস আনিয়া তাহাকে খাইতে দিতে লাগিল।

রাজকুমার ও যক্ষী উভয়েই মনুষ্যমাংস খাইত, রাজকুমার নিজের মনুষ্যভাব জানিত না। সে আপনাকে যক্ষীপুত্র বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু যক্ষেরা যেমন নিজরূপ ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত অন্যরূপ ধারণ করিতে বা লোকচক্ষুর অগোচর হইতে পারে, কুমার তাহা পারিত না। সে যাহাতে ইচ্ছামত অন্তর্হিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে যক্ষী

* এই জাতকের সহিত অযোগৃহ-জাতক (৫১০) এবং পরবর্তী মহাসুতসোম-জাতক (৫৩৭) তুলনীয়।

তাহাকে একটা শিকড় দিল। এই শিকড়ের গুণে সে লোকচক্ষুর অগোচর হইয়া মনুষ্যমাংস ভোজনপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল। যক্ষী মহারাজ বৈশ্রবণের সেবার জন্য গিয়া সেখানে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চাল-মহিষী চতুর্থবার একটী পুত্র প্রসব করিলেন। যক্ষী তখন মারা গিয়াছিল বলিয়া এই কুমারের কোন বিঘ্ন ঘটিল না। কুমার তাঁহার পরম শত্রু যক্ষীকে পরাজিত করিয়া জন্মিয়াছেন, এই মনে করিয়া তাঁহার নাম রাখা হইল জয়দ্দিষ*। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল অলীনশত্রু কুমার। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর কৃতবিদ্য হইয়া উপরাজ্য লাভ করিলেন।

এদিকে যক্ষীর পালিতপুত্র অনবধানতাবশতঃ সেই শিকড়টা নষ্ট করিয়াছিল, কাজেই সে আর লোকচক্ষুর অগোচর হইতে পারিত না, সকলকে দেখা দিয়াই শ্মশানে গিয়া মনুষ্যমাংস খাইত। লোকে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইল এবং রাজার নিকট গিয়া অভিযোগ করিল, "মহারাজ, এক দৃশ্যমানরূপ যক্ষ শ্মশানে মনুষ্যমাংস খাইতেছে, সে ক্রমে নগরেও প্রবেশ করিয়া মানুষ মারিয়া খাইবে, তাহাকে ধরা কর্ত্তব্য।" রাজা অঙ্গীকার করিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে ধরিবার ব্যবস্থা করিতেছি।" অনন্তর তিনি ঐ যক্ষ ধরিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন। সৈনিকগণ গিয়া শ্মশান ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া সেই নগ্ন ও বিরাটকায় যক্ষীপুত্র মরণভয়ে বিরাব করিতে করিতে লম্ফ দিয়া সৈনিকদিগের ভিতরে গিয়া পড়িল। সৈনিকেরাও 'যক্ষ আসিয়াছে' বলিয়া মরণভয়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিল। যক্ষীপুত্র এই অবসরে সেখান হইতে পলায়নপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল, আর কখনও মনুষ্যপথে দেখা দিল না। ঐ অরণ্যের ভিতর দিয়া যে রাজপথ ছিল, তাহারই অদূরে একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে সে বাস করিল এবং যে সকল লোক ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করিত, তাহাদের এক একটী ধরিয়া খাইতে লাগিল।

একদা এক ব্রাহ্মণ সার্থবাহ অটবীপালদিগকে † সহস্র মুদ্রা দিয়া পঞ্চশত শকটসহ ঐ পথে যাইতেছিলেন। নরযক্ষ বিকট শব্দ করিতে করিতে ঐ দল আক্রমণ করিল, লোকে ভয় পাইয়া বুকে ভর দিয়া শুইয়া পড়িল, ব্রাহ্মণকে ধরিয়া পলায়ন করিবার কালে যক্ষের পায়ে একটা কাঠের টুকরা ফুটিল, অটবীপালেরা তাহার অনুধাবন করিতেছে দেখিয়া সে ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিল এবং নিজের বাসস্থানে গিয়া নিস্তার পাইল।

নরযক্ষ যে দিন উক্তরূপে আহত হইয়াছিল, তাহার সপ্তম দিনে রাজা জয়দ্দিষ মৃগয়ার আদেশ দিয়া রাজধানী হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন নগরের বাহির হইতেছিলেন, সেই সময় তক্ষশিলাবাসী নন্দনামক এক মাতৃপোষক ব্রাহ্মণ চারিটী শতার্হ গাথা ‡ লইয়া

* পালি 'জয়দ্দিস'। মূলে শব্দটীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় ইহা দ্বিষ্-ধাতুমূলক। ইহার অর্থ শত্রুদমন বা রিপুঞ্জয়।

† সার্থবাহদিগকে বনমধ্যে দস্যু ও হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাহারা প্রহরীর কাজ করিত, তাহারা অটবীপাল নামে অভিহিত হইত। ‡ অর্থাৎ প্রত্যেক গাথার মূল্য শত মুদ্রা।

তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবেন। রাজা বলিলেন, "মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আপনার গাথা শুনিব।" তিনি ব্রাহ্মণের বাসের জন্য একটী বাড়ী দেওয়াইলেন এবং মৃগয়ায় গমন করিয়া সহচরদিগকে বলিলেন, "যাহার পাশ কাটাইয়া মৃগ পলাইবে, সে ঐ ব্রাহ্মণের পুরস্কারের জন্য দায়ী হইবে।" অনন্তর একটা পৃষতমৃগ গহন স্থান হইতে উঠিয়া রাজার অভিমুখেই ছুটিল এবং পলাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া অমাত্যেরা পরিহাস করিতে লাগিলেন। রাজা খড়্গ হস্তে লইয়া মৃগটার অনুধাবন করিলেন, তিন যোজন গিয়া খড়্গাঘাতে তাহার দেহ দ্বিখণ্ড করিলেন এবং উহা বাঁকে তুলিয়া ফিরিবার কালে নরযক্ষের আবাসস্থানে উপস্থিত হইয়া দর্ভতৃণের উপর উপবেশন করিলেন। সেখানে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর তিনি আবার চলিতে উদ্যত হইলেন। তখন নরযক্ষ দাঁড়াইয়া বলিল, "থাম, যাইবে কোথায়? তুমি যে আমার ভক্ষ্য।" সে রাজার হাত ধরিয়া প্রথম গাথা বলিল :—

১। ঘটিল সুযোগ আজ বহুদিন পরে, লভিলাম মহাখাদ্য সপ্তাহ অন্তরে।
কোথা হতে এলে তুমি, কিবা নাম ধর? কোন্ জাতি, কোন্ গোত্র সত্য করি বল।

যক্ষকে দেখিয়া রাজার উরু কাঁপিতে লাগিল, তিনি পলায়ন করিতে অশক্ত হইলেন; কিন্তু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। জয়দ্দিষ নাম ধরি, পঞ্চাল-ঈশ্বর জানিনা এ নাম তব শ্রবণ-গোচর
হয়েছে কি কোন দিন, মৃগয়ার তরে ভ্রমিতেছি কচ্ছে আর কানন ভিতরে।
এই মৃগমাংস তুমি করহ ভক্ষণ, বিনিময়ে এর মোরে দাও হে মোচন।

ইহা শুনিয়া নরযক্ষ তৃতীয় গাথা বলিল :—

৩। আপনারে বাঁচাইতে মৃগ মাংস বল খেতে,
আমার যা' আমাকেই দিতে তাহা চাও।
প্রথমে তোমারে, শেষে মৃগমাংস খাব আমি,
বৃথা বাক্যে কেন আর সময় কাটাও?

ইহাতে রাজা নন্দব্রাহ্মণের কথা স্মরণ করিলেন এবং চতুর্থ গাথা বলিলেন :—

৪। মুক্তি যদি নাহি দেও পাইয়া নিশ্চয়,
আজিকার মত মোরে দাও ছাড়ি তাই,
প্রত্যূষে ফিরিয়া কল্য আসিব নিশ্চয়,
করছি যে অঙ্গীকার ব্রাহ্মণের ঠাঁই
পালন করিয়া তাহা—সত্য রক্ষা করি,
নিশ্চয় আসিব পুনঃ নিকটে তোমারি।

ইহা শুনিয়া যক্ষ পঞ্চম গাথা বলিল :—

৫। জানিতেছ এবে তব আসন্ন মরণ, তবু কি কর্ম্মের তরে মন উচাটন?
সত্য করি বল, আমি দেখিব বিচারি, প্রত্যূষে ফিরিতে আজ্ঞা দিতে কি না পারি।

রাজা ষষ্ঠ গাথায় তাঁহার প্রার্থনার কারণ বলিলেন :—

৬। দিয়াছি ব্রাহ্মণে আশা, দিব তাঁরে ধন, করিনি এখনো সেই প্রতিজ্ঞা পালন।
পালি সেই অঙ্গীকার, সত্য রক্ষা করি, নিশ্চয় আসিব পুনঃ নিকটে তোমারি।

ইহার উত্তরে যক্ষ সপ্তম গাথা বলিল :—

৭। দিয়াছ ব্রাহ্মণে আশা, দিবে তাঁরে ধন, করোনি এখনো সেই প্রতিজ্ঞা পালন।
পালি সেই অঙ্গীকার—সত্য রক্ষা করি, নিশ্চয় আসিও পুনঃ নিকটে আমারি।

এই কথা বলিয়া যক্ষ রাজাকে মুক্তি দিল। মুক্তি লাভ করিয়া রাজা বলিলেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি প্রাতঃকালেই ফিরিয়া আসিব।" অনন্তর পথের কতকগুলি চিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি নিজের সেনার সহিত মিলিত হইলেন, সেনা-পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, নন্দ ব্রাহ্মণকে মহার্হ আসনে উপবেশন করাইলেন, তাঁহার গাথাগুলি শুনিয়া তাঁহাকে চারি সহস্র মুদ্রা দান করিলেন, * এবং তাঁহাকে যানে আরোহণ করাইয়া ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "ইহাকে তক্ষশিলায় পৌঁছাইয়া দাও।" এইরূপে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া তিনি দ্বিতীয় দিবসে যক্ষসমীপে ফিরিবার অভিপ্রায়ে পুত্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক উপদেশ দিলেন :—

[শাস্তা এই উপদেশ বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বলিলেন,

৮। নৃমাংসাদ হস্ত হ'তে পাইয়া মুকতি প্রাসাদে ফিরিলা সুখভোগী নরপতি।
ব্রাহ্মণের সঙ্গে করি প্রতিজ্ঞা পালন অলীনশত্রুকে এই বলেন বচন

৯। "অদ্যই এ রাজ্য, বৎস, করহ গ্রহণ, যথাধর্ম্ম আত্মপরে করিও পালন।
অধর্ম্ম এ রাজ্যে যেন কভু নাহি ঘটে, চলিলাম আমি নরখাদক-নিকটে।

ইহা শুনিয়া রাজকুমার দশম গাথা বলিলেন :—

১০। করেছি কি অপরাধ তোমার চরণে? বল, শুনি, অসন্তুষ্ট হলে কি কারণে?
রাজত্ব অদ্যই মোরে কেন চাও দিতে? তোমা বিনা নাহি চাই রাজত্ব করিতে।

ইহার উত্তরে রাজা আর একটী গাথা বলিলেন :—

১১। কার্য্যে কিংবা বাক্যে কভু, হয় না স্মরণ, হয়েছ যে, বৎস, মম অপ্রীতিভাজন।
যক্ষের নিকটে বদ্ধ আছি অঙ্গীকারে, যাইব তাহার কাছে সত্য রক্ষিবারে।

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন,

১২। আপনি থাকুন হেথা, আমি যাব যক্ষ সন্নিধানে।
প্রাণ ল'য়ে ফিরিবে না কভু কেহ গেলে সেই খানে।
আপনি যক্ষের কাছে যদি, পিতঃ, করেন গমন,
আসিও নিশ্চিত যাব, উভয়েরি ঘটিবে মরণ।

রাজা বলিলেন,

১৩। ধর্ম্ম সুসঙ্গত, সাধু, বৎস, এই তোমার প্রস্তাব,
মরণ অপেক্ষা কিন্তু পাব আমি বেশী মনস্তাপ
যখন নিষ্ঠুর যক্ষ আত্মবল করিয়া প্রয়োগ
তীক্ষ্ণ শূলে করি পাক মাংস তব করিবেক ভোগ।

---

* পূর্ব্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে গাথাগুলি শতার্হ।

কুমার বলিলেন,

১৪। রক্ষিব তোমাব প্রাণ আত্মপ্রাণ কবি বিনিময,
দিবনা তোমায় যেতে যেথা সেই যক্ষ দুবাশয।
এইরূপে তব প্রাণ, হে পিতঃ, বক্ষিতে পাবি যদি,
জীবন অপেক্ষা আমি মবণেই সুখ পাব অতি।

রাজা কুমারেব বল জানিতেন। এই গাথা শুনিবাব পব তিনি সম্মতি দিয়া বলিলেন, "বেশ, বৎস, তুমিই গমন কব।" কুমাব তখন জনক-জননীব চরণ বন্দনা কবিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপ বর্ণনা কবিবাব জন্য শাস্তা অর্দ্ধ গাথা বলিলেন,—

১৫। (ক) ততঃ পব ধৃতিমান্ বাজাব নন্দন বন্দিলা মাতায় আব পিতাব চবণ।

তখন কুমারেব মাতা, পিতা, ভগিনী, ভার্য্যা ও অমাত্যগণও তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে নগর হইতে বাহির হইলেন। নগরের বাহিবে গিযা কুমাব পিতাব নিকট হইতে পথ জানিয়া লইলেন, পথে যে যে দ্রব্যেব প্রয়োজন হইবে, সুন্দবরূপে সে সমস্ত সঙ্গে লইলেন এবং অপব সকলকে সমযোচিত উপদেশ দিয়া কেশবীব ন্যায় নির্ভযচিত্তে গন্তব্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক যক্ষের বাসস্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে প্রস্থান কবিতে দেখিয়া তাঁহার জননী শোকসংববণ কবিতে পাবিলেন না, তিনি নিঃসংজ্ঞ অবস্থায ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার পিতাও দুই বাহু তুলিযা উচ্চৈঃস্ববে ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা কবিবাব জন্য শাস্তা অপবার্দ্ধ গাথা বলিলেন,—

১৫। (খ) শোকে অভিভূতা মাতা ভূতলে পড়িলা, বাহু তুলি পিতা তাঁব কান্দিতে লাগিলা।

অতঃপব পিতাব আশীর্ব্বাদ এবং মাতা, ভগিনী ও ভার্য্যার সত্যক্রিয়া বর্ণনা কবিবাব জন্য শাস্তা চাবিটী গাথা বলিলেন :—

১৬। কুমাবে যাইতে দেখি মুখ ফিবাইযা প্রার্থনা কবেন বাজা প্রাঞ্জলি হইযা,
চন্দ্রার্ক, বরুণ, প্রজাপতি, দেববাজ, সোমদেব,—তোমা সবে বক্ষা কব আজ
নিষ্ঠুব যক্ষেব গ্রাস হইতে কুমাবে, সুস্থদেহে গৃহে যেন ফিবিতে সে পাবে।*

১৭। রামেব চার্ব্বঙ্গী মাতা স্তুতি দেবগণে বক্ষিলা তনযে তাঁব দণ্ডক কাননে।
আমাবও কাতব বাক্য কবিযা শ্রবণ, স্মবি সেই সত্য কথা যেন দেবগণ
বক্ষেন যক্ষেব গ্রাস হইতে বাছাবে, সুস্থ দেহে গৃহে যেন ফিবিতে সে পাবে।†

---

* এই গাথায 'সোম' ও 'চন্দ্র' পৃথক্ দেবতা বলিয়া আহূত হইযাছেন। বেদেও এই শব্দ দুইটী একার্থ-বাচক নহে। সোম দেব সোমবসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চন্দ্রমণ্ডলে সোমবস বক্ষাব কথা উত্তবকালে কল্পিত হইযাছিল, এবং তখন চন্দ্রই সোমবসেব অধিগতা হইযাছিলেন।

† এই গাথাব সহিত মূল বামাযণেব কোন বিবোধ নাই, কিন্তু ইহাব পৌবাণিকী কথা উদ্ধার কবিতে গিয়া টীকাকার যে অদ্ভুত বামাযণ বর্ণনা করিযাছেন, তাহা নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক। তিনি বলিযাছেন

১৮। সমক্ষে, পরোক্ষে, কভু হয় না স্মরণ, অপ্রিয় ভ্রাতার কিছু করেছি কখন।
স্মরি এই সত্য কথা দেবতা সকল আমার ভ্রাতার যেন করেন মঙ্গল।
আজ্ঞা পাইয়াছে যেতে যক্ষের নিকটে, অনিষ্ট সেথানে তার নাহি যেন ঘটে।
রক্ষা যেন দেবগণ করেন ভ্রাতারে, সুস্থ দেহে গৃহে যেন ফিরিতে সে পারে।

১৯। উপেক্ষি আমায় অন্য রমণীর প্রতি হয় নাই, প্রভু, কভু তোমার আসক্তি।
আমারও, জীবিতেশ্বর, হয় নি কখন তুমি যে অপ্রিয় মোর, ভাবনা এমন।
স্মরি এই সত্য কথা যেন দেবগণ করেন বিপদে মোর স্বামীর রক্ষণ।

জয়দ্দিষ যে সকল চিহ্ন নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেইগুলি লক্ষ্য করিয়া কুমার যক্ষের বাসস্থানে যাইবার পথ চিনিতে পারিয়া চলিতে লাগিলেন। এদিকে যক্ষ ভাবিতেছিল, 'ক্ষত্রিয়েরা নানা ছল জানে। কে জানে এ ক্ষেত্রে কি ঘটিবে?' সে এক বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং সেখানে বসিয়া রাজা আসিতেছেন কিনা, দেখিতে লাগিল। কুমারকে আসিতে দেখিয়া সে মনে করিল 'পিতার পরিবর্তে বোধ হয় পুত্র আসিতেছে। কাজেই আশঙ্কার কোন কারণ নাই।' অনন্তর সে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক কুমারের দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিল, কুমারও গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন যক্ষ বলিল,

২০। কে তুমি হে চারুমুখ যুবা ঋজুকায়? কোথা হ'তে আগমন করিলে হেথায়?
জান না কি বাস করি এই বনে আমি? নিষ্ঠুর, নৃমাংসভোজী আমি, ইহা জানি
কোন্ জন, চায় যেই আপনার হিত, ইচ্ছা করি এ অরণ্যে হয় উপস্থিত?

ইহার উত্তরে কুমার বলিলেন,

২১। জানি, যক্ষ, এই বন তব বাসভূমি নিষ্ঠুর, নৃমাংসভোজী শুনিয়াছি তুমি।
আমি হই জয়দ্দিষ রাজার নন্দন দাও তাঁরে মুক্তি, মোরে করিয়া ভক্ষণ।

যক্ষ বলিল,

২২। বুঝিলাম তুমি জয়দ্দিষের নন্দন, একরূপ উভয়ের মুখের গঠন।
বড়ই দুষ্কর কর্ম্ম এসেছ করিতে, রক্ষিতে পিতারে চাও মৃত্যু আলিঙ্গিতে।

"বারাণসীতে রাম-নামক এক মাতৃপোষক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাণিজ্যের জন্য দণ্ডকি-রাজার অধিকারস্থ কুম্ভবতী নগরে গমন করিয়াছিলেন। যখন প্রভূত বারি বর্ষণে দণ্ডকির সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়, তখন রাম মাতা পিতার গুণ স্মরণ করিয়াছিলেন। তিনি মাতৃপোষক ছিলেন, এই নিমিত্ত দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার মাতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন।" এই টীকা পাঠ করিলে বুঝা যায়, সিংহল দেশীয় ভিক্ষুরা সাধারণতঃ মূল রামায়ণ জানিতেন না, লোকমুখে রামের নাম ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র। দশরথ-জাতকে যে বিচিত্র রামায়ণ আছে, তাহাও বোধ হয় এইরূপেই কল্পিত হইয়াছিল।

ফলতঃ রামায়ণ ও মহাভারত যে জাতকরচনাকালে, এমন কি বুদ্ধদেবের সময়েও প্রচলিত ছিল, জাতকের নানা অংশে তত্তদ্‌গ্রন্থ-বর্ণিত ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। জাতকের প্রাচীন গাথাগুলির সঙ্গেও এই গ্রন্থদ্বয়ের কুত্রাপি কোন বিরোধ নাই। কিন্তু সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ সিংহলী ভিক্ষুরা গদ্যাংশে স্বকপোলকল্পিত উপাখ্যান রচনা করিয়া ঐ সকল চরিত্রের বিকৃতি ঘটাইয়াছেন। সেই কারণেই জাতকে রাম, কৃষ্ণা প্রভৃতি নায়কনায়িকার এতাদৃশী দুর্দ্দশা হইয়াছে।

কুমার বলিলেন,

২৩। পিতৃ-হেতু পুত্র করে প্রাণ বিসর্জ্জন, আমি ত দুষ্কর ইহা ভাবিনি কথন।
মাতাপিতৃ-সেবা-তরে ত্যজিলে জীবন পুত্র হয় স্বর্গবাসী, সুখের ভাজন।

ইহা শুনিয়া যক্ষ বলিল, "রাজপুত্র, মরণকে ভয় করে না, এমন প্রাণী ত নাই। তুমি কেন মরণকে ভয় কর না, জানিতে চাই।" ইহার উত্তরে কুমার দুইটী গাথা বলিলেন.

২৪। গোপনে কি অগোপনে করেছি কথন কোন পাপ কাজ আমি, হয় না স্মরণ।
জন্মমরণের তত্ত্ব জানি আমি ভাল, করি তাই তুল্য জ্ঞান ইহ-পরকাল।

২৫। কর, মহাবল, অদ্য আমায় ভক্ষণ, লইয়া এ দেহ তব সাধ প্রয়োজন।
পড়িব বৃক্ষাগ্র কিংবা প্রপাত হইতে— যে ভাবে তোমার ইচ্ছা আমায় বধিতে।
প্রাণশূন্য দেহ মোর লইয়া তখন যথারুচি মাংস তুমি করিও ভক্ষণ।

রাজপুত্রের কথায় যক্ষ ভয় পাইল। সে ভাবিল, 'আমার সাধ্য নাই যে ইহার মাংস খাই। এমন কোন কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, যে এ পলায়ন করে।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল,

২৬। নিতান্তই ইচ্ছা যদি, হে রাজকুমার, পিতার রক্ষিতে প্রাণ দিতে আপনার,
বন হতে কাষ্ঠ ভাঙ্গি কর আনয়ন, অবিলম্বে কর হেথা অগ্নি প্রজ্বালন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৭। রাজপুত্র ধৃতিমান্ আনিয়া ইন্ধন করিলেন তাহে মহা অগ্নি প্রজ্বালন্।
বলেন যক্ষেরে, "অগ্নি হয়েছে প্রস্তুত; অবিলম্বে কার্য্য তব কর ইচ্ছামত।"

কুমার অগ্নি প্রস্তুত করিয়া আবার উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া যক্ষ ভাবিল, 'এই ব্যক্তি পুরুষসিংহ, এ মরণকেও ভয় করে না। আমি এত কাল এরূপ নির্ভয় লোক কখনও দেখি নাই।' ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সে বসিয়া বসিয়া পুনঃ পুনঃ কুমারের দিকে তাকাইতে লাগিল। কুমার তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন,

২৮। অবিলম্বে খাও মোরে, অত্যাচারী যক্ষ তুমি, দেরি কেন আর?
অবাক্ হইয়া কেন দেখিতেছ মুখ মম তুমি বার বার?
বল আর কি করিলে তৃপ্তিসহ মাংস মোর করিবে ভক্ষণ?
যে আদেশ দিবে তুমি, তাহাই করিব, যক্ষ, আমি সম্পাদন।

যক্ষ বলিল,

২৯। ঈদৃশ ধার্মিক, সত্যবাদী সদাশয় মহাপ্রাণী রাক্ষসেরও ভোজ্য নাহি হয়।
হেন সত্যবাদীর যে হইবে ভক্ষক, শতধা বিদীর্ণ তার হইবে মস্তক।

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "যদি আমাকে খাইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে, আমা দ্বারা কাঠ ভাঙ্গাইয়া আগুন জ্বালাইলে কেন?" যক্ষ বলিল, "তুমি পলাও কিনা, এই পরীক্ষা করিবার জন্য।" কুমার বলিলেন; "তুমি এখন আমার কি পরীক্ষা করিবে?

আমি তির্য্যগ্‌যোনিতে শশবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও দেবরাজ শক্রের নিকট পরীক্ষা দেই নাই কি ?

৩০। শশজন্মে দেহোৎসর্গ করিয়া আমার দ্বিজরূপী দেবেন্দ্রের করিনু সৎকার।
তুষ্ট হয়ে করিলেন শক্র সে কারণ চন্দ্রের মণ্ডলে মোর মূরতি অঙ্কন।
মনোহর চন্দ্রদেব তখন হইতে 'শশী' নামে হন, যক্ষ, অর্চ্চিত মহীতে।*

ইহা শুনিয়া যক্ষ কুমারকে ছাড়িয়া দিল। সে বলিল,

৩১। পক্ষ-অন্তে রাহুমুক্ত চন্দ্রার্ক যেমন
উজলে চৌদিক্ করি প্রভা বিকিরণ,
তেমতি তুমিও আজ, মহাত্মা কাম্পিল্যরাজ
যক্ষগ্রাস-মুক্ত হয়ে করহ প্রস্থান
করুক সকলে তব মহাগুণ গান।
দেখিয়া তোমার মুখ লভিন অপার সুখ
জনক-জননী তব, জ্ঞাতিবন্ধুগণ,
আনন্দ-সাগরে সবে হউন মগন।

'মহাবীব তুমি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও,' ইহা বলিয়া যক্ষ মহাসত্ত্বকে বিদায় দিল। তিনিও যক্ষকে এইরূপে সংযত কবিয়া তাহাকে পঞ্চশীল দান কবিলেন এবং সে প্রকৃতই যক্ষ কিনা, ইহা অবধারণ করিবাব জন্য ভাবিতে লাগিলেন, 'যক্ষদিগেব চক্ষু বক্তবর্ণ, তাহাবা নির্নিমেষ, তাহাদের ছায়া নাই এবং তাহারা নির্ভীক। এ ব্যক্তি যক্ষ নহে, এ মানুষ। শুনিয়াছি আমাব পিতার তিনটী সহোদরকে এক যক্ষী হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, সে তাহাদেব দুই জনকে খাইয়াছিল, কিন্তু পুত্রস্নেহবশতঃ তৃতীয়টীকে না মাবিয়া পালন কবিয়াছিল। এ নিশ্চয় আমার পিতাব তৃতীয় সহোদব। ইহাকে সঙ্গে লইযা পিতাকে সমস্ত কথা বলিব এবং ইহাকে বাজত্ব দেওযাইব।' এই সিদ্ধান্ত কবিযা কুমার বলিলেন, "শুনুন মহাশয়, আপনি যক্ষ নহেন, আপনি আমাব পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদর। চলুন, আমাব সঙ্গে গিযা বংশগত বাজ্যভাব গ্রহণ করুন, আপনাব মস্তকোপবি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলিত হউক।" যক্ষরূপী পুরুষ বলিল, "আমি মনুষ্য নই।" কুমার বলিলেন, "যদি আমার কথা বিশ্বাস না কবেন, তবে বলুন, কাহার কথা বিশ্বাস কবিবেন।" "অমুক স্থানে এক দিব্যচক্ষুঃ তাপস আছেন। (তাঁহাব কথা বিশ্বাস কবি।)" তখন কুমাব পুরুষাদকে লইযা সেই তাপসের নিকট গেলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র তাপস বলিলেন, "তোমবা পিতাপুত্রে এই বনে কি কবিযা বেড়াইতেছ ?" অনন্তব তিনি উভযের প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিলেন। তখন পুরুষাদ কুমাবেব কথা বিশ্বাস কবিল। সে বলিল, 'বৎস, তুমি যাও। আমি এক দেহে দ্বিবিধা প্রকৃতি পাইযাছি। আমাব বাজ্যে প্রযোজন নাই, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।"

---

* শশ-জাতক (৩১৬) দ্রষ্টব্য। আমি 'যক্‌থ' এই সম্বোধন পদ ধরিলাম, টীকাকার 'যক্‌খো' পাঠ করিয়া যে অর্থ করিযাছেন, তাহা আমার বিবেচনায় অসঙ্গত। তিনি বলেন, "সক্কো·· চন্দমণ্ডলে সস লক্‌খণং অকাসি, ততো পট্ঠায তেন সসলক্‌খণেন স চন্দিমা সসী সসীতি এবং সসত্থুত লোকস্স পেমবদ্ধনে অজ্জ যক্‌খো বিরোচতি।"

ইহা বলিয়া সে ঐ তপস্বীর নিকট প্রব্রজ্যা হইল। কুমার তাহাকে প্রণাম করিয়া নগরে চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩২। রাজপুত্র ধৃতিমান্ যুড়ি দুই হাত নৃমাংস ভক্ষকে করিলেন প্রণিপাত।
বিদায় লইয়া পুনঃ কাম্পিল্য নগরে গেলেন অক্ষত দেহে প্রফুল্ল অন্তরে।

অনন্তর নগরবাসীরা রাজপুত্রের যেরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন ;—

৩৩। পৌর-জানপদগণ সকলে তখন গজসাদী, রথী, পদাতিক সর্ব্বজন,
কৃতাঞ্জলিপুটে নমি বলে বার বার, "অহো কি দুষ্কর কর্ম্ম করিলা কুমার।"

কুমার আসিতেছেন শুনিয়া রাজা তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। কুমার মহাজনসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। "বৎস, তুমি কি উপায়ে তাদৃশ নরখাদকের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলে?" কুমার বলিলেন, "পিতঃ, ঐ ব্যক্তি যক্ষ নহেন ; তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর, এবং আমার জ্যেষ্ঠ তাত।" অনন্তর তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া অনুরোধ করিলেন, "আপনি গিয়া একবার জ্যাঠা মহাশয়কে দেখিলে ভাল হয়।" রাজা তৎক্ষণাৎ ভেরীবাদন দ্বারা অনুচরদিগকে সমবেত করাইলেন এবং বহু অনুচরসহ সেই তাপসদিগের নিকটে গেলেন। কিরূপে যক্ষী রাজকুমারকে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভক্ষণ না করিয়া তাঁহার লালন পালন করিয়াছিল, কি কারণে কুমার যক্ষ-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাতপস্বী রাজাকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বলিলেন। রাজা বলিলেন, "চলুন, দাদা। আপনি গিয়া রাজত্ব করুন।" তাঁহার সহোদর বলিলেন, "না ভাই, আমি রাজ্য চাই না।" "যদি রাজ্য না চান, তথাপি চলুন, আমার উদ্যানে বাস করিবেন ; আমি চতুর্ব্বিধ উপকরণ দিয়া আপনার পরিচর্য্যা করিব।" কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলিলেন, "না মহারাজ, আমি সেখানেও যাইব না।" তখন রাজা আশ্রমের অদূরে পর্ব্বতীয় ভূভাগে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক সেখানে এক সুবৃহৎ সরোবর খনন করাইলেন, কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করাইলেন, প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী সহস্র ঘর লোক আনাইয়া সেখানে এক বৃহৎ গ্রাম পত্তন করিলেন এবং তাপসদিগের ভিক্ষাপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিলেন। ঐ গ্রামের নাম হইল থুল্লকল্মাষদম্য নিগম।

মহাসত্ত্ব সুতসোম যেখানে এক নরখাদককে দমন করিয়াছিলেন, তাহা মহাকল্মাষদম্য নামে বেদিতব্য।[১]

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যার পর সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু-স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন মহারাজকুলের মাতা পিতা ছিলেন সেই মাতা পিতা, সারিপুত্র ছিলেন সেই মহা-তাপস, অঙ্গুলিমাল ছিলেন সেই নরখাদক, উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই কনিষ্ঠা ভগিনী, রাজমাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী (?) এবং আমি ছিলাম অলীনশত্রুকুমার। চরিয়া পিটক, ২।৯

---

১ মহাসুতসোম-জাতক (৫৩৭) দ্রষ্টব্য।

৫১৪—ষড়্দন্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক তরুণী ভিক্ষুণীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে-যে, ঐ রমণী শ্রাবস্তী নগরের এক কুলকন্যা ছিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমের দোষ দেখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন ভিক্ষুণীদিগের সহিত ধর্ম্মসভায় গিয়া দেখিলেন, দশবল অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেছেন। তাঁহার অপরিসীম পুণ্যপ্রভাবজাত উত্তমরূপসম্পত্তিযুক্ত দেহ অবলোকন করিয়া ঐ রমণী ভাবিলেন, 'যাঁহারা এই মহাপুরুষের পাদসেবা করিয়াছেন, কোন অতীত জন্মে আমি কি তাঁহাদের কাহারও সেবাশুশ্রূষা করিয়াছি?' তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইবামাত্র তিনি জাতিস্মরত্ব লাভ করিলেন, তিনি জানিলেন যে, যখন বোধিসত্ত্ব ষড়্দন্ত বারণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজেই তাঁহার সেবিকা হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিবার কালে তাহার মনে বিপুল আনন্দ জন্মিল। তিনি প্রীতির বেগে অট্টহাস্য করিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'পাদচারিকাদিগের মধ্যে যাহারা স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী; তাহাদের সংখ্যা অল্প; যাহারা স্বামীর অহিতকামনা করে, তাহারাই সংখ্যায় বহুতর। আমি ইঁহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলাম, না অহিতানুষ্ঠান করিতাম?'

অনন্তর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তিনি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'অহো! আমি আত্মহৃদয়ে ইঁহার অল্পমাত্র দোষ পোষণ করিয়া শোণোত্তর-নামক এক জন নিষাদকে পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহা দ্বারা ইঁহার বিংশত্যধিক শতহস্তপরিমিত দেহ বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করাইয়া ইঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটাইয়াছিলাম।' এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সেই নবীনা ভিক্ষুণী মহাশোকসন্তপ্ত হইলেন; তাঁহার হৃৎপিণ্ড উত্তপ্ত হইল; তিনি শোকসংবরণে অসমর্থ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কাণ্ড দেখিয়া শাস্তা ঈষৎ হাস্য করিলেন। ইহাতে ভিক্ষুসঙ্ঘ জিজ্ঞাসা করিলেন 'ভদন্ত, আপনার হাস্য করিবার কারণ কি?' শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই তরুণী ভিক্ষুণী পূর্ব্ব জন্মে আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, আজ তাহা স্মরণ করিতেছেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে হিমবৎপ্রদেশে ষড়্দন্ত হ্রদের নিকটে অষ্টসহস্র ঋদ্ধিমান্ ও আকাশগামী হস্তী বাস করিত। বোধিসত্ত্ব এই গজযূথপতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সর্ব্ব শরীর শ্বেতবর্ণ, এবং মুখ ও পদচতুষ্টয় রক্তবর্ণ ছিল। তিনি কালক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উচ্চতায় অষ্টাশীতি হস্তপরিমিত এবং দৈর্ঘ্যে বিংশত্যধিক শতহস্তপরিমিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রজতদামসদৃশ শুণ্ডের পরিমাণ অষ্টপঞ্চাশৎ হস্ত ছিল; তাঁহার দন্তগুলির পরিধি ছিল পঞ্চদশ হস্ত এবং দৈর্ঘ্য ছিল ত্রিংশৎ হস্ত; সেগুলি হইতে ষড়্বর্ণ রশ্মি নিঃসৃত হইত। তিনি অষ্টসহস্র হস্তীর অধিনেতা হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধদিগের সেবা করিতেন। চুল্ল সুভদ্রা ও মহা সুভদ্রা নাম্নী দুইটী হস্তিনী তাঁহার অগ্র মহিষীর পদ পাইয়াছিল। এই নাগরাজ অষ্টসহস্র গজপরিবৃত হইয়া কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন।

ষড়্দন্ত হ্রদ দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে পঞ্চাশ যোজন। ইহার মধ্যভাগে দ্বাদশ যোজন-পরিমিত জলাংশে শৈবালাদি কোনরূপ জলজ উদ্ভিদ্ নাই *; সেখানে নির্ম্মল জলরাশি ঐন্দ্রজালিক মণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই জলরাশি বেষ্টন করিয়া এক যোজন পরিমিত নিরবচ্ছিন্ন কহ্লারবন, তদনন্তর কহ্লারবন বেষ্টন করিয়া যোজন পরিমিত নীলোৎপলবন, তাহার পর এক একটীকে বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে যোজনব্যাপী রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম ও কুমুদের বন অবস্থিত। এই সপ্তবন বেষ্টন করিয়া আবার কহ্লারাদি

---

* মূলে "সেবালং বা পণকং" আছে। 'পণক' এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ্।

উক্ত সপ্তবিধ পুষ্পের যোজনব্যাপী আর একটী বন। তাহার পর যোজনব্যাপী বক্তশালি বন; সেখানে জল এত অগভীর যে, হস্তীরা অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে। সর্ব্বশেষে জলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নীল, পীত, লোহিত ও শ্বেতবর্ণের সুরভি ও রমণীয় কুসুমপরিশোভিত নানাজাতীয় ক্ষুদ্র গুল্ম। এই যে দশটী বনের কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকটীরই বিস্তার এক যোজন। ইহাদের বহির্ভাগে যথাক্রমে ছোট বড় নানাবিধ উৎকৃষ্ট জাতীয় মাস ও মুদ্গের বন, কলম্বী, এর্বারুক,* অলাবু, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতার বন, পূগবৃক্ষপ্রমাণ ইক্ষুর বন, গজদন্তপ্রমাণ ফলবিশিষ্ট কদলীবন, শালিবন, চাটিপ্রমাণ ফলবিশিষ্ট পনসবন, সুমধুরফলবিশিষ্ট তিন্তিড়ী বন, কপিত্থ-বন, এবং সর্ব্বশেষে নানাজাতীয় তরুলতাসমাকীর্ণ মহারণ্য। ইহার বহির্ভাগে আবার বেণুবন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ষড়্দন্ত হ্রদের এইরূপ শোভাসম্পত্তি ছিল। ইহার বর্ত্তমান শোভাসম্পত্তির কথা সংযুক্তার্থকথায় বর্ণিত আছে।

বেণুবনের চতুর্দ্দিকে একে একে সাতটী পর্ব্বতমালা আছে। বাহির হইতে ধরিলে ইহাদের প্রথমটীর নাম ক্ষুদ্র কৃষ্ণ, দ্বিতীয়টীর নাম মহাকৃষ্ণ, তৃতীয়টীর নাম উদক, চতুর্থটীর নাম চন্দ্রপার্শ্ব, পঞ্চমটীর নাম সূর্য্যপার্শ্ব, ষষ্ঠটীর নাম মণিপার্শ্ব এবং সপ্তমটীর নাম সুবর্ণপার্শ্ব। সুবর্ণপার্শ্ব ষড়্দন্তহ্রদকে পরিবেষ্টন করিয়া পাত্রমুখবর্ত্তির † ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার উচ্চতা সপ্ত যোজন। ইহার যে পার্শ্ব অভ্যন্তরীণ, তাহা সুবর্ণবর্ণ; ইহা হইতে যে আভা বিকীর্ণ হয়, তাহাতে ষড়্দন্তহ্রদ বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পায়। বহিঃস্থ পর্ব্বতগুলির মধ্যে একটীর উচ্চতা ছয়, একটীর পাঁচ, একটীর চারি, একটীর তিন, একটীর দুই ও একটী এক যোজন। সপ্তগিরি-পরিবেষ্টিত ষড়্দন্তহ্রদের পূর্ব্বোত্তর কোণে, হ্রদশীকরশীতল স্থানে একটী বিশাল বটবৃক্ষ আছে। ইহার স্কন্ধের পরিধি পাঁচ যোজন, উচ্চতা সাত জোজন, চারিদিকে যে চারিটী শাখা গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর দৈর্ঘ্য ছয় যোজন; যে শাখাটী উর্দ্ধদিকে গিয়াছে তাহারও প্রমাণ ছয় যোজন। কাজেই মূল হইতে ধরিলে ইহা তের যোজন উচ্চ; ইহার এক দিকের শাখা হইতে তাহার বিপরীত দিকের শাখা ধরিলে বার যোজন। ইহার প্ররোহের সংখ্যা আট হাজার। ফলতঃ এই মহাবৃক্ষ তৃণগুল্মাদিহীন মণিপর্ব্বতের ন্যায় বিরাজ করিত।

ষড়্দন্তহ্রদের পশ্চিমদিকে সুবর্ণ পর্ব্বতে দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ কাঞ্চনগুহা। ষড়্দন্ত-নামক নাগরাজ অষ্টসহস্র নাগসহ বর্ষাকালে এই গুহায় এবং গ্রীষ্মকালে হ্রদশীকর-সিক্ত বায়ুসেবনার্থ ঐ মহাতরুর প্ররোহান্তরে বাস করিতেন।

একদিন গজরাজের অনুচরেরা সংবাদ দিল যে মহাশালবন পুষ্পিত হইয়াছে। তখন শালবনে কেলি করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সপরিবারে ঐ বনে গমন করিলেন এবং স্কন্ধদ্বারা একটা সুপুষ্পিত শালবৃক্ষে আঘাত করিলেন। তখন চুল্লসুভদ্রা গজরাজের উপরিবাত স্থানে দাঁড়াইয়াছিল; আহত তরু হইতে শুষ্ক প্রশাখাদিযুক্ত পুরাণ পত্র ও বহু তাম্র

---

* এর্বারুক (পালি 'এলালুক')। ইহা এক প্রকার শশা।

† অর্থাৎ হ্রদের ধার হইতেই বৃত্তাকারে উঠিয়াছে। 'বর্ত্তি' বলিলে গামলা প্রভৃতির 'কানা' বা ধার বুঝায়।

পিপীলিকা তাহার শরীরোপরি পতিত হইল। মহাসুভদ্রা কিন্তু অধোবাতপার্শ্বে ছিল; তাহার শরীরের উপর পুষ্পরেণু, কিঞ্জল্ক ও নব কিসলয় পতিত হইল। ইহা দেখিয়া ক্ষুদ্র-সুভদ্রা ভাবিল, "বটে, নিজের প্রিয় ভার্য্যার শরীরে পুষ্পরেণু, কিঞ্জল্ক ও কিসলয় বিকিরণ করিল, আর আমার শরীরে ফেলিল কেবল শুষ্ক প্রশাখা, পুরাতন পত্র ও তাম্র পিপীলিকা। ইহার প্রতিশোধ কি হইবে, তাহা আমি দেখিয়া লইব।' তখন হইতে সে মহাসত্ত্বের সম্বন্ধে মনে মনে বৈরভাব পোষণ করিতে লাগিল।

আর এক দিন নাগরাজ স্নানার্থ সপরিবারে ষড়্‌দন্তহ্রদে অবতরণ করিলেন। দুইটী তরুণ হস্তী শুণ্ড দ্বারা বীরণমূলগুচ্ছ গ্রহণ করিয়া নাগরাজের কৈলাসগিরিনিভ শরীর মর্দ্দন করিল; তিনি স্নান করিয়া উপরে উঠিলে তাহারা করেণু দুইটীকেও স্নান করাইল; করেণুদ্বয় স্নানান্তে উপরে উঠিয়া মহাসত্ত্বের পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার পর অষ্ট সহস্র হস্তী হ্রদে অবতরণ করিয়া জলকেলি করিল এবং সরোবর হইতে নানা পুষ্প আহরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রথমে নাগরাজের রজতস্তূপনিভ দেহ, পরে করেণুদ্বয়ের দেহ মণ্ডিত করিল। একটা হস্তী, সরোবরে বিচরণ করিবার কালে একটী বৃহৎ পদ্মফুল * পাইয়া, উহা আহরণপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে দান করিল; তিনি উহা শুণ্ড দ্বারা গ্রহণ করিয়া রেণুগুলি নিজের কুম্ভে বিকিরণ করিলেন এবং পুষ্পটী জ্যেষ্ঠা মহিষী মহা-সুভদ্রাকে দিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার অপরা ভার্য্যা ভাবিল, 'এই বড় ফুলটা নিজের প্রিয়ভার্য্যাকেই দিল, আমাকে ত দিল না।' সে পুনর্ব্বার মহাসত্ত্বের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিল।

অতঃপর একদিন মহাসত্ত্ব পদ্মমধুমিশ্রিত নানাবিধ মধুর ফল ও বিসমূল সংগ্রহপূর্ব্বক যখন প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন, সেই সময়ে ক্ষুদ্রসুভদ্রা আত্মলব্ধ বন্যফলগুলি বুদ্ধদিগকে দান করিয়া মনে মনে কামনা করিল, 'এই দেহ ত্যাগ করিয়া যেন মদ্ররাজকুলে জন্ম লাভ করি; তখন যেন আমার সুভদ্রা এই নাম হয়, আমি যেন বয়ঃপ্রাপ্তির পর বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীর পদ পাইয়া তাঁহার এমন প্রিয়া ও মনোমোহিনী হই যে, তিনি আমার রুচি চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকেন। তখন তাঁহাকে বলিয়া এক ব্যাধ পাঠাইব, বিষদিগ্ধ বাণে বিদ্ধ করাইয়া এই হস্তীর প্রাণনাশ করাইব এবং ইহার যে দন্তযুগল হইতে ষড়্‌বর্ণ রশ্মি নিঃসৃত হইতেছে, সেই দুইটী আহরণ করাইতে সমর্থ হইব।'

এই ঘটনার পর ক্ষুদ্রসুভদ্রা আহার ত্যাগ করিল; এবং ক্রমে শীর্ণ হইয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক মদ্ররাজ্যে মহিষীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে সে সুভদ্রা এই নামে অভিহিত হইল। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন মদ্ররাজ বারাণসী-রাজের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। সে ভর্ত্তার অতি প্রিয়া ও মনোমোহিনী হইল, এবং তাঁহার ষোড়শ সহস্র রমণীর মধ্যে প্রধান স্থান লাভ করিল। সে জাতিস্মরা ছিল; এক দিন অতীত জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, 'আমার প্রার্থনা পূর্ণ

* মূলে 'সত্ত্‌দযমহাপদ্মং' আছে। 'উদ্দয়' শব্দটী অভিধানে পাই নাই। ইংরাজী অনুবাদে বিশেষণটী with seven shoots করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অর্থ বুঝা যায় না। আমার মনে হয়, যাহার দলগুলি সাতটা স্তরে সন্নিবিষ্ট, এইরূপ কোন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ পদ্মের দল তিন চারিটী স্তরে সজ্জিত থাকে।

হইয়াছে; এখন সেই গজরাজের দন্তযুগল আনাইতে হইবে।' সে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিল, এবং একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া পীড়ার ভাণ করিয়া খট্টায় শুইয়া রহিল। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সুভদ্রা কোথায়?" এবং যখন শুনিলেন সে পীড়িত হইয়াছে, তখন শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া খট্টায় উপবেশন করিয়া তাহার পৃষ্ঠ মর্দ্দন করিতে করিতে প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। কি হেতু, অনবদ্যাঙ্গি, মলিন বদন? হেম কান্তি কেন তব পাণ্ডুর বরণ?
বল শুনি, কি কারণ, আয়ত-নয়নে, মর্দ্দিতমালার মত রয়েছ শয়নে?

ইহা শুনিয়া সুভদ্রা দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

২। স্বপনে দোহদ এক জনমিল আজ, কিন্তু সে দোহদ সুদুর্ল্লভ, মহারাজ।

ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন:—

৩। সুখময় ধরাধামে মানুষের যত আছে কাম্য, সব মম করতলগত।
কি পাইতে ইচ্ছা তব হয়েছে, সুন্দরি? পুরাইব সাধ, তাহা আহরণ করি।

সুভদ্রা বলিল, "মহারাজ, আমার দোহদ দুর্ল্লভ। আমি এখন ইহা বলিতেছি না। আপনার রাজ্যে যত ব্যাধ আছে, সকলকে সমবেত করুন। আমি তাহাদের নিকট আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করিব।" সে আপনার ইচ্ছা আরও স্পষ্টভাবে জানাইবার জন্য বলিল,—

৪। রাজ্যে তব ব্যাধ যত আছে এক ঠাঁই সমাগত হোক এসে একত্র সবাই।
বলিব তাদের কাছে তখন, রাজন্, কি পেলে মনের সাধ হইবে পূরণ।

"বেশ তাহাই করিব" বলিয়া রাজা শয়নাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা কর যে, ত্রিশতযোজন ব্যাপী কাশীরাজ্যে যত ব্যাধ আছে, সকলে এখানে সমবেত হউক।" অমাত্যেরা তাহাই করিলেন; অবিলম্বে কাশীরাজ্যবাসী ব্যাধগণ স্ব স্ব অবস্থানুরূপ উপঢৌকন লইয়া রাজভবনে সমবেত হইল এবং রাজাকে আপনাদের আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ষষ্টিসহস্র ছিল। তাহারা আসিয়াছে শুনিয়া রাজা বাতায়নসমীপে দাঁড়াইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক দেবীকে তাহাদের আগমন বার্ত্তা জানাইলেন। তিনি বলিলেন।

৫। এই, দেবি, সমাবেত হের ব্যাধগণ, শরবেধে সিদ্ধহস্ত, নিবাতক্ষমন;
বনজ্ঞ, মৃগজ্ঞ * এরা, প্রাণ দিতে পারে, যদি হয় প্রযোজন, তুষিতে আমারে।

ইহা শুনিয়া সুভদ্রা ব্যাধদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক ষষ্ঠ গাথা বলিল:—

৬। সমবেত হেথা যত ব্যাধপুত্রগণ, বলি যাহা সাবধানে করহ শ্রবণ।
ষড়্দন্ত শ্বেতহস্তী দেখিনু স্বপনে; দন্ত তার পেতে সাধ হইয়াছে মনে।
এ সাধ তোমরা যদি না কর পূরণ, নিশ্চয় আমার তবে ঘটিবে মরণ।

ব্যাধপুত্রেরা বলিল,

৭। ষড়্দন্ত গজ, দেবি! পিতা পিতামহ দেখেনি এমন প্রাণী কোন কালে কেহ।
রাজপুত্রি, বল শুনি সে গজ কেমন, স্বপনে যাহারে তুমি করিলে দর্শন।

* অর্থাৎ ইহারা বনের কোথায় কি আছে কোন্ পথে বনের কোন্ অংশে যাইতে হয়, কোথায় কোন্ পশু থাকে, কোন্ পশুর কিরূপ স্বভাব, ইত্যাদি জানে।

ইহার পর ব্যাধপুত্রেরা আরও একটী গাথা বলিল :—

৮। দিক্, বিদিক্ চারি চারি, ঊর্দ্ধ, অধঃ আর, এই দশ দিক্, দেবি, বিদিত সবার।
এর মধ্যে কোন্ দিকে আছে বল শুনি, ষড়্দন্ত, স্বপ্নে যারে দেখিয়াছ তুমি।

ইহা শুনিয়া সুভদ্রা ব্যাধদিগের দিকে তাকাইল এবং শোণোত্তর-নামক এক ব্যাধ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঐ ব্যক্তির পদদ্বয় প্রশস্ত, জঙ্ঘা অন্নপাত্রের ন্যায় স্থূল, উহার জানুদ্বয়ের ও পঞ্জরের অস্থিগুলি বৃহদাকার, শ্মশ্রু নিবিড়, দন্তগুলি নিরবচ্ছিন্ন পিঙ্গল-বর্ণ, উহার আকার যেমন কুৎসিত, তেমনি বীভৎস, উহার শরীর এত দীর্ঘ যে, অন্য লোকের মাথার উপর দিয়া উহার মাথা দেখা যাইতেছিল। ঐ ব্যক্তি কোন পূর্ব্ব জন্মে মহাসত্ত্বের শত্রু ছিল। উহাকে দেখিয়া সুভদ্রা ভাবিল, 'এই লোকটাই আমার কথা মত কাজ করিতে পারিবে।' সে রাজার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শোণোত্তরকে লইয়া সেই সপ্তভূমিক প্রাসাদের উচ্চতম তলে আরোহণ করিল এবং উত্তর দিকের বাতায়ন খুলিয়া হিমালয়ের দিকে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক চারিটী গাথা বলিল :—

৯। ঋজু পথে হেথা হতে যাইবে উত্তরে, লঙ্ঘিবে বৃহৎ সপ্ত গিরি পরে পরে,
উত্তুঙ্গ সুবর্ণপার্শ্ব গিরি তার পর, সুপুষ্পিত আছে সেথা গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
১০। কিন্নরাধ্যুষিত সেই শৈলে আরোহণ করি পাদদেশে তার কর বিলোকন
মহামেঘনিভ, শ্যাম, বিশাল-আকার ন্যগ্রোধ প্ররোহ অষ্টসহস্র যাহার।
১১। ষড়্দন্ত, সর্ব্বশ্বেত, দুষ্প্রসহ অতি কুঞ্জরের রাজা সেথা করেন বসতি।
গজাষ্টসহস্র করে রক্ষণ তাঁহার, দন্ত যাহাদের দীর্ঘ লাঙ্গলীষাকার।
বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগতি সে সব বারণ, নির্ঘোষ অরির বক্ষঃ করে বিদারণ।
১২। সে সব গজের নাদ বড়ই ভীষণ, মদমত্ত তারা শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন।
বায়ুর কম্পনশব্দ ঘ্রাণে যদি পশে, তৎক্ষণাৎ উগ্রমূর্ত্তি হয় রোষবশে।
মানুষ তাদের যদি দৃষ্টিপথে পড়ে, ছাড়িয়া নিঃশ্বাস বায়ু ভস্ম তারে করে।

সুভদ্রার কথায় মরণভয়ে ভীত হইয়া শোণোত্তর বলিল,

১৩। রাজকোষে আভরণ আছে বহুবিধ, স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিমুক্তা-বৈদূর্য্যনির্ম্মিত
তবে কেন পেতে সাধ হইল তোমার গজদন্তময়, দেবি, তুচ্ছ অলঙ্কার?
কিংবা অভিলাষ তব করিতে নির্মূল, দুষ্কর-সাধনে নিয়োজিয়া, ব্যাধকুল?

সুভদ্রা বলিল,

১৪। স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা ঈর্ষ্যাদুঃখানলে শীর্ণ হল দেহ মোর, সদা বুক জ্বলে।
পূরণ করহে, ব্যাধ, মোর মনস্কাম, দিব আমি তোমায় উত্তম পঞ্চ গ্রাম।

সুভদ্রা আবার বলিল, "সৌম্য ব্যাধ, আমি প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে দান দিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেন এই ষড়্দন্ত হস্তীর প্রাণনাশ করাইয়া তাহার দুইটী দন্ত আনাইতে সমর্থ হই। আমি যে স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছি, ইহা মিথ্যা কথা। আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। তুমি যাও, ভয় পাইও না।" এই আশ্বাস পাইয়া ব্যাধ বলিল, "যে আজ্ঞা, মহারাণী।" সে আজ্ঞাপালনে সম্মত হইয়া বলিল, "ঐ গজের বাসস্থান কোথায়, তাহা আরও একটু বিশদ করিয়া বলুন।

১৫। কোথা আছে, কোথা থাকে বল সে বাবণ ? কোন্ পথে চলে, ফিবে স্নানেব কাবণ ?
কোথায় সে কবে স্নান, বল বিস্তাবিযা, গতিবিধি জানা তাব যাবে কি দেখিযা ?"

জাতিস্মবণ-জ্ঞানেব প্রভাবে সুভদ্রাব নিকট সে স্থানটী প্রত্যক্ষবৎ ছিল। সে দুইটি গাথায় ব্যাধেব নিকট উহা বর্ণন কবিল :—

১৬। গজবাজ থাকে যেথা, অদূরে তাহার আছে বম্য, সুতীর্থ গভীর সরোবর,
জলে তাব ফুটে ফুল বিবিধবরণ, অলিব গুঞ্জনে সেথা জুড়ায় শ্রবণ,
সেই ষড়্দন্ত হ্রদে স্নানের কারণ প্রতিদিন নাগরাজ কবয গমন।

১৭। স্নানে তাব শ্বেত অঙ্গ শ্বেততব হয, প্রস্ফুটিত পুণ্ডবীকসম শোভা পায,
উৎপলেব মালা শিবে করিয়া ধাবণ মহানন্দে ফিরে যায নিজ নিকেতন।
অগ্রে চলে মহিষী, সুভদ্রা নাম যার, গজরাজ থাকে নিজে পশ্চাতে তাহার।

ইহা শুনিযা শোণোত্তব অঙ্গীকাব কবিল, "মহাবাণী, আমি সেই হস্তীব প্রাণনাশ কবিযা তাহাব দন্তগুলি আনযন কবিব।" সুভদ্রা তুষ্ট হইযা তাহাকে সহস্র মুদ্রা দান করিল এবং বলিল, "তুমি এখন নিজেব বাড়ীতে যাও, অদ্য হইতে সাত দিনেব মধ্যে সেখানে যাত্রা কবিবে।" শোণোত্তবকে বিদায দিযা সুভদ্রা কর্ম্মকাবদিগকে ডাকাইযা বলিল, "বাবা সকল, বাইস, কোদালি, আগর, হাতুড়ি, বাঁশেব ঝাড কাটিবাব অস্ত্র, ঘাস কাটিবার জন্য কাস্তে, শাঁবল, লোহাব কীলক এবং তেকাঁটা একটা অস্ত্র, এই সকল দ্রব্য * আমি চাই। তোমবা শীঘ্র এই সব প্রস্তুত কবিযা আন।" এইরূপ আজ্ঞা দিযা সে চর্ম্মকাবদিগকে ডাকাইল, এবং বলিল, "এক কুম্ভ ওজনেব † দ্রব্য ধবে, এমন একটা চামডাব থলি প্রস্তুত কবিতে হইবে। ইহা ছাডা চামডাব যোত, পেটি, হাতীব পাযে খাটে এমন জুতা ও একটা ছাতা, এই সকল দ্রব্যও চাই। শীঘ্র এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত কবিযা আন।" কর্ম্মকাব এবং চর্ম্মকাবেবা শীঘ্রই উক্ত সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত কবিযা আনয়ন কবিল। তখন সুভদ্রা সমস্ত পাথেয দ্রব্য, অবণী প্রভৃতি অন্যান্য উপকবণ এবং ছাতুব লাড়ু § ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য সেই চামডাব থলিতে পুবিল, এই সকল দ্রব্যেব ওজন এক কুম্ভ হইল। শোণোত্তব যাত্রাব জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত কবিল এবং সপ্তম দিনে উপস্থিত হইযা সুভদ্রাকে প্রণাম কবিযা দাঁড়াইল। সুভদ্রা বলিল, "ভদ্র, তোমাব পাথেয়াদি সমস্ত ঠিক ঠাক কবিযা বাখিযাছি, তুমি এই থলিটা লও। শোণোত্তব মহাবলবান্, তাহাব গাযে পাঁচটা হাতীব বল ছিল, সে ঐ প্রকাণ্ড ভাবী থলিটা এমন্ ভাবে তুলিল, যেন উহা কেবল একটা পিষ্টকেব থলি মাত্র। সে থলিটাকে

---

* মূলে 'বাসিফবসু-কুদ্দাল নিখাদন-মুট্‌ঠিক-বেলুগুম্বচ্ছেদনসথি-তিণলায়নঅসি-লোহদণ্ড-খানুক-অয-সিজ্ঘাটকেহি' এইরূপ আছে। পরে দেখা যাইবে 'নিখাদন' ছিদ্র করিবাব উপযোগী যন্ত্রবিশেষ আমি ইংরাজী অনুবাদকেব সঙ্গে একমত হইযা ইহাকে (auger) অর্থে ধরিলাম। 'সিজ্ঘাটক' শিঙ্গাড়া বা পানিফলের আকাববিশিষ্ট তেকাঁটা যন্ত্র।

† মূলে এক অংশে 'কুম্ভকাবগাহিকং' এবং অপব অংশে 'কুম্ভভাবগাহিকং' আছে। শেষের পাঠটীই বিশুদ্ধ। ৪ আঢক=১ দ্রোণ, ১১ দ্রোণ=১ অম্মণ, ১০ অম্মণ=১ কুম্ভ। কাজেই ১ কুম্ভ=৪৪০ আঢক।

§ 'বদ্ধসত্তু-আদিকং'। আমি 'বদ্ধশক্তু' শব্দটী ছাতুর লাড়ু এই অর্থে গ্রহণ করিলাম। এই শব্দটী শক্তু-ভস্ত্রা-জাতকেও (৪০২) পাওয়া গিযাছে।

বগলের নীচে রাখিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইল যে, বোধ হইল যেন তাহার হাতে কিছুই নাই। অতঃপর সুভদ্রা শোণোত্তরের পুত্রাদির ভরণপোষণের ব্যয় দিল এবং রাজাকে বলিয়া তাহাকে হিমাচলে পাঠাইল।

শোণোত্তর রাজা ও রাণীকে প্রণাম করিয়া রাজভবন হইতে অবতরণ করিল; সমস্ত দ্রব্য রথে তুলিল এবং বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে অনেক গ্রাম ও নিগম অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমে প্রত্যন্ত প্রদেশে উপস্থিত হইল, সেখান হইতে জনপদ-বাসীদিগকে ফিরাইয়া দিল এবং প্রত্যন্তবাসীদিগের সহিত বনভূমিতে প্রবেশ করিল। ইহার পর সে মনুষ্যপথ অতিক্রম করিল, প্রত্যন্তবাসীদিগকেও ফিরাইয়া দিল এবং একাকী ত্রিশ যোজন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। ইহার প্রথমে কুশবন, পরে যথাক্রমে কাসবন, তৃণবন, তুলসীবন, শরবণ, তিরিবৎসবন * ষট্‌কণ্টকগুল্মবন, বেত্রবন, নানাজাতীয় বন্য উদ্ভিদের বন, নলবন, শরবণসদৃশ নিবিড় বন (যাহার ভিতর সর্পেও প্রবেশ করিতে পারে না), বড় বড় গাছের বন, বাঁশের বন, পঙ্কিল ভূমি, জলাবৃত ভূমি, পাষাণাবৃত ভূমি—এইরূপ আঠারটা অঞ্চল। সে কাস্তে দিয়া কুশবন কাটিল, বেণুগুল্মাদিচ্ছেদনোপযোগী অস্ত্র দ্বারা তুলসীবন প্রভৃতি কাটিল, কুড়াল দিয়া বড় বড় গাছ গুলা কাটিল, যে গুলি খুব বড় গাছ, সে গুলি আগর দিয়া ছেঁদা করিল; এবং এইরূপে পথ প্রস্তুত করিতে করিতে যখন বাঁশ বনে উপস্থিত হইল, তখন একখানা মই প্রস্তুত করিল। সে ঐ মইএর সাহায্যে একটা বাঁশের ঝাড়ের উপরে উঠিল, একটা বাঁশ কাটিয়া সম্মুখবর্ত্তী ঝাড়ের উপরে ফেলিল এবং ঐ বাঁশের উপর দিয়া সম্মুখবর্ত্তী ঝাড়ের উপরে গেল। এই ভাবে সে বাঁশের ঝাড়গুলির উপর দিয়াই পথ প্রস্তুত করিয়া ঐ অঞ্চল অতিক্রম করিল এবং পললাবৃত ভূভাগে উপনীত হইল। এখানে সে কাদার উপর একখানা শুকনা তক্তা ফেলিল; উহার উপর দাঁড়াইয়া সম্মুখে আর এক-খানা তক্তা রাখিল এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া প্রথম তক্তাখানা তুলিয়া লইল ও সম্মুখে ফেলিল। এই ভাবে কেবল দুইখানা তক্তার সাহায্যেই সে উক্ত ভূভাগ অতিক্রম করিল। ইহার পর সে একটা ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চড়িয়া জলাবৃত অঞ্চল পার হইয়া পর্ব্বতপাদে উপস্থিত হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া সে লোহার তেকাঁটাটা চামড়ার যোতে বান্ধিল, উহা উর্দ্ধে ছুড়িয়া পাহাড়ের গায়ে লাগাইল এবং যোত ধরিয়া কিয়দ্দূর আরোহণ করিল। তাহার সাবলের আগায় হীরার টুকরা ছিল। উহা দিয়া সে পাহাড়ের গায়ে ছেঁদা করিল এবং ঐ ছেঁদায় লোহার কীলক ঘা দিয়া বসাইয়া দিল। এইরূপে সেখানে সে দাঁড়াইবার সুবিধা পাইল, তেকাঁটাটা তুলিয়া পুনর্ব্বার কোন উচ্চতর স্থানে লাগাইল, সেখানে গিয়া চামড়ার যোতের সাহায্যে আবার কীলকের উপর নামিল, যোতটার অপর প্রান্ত কীলকের সঙ্গে বান্ধিল, বাঁ হাতে যোতটা ধরিল, ডান হাত দিয়া মুগুর লইয়া উহাতে ঘা দিল; ইহাতে কীলকটা পাহাড়ের গা হইতে খুলিয়া গেল এবং সে উহা হাতে লইয়া পুনর্ব্বার যেখানে তেকাঁটাটা ছিল, সেখানে আরোহণ করিল। এই উপায়ে সে ক্রমে প্রথম পর্ব্বতের শিখরোপরি আরোহণ করিল। অনন্তর ইহার অপর পার্শ্ব দিয়া অবতরণ আরম্ভ করিল। সে প্রথম পর্ব্বতের শিখরে কীলক প্রোথিত করিয়া

* 'তিরিবচ্ছগহন' শব্দে কি বুঝায় তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

চামড়ার থলিটাতে যোত বান্ধিল ; ঐ যোত কীলকটার চারিদিকে জড়াইয়া দিয়া নিজে থলির মধ্যে বসিল, এবং মাকড়শা যেমন সূতা ছাড়িতে থাকে, সেই ভাবে ঐ যোত ছাড়িতে ছাড়িতে নামিতে লাগিল। লোকে বলে যে যখন যোতে আর কুলাইল না, তখন সে চামড়ার ছাতাটায় বায়ু আবদ্ধ করিয়া পাখীর ন্যায় নামিয়া গেল।*

সুভদ্রার আজ্ঞা লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরে কিরূপে সাতটী দুর্গম অঞ্চল অতিক্রমপূর্ব্বক শোণোত্তর পর্ব্বতীয় অঞ্চলে উপনীত হইয়াছিল এবং কিরূপে সেখানে একে একে ছয়টী পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া সুবর্ণপার্শ্ব পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা কয়টীতে তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

১৮। শুনিয়া রাণীর বাক্য লুব্ধক তখন
তূণীর, ধনুক লয়ে করিল প্রস্থান।
লঙ্ঘিয়া সে সপ্ত মহাগিরি উত্তরিল
উত্তুঙ্গ সুবর্ণপার্শ্ব পর্ব্বত যেখানে।

১৯। কিন্নরের বাস যেথা, আরোহি সেখানে
নিরখিল ব্যাধ সেই শিখরের পাদে
বিশাল, শ্যামল যেন নব জলধর,
ন্যগ্রোধ, প্ররোহ অষ্টসহস্র যাহার।

২০। দেখিল তাহার তলে সর্ব্বশ্বেতকায
ষড়্দন্ত গজে, দুষ্প্রসহ অবাতির।
রক্ষিছে তাহারে অষ্টসহস্র কুঞ্জর
লাঙ্গলের ঈষাসম দন্ত যাহাদের।
বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগতি সে সব বারণ
নিমেষে অরির বক্ষঃ করে বিদারণ।

২১। অদূরে দেখিল সেই রম্য সরোবর
সুতীর্থ, গভীর, নানা কুসুমে শোভিত,
অলির গুঞ্জনে যেথা জুড়ায় শ্রবণ
অবগাহে জলে যার সেই গজরাজ।

২২। কোন্ পথে গজরাজ করে যাতায়াত,
থাকে কোথা, কোন্ পথে স্নান তরে যায়,
সমস্ত পরীক্ষা করি দেখে সাবধানে
লুব্ধক সে ; প্রণোজিত দুষ্কার্য্যে এমন
ঈর্ষ্যাপরায়ণা সেই রাণীর আদেশে।

অতঃপর এই কাহিনীর আদ্যন্তবৃত্তান্ত :—শোণোত্তর নাকি সাত বৎসর সাত মাস ও সাত দিনে মহাসত্ত্বের বনবাসস্থানে উপনীত হইয়াছিল এবং উল্লিখিতরূপে তাঁহার বনবাস-স্থান লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়াছিল, 'আমি এখানে একটা গর্ত্ত খনন করিব এবং

---

* অর্থাৎ ইদানীং লোকে parachuteএর সাহায্যে যেমন উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করে, সেই ভাবে।

তাহার মধ্যে থাকিয়া গজরাজকে শরাঘাতে নিহত করিব।' এই ব্যবস্থা করিয়া সে তক্তাদি আহরণ করিবার জন্য বনের মধ্যে গিয়াছিল এবং বড় বড় গাছ কাটিয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিল। এই সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে একদিন হস্তীরা যখন স্নান করিতে গেল, তখন সে প্রকাণ্ড কুদ্দাল লইয়া গজরাজের দাঁড়াইবার স্থানে একটা চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিল; খনন করিবার কালে সে মাটি তুলিতে লাগিল, তাহা লোকে যেমন বীজ বপন করে সেই ভাবে অবলীলাক্রমে জলের উপর ফেলিয়া দিল, উদূখলের মত পাথরের উপর কাষ্ঠস্তম্ভগুলি বসাইল, সেগুলিকে পরস্পরের সহিত রজ্জু দ্বারা বান্ধিয়া (এবং তাহাদের গোঁড়ায় ভারী ভারী পাথর চাপা দিয়া) দৃঢ় করিল, তক্তা আনিয়া তাহার মধ্য দিয়া বাণ যাইতে পারে এমন একটা ছিদ্র করিল, তক্তা বিছাইয়া তাহা মাটি ও ঘাস পাতা দিয়া ঢাকিল, এবং পার্শ্বেই নিজের প্রবেশের জন্য একটা বিবর রাখিল।

এই ভাবে গর্ত্ত নির্ম্মাণ শেষ হইলে সোণোত্তর প্রত্যূষকালে শিখা বন্ধনপূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিল এবং শরাসন ও বিষাক্ত শর লইয়া গর্ত্তে অবতরণ করিয়া তাহার মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এই কাণ্ড বর্ণন করিবার কালে শাস্তা বলিলেন,

২৩। খনন করিয়া গর্ত্ত আচ্ছাদিল তায়
কাঠের কপাটে। ধনু করে দুরাশয়
লুকাইল মাঝে তার। পার্শ্ব দিয়া যবে
যেতেছিল গজরাজ, বিঁধিল তাহারে
বিষদিগ্ধ দীর্ঘ শর হানি দুষ্টমতি।

২৪। শরাহত গজরাজ ছাড়ে ক্রৌঞ্চনাদ,
অনুচর গজগণ করে ঘোর রব,
অরাতির অন্বেষণে করি ছুটাছুটি
অষ্টদিকে চূর্ণ করে বাঁশতৃণচয়।

২৫। শুণ্ড বিস্তারিয়া যবে বধের কারণ
ধরিলেন দুষ্ট ব্যাধে গজযূথপতি,
কাষায় বসন তার পেলেন দেখিতে—
ঋষিগণ চিহ্ন যাহা। তীব্র বেদনায়
কাতর, তথাপি তিনি ভাবিলেন মনে,
অর্হতের বেশধারী অবধ্য সাধুর।

মহাসত্ত্ব তখন দুইটী গাথায় ব্যাধের সঙ্গে আলাপ করিলেন:—

২৬। পাপপঙ্কে মগ্ন, সত্যে, ধর্ম্মে নাই মন, পরিতে কাষায় বস্ত্র অযোগ্য সে জন।
২৭। নিষ্পাপ, ধার্ম্মিক, সত্যশীলবান্ জন,— তা'রি অঙ্গে শোভা পায় কাষায় বসন।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব ব্যাধের সম্বন্ধে নিজের চিত্তকে সম্পূর্ণ দ্বেষহীন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, তুমি কি উদ্দেশ্যে আমাকে শরবিদ্ধ করিলে? নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই করিলে বা অন্য কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া করিলে?"

এই প্রশ্ন বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

২৮। মহাশরবিদ্ধ, তবু প্রশান্তহৃদয়
জিজ্ঞাসেন গজরাজ লুব্ধকে তখন,
'কি হেতু বিঁধিলা শরে বলত আমায়?
কে তোমারে নিয়োজিল করিতে এমন?"

ইহার উত্তরে ব্যাধ বলিল :—

২৯। "কাশীরাজ-প্রিয়তমা সুভদ্রা মহিষী
তোমার স্বপনে দেখি বলিলা আমায়,
"বধ গিয়া গজরাজে, আন দন্ত তার,
সে দন্তে আমার আছে বহু প্রয়োজন।"

ব্যাধের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন, ইহা ক্ষুদ্র সুভদ্রারই কাজ। তিনি বেদনায় অভিভূত না হইয়া ভাবিলেন, 'আমার দন্তে তাহার কোন প্রয়োজন নাই, আমার প্রাণনাশের জন্যই সে এই লোকটাকে পাঠাইয়াছে।' এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :—

৩০। আছে বহু দন্তযুগ বিশাল আমার,
পূর্ব্বপুরুষের মুখে শোভিত যে সব,
জানে ইহা রাজপুত্রী কোপনস্বভাবা,
তথাপি বধিয়া মোরে সাধিল শত্রুতা।

৩১। উঠ ব্যাধ, আনি ক্ষুর কাট দন্তগুলি,
যতক্ষণ নাহি আমি ত্যজি এ জীবন।
বল গিয়া ক্রোধনা সে রাজনন্দিনীরে
"মরিয়াছে গজ, এই দন্ত সব তার।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া শোণোত্তর যেখানে ছিল, সেখান হইতে উঠিল এবং করাত লইয়া দন্ত ছেদন করিবার জন্য তাঁহার নিকটে গেল। মহাসত্ত্বের পর্ব্বতবৎ দেহ অষ্টাশীতি হস্ত উচ্চ ছিল; কাজেই শোণোত্তর হাত বাড়াইয়া তাঁহার দন্ত স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। তখন মহাসত্ত্ব তাহার দিকে নিজের দেহ অবনত করিয়া এবং মস্তক অধোদিকে রাখিয়া বসিলেন। ব্যাধ তাহার রজতদামসদৃশ শুণ্ডটীর উপর পা দিয়া কৈলাসকূটনিভ কুম্ভে আরোহণ করিল, জানুর আঘাতে তাহার মুখপ্রান্তের মাংস মুখবিবরের মধ্যে সরাইল এবং কুম্ভ হইতে অবতরণপূর্ব্বক করাত চালাইল। ইহাতে মহাসত্ত্ব তীব্র বেদনা পাইলেন; তাঁহার মুখবিবর রক্তে পূর্ণ হইল। ব্যাধ একবার এদিক্ হইতে, একবার ওদিক্ হইতে করাত চালাইতে লাগিল, কিন্তু দন্ত ছেদন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাসত্ত্ব মুখ হইতে রক্ত নিঃসারণ করিয়া বেদনা সংবরণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাই, দাঁত কাটিতে পারিলে না?" ব্যাধ উত্তর দিল, "না, প্রভু।" মহাসত্ত্ব একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি আমার শুঁড়টা তুলিয়া করাতের প্রান্তে ধরাও; শুঁড়টা যে নিজে তুলিব, এখন আমার সে বল নাই।" ব্যাধ তাহাই করিল; মহাসত্ত্ব শুণ্ড দ্বারা করাত ধরিলেন এবং উহা একবার এদিকে, একবার ওদিকে টানিতে লাগিলেন। লোকে যেমন অনায়াসে গাছের আগা কাটে,

মহাসত্ত্বও সেইরূপে নিজের দাঁতগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আদেশে ব্যাধ ছিন্নদন্তগুলি কুড়াইয়া আনিল; তিনি তাহাদিগকে শুণ্ড দ্বারা তুলিয়া দান করিবার সময়ে বলিলেন, "ভাই ব্যাধ, আমার দাঁতগুলি তোমাকে দান করিলাম। মনে করিও না যে, এগুলি আমার অপ্রিয় বলিয়া, বা শক্রত্ব, মারত্ব অথবা ব্রহ্মত্ব লাভের আশায় দিলাম। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানরূপ দন্ত আমার পক্ষে এই সকল দন্ত অপেক্ষা শতসহস্রগুণে প্রিয়তর। আমি যেন এই পুণ্যের ফলে সর্ব্বজ্ঞতা-জ্ঞান লাভ করিতে পারি।" অনন্তর দন্ত দান করিয়া তিনি আবার বলিলেন, "ভাই, তুমি কত দিনে এখানে আসিয়াছ?" ব্যাধ বলিল, "আমি সাত বৎসর সাত মাস ও সাত দিনে আসিয়াছি।" "যাও, এই দন্তগুলির অনুভাববলে তুমি এখন সাত দিনে বারাণসীতে উপনীত হইবে।" ইহা বলিয়া, পথে যাহাতে তাহার কোন বিপদ্ না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, মহাসত্ত্ব ব্যাধকে বিদায় দিলেন এবং বিদায় দিবার পর তাঁহার অনুচরগণের ও মহা সুভদ্রার ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন:—

৩২। উঠি, ক্ষুর লয়ে ব্যাধ লাগিল কাটিতে
গজরাজ-দন্তগুলি, সুন্দর, উজ্জ্বল—
তুলনা যাদের কোথা নাই পৃথিবীতে।
অনন্তর সবগুলি লইয়া সত্বর
কাশী-অভিমুখে সেই করিল প্রস্থান।

ব্যাধ চলিয়া গেলে হস্তিসকল কোন শক্র দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন:—

৩৩। ভয়ার্ত্ত, শোকার্ত্ত সেই গজগণ, যারা
অষ্ট দিকে প্রধাবিত হয়েছিল সবে,
গজরাজ-শক্র কোন না পেয়ে দেখিতে
ফিরি এল, ষড়্‌দন্ত মরিল যেখানে।

তাহাদের সহিত মহা সুভদ্রাও আসিলেন। তাহারা সকলে সেখানে রোদন ও ক্রন্দন করিয়া মহাসত্ত্বের কুলগুরুস্থানীয় প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকটে গেল এবং বলিল, "ভদন্তগণ, যিনি আপনাদিগকে উপকরণাদি দান করিতেন, বিষদিগ্ধবাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যেখানে তাহার শব পড়িয়া আছে, সেখানে আসিয়া উহা দর্শন করুন।" এই সংবাদ শুনিয়া পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে গিয়া সেই পবিত্র ভূখণ্ডে অবতরণ করিলেন। তখন দুইটী তরুণ গজ দন্ত দ্বারা নাগরাজের শরীর উত্তোলনপূর্ব্বক প্রথমে উহা দ্বারা প্রত্যেক-বুদ্ধদিগকে প্রণাম করাইল; পরে উহা চিতায় রাখিয়া দগ্ধ করিল। প্রত্যেক-বুদ্ধেগণ সমস্ত রাত্রি শ্মশানে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থের বচনসমূহ আবৃত্তি করিলেন। অনন্তর সেই

অষ্টসহস্র হস্তী শ্মশানানল নির্ব্বাণ করিল, এবং স্নানান্তে মহা সুভদ্রাকে অগ্রে লইয়া স্ব স্ব বাসস্থানে চলিয়া গেল।

এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৩৪। করিল সে গজগণ কতই ক্রন্দন।
করিল মস্তকে তারা ভস্ম বিকিরণ।
সর্ব্বভদ্রা মহিষীরে রাখি পুরোভাগে
গর্ব্বে তারা গেল চলি নিজ নিকেতনে।

এদিকে শোণোত্তর সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্ব্বেই দন্ত লইয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিল।

এই ঘটনা বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৩৫। গজরাজ-দন্তগুলি, সুন্দর, উজ্জ্বল—
তুলনা যাদের কোথা নাই পৃথিবীতে,
উদ্ভাসিত যাহাদের সুবর্ণ আভায়
ছিল সর্ব্ব বনস্থলী—লয়ে সেই সব
উপনীত হল ব্যাধ বারাণসী ধামে।
দিল উপহার তাহা রাজনন্দিনীকে
"হত গজ, এই তার দন্ত", ইহা বলি।

দন্তগুলি রাণীর সম্মুখে ধরিয়া শোণোত্তর বলিল, "আর্য্যে, যাহার সামান্য মাত্র দোষের কথা আপনি এতকাল মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, সেই নাগ আমার বাণে বিদ্ধ ও নিহত হইয়াছে।" সুভদ্রা বলিল, "তুমি কি বলিতেছ যে, সেই নাগ সত্য সত্যই মরিয়াছে?" "নিশ্চয় জানিবেন যে, সে মারা গিয়াছে। এই সব তাহার দাঁত।" ইহা বলিয়া শোণোত্তর সুভদ্রাকে দাঁতগুলি দিল। সুভদ্রা মণিখচিত তালবৃন্তের উপরি মহাসত্ত্বের সেই ষড়্‌বর্ণ-রশ্মিযুক্ত বিচিত্র দন্তগুলি গ্রহণপূর্ব্বক নিজের উরুদেশে রাখিল, এবং যিনি পূর্ব্বজন্মে তাহার প্রিয় ভর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার দন্তগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অমনি তাহার মনে হইল, "হায়, এই ব্যাধ এতাদৃশ সৌভাগ্যবান্ গজরাজকে বিষদিগ্ধ শরে নিহত করিয়া তাঁহার দন্তগুলি ছেদন করিয়া আনিয়াছে।" এইরূপে পূর্ব্বস্বামীকে স্মরণ করিয়া তাহার মনে মহা-শোক জন্মিল। সে উহা সংবরণ করিতে পারিল না; উহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইল, সে সেই দিনই প্রাণত্যাগ করিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৩৬। পূর্ব্ব জন্মে ছিল যেই পতি প্রিয়তম
দেখি তার দন্তগুলি অমনি হৃদয়
বিদীর্ণ হইল শোকে সেই রমণীর।
করিল সে প্রাণত্যাগ নিজ বুদ্ধি দোষে।

৩৭। সম্বোধি-সম্পন্ন শাস্তা মহা-অনুভাব
করিলেন হাস্য যবে ধর্ম্মসভা মাঝে,
জীবন্মুক্ত ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসেন তাঁরে,
"অকারণে হাস্য বুদ্ধ ক'রেন কি কভু ?"

৩৮। "ওই যে কুমারী", শাস্তা দিলেন উত্তর,
"প্রব্রজ্যা লইয়া যিনি নবীন বয়সে
কাষায় বসন পরি রয়েছেন হোথা,
উনিই ছিলেন পূর্ব্বে ঈর্ষ্যাপরায়ণা
সেই রাজকন্যা ; আমি ছিনু গজরাজ।

৩৯। লয়ে তার দন্তগুলি সুন্দর উজ্জ্বল,—
তুলনা যাদের নাহি ছিল পৃথিবীতে
যে লুব্ধক কাশীতে হইল উপনীত
দেবদত্ত ছিল সেই পাপ দুরাশয়।

৪০। বীতবাধ, বীতশোক, বীতনিশুচয়,
বলিলেন দশবল নিজ প্রজ্ঞাবলে
বিচিত্র, বিষাদময়ী পুরাণ কাহিনী,
ঘটে ছিল বহু শত যুগ পূর্ব্বে যাহা।

৪১। "ষড়্দন্ত হ্রদতীরে আমিই তখন
চরিতাম, ভিক্ষুগণ, নাগরাজ-বেশে
সে অতীত যুগে. এই মত অবধান।
প্রতিপাদ্য ইহ, জেন, এই জাতকের।"

দশবলের গুণবর্ণনাকারক, ধর্ম্মসংগায়ক স্থবিরগণ কালে এই গাথাগুলি বক্তা করিয়াছিলেন।

[এই ধর্ম্মদেশন শুনিয়া বহু ব্যক্তি স্রোতাপন্ন প্রভৃতি হইয়াছিলেন। সেই ভিক্ষুণীও উত্তরকালে বিদর্শন সম্পন্ন হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।]

☞ এই জাতকের সহিত ১২, ১২২, ২৬৭ ও ৪৫৫ সংখ্যানির্দ্দিষ্ট জাতকগুলি তুলনীয়।

৫১৫—সম্ভব-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার কালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু মহাউন্মার্গ-জাতকে (৫৪৩) প্রদত্ত হইবে।]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় কৌরব্য নামে এক রাজা ছিলেন। শুচিরত-নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার অর্থধর্ম্মানুশাসক ছিলেন ও পৌরোহিত্য করিতেন। তিনি এক দিন ধর্ম্মযাগ-নামক এক প্রশ্ন প্রণয়নপূর্ব্বক শুচিরত ব্রাহ্মণকে আসনে বসাইয়া ও বহু সম্মান করিয়া চারিটী গাথায় উহা জিজ্ঞাসা করিলেন :—

১। রাজ্য, আধিপত্য লাভ করেছি যথেষ্ট ; কিন্তু, শুচিরত, এতে নই আমি তুষ্ট।
লভিতে মহত্ত্ব এবে ব্যগ্র মোর মন, প্রতিষ্ঠা এ পৃথিবীতে করিতে স্থাপন

২। ধর্ম্মবলে; অধর্ম্মকে ঘৃণা আমি করি, রাজার কর্ত্তব্য এই—ধর্ম্মপথে চরি
প্রজার শিক্ষার্থ তিনি আদর্শ উত্তম করিবেন নিজের চরিত্রে প্রদর্শন।

৩। ইহামুত্র হইব না নিন্দার ভাজন, গাইবে আমার যশ দেব-নরগণ,

৪। এতাদৃশ সৌভাগ্য লাভের যে উপায়, দয়া করি বল, বিপ্র, শুধাই তোমায়।
এই অর্থ, এই ধর্ম্ম ভাবিয়াছি সার; ইহা ছাড়া নাই অন্য উদ্দেশ্য আমার।

এই গম্ভীর প্রশ্নের বিষয় কেবল বুদ্ধদিগেরই জ্ঞানগোচর। সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত, সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ বর্ত্তমান না থাকিলে সর্ব্বজ্ঞতান্বেষী বোধিসত্ত্বকেও ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। শুচিরত বোধিসত্ত্ব ছিলেন না; কাজেই তিনি ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেন। তিনি পণ্ডিতম্মন্য না হইয়া নিম্নলিখিত গাথায় নিজের অসামর্থ্য জানাইলেন :—

৫। যে অর্থের, যে ধর্ম্মের প্রাপ্তির কারণ ব্যগ্র হইয়াছে, ভূপ, আপনার মন,
প্রদর্শিতে পথ তার একমাত্র ক্ষম বিদুর পণ্ডিতবর, নহে অন্য জন।

শুচিরতের উত্তর শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বিপ্রবর, যদি আপনার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই বিদুরের নিকট গমন করুন।" অনন্তর তিনি বিদুরের উপযুক্ত উপ-ঢৌকন দিয়া বলিলেন,

৬। অবিলম্বে যাও তুমি বিদুর-সকাশে ধর্ম্মার্থ-সংক্রান্ত শিক্ষা পাইবার আশে।
এই স্বর্ণ নিষ্ক * তাঁরে দিবে উপহার, জানাবে চরণে তার কোটি নমস্কার।

বিদুর প্রশ্নের যে উত্তর দিবেন, তাহা লিখিয়া লইবার জন্য রাজা শুচিরতকে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একখানি সুবর্ণপট্ট দিলেন। অনন্তর কালবিলম্ব না করিয়া রাজা শুচিরতের গমনের জন্য যান এবং অনুগমনের জন্য রক্ষিগণ দিয়া উপঢৌকনসহ তাঁহাকে বিদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। শুচিরত ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঋজুপথে বারাণসীতে না গিয়া, যেখানে যেখানে পণ্ডিত লোক বাস করিতেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। এইরূপে সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়াও যখন প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে কোথাও নিজের বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া প্রাতরাশসময়ে কতিপয় অনুচরসহ বিদুরের গৃহে গমন করিলেন। তিনি বিদুরের নিকট নিজের আগমন বার্ত্তা জানাইলে বিদুর তাঁহাকে ডাকাইলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বিদুর তখন ভোজন করিতেছেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৭। বিদুর করিতেছিলা স্বগৃহে ভোজন,
এমন সময়ে ভারদ্বাজ † বিপ্রবর
উপস্থিত হইলেন নিকটে তাঁহার।

---

* টীকাকার বলেন, এক নিষ্ক = ১৫ সুবর্ণ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার ২৸৵০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।
† বুঝিতে হইবে যে শুচিরত ভরদ্বাজগোত্রজ।

বিদুব শুচিবতের বাল্যবন্ধু; তাঁহারা একই আচার্য্যেব গৃহে বিদ্যাভ্যাস কবিযা ছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহাবা দুইজনে এক সঙ্গে ভোজন কবিলেন। অনন্তব, আহাবান্তে সুখাসীন হইযা বিদুব জিজ্ঞাসা কবিলেন, "ভাই, তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিযাছ?' শুচিবত নিম্নলিখিত গাথায নিজের আগমনেব হেতু বলিলেন:—

৮। যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবনবিখ্যাত
কৌরব্য নৃপতি মোবে কবিলা প্রেরণ
দূতরূপে তব পাশে, আজ্ঞা দিলা এই—
"অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব, জান গিয়া তুমি
বিদুরের মুখে"; তাই শুধাই তোমায,
অর্থ কি, ধর্ম্মই বা কি, বল মহাশয়।

বিদুব ব্রাহ্মণ তখন বিনিশ্চয়াগাবে বিচাব কবিতেন। সেখানে বহু বাদিপ্রতিবাদীব সমাগম হইত। তাহাদেব কাহাব মনের ভাব কিরূপ, ইহা নির্ণয কবা অতি কঠিন কাজ,—গঙ্গাস্রোতের প্রতিবোধচেষ্টা-সদৃশ এক প্রকাব অসাধ্য ব্যাপাব। এই নিমিত্ত এই প্রশ্নেব উত্তব দিবাব জন্য তাঁহাব অবকাশ ছিল না। তিনি নিজেব অসামর্থ্য জানাইবাব জন্য নবম গাথা বলিলেন:—

৯। বিনিশ্চযাগারে আমি রযেছি নিযুক্ত;
সহস্র সহস্র বাদিপ্রতিবাদী সেথা
আসে নিত্য, পরস্পরবিরোধী তাদের
চিত্ত বুঝা সুকঠিন, গঙ্গৌঘসদৃশ
করে তাহা অভিভূত সতত আমায।
নাই শক্তি মোর, বিপ্র, সে সিন্ধুর বেগ
রোধিতে মুহূর্ত্তকাল। অবকাশ তবে
কেমনে পাইব বল দিতে সদুত্তর
ধর্ম্মার্থ সংক্রান্ত এই প্রশ্নের তোমার?

নিজেব অসামর্থ্য জানাইযা বিদুব বলিলেন, "আমাব (জ্যেষ্ঠ) পুত্র সুপণ্ডিত এবং আমা অপেক্ষাও প্রাজ্ঞ; সেই এই প্রশ্নেব মীমাংসা কবিবে; তুমি, ভাই, তাহাব কাছে যাও।

১০। ভদ্রকার নামে মম সুত সুপণ্ডিত;
তার কাছে গিযা তুমি জিজ্ঞাস, ব্রাহ্মণ,
প্রকৃত ধর্ম্মার্থ লাভ হয কি উপায়ে।"

ইহা শুনিয়া শুচিবত বিদুবেব গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ভদ্রকাবেব গৃহে গমন করিলেন। ভদ্রকাব তখন প্রাতবাশ গ্রহণ করিযা বন্ধুজনসহ বসিয়া ছিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১১। ভদ্রকার বসি ছিলা নিজের আলযে,
এমন সময়ে ভারদ্বাজ বিপ্রবর
উপস্থিত হইলেন নিকটে তাঁহার।

শুচিরতকে দেখিয়া ভদ্রকার তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ভদ্রকার তাঁহার আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন; শুচিরত বলিলেন,

১২। যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবনবিখ্যাত
কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
দূতরূপে এ নগরে, আজ্ঞা দিলা এই—
"অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব জান তুমি গিয়া।"
অর্থ কি, ধর্ম্মই বা কি, বল ভদ্রকার।

ভদ্রকার বলিলেন, "মহাশয়, আমি ইদানীং পরদারগমনে অভিনিবিষ্ট; আমার চিত্ত ব্যাকুল; কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সাধ্য নাই। আমার অনুজ সঞ্জয়কুমার আমা অপেক্ষা অধিক বিশদজ্ঞানী।" শুচিরতকে সঞ্জয়ের নিকট পাঠাইবার উদ্দেশ্যে ভদ্রকার দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৩। স্কন্ধে আছে মৃগ মাংস, তবু তাহা ফেলি
গোধা দেখি ছুটি আমি পিছু পিছু তার।*
কি সাধ্য আমার বল দিতে সদুত্তর
অর্থ কি? ধর্ম্ম কি? এই কঠিন প্রশ্নের?

১৪। অনুজ আমার, বিপ্র, পরম পণ্ডিত,
সঞ্জয় তাহার নাম, যাও তার কাছে,
অর্থ কি? ধর্ম্ম কি? ইহা শুধাও তাহারে

শুচিরত তৎক্ষণাৎ সঞ্জয়ের আলয়ে গমন করিলেন। সঞ্জয় তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন এবং শুচিরত তাহা জানাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত-বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৫। সঞ্জয় বসিয়াছিলা বন্ধুগণ লয়ে,
এমন সময়ে ভারদ্বাজ বিপ্রবর
উপস্থিত হইলেন নিকটে তাঁহার।

১৬। 'যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবন বিখ্যাত
কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
দূতরূপে এ নগরে, আজ্ঞা দিলা এই,
'অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব জান গিয়া তুমি।'
অর্থ কি? ধর্ম্মই বা কি? বলহে সঞ্জয়।"

ঐ সময়ে সঞ্জয়কুমারও পরদারসেবা করিতেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমি পরদারসেবী, সেজন্য আমাকে গঙ্গাপার হইয়া যাতায়াত করিতে হয়। সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে যখন গঙ্গা পার হই, তখন মৃত্যু যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসে। এই

---

* অর্থাৎ গৃহে সুন্দরী ও সুশীলা ভার্য্যা থাকিতেও আমি পরদারাভিলাষী।

নিমিত্ত আমার চিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল। আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে অশক্ত। আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে; তাহার নাম সম্ভবকুমার। তাহার বয়স্ সাত বৎসর। সে আমা অপেক্ষা শতগুণে, সহস্র গুণে জ্ঞানী। সেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে, আপনি তাহার কাছে যান।"

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৭। সকালে, বিকালে নিত্য বদনব্যাদান
করিয়া গিলিতে চায় মৃত্যু যে পাপীরে,
সে কি পারে, শুচিরত, দিতে সদুত্তর
অর্থ কি? ধর্ম্ম কি? এই কঠিন প্রশ্নের?

১৮। কনিষ্ঠ সোদর মোর পরম পণ্ডিত,
সম্ভব তাহার নাম, যাও কাছে তার,
অর্থ কি? ধর্ম্মই বা কি? শুধাও তাহারে।]

সঞ্জয়ের কথা শুনিয়া শুচিরত ভাবিলেন, 'দেখিতেছি, এ জগতে ইহা অতি অদ্ভুত প্রশ্ন। কেহই ইহার উত্তর-দানে সমর্থ নহে।' ইহা ভাবিয়া তিনি দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৯। অদ্ভুত এ প্রশ্ন বটে, সাধ্য কারো নাই
দিতে এর সদুত্তর, পিতা, পুত্রদ্বয়
না জানেন যাহা, তাহা বালকে যে জানে,
এ কথা বিশ্বাস আমি করিব কেমনে?

২০। অর্থ কি? ধর্ম্ম কি? ইহা প্রবীণেরা যদি
বলিতে অক্ষম হন, কেমনে উত্তর
পারিবে করিতে দান বালক যে জন?

ইহা শুনিয়া সঞ্জয় বলিলেন, "মহাশয়, সম্ভবকুমারকে বালক মনে করিবেন না, অন্য কেহ যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে, তাহা হইলে আপনি সম্ভবের নিকটেই গমন করুন।" অনন্তর তিনি নানাবিধ অর্থদীপিকা উপমা প্রয়োগ করিয়া দ্বাদশটী গাথায় সম্ভবের গুণ বর্ণনা করিলেন:—

২১। না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর,
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২২। নিরমল পূর্ণচন্দ্র গগনে যেমন
নিষ্প্রভ নক্ষত্রগণে করে স্বপ্রভায়,

২৩। তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।

জিজ্ঞাসা করিলে তুমি পাবে সদুত্তর;
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২৪। মাস মধ্যে গ্রীষ্মকালে মধুমাস যথা
পত্রপুষ্পে অন্য মাসে করে অতিক্রম,

২৫। তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসা প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর।
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২৬। তুষার-কিরীটী গন্ধমাদন পর্ব্বত—
দিব্যৌষধি-প্রভা যার উজলে চৌদিক,
সানুদেশে শোভে যার তরু নানাজাতি,
পুষ্পের সৌরভভার করিয়া বহন
বিতরে পবন যথা, দেববাস ভূমি—
শোভা সম্পত্তিতে যথা এই শৈলবর
অতিক্রম করিয়াছে অন্যান্য পর্ব্বত,

২৭। তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর;
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে, ব্রাহ্মণ।

২৮। পরিয়া অর্চ্চির মালা অনল যেমন
ধায় বেগে কচ্ছদেশে দহি তৃণরাজি,
রাখিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে কৃষ্ণবর্ত্ম শুধু;

২৯। কিংবা যবে ঘৃত আর উৎকৃষ্ট ইন্ধনে
পরিপুষ্ট হয়ে জ্বলে নিশীথ সময়ে
পর্ব্বত শিখরোপরি—কি যে তেজ তার।
শিরে শোভে ধূমরাশি জটার আকারে,

৩০। তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর,
অর্থ কি ধর্ম্ম কি তুমি জানিবে ব্রাহ্মণ।

৩১। দেহ দেখিগুণ বুঝা অসম্ভব অতি, সেই অশ্ব ভাল, যাহা ধায় শীঘ্রগতি।
যে পারে অধিক ভার করিতে বহন, সেই বলীবর্দ্দ ভাল বলে সর্ব্বজন;
গুণ বত ধেনুর দোহনে বুঝা যায়, পণ্ডিতের উৎকর্ষ বাক্‌পটুতায়।

৩২। তেমতি সম্ভব করে প্রজ্ঞাবলে সবে
অতিক্রম, যদিও সে বয়সে নবীন।
না জিজ্ঞাসি প্রশ্ন, শুধু বালক বলিয়া
করো না অবজ্ঞা তুমি সম্ভব কুমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে তারে পাবে সদুত্তর,
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, তুমি জানিবে ব্রাহ্মণ।

সম্ভবের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া শুচিরত ভাবিলেন, 'প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কনিষ্ঠ কোথায় আছেন?" সঞ্জয় বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ যে হেমবর্ণ বালকটী প্রাসাদদ্বারে পথের উপর অন্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, ওই আমার কনিষ্ঠ সহোদর। আপনি উহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। ও বুদ্ধলীলায় উত্তর দিবে।" এই কথা শুনিয়া শুচিরত প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সম্ভবকুমারের নিকট গমন করিলেন। কুমার তখন শিথিল পরিহিত বস্ত্র স্কন্ধোপরি রাখিয়া উভয় হস্তে ধূলি তুলিতেছিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৩। সম্ভব খেলিতেছিলা বাটীর বাহিরে,
এমন সময় ভারদ্বাজ বিপ্রবর
হইলেন উপস্থিত নিকটে তাহার।

ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহাশয় কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?" শুচিরত বলিলেন, "বৎস, আমার একটী প্রশ্ন আছে, আমি সমস্ত জম্বুদ্বীপ খুঁজিয়াও এমন কোন লোক পাইলাম না, যে তাহার উত্তর দিতে পারে। সেই জন্য তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি।" কুমার ভাবিলেন 'ইনি বলিতেছেন, সমস্ত জম্বুদ্বীপে ইঁহার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই এবং সেই নিমিত্ত আমার নিকটে আসিয়াছেন। আমি জ্ঞানবৃদ্ধ বটি।' এই চিন্তা করিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন; হস্তস্থ ধূলি ফেলিয়া দিলেন, স্কন্ধ হইতে বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি প্রশ্ন করুন, আমি বুদ্ধ-লীলায় তাহার উত্তর দিতেছি।" তিনি সর্ব্বজ্ঞোচিতভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলে শুচিরত কহিলেন,

৩৪। যুধিষ্ঠির-বংশজাত ভুবনবিখ্যাত
কৌরব্য নৃপতি মোরে করিলা প্রেরণ
দূতরূপে এ নগরে, আজ্ঞা দিলা এই,—
অর্থ আর ধর্ম্মতত্ত্ব জান তুমি গিয়া।
অর্থ কি, ধর্ম্ম কি, ইহা বল হে সম্ভব।

গগনতলে যেমন পূর্ণচন্দ্র প্রকটিত হয়, সম্ভবের নিকটে এই প্রশ্নের উত্তরও সেইরূপ প্রকটিত হইল। "তবে শুনুন" বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথায় ধর্ম্মযাগপ্রশ্নের উত্তর দিলেন:—

৩৫। প্রশ্নের উত্তর সত্য দিব তব, মহাশয় ;
বলিব নিশ্চয় আমি কুশল যাহাতে হয়।
রাজাও জানেন ইহা ; কিন্তু তাহা সম্পাদন
করেন কি না করেন, জানে বল কোন্ জন ?

সম্ভবকুমার পথে দাঁড়াইয়া মধুর স্বরে ধর্ম্মদেশন করিতে লাগিলেন ; সেই শব্দ দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল ; রাজা, উপরাজ প্রভৃতি সকলে সম্ভবের নিকট সমবেত হইলেন ; মহাসত্ত্ব এই মহাজনসঙ্ঘের মধ্যে ধর্ম্মদেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী গাথায়, প্রশ্নের উত্তর দিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; এখন ধর্ম্মযাগপ্রশ্নের উত্তর দিলেন :—

৩৬। যুধিষ্ঠির-বংশজাত রাজাকে তোমার
বল গিয়া, শুচিরত, 'কুশল কর্ম্মের
সুযোগ ঘটিবে যবে, অদ্য আর কল্য
তুল্য জ্ঞান করি—অবহেলি বর্ত্তমান—
কল্যের আশায় যেন না রন বসিয়া।

৩৭। বলিও তাঁহারে, তিনি শুধাবেন যবে,
আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এই, মূঢজনবৎ
কদাচ কুকর্ম্ম-সেবী নাহি হন যেন।

৩৮। কভু যেন আত্মনাশ না করেন তিনি
হইয়া কুকর্ম্মরত, ত্যজিবেন সদা
অধর্ম্ম, কুমার্গে যেতে কোন মতে যেন
প্রবর্ত্তিত কাহাকেও না করেন তিনি।
যাহাতে অনর্থ ঘটে, অতি সাবধানে
করিবেন সংগ্রব তাহার পরিহার।

৩৯। এইরূপে সযতনে কৃত্য সম্পাদন
করিতে জানেন যিনি, সেই নৃপতির
অভ্যুদয় ঘটে নিত্য, শুক্ল পক্ষে যথা
চন্দ্রমার উপচয় হয় প্রতিদিন।

৪০। প্রাণসম ভালবাসে তাঁরে জ্ঞাতিজন,
মিত্রগণ করে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন,
কালবশে ঘটে যবে দেহের বিনাশ,
করেন সে পুণ্যশ্লোক স্বর্গলোকে বাস।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধলীলায় শুচিরত ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—যেন গগনতলে চন্দ্র উপস্থাপিত করিলেন। সমবেত মহাজনসঙ্ঘ করতালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাধুকার দিতে লাগিল ; তাহারা চেলোৎক্ষেপণ ও অঙ্গুলিস্ফোটন দ্বারা আপনাদের অনুমোদন জানাইল। তাহাদের যাহার হস্তে যে আভরণ ছিল, তাহা খুলিয়া দান করিল ; এইরূপে নিক্ষিপ্ত ধনের পরিমাণ হইল এক কোটি। রাজাও পরিতুষ্ট হইয়া মহাসত্ত্বকে প্রভূত পুরস্কার দিলেন ; শুচিরত সহস্র নিষ্ক দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন. উৎকৃষ্ট হিঙ্গুল দিয়া সেই সুবর্ণ পট্টে প্রশ্নের

উত্তর লিখিয়া লইলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগমনপূর্ব্বক কৌরব্যকে ধর্ম্মযাগপ্রশ্নের উত্তর শুনাইলেন। কৌরব্য সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া জীবনান্তে স্বর্গবাসী হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও তথাগত মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন ধনঞ্জয় মহারাজ, অনিরুদ্ধ ছিলেন শুচিরত, কাশ্যপ ছিলেন বিদূর, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ভদ্রকার, সারিপুত্র ছিলেন সঞ্জয় কুমার এবং আমি ছিলাম সত্তুর পণ্ডিত।]

৫১৬—মহাকপি-জাতক।

[দেবদত্ত শিলা নিক্ষেপ করিয়া শাস্তাকে আহত করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধার্থ ধনুর্গ্রাহ নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর শাস্তাকে শিলানিক্ষেপে আহত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ভিক্ষুগণ একদিন তাঁহার অগুণ বর্ণনা করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমাকে শিলা দ্বারা আহত করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন,—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীগ্রামের এক কৃষক ব্রাহ্মণ একদিন ক্ষেত্রকর্ষণপূর্ব্বক গরুগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং কোদালির কাজ করিতে লাগিলেন। গরু-গুলি একটা গুল্মের পাতা খাইয়া ক্রমে বনে প্রবেশ করিল ও পলায়ন করিল। বেলা অনেক হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ কোদালি করিয়া গরু খুঁজিতে গেলেন; তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বড় দুঃখিত হইলেন এবং বনে প্রবেশ করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে হিমালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহার দিগ্‌ভ্রম হইল; তিনি সপ্তাহ কাল অনাহারে কাটাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন একটা তিন্দুক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি উহাতে উঠিয়া ফল খাইতে খাইতে স্খলিতপদ হইয়া ষাট হাত নীচে এক নরকসদৃশ গহ্বরে পতিত হইলেন। তিনি ঐ গহ্বরের মধ্যে দশ দিন আবদ্ধ থাকিলেন।

বোধিসত্ত্ব ঐ সময়ে কপিযোনিতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বন্য ফল খাইয়া বিচরণ করিতে করিতে ঐ দুর্গত ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন এবং প্রথমে শিলাখণ্ড তুলিতে অভ্যাস করিয়া শেষে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব যখন নিদ্রা যাইতে-ছিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি এক খণ্ড প্রস্তরের আঘাতে তাঁহার মাথা ভাঙ্গিলেন। মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণের এই কাণ্ড দেখিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, "অরে নরাধম, তুই মাটিতে হাঁটিয়া চল্; আমি গাছের ডালে ডালে চলিয়া তোকে পথ দেখাইয়া যাইতেছি।" অনন্তর তিনি এই ভাবে উক্ত ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক বন হইতে বাহির করিয়া দিয়া পর্ব্বতের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্বের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ হাতে হাতেই তাহার ফল পাইলেন। তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া ইহ জীবনেই প্রেতরূপ প্রাপ্ত হইলেন; সাত বৎসর অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন বারাণসীর মৃগাচির-নামক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং বেদনায় উন্মত্তবৎ হইয়া প্রাকারের ভিতরে কদলীপত্র পাতিয়া তাহার

উপর শয়ন করিলেন। সে দিন বারাণসীরাজও উদ্যানে গিয়াছিলেন। তিনি বিচরণ করিতে করিতে ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কোন্ কর্ম্মের ফলে তুমি এত দুঃখ পাইতেছ?" ব্রাহ্মণ তখন তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১। মিত্রামাত্যগণসহ কাশীনরেশ্বর যাইলেন মৃগাচির উদ্যান ভিতর।

২। দেখিলেন বিপ্র তথা অস্থিচর্ম্মসার শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত, অতি বেদনাকাতর।
হয়েছে বিবিধবর্ণ ত্বকের তাহার, বনমাঝে ভূপতিত যেন কোবিদার।
ব্রণমুখ হ'তে মাংস পড়িছে গলিয়া; সর্ব্বাঙ্গে ধমনীগুলি উঠেছে ফুটিয়া।

৩। বিপ্রের দুর্দ্দশা হেরি দয়া আর ভয় যুগপৎ মনে তাঁর হইল উদয়।
জিজ্ঞাসেন মহীপাল পরিচয় তাঁর, "যক্ষকুলে বল শুনি কি নাম তোমার?

৪। হস্তপাদ শ্বেত তব, শিরঃ শ্বেততর, কুষ্ঠে ক্ষত বিক্ষত তোমার কলেবর;
ত্বক্ হইয়াছে তব বিবিধবরণ, কোথা শ্বেত, কোথা কৃষ্ণ, ঘোরদরশন।

৫। সারি সারি বৃন্তবৎ কুষ্ঠব্রণ সব উচু নীচু করিয়াছে পিঠখানি তব।
অঙ্গপর্ব্বগুলি সব মষির বরণ; এমন বীভৎস দৃশ্য দেখিনি কখন।

৬। ক্ষুধাতৃষ্ণারৌদ্রে তব শীর্ণ কলেবর; পা-দুখানি হইয়াছে ধূলায় ধূসর।
সর্ব্বাঙ্গে উঠেছে ভাসি ধমনী সকল; কোথা হ'তে তুমি হেথা আসিয়াছ, বল।

৭। দেহের গঠন তব স্বাভাবিক যাহা, বিকৃত করেছে, হায়, মহাব্যাধি তাহা।
হইয়াছ এবে তুমি হেন কদাকার, ঘটেছে এতই তব বর্ণের বিকার,
দেখিলে তোমায় ভয়ে শিহরে শরীর। থাকুক অন্যের কথা, তব জননীর
ইচ্ছা না হইবে এবে করিতে দর্শন গর্ভজাত তনয়ের এ রূপ ভীষণ।

৮। কি কুকর্ম্ম পূর্ব্বে তুমি করিয়াছ বল। অবধ্যে বধিয়া কি হে পাও এই ফল?
কি পাপের পরিণাম ভীষণ এমন? কেন এ দারুণ দুঃখ পাও অনুক্ষণ?"

ইহার পর ব্রাহ্মণ বলিলেন :—

৯। বলিব নিশ্চয় সত্য, না করি গোপন; প্রাজ্ঞের প্রশংসা লভে সত্যবাদিগণ।

১০। গরুগুলি একদিন হারাল আমার; খুঁজিতে খুঁজিতে গেনু বনের মাঝার।
ভীষণ সে বন, মরুভূমির সমান, নানাজাতি কুঞ্জরের বিচরণস্থান।
পথ ছাড়ি গিয়া মোর ঘটিল দিগ্‌ভ্রম; ভাবিলাম সেখানেই হইবে মরণ।

১১। শ্বাপদসঙ্কুল সেই বনের ভিতর ক্ষুধা আর পিপাসায় হইয়া কাতর,
বাপিনু সপ্তাহকাল ছুটি ইতস্ততঃ; দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া দুঃখ পাইলাম কত!

১২। ক্ষুধার জ্বালায় আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখিনু তিন্দুক বৃক্ষ দুর্গম ভূমিতে।*
প্রচুর ফলের ভার বহন করিয়া প্রপাতের অভিমুখে পড়েছে ঝুলিয়া।

১৩। বায়ুবেগে পড়ে ছিল যত তার ফল, খাইতে লাগিল ভাল, খাইনু সকল।
অতৃপ্ত রহিল ক্ষুধা, উঠিলাম পরে বৃক্ষোপরি, আরও ফল খাইবার তরে।

---

* মূলে 'তত্থ তিন্দুকং অদ্দক্খিং বিসমট্ঠং বুভুক্খিতো' আছে। আমি 'বিসমট্ঠং' এই পাঠ ধরিয়া ইহাকে তিন্দুকের বিশেষণ করিলাম।

১৪। একটী শাখায় তার যত ছিল ফল, প্রথমে উদরসাৎ করিনু সকল।
অন্য এক শাখা পরে ধরিব বলিয়া যেমন দিলাম আমি হাত বাড়াইয়া,
যে শাখায় ছিনু আসি, ভাঙ্গিয়া পড়িল, কুঠার-আঘাতে যেন ছিন্ন কে করিল।

১৫। উর্দ্ধপাদে, অধঃশিরে শাখার সহিত প্রপাত হইতে আমি হইনু পতিত,
গহ্বরে; সেখানে কোন তিষ্ঠিবার স্থান, কিংবা কোন অবলম্ব নাই বিদ্যমান।

১৬। ভাগ্যে সুগভীর জল সে গুহায় ছিল, পড়ি, তাই দেহ মোর চূর্ণ না হইল।
জলের শয্যায় আমি বিষণ্ণ অন্তরে যাপিনু দশটী দিন তাহার ভিতরে।

১৭। শাখা হ'তে শাখান্তরে চরিতে চরিতে, বিবিধ বৃক্ষের ফল খাইতে খাইতে,
শাখামৃগ এক, গোলাঙ্গুল, দরীচর, সেথা আসি দরশন দিল তার পর।
পাণ্ডু, শীর্ণ দেহ মোর দেখিতে পাইল; অমনি তাহার মনে দয়া উপজিল।

১৮। জিজ্ঞাসে সে কপি, "কে হে গুহা মধ্যে পড়ি পাইতেছ দুঃখ বড়? বল সত্য করি,
মনুষ্য, কি অমনুষ্য বলিব তোমায়? সত্য করি দাও তুমি আত্মপরিচয়।"

১৯। নমস্কার করি তারে, যুড়ি দুই কর, বলিনু, "মনুষ্য আমি, শুন কপিবর।
পড়েছি বিপদে ঘোর; নাহিক নিস্তার; কর এ গহ্বর হতে আমায় উদ্ধার।
নিরুপায় আমি, তব লইনু শরণ; বাঁচাও আমারে, হও কল্যাণভাজন।"

২০। শুনি ইহা গুরুভার শিলা উত্তোলন, করিয়া পর্ব্বতে কপি করে বিচরণ।
গুরু-ভারবহনের অভ্যাস করিল, তার পর বানরেন্দ্র আমায় বলিল, *

২১। "এস, মোর পিঠে চড়; দুই বাহু দিয়া গলা মোর ধরি তুমি থাকহ বসিয়া।
এ গিরিকন্দর হ'তে করি উত্তোলন শীঘ্রই করিব তব উদ্ধার সাধন।"

২২। শুনি সে শ্রীমান্, বিজ্ঞ কপির বচন করিলাম আমি তার পৃষ্ঠে আরোহণ।
বেষ্টিয়া দুইটী বাহু ধরিলাম তার গ্রীবাদেশ, গুহা হইতে পাইতে উদ্ধার।

২৩। তেজস্বী বানর সেই মহা বলবান্ গুহা হইতে তুলিয়া রক্ষিল মোর প্রাণ।
এ দুষ্কর কার্য্য কিন্তু করিতে সাধন হল সে নিতান্ত ক্লান্ত করি বহু শ্রম।

২৪। উদ্ধারি আমায় শ্রান্ত, ক্লান্ত কপীশ্বর বলে, "ভাই, তুমি মোরে এবে রক্ষা কর।
ঘুমাইব আমি হেথা মুহূর্ত্তের তরে; দেখিও, কেহ না যেন বধ মোরে করে।

২৫। সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, ঋক্ষ আদি হিংস্রগণ প্রমত্ত † পাইলে মোরে করিবে হনন।
সতর্ক হইয়া তুমি তাড়াইবে সবে, বিশ্রামের তরে আমি ঘুমাইব যবে।"

২৬। পরিত্রাণ এইরূপে করিয়া আমায় মুহূর্ত্তের তরে কপি সেখানে ঘুমায়।
কিন্তু সে সময় মোর দুর্মতি ঘটিল; মোহবশে পাপ চিন্তা মনে উপজিল।

২৭। 'বনবাসী অন্য অন্য পশুর যেমন, বানরের(ও) মাংস ভক্ষ্য নরের তেমন।
ক্ষুধায় হয়েছে মোর প্রাণ ওষ্ঠাগত; মারি এরে খাব মাংস ইচ্ছা হয় যত।

২৮। খেয়ে, আর লয়ে কিছু পথের সম্বল অতিক্রম করি যাব এই বনস্থল।

* অতঃপর কপি গহ্বরের মধ্যে গেল, ইহা বুঝিতে হইবে।

† প্রমত্ত—অনবহিত।

২৯। লইলাম একখান পাথর তুলিয়া, মস্তকে কপির তাহা ফেলিনু ছুঁড়িয়া।
কিন্তু হাতে বল মোর ছিল না তখন, সামান্য আঘাত কপি পেল সে কারণ।

৩০। সবেগে বক্তাক্ত মুখে বানর তখন তরুর শাখায় উচ্চে করি আরোহণ,
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মোরে দেখিতে লাগিল, গণ্ড তার অশ্রুজলে প্লাবিত হইল।

৩১। বলিল, "এমন কাজ, শুন মহাশয়, তোমা হেন জনের উচিত নাহি হয়।
কদাচ ঈদৃশ কাজ করিও না আর, আশীর্ব্বাদ করি, হোক্ কল্যাণ তোমার।
করিলে যে কর্ম্ম তুমি, হেরি তার ফল হেন পাপ না করিবে অন্যে বহুকাল।

৩২। আহা কি কুকর্ম্ম তুমি করিলে হে বল? উদ্ধারিনু গুহা হতে, -এই তার বল।

৩৩। আনিনু ফিরাবে তোমা যমদ্বার হ'তে, অথচ চাহিলে তুমি আমায় বধিতে।
পাপাশয় তুমি, রত পাপ আচরণে, পাপ চিন্তা তাই তব উপজিল মনে।

৩৪। এই অধর্ম্মের হেতু নরক-যন্ত্রণা ভাগ্যে যেন তব, পাপী, কখন(ও) ঘটে না।
ফলপ্রসবান্তে হয় বেণুর মরণ, এ কুকর্ম্মফলে তব না হয় তা' যেন।

৩৫। বিশ্বাস করিতে তোমা পারি না এখন, পাপ চিন্তা আছে তব মনে অনুক্ষণ।
চলি আমি অগ্রে অগ্রে বৃক্ষ শাখা ধরি', পশ্চাতে আসিবে তুমি পথ অনুসরি।
কিন্তু সাবধান, তুমি থাকিবে নিকটে, দেখিব কখন তব কোন্ বুদ্ধি ঘটে।

৩৬। হিংস্র জন্তু হ'তে মুক্তি লভিলে এখন, এলে যথা যাতায়াত করে লোকজন।
এই পথে, পাপাশয়, এ বন ছাড়িয়া যথা ইচ্ছা সেইখানে যাও হে চলিয়া।"

৩৭। এতেক বলিয়া মোরে সেই গিরিচর ধুইল হ্রদের জলে মস্তক তাহার।
মুছিয়া চক্ষুর জল, সংবরি ক্রন্দন পর্ব্বত উপরি পুনঃ করে আরোহণ।

৩৮। বানরের অভিশাপে আমার তখন সর্ব্বাঙ্গে হইল জ্বালা বড়ই ভীষণ।
পুড়িতে লাগিল দেহ, জলপান তরে নামিলাম গিয়া সেই হ্রদের ভিতরে।

৩৯। কপিরক্ত-বিমিশ্রিত সে হ্রদের জল অগ্নিবৎ দগ্ধ মোরে করিল কেবল।
মনে হল, যত জল সে হ্রদেতে ছিল, পুয়ে পরিণত মম পাপেতে হইল।

৪০। যত বারিবিন্দু পড়ে শরীরে আমার, হইল স্ফোটক অর্দ্ধ বিল্বফলাকার।

৪১। ফাটিল স্ফোটক সব, ক্ষত স্থান হ'তে
পুতিগন্ধময় পূয় লাগিল ক্ষরিতে।
গ্রামে কি নিগমে, আমি, যেখানেই যাই,

৪২। সর্ব্বত্র সবার কাছে তাড়া সদা খাই।
স্ত্রীপুরুষ সকলেই দুর্গন্ধ পাইয়া
দূর হতে দণ্ডহস্তে দেয় তাড়াইয়া।

৪৩। এত দুঃখে সপ্তবর্ষ করেছি যাপন, পাইতেছি নিজ পাপফল বিলক্ষণ।

৪৪। সমবেত হইযাছ যাহারা এখানে সবাকেই বলিতেছি আমি সে কারণে
মিত্রদ্রোহী মহাপাপী, যেন কোন জন মিত্রের অহিত কিছু করে না কখন।

৪৫। মিত্রদ্রোহী হয় কুষ্ঠী আমার মতন, দেহ অন্তে করে সেই নিরয়ে গমন।

ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে এইরূপে আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিবরে অদৃশ্য হইয়া অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে রাজা উদ্যান হইতে বাহির হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমাকে শিলানিক্ষেপে আহত করিয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মিত্রদ্রোহী ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই কপিরাজ।]

জাতকমালা, ২৪।

৫১৭—উদকরাক্ষস-জাতক

এই আখ্যায়িকা মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৫১৮—পাণ্ডর-জাতক

[দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছিল এবং পাপের ফলে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। তৎপ্রসঙ্গে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা যখন দেবদত্তের দোষ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে পঞ্চশত বণিক একদা নৌকারোহণে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিল। সপ্তম দিনে তাহারা এতদূর অগ্রসর হইল যে, কূল আর দেখিতে পাওয়া গেল না। এই সময় নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেল এবং আরোহীদিগের মধ্যে একজন ব্যতীত অন্য সকলেই মৎস্যদিগের উদরস্থ হইল। যে ব্যক্তি রক্ষা পাইল, সে বায়ুবশে করম্বিক পট্টনে উপনীত হইল। সে নগ্নবেশে ও নিঃস্ব অবস্থায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া ঐ পট্টনে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। লোকে ভাবিল, 'এই ব্যক্তি সন্ন্যাসী এবং অল্পে সন্তুষ্ট।' এই কারণে তাহারা ঐ ব্যক্তির অভ্যর্থনা ও সমাদর করিল। সেও ভাবিল, 'এখন আমি জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা উপায় পাইলাম।' লোকে যখন তাহাকে নিবাসন ও প্রাবরণ দিতে * চাহিল, তখনও সে ঐ দুই দ্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না। লোকে মনে করিল, 'ইহা অপেক্ষা বাসনাহীন শ্রমণ কোথাও নাই।' তাহারা আরও সন্তুষ্ট হইয়া এই লোকটার জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করিল, এবং সেখানে তাহাকে বাস করাইল। তাহার নাম হইল করম্বিক অচেলক †। সে করম্বিক পট্টনে বাস করিয়া প্রভূত সম্মান ও উপহার পাইতে লাগিল। এমন কি, এক নাগরাজ এবং এক সুপর্ণরাজও তাহাকে উপাসনা করিবার জন্য সেই আশ্রমে যাইতেন। নাগরাজের নাম ছিল পাণ্ডর।

একদিন সুপর্ণরাজ এই ভণ্ড তপস্বীর নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট

* নিবাসন—অন্তর্ব্বাস, বা ধুতি। প্রাবরণ—বহির্ব্বাস, বা উত্তরীয়।

† অচেলক—নগ্ন সন্ন্যাসী।

হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমার বহু জ্ঞাতি নাগ ধরিবার কালে বিনষ্ট হয়। নাগদিগকে যে কি উপায়ে নিরাপদে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। শুনা যায় ইহার কোন গুহ্য উপায় আছে। আপনি নাগদিগকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া উপায়টা জানিতে পারেন কি ?" তপস্বী বলিল, "বেশ, আমি জিজ্ঞাসা করিব।"

সুপর্ণরাজ তপস্বীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পর নাগরাজ গিয়া তাহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলে তপস্বী জিজ্ঞাসা করিল, "নাগরাজ, শুনিতে পাই, অনেক সুপর্ণ তোমাদিগকে ধরিতে গিয়া বিনষ্ট হয়। তোমাদিগকে কি উপায়ে নিরাপদে ধরা যায়, বল ত ?" নাগরাজ বলিলেন, "ভদন্ত, ইহা আমাদের অতি গূঢ় রহস্য, আমি ইহা প্রকাশ করিলে জ্ঞাতিজনের মৃত্যু ডাকিয়া আনিব।" "তুমি কি মনে কর যে, আমি ইহা অন্য কাহাকেও বলিব ? আমি অন্য কাহাকেও ইহা জানাইব না, কেবল নিজের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া নির্ভয়ে বল।" "আচ্ছা, বলিব, ভদন্ত।" ইহা বলিয়া সে দিন নাগরাজ উহা বলিলেন না। পরদিনও তপস্বী ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল; সে দিনও নাগরাজ উহা বলিলেন না। তৃতীয় দিনে যখন নাগরাজ আবার আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, তখন তপস্বী বলিল, "আজ তৃতীয় দিন, আমি প্রতিদিন যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দিতেছ না কেন ?" "পাছে, ভদন্ত, আপনি অন্য কাহাকেও বলেন, এই আশঙ্কায়।" "কাহাকেও বলিব না। নির্ভয়ে বল।" "দেখিবেন, ভদন্ত, অন্য কাহারও নিকট যেন প্রকাশ না করেন।" অতঃপর তপস্বীর প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নাগরাজ বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা বড় বড় পাথর গিলিয়া খুব ভারী হই, এবং শুইয়া থাকি। যখন সুপর্ণেরা আসে, তখন আমরা হাঁ করিয়া দাঁত দেখাইয়া তাহাদিগকে দংশন করিতে যাই। তাহারা আসিয়া আমাদের মাথা ধরে। আমরা খুব ভারী হইয়া পড়িয়া থাকি বলিয়া আমাদিগকে তুলিতে তাহাদের বহু শ্রম হয়, তাহাদের শরীর হইতে জল নির্গত হয় এবং সেই জলের মধ্যে তাহারা প্রাণত্যাগ করে। আমাদিগকে ধরিবার কালে প্রথমে যে মাথা কেন ধরে, তাহা বুঝিতে পারি না। বোকা সুপর্ণেরা যদি আমাদিগের ল্যাজ ধরিয়া তুলে, তাহা হইলে মাথা নীচের দিকে ঝুলিবার কালে আমরা যে সকল পাথর গিলিয়াছি, তাহা পড়িয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের ভার কম হয়, সুপর্ণেরা অক্লেশে আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারে।" নাগরাজ এইরূপে সেই দুঃশীল তপস্বীর নিকট আত্মরহস্য প্রকাশ করিলেন।

নাগরাজ প্রস্থান করিলে সুপর্ণরাজ আগমন করিলেন এবং করম্বিক অচেলককে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি নাগরাজকে সেই গূঢ় রহস্যসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি ?" "করিয়াছি, ভাই।" অনন্তর নাগরাজ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তপস্বী সুপর্ণরাজকে সমস্ত জানাইল। তাহা শুনিয়া সুপর্ণরাজ ভাবিলেন, "নাগরাজ অতি অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার জ্ঞাতিগণের বিনাশ হইবে, পরের নিকট এমন উপায় প্রকাশ করা অতি অকর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমি আজ সুপর্ণবাত* উৎপাদন করিয়া

* সুপর্ণের পক্ষাঘাতে যে বায়ুপ্রবাহ উৎপত্তি হয়। নাগানন্দে দেখা যায়, গরুড়ের পক্ষসঞ্চালনে সমুদ্রজল তলদেশ পর্য্যন্ত দ্বিধা বিভক্ত হইত।

সর্ব্বপ্রথমে এই নাগরাজকেই ধরিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সুপর্ণবাত উৎপাদনপূর্ব্বক নাগরাজ পাণ্ডবের লাঙ্গুল ধরিলেন, তাঁহাকে অধঃশির করিয়া ভুক্ত দ্রব্য সকল উদ্গিরণ করাইলেন এবং উৎপতন করিয়া আকাশে গমন করিলেন। পাণ্ডব আকাশে অধঃশিরে প্রলম্বিত হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন, "হায়, আমি নিজেই নিজের দুঃখ আনয়ন করিয়াছি।

১। না ভাবিয়া বলে কথা মুখে যাহা আসে
অশক্ত রক্ষিতে গূঢ় মন্ত্রণা নিজের,
সর্ব্বথা সংযমহীন, অবিমৃশ্যকারী,
এমন অবোধে দুঃখ করে আসি গ্রাস,
করিল পাণ্ডব নাগে সুপর্ণ যেমন।

২। যে গূঢ় রহস্য সদা পরিরক্ষণীয়,
প্রকাশে যে তাহা অন্য লোকের সকাশে,
মন্ত্রভেদ হেতু তারে দুঃখ করে গ্রাস,
করিল পাণ্ডব নাগে সুপর্ণ যেমন।

৩। সাহচর্য্য-হেতু মিত্র যে জন তোমার,
অথবা প্রকৃত মিত্র, মূর্খ, কি পণ্ডিত,—
কখনো কাহারো কাছে করো না প্রকাশ
গুহ্যগুহ্য কথা তব; সুমিত্র যে জন,
সেও পারে, যদি তার বুদ্ধি নাহি থাকে
ঘটাতে বিপদ্ তব প্রকাশি সে কথা।
বুদ্ধিমান্ যেই, সেও অনিষ্ট তোমার
ইচ্ছে যদি মনে মনে, পাইবে সুযোগ,
জানিলে রহস্য তব, ঘটাতে বিপদ্।

৪। অচেল সন্ন্যাসী দেখি ভাবিলাম আমি
হইবে নিশ্চয় এই ধর্ম্মপরায়ণ;
বলিলাম তাই তারে রহস্য আমার
উপেক্ষিয়া আত্মহিত, এবে ফলে তার
এ ঘোর বিপদে পড়ি কান্দিতেছি, হায়!

৫। নারিনু, সুপর্ণরাজ, রক্ষিতে আমার
নিগূঢ় রহস্য, সেই বিশ্বাসঘাতক
ঘটাইল এই মহাবিপত্তি এখন।
না বুঝিনু আত্মহিত, এবে ফলে তার
এ ঘোর বিপদে পড়ি করি হাহাকার।

৬। পরম সুহৃৎ মম, ভাবি ইহা মনে
প্রীতিবশে, ভয়ে, কিংবা চিত্তের দৌর্ব্বল্যে
নীচের নিকটে নিজ রহস্য প্রকাশ
যে করে, সে মূর্খ; তার হয় সর্ব্বনাশ।

৭। পরের রহস্য জানি না রাখি গোপন
প্রকাশে যে সভামধ্যে ধূর্ত্তদের কাছে,
নিশ্চিত সে নররূপী সর্প বিষমুখ।
দূর হ'তে পরিত্যাগ হেন পাপাত্মার
সংসর্গ করিবে, যদি আত্মহিত চাও।

৮। দিব্য অন্ন, দিব্য পান, বস্ত্র কাশীজাত,
মোহিনী রমণীগণ, দিব্য পুষ্পমালা,
দিব্য গন্ধ-বিলেপন—কাম্য সর্ব্ববিধ,
সমর্পি তোমায় আজ করিব প্রস্থান
হও যদি, খগরাজ, শরণ মোদের।

আকাশে অধঃশির হইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে পাণ্ডবক আটটী গাথায় এইরূপ পরিদেবন করিলেন। তাঁহার পরিদেবনের শব্দ শুনিয়া সুপর্ণরাজ তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "নাগরাজ। তুমি অচেলকের নিকটে আত্মরহস্য প্রকাশ করিয়া এখন কেন বিলাপ করিতেছ?

৯। তুমি, আমি, অচেলক—এই তিন প্রাণী
রয়েছি এখানে; বল, নিন্দার ভাজন
প্রকৃত কে, নাগরাজ, ইহাদের মাঝে?
কার দোষে,—তাপসের, অথবা আমার—
পাণ্ডব গৃহীত হ'ল সুপর্ণে মুখে?"

ইহা শুনিয়া পাণ্ডব বলিলেন,

১০। করিতাম শ্রদ্ধা তারে তপস্বী ভাবিয়া,
ভাবিতাম আমি তারে শ্রদ্ধার ভাজন।
তাই বলিলাম তারে রহস্য আমার
উপেক্ষিয়া আত্মহিত; এবে ফলে তার
এ ঘোর বিপদে পড়ি কান্দিতেছি হায়!

তখন সুপর্ণরাজ চারিটী গাথা বলিলেন;—

১১। অমর না কেহ ভবে; নিন্দার ভাজন
প্রাজ্ঞগণ নন কভু; তবু কেন তুমি
নিন্দিতেছ তপস্বীকে? বুদ্ধিবলে তিনি
জানিলেন অতিগুহ্য রহস্য তোমার।
সত্য, ধর্ম্ম, বুদ্ধি, দম, এই চারি বল
আছে যার, সেই হয় অলভ্য লভিয়া
চিরসুখী, নাগরাজ, এ ভবভবনে।

১২। আত্মীয়গণের মাঝে মাতা আর পিতা
পরম কৃপালু সদা সন্তানের প্রতি—
তৃতীয় তাঁদের মত অন্য কেহ নাই—
নিজের রহস্য কিন্তু তাঁদের(ও) নিকটে
করেনা প্রকাশ সুধী মন্ত্রভেদ-ভয়ে।

১৩। মাতা, পিতা, সহোদর, সহোদরাগণ,
মিত্র, সখা আদি যাঁরা করেন সতত
পক্ষ তব সমর্থন সম্পদে, বিপদে,
তাঁদের(ও) নিকটে কভু করিলে প্রকাশ
নিজের রহস্য, থাকে বিপদের ভয়।

১৪। সুন্দরী যুবতী তব ভার্য্যা প্রিয়ংবদা,
পুত্রবতী, জ্ঞাতিবন্ধুগণ-সমাদৃতা,
সেও যদি চায় তব রহস্য জানিতে,
করোনা প্রকাশ কভু। কে জানে, কখন
কোন্ সূত্রে হয় মন্ত্রভেদসংঘটন?

অতঃপর নিম্নলিখিত পাঁচটী গাথা :—(এগুলি উন্মার্গ জাতকে পঞ্চপণ্ডিত-প্রশ্নেও পাওয়া যাইবে)

১৫। প্রকাশের যোগ্য নয় রহস্য তোমার,
মহারত্নবৎ তারে রক্ষিবে যতনে।
নিজের রহস্য শুধু যে করে প্রকাশ
নিন্দেন পণ্ডিতগণ বুদ্ধি সে মূর্খের।

১৬। স্ত্রীর কিংবা অরাতির নিকটে কখন
রহস্য পণ্ডিতে কভু করে না প্রকাশ।
লোভী যারা, কিংবা যারা চিত্তস্থৈর্য্যহীন,
বিশ্বাস-ভাজন তারা নয় কদাচন।

১৭। নিজের রহস্য যদি দুষ্টমতি জনে
বলিবে কখনো, তবে চিরকাল তবে
দাস হয়ে রবে তার, মন্ত্রভেদ-ভয়ে।

১৮। যখনি রহস্য কারো অন্য কেহ জানে,
তখনি জনমে মনে উদ্বেগ তাহার।
এ কারণ মন্ত্র রক্ষা করিবে যতনে।

১৯। দিবসে নির্জনে বল, অতি সাবধানে
শুধু আত্মসন্নিধানে রহস্য তোমার।
নিশীথে নিজের(ও) কাণে না পশে তা' যেন,
কেন না শুনিতে তাহা উৎকর্ণ রয়েছে
কত লোকে, টের তারা পেলে ঘুণাক্ষরে
হইবে মন্ত্রণা-ভেদ তোমার নিশ্চয়।

অতঃপর সুপর্ণরাজ আরও দুইটী গাথা বলিলেন :—

২০। দ্বারহীন, লৌহময়-হর্ম্ম্যসুশোভিত,
বেষ্টিত গভীর খাতে মহানগরের
আগম-নির্গম পথ রুদ্ধ যে প্রকার,
গূঢ়মন্ত্র পুরুষের হৃদয় তেমনি
রুদ্ধ সদা, কার সাধ্য জানে তার ভাব?

২১। গূঢ়মন্ত্র, আত্মহিতে স্থিরা যাব মতি,
অসতর্ক ভাবে বাক্য বলেনা যে জন,
হেন দৃঢ়চেতা নরে সদা করে ভয়
শত্রুগণ তাব, নাগ। দেখিলে তাহারে
দূর হ'তে শত্রু সব যায় পলাইয়া,
পলায় যেমন লোকে হেবি আশীবিষে।

সুপর্ণ এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলিলে, পাণ্ডব কহিলেন :—

২২। গৃহ ত্যজি অচেলক লয়েছে প্রব্রজ্যা,
মুণ্ডিতমস্তক, নগ্ন—ভিক্ষা মাগি খায়।
বলিযা কুক্ষণে তারে রহস্য নিজের
হইয়াছি অর্থধর্ম্মভ্রষ্ট এবে, হায়!

২৩। বল শুনি, খগরাজ, কি কর্ম্ম করিলে,
কোন শীল অবলম্বি, কি ব্রতপালনে
শ্রমণ করিতে পারে তৃষ্ণা পরিহার?
কি উপায়ে স্বর্গলাভ ঘটে ভাগ্যে তার?

সুপর্ণ বলিলেন,

২৪। আত্মপাপ হেতু মনে লজ্জা যেই পায়,
অক্রোধ তিতিক্ষাবান্, ক্ষান্ত, দান্ত যেই,
পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে না যে জন,
সেই প্রব্রাজক পারে, তৃষ্ণা পরিহরি,
প্রবেশিতে দেহ-অন্তে অমর নগরী।

সুপর্ণরাজের ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া পাণ্ডর নিম্নলিখিত গাথায় আত্মজীবন ভিক্ষা করিলেন :—

২৫। নিজ গর্ভজাত শিশু তনয়ে নেহারি
আনন্দে মাতার সর্ব্ব শরীর শিহরে।
তুমিও, দ্বিজেন্দ্র, মোরে পুত্র মনে করি,
কর অনুকম্পা-দৃষ্টি আমার উপর।

সুপর্ণরাজ তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন :—

২৬। মৃত্যু হ'তে মুক্তি অদ্য লভ, নাগরাজ।
আত্মজ, দত্তক, আর অন্তেবাসী এই
তিন জন পুত্ররূপে বিদিত জগতে,
অন্য কেহ পুত্র নয়। হও সুখী তুমি।
অন্তেবাসী পুত্ররূপে লইনু তোমায়।

ইহা বলিয়া সুপর্ণরাজ আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নাগরাজকে ভূতলে ছাড়িয়া দিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :—]

২৭। বলি ইহা খগরাজ, আনিয়া ভূতলে
ছাড়ি দিলা নাগরাজে, আশ্বাসিলা তাঁরে,
"পেলে মুক্তি, আজ হ'তে রক্ষিব তোমায়,
জলে, স্থলে কোথাও না রবে তব ভয়।

২৮। ব্যাধিতের পক্ষে যথা নিপুণ ভিষক্,
তৃষ্ণার্ত্তের পক্ষে যথা জল সুশীতল,
হিমার্ত্তের পক্ষে যথা কান্তারে কুটীর,
তেমনি তোমার আমি হইনু শরণ।"

"তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার" বলিয়া সুপর্ণরাজ নাগরাজকে বিদায় দিলেন। নাগরাজ নাগভবনে প্রবেশ করিলেন, সুপর্ণরাজ সুপর্ণভবনে গিয়া ভাবিলেন, 'আজ আমি শপথ করিয়া নাগরাজের বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাকে মুক্তি দিয়াছি। এখন আমার প্রতি তাহার মনের ভাব কি, একবার পরীক্ষা করা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নাগভবনে গমনপূর্বক সুপর্ণবাত উৎপাদন করিলেন। তাহা দেখিয়া নাগরাজ ভাবিলেন, 'সুপর্ণরাজ সম্ভবতঃ আমাকে আবার ধরিতে আসিয়াছে।' এই আশঙ্কায় তিনি সহস্র ব্যামপ্রমাণ দেহ ধারণ করিলেন, পাষাণ ও বালুকা গিলিয়া গুরুভার হইলেন এবং লাঙ্গুল অধোভাগে রাখিয়া কুণ্ডলিত দেহের উপরিভাগে ফণা বিস্তার করিয়া এমনভাবে শুইয়া রহিলেন, যেন সুপর্ণরাজকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া সুপর্ণরাজ বলিলেন,

২৯। শত্রুর সহিত সন্ধি করি, জরায়ুজ,
বিকাশি দন্তের পঙ্‌ক্তি রয়েছ শুইয়া
কি হেতু? ভয়ের তব শুনি কি কারণ?

এই প্রশ্নের উত্তরে নাগরাজ তিনটী গাথা বলিলেন :—

৩০। শত্রু ত শঙ্কার(ই) পাত্র, মিত্রেও বিশ্বাস
সর্ব্বথা কর্ত্তব্য নয়, মিত্র যারে ভাবি
থাকিব নিশ্চিন্ত আমি, সেও হতে পারে
ভয়ের কারণ মোর, বিনাশের তরে।*

৩১। কলহ যাহার সঙ্গে ঘটেছে কখন,
কিরূপে বিশ্বাস বল, করা তারে যায়?
এমন সংশয়স্থলে, কখন কি ঘটে,
ভাবিয়া উচিত থাকা সর্ব্বদা প্রস্তুত।
শত্রু কবে হয় পূর্ণ বিশ্বাসভাজন?

* ২৯শ ও ৩০শ গাথা নকুল-জাতকেও (১৬৫) পাওয়া গিয়াছে। এখানে কিন্তু নাগ ও সুপর্ণ উভয়েই 'অণ্ডজ'।

৩২। আমি হব সকলের বিশ্বাস-ভাজন,
বিশ্বাস কাহাকে কিন্তু করিব না কভু,
না দিব অপরে মোরে সন্দেহ করিতে,
আমি কিন্তু সবাকেই করিব সন্দেহ,—
বিজ্ঞ যে, নিয়ত সেই এই চেষ্টা করে,
মনোভাব তার যেন না জানে অপরে।

উভয়ে এইরূপ আলাপ করিয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইলেন এবং এক সঙ্গে সেই অচেলকের আশ্রমে গমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৩। সুকুমার দিব্যদেহধারী, শুদ্ধচেতা
সুপর্ণ, পাণ্ডর করি হাত ধরাধরি
পুণ্য গন্ধে দশদিক্ করি আমোদিত,
চলিল সে তপস্বীর আশ্রমের দিকে।
তুল্যরূপ দোঁহাকার—যত্নে নির্ব্বাচিত
রথবাহী অশ্বযুগলের যে প্রকার।

আশ্রমে গিয়া সুপর্ণরাজ ভাবিলেন, 'এই নাগরাজ অচেলকের প্রাণনাশ করিবে। অচেলক অতি দুঃশীল। আমি ইহাকে প্রণাম করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বাহিরে থাকিলেন এবং নাগরাজকে ভিতরে পাঠাইলেন।

এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৪। নিজেই যাইয়া তবে পাণ্ডর তখন
সন্ন্যাসি-সমীপে বলে, "সর্ব্বভয় হ'তে
হইয়াছি মুক্ত আজ, কিন্তু এ সৌভাগ্য
ঘটে নাই, অরে ভণ্ড, তোর স্নেহ হেতু।"

অতঃপর অচেলক বলিল :—

৩৫। খগরাজ প্রিয়তর পাণ্ডর হইতে,
নাহিক সন্দেহ ইথে, ভালবাসি তারে,
জানি শুনি তাই পাপ করিয়াছি আমি,
মোহবশে এ কুকর্ম্মে হইনি প্রবৃত্ত।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ দুইটী গাথা বলিলেন :—

৩৬। প্রকৃত প্রব্রজ্যা-ধর্ম্মে রত যেই জন,
ইহামুত্র উভয়তঃ লক্ষ্য থাকে তার।
প্রিয় বা অপ্রিয় জ্ঞান না পারে সে হেতু
নাশিতে তাহার স্থৈর্য্য। তুই রে পামর
সংযমীর বেশ ধরি বেড়াস্ ঘুরিয়া
অসংযতভাবে নিত্য প্রতারণা করি।

৩৭। আর্য্যবেশে বত তুই অনার্য্য আচাবে,
সংযমীব বেশে সদা অসংযমশীল,
কুকর্ম্ম প্রকৃতিগত রে নির্লজ্জ, তোব,
কবেছিস এতকাল কত মহাপাপ।

অচেলককে এইরূপ তিবস্কার কবিয়া নাগরাজ নিম্নলিখিত গাথায় তাহাকে শাপ দিলেন।

৩৮। করে নাই অপবাধ, এমন-মিত্রেব
কবিলি অনিষ্ট, অরে পবপরিবাদী।
সত্য যদি হয ইহা, তবে যেন তোব
সপ্তধা বিদীর্ণ হয এখনি মস্তক।

অমনি নাগবাজের সম্মুখেই অচেলকেব মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইল,, সে যেখানে বসিয়াছিল, সেখানে মাটি ফাটিয়া গেল, সে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবীচিতে জন্মান্তব প্রাপ্ত হইল। তখন নাগবাজ ও সুপর্ণরাজ স্ব স্ব ভবনে চলিয়া গেলেন।

অচেলকেব ভূগর্ভে প্রবেশবৃত্তান্ত শাস্তা অবশিষ্ট গাথাটীতে বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন :—

৩৯। অতএব মিত্রদ্রোহী হইও না কোন মতে,
মিত্রদ্রোহিসম পাপী নাই কেহ এ জগতে।
হৃদযে গবল ভবা, বাহিরে সন্ন্যাসী সাজে,
ভূগর্ভে পশিযা তাই সে পাপিষ্ঠ প্রাণ ত্যজে।
'রক্ষিব রহস্য তব', কবি মিথ্যা এ শপথ
নাগেন্দ্রের অভিশাপে এবে সে হইল হত।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিযা ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অচেলক, সাবিপুত্র ছিলেন নাগবাজ এবং আমি ছিলাম সুপর্ণবাজ।]

৫১৯—সম্বুলা-জাতক।

[শাস্তা মল্লিকা দেবীর সম্বন্ধে এই কথা বলিযাছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু কুল্মাষপিণ্ড-জাতকে (৪১৫) সবিস্তর বলা হইযাছে। মল্লিকা তথাগতকে তিনটী মাত্র কুল্মাষপিণ্ড দিয়া সেই পুণ্যবলে সেই দিনেই কোশলরাজের অগ্রমহিষী হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বোত্থানশীলতাদি পঞ্চবিধ কল্যাণধর্ম্মে অলঙ্কৃতা, বুদ্ধিমতী, বুদ্ধসেবিকা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। নগববাসী সকলেই তাঁহাব পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিত। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, লোকে বলে মল্লিকা দেবী সুব্রতা ও পতিপবাযণা।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয জানিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্ব জন্মেও মল্লিকা পতিব্রতা ছিলেন।" অনন্তব তিনি সেই অতীত কথা আবম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের স্বস্তিসেন-নামক এক পুত্র ছিলেন। স্বস্তিসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে ঔপবাজ্য দান করিলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম ছিল সম্বুলা। সম্বুলা অতি রূপবতী ছিলেন, তাঁহাব দেহেব প্রভা নিবাতস্থানস্থ দীপ-শিখার প্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। কিয়ৎকাল পবে স্বস্তিসেনের শরীবে কুষ্ঠবোগ

জন্মিল; বৈদ্যেরা তাহার প্রতিকার করিতে পারিলেন না। কুষ্ঠব্রণগুলি যখন ফাটিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি নিজের বীভৎসরূপ দেখিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'রাজ্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি একাকী বনে গিয়া প্রাণত্যাগ করিব'। তিনি রাজাকে জানাইয়া অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ করিলেন। সম্বুলা তাঁহার অনুগমন করিলেন। স্বস্তিসেন নানা উপায়ে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। সম্বুলা বলিলেন, "স্বামিন্, আমি বনে গিয়া আপনার সেবাশুশ্রূষা করিব।"

স্বস্তিসেন বনে গিয়া কোন উদকফলচ্ছায়াসম্পন্ন প্রদেশে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজদুহিতা তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় রত হইলেন। তিনি কিরূপে পতিসেবা করিতেন?—তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া আশ্রমটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেন, পতির পানের জন্য জল এবং মুখ প্রক্ষালনের জন্য দন্তকাষ্ঠ ও জল আনিয়া দিতেন, পতি মুখ প্রক্ষালন করিলে নানাবিধ ঔষধ পিষিয়া ক্ষতস্থানগুলিতে মাখাইতেন, তাঁহাকে মধুর বন্যফল খাওয়াইতেন। আহারান্তে স্বস্তিসেন মুখ ও হাত ধুইলে সম্বুলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতেন, "আপনি সতর্ক হইয়া থাকিবেন।" অনন্তর তিনি ঝুড়ি, খন্তা ও অঙ্কুশ লইয়া ফল আহরণ করিবার জন্য বনে প্রবেশ করিতেন। ফল আহরণ করিবার পর তিনি সেগুলি একপাশে রাখিয়া কলস পূরিয়া জল আনিতেন, নানাবিধ চূর্ণ ও মৃত্তিকা মাখাইয়া স্বস্তিসেনকে স্নান করাইতেন, তাঁহার আহারের জন্য মধুর ফল দিতেন। তাঁহার আহার শেষ হইলে সম্বুলা তাঁহাকে পানার্থ সুবাসিত জল দিতেন। তাহার পর তিনি নিজে ফল আহার করিয়া একখণ্ড কাষ্ঠফলকের উপর আস্তরণ পাতিতেন; তাহাতে স্বামীকে শোয়াইতেন, তাঁহার ঘা ধুইয়া দিতেন, তাঁহার মাথায়, পিঠে ও পায়ে হাত বুলাইতেন এবং পরিশেষে নিজে সেই শয্যার এক পাশে শুইতেন। এত কষ্টে ও এত যত্নে তিনি পতিসেবা করিতেন।

একদিন বন হইতে ফল আহরণ করিয়া আনিবার কালে সম্বুলা একটা গিরিকন্দর দেখিয়া মাথা হইতে ঝুড়িটা নামাইলেন, নিজের শরীরে হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করিলেন এবং স্নাতদেহে উপরে উঠিয়া বল্কল পরিধানপূর্ব্বক কন্দরের দ্বারে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার শরীরের প্রভায় সমস্ত বন উদ্ভাসিত হইল। ঐ সময়ে এক দানব আহার-সংগ্রহ করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিল। সে সম্বুলাকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া দুইটী গাথা বলিল :—

১। সুগঠিত মনোরম উরু রম্ভাস্তম্ভোপম,
কটিদেশ মুষ্টিপ্রমা*, অহো কি সুন্দর।
কন্দরে বসিয়া তুমি কাঁপিতেছ কেন, শুনি?
কে তোমার বন্ধু হেথা? কিবা নাম ধর?

২। সিংহব্যাঘ্রনিষেবিত রম্য বন উদ্ভাসিত
করিয়াছ, হে কল্যাণি, দেহের প্রভায়।
কে তুমি? ঘরণী কার? লও মোর নমস্কার
দৈত্য আমি; কবি অভিবাদন তোমায়।

* মূলে 'পাণিপমেয্যমজ্ঝে' আছে (যাহার মধ্যদেশ অর্থাৎ কোমর মুঠার মধ্যে ধরা যায়)।

ইহার উত্তরে সম্বুলা তিনটী গাথা বলিলেন :—

৩। স্বস্তিসেন নামে কাশীরাজের তনয়, আমি তাঁর ভার্য্যা, দৈত্য! দিনু পরিচয়।
সম্বুলা আমার নাম, লও নমস্কার, হও তুষ্ট তুমি অভিবাদনে আমার।

৪। বৈদেহীর গর্ভজাত * আমার সে পতি, ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে বনে করেন বসতি।
সেবাশুশ্রূষার তরে আমি অভাগিনী রহিয়াছি সঙ্গে তাঁর হেথা একাকিনী।

৫। খাদ্যসংগ্রহের তরে বনমাঝে যাই, আনি মধু, আনি মাংস যদি কভু পাই,
আহারান্তে শ্বাপদে যা' গিয়াছে ফেলিয়া, এই সব খেয়ে তিনি আছেন বাঁচিয়া।
না জানি না পেয়ে খাদ্য আজ এতক্ষণ কতই হয়েছে তাঁর মলিন বদন।

[অতঃপর নিম্নলিখিত পাঁচটী গাথায় দৈত্য ও সম্বুলার উত্তর প্রত্যুত্তর পাওয়া যাইবে,—]

৬। "রোগাতুর রাজপুত্রে পরিচর্য্যা করি এ বিজন বনে, তুমি, বল ত সুন্দরি,
কি ফল লভিবে? আমি লইব তোমার আজ হ'তে ভর্ত্তৃরূপে রক্ষণের ভার।"

৭। "শোকে দুঃখে শীর্ণদেহ হয়েছে যে জন, রূপসী তাহারে কেহ বলে কি কখন?
সন্ধান করিলে তুমি পাবে, মহাশয়, আমা হ'তে শতগুণে সুন্দরী নিশ্চয়।"

৮। "উঠ এই গিরি পরে, ভার্য্যা চারি শত দেখিবে সেথানে মোর সুখে আছে কত।
তাহাদের মধ্যে তুমি লভি শ্রেষ্ঠাসন করিবে সকল কাম্যরস আস্বাদন।

৯। হেমাঙ্গি, সেথানে তুমি বস্ত্র অলঙ্কার ইচ্ছামত সব(ই) পাবে, রয়েছে আমার
প্রচুর ঐশ্বর্য্য, তুমি এস, বরাননে, ভোগ করি গিয়া তাহা আমরা দুজনে।

১০। যদি, লো সম্বুলে, তুমি, কর প্রত্যাখ্যান অযাচনলভ্য মহিষীর স্থান,
তবে সম্ভবতঃ আমি তৃপ্তিসহকারে প্রাতরাশ সম্পাদিতে বধিব তোমারে।"

ইহা বলিয়া

১১। নৃমাংসাদ দানব সে, সপ্তজটাধর নিষ্ঠুর, পিঙ্গলবর্ণ, প্রসারিয়া কর
সম্বুলাকে ধরে, হায় কানন মাঝারে না দেখে কাহাকে সতী, রক্ষিতে তাহারে।

১২। সে নিষ্ঠুর পাপচক্ষু পিশাচ যখন সম্বুলারে এইরূপে করিল গ্রহণ,
মনে কি করিবে পতি, এই আশঙ্কায় অসহায়া সতী কান্দে বলি হায়, হায়,—

১৩। "রাক্ষসে খাইবে মোরে, দুঃখ তা'তে নাই, কি হবে স্বামীর মনে ভাবি আমি তাই।

১৪। স্বর্গে নাই দেবগণ, গিয়াছেন প্রবাসে নিশ্চয়,
কোথা লোকপাল সব? কেন সবে এমন নির্দ্দয়?
বলাৎকার করে পাপী, কেহ কিহে নাই পৃথিবীতে
অবলার রক্ষা হেতু হেন অত্যাচার বাধা দিতে?"

সম্বুলার শীলতেজে শক্রভবন কাঁপিতে লাগিল; দেবরাজের পাণ্ডুকম্বলশিলাসন উত্তপ্ত হইল। তিনি ইহার কারণ চিন্তা করিয়া সম্বুলার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং বজ্রহস্তে লইয়া দ্রুতবেগে অবতরণপূর্ব্বক দানবের মস্তকোপরি অবস্থান করিয়া বলিলেন,

১৫। সুপণ্ডিতা, জিতেন্দ্রিয়া' ইনি অতি যশস্বিনী,
অগ্নিসমা উগ্রতেজা, রমণীর শিরোমণি।

* "আমার শাশুড়ী বিদেহরাজের কন্যা।"

এমন সতীর মাংস করিবি যদি ভক্ষণ
করিব সপ্তধা, দৈত্য, শির তোর বিদারণ।
এ পতিব্রতার দেহ স্পর্শে তোর কলুষিত
করিস্ না, ছাড়্ শীঘ্র, চাস্ যদি নিজ হিত।

শক্রের তর্জনে দানব সম্বুলাকে ছাড়িয়া দিল। পাছে দানব আবার তাঁহাকে ধরে, এই আশঙ্কায় শক্র তাহাকে দিব্য শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া পর্ব্বতবাজির তৃতীয় শ্রেণীর অভ্যন্তরে রাখিয়া দিলেন, কারণ সেখান হইতে তাহার পুনরাগমনের সম্ভাবনা ছিল না। অতঃপর তিনি রাজকন্যাকে অপ্রমত্তভাবে চলিতে উপদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছিল। সম্বুলা চন্দ্রালোকে আশ্রমে উপনীত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৬। রাক্ষসের হস্ত হ'তে মুক্তি লাভ করি
ধাইল সম্বুলা শূন্য * আশ্রমের দিকে
পক্ষিণী যেমন ধায় নীড় অভিমুখে,
যবে, তার শাবকেরা লুকাইয়া রয়
উপদ্রব ভয়ে কোন, অথবা যেমন
ছুটি যায় ধেনু শূন্য-বৎসশালা পানে।

১৭। যশস্বিনী রাজপুত্রী, চকিতনয়না,
না দেখি রক্ষক কোন সে ভীষণ বনে
করিল বিলাপ কত, বলিল কাতরে,

১৮। "শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, পুণ্যশীল ঋষিগণ, বন্দি তোমা সবে, মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন পথে চলি, তোমরা সদয় হ'য়ে দাও মোরে বলি।

১৯। সিংহ, ব্যাঘ্র, আর যত বন্য জীবগণ, বন্দি তোমা সবে, মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন্ পথে চলি, তোমরা সদয় হ'য়ে দাও মোরে বলি।

২০। তৃণ, লতা, ওষধি, পর্ব্বত আর বন, বন্দি তোমা সবে মোর হও হে শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন্ পথে চলি তোমরা সদয় হ'য়ে দাও মোরে বলি।

২১। বন্দি ইন্দীবরশ্যামা নক্ষত্র-মালিনী রজনীরে করযোড়ে আমি অভাগিনী।
পাইব পতির দেখা কোন্ পথে চলি, সদয় হইয়া, মাগো, দাও মোরে বলি,

২২। ভাগীরথী গঙ্গা, যিনি করেন গ্রহণ
জল যত আনি দেয় অন্য নদীগণ,
তোমাকেও বন্দি আমি, হও গো শরণ।
পাইব পতির দেখা কোন্ পথে চলি,
সদয় হইয়া তুমি দাও মোরে বলি।

---

* এই গাথাগুলিতে সম্বুলার আশ্রমাভিমুখে গমন করিবার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আশ্রম 'শূন্য', কেননা স্বস্তিসেন তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য আশ্রমের বাহিরে গিয়াছিলেন (?)। সম্বুলা আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

২৩। উত্তুঙ্গ পর্ব্বতরাজ তুমি হিমালয়; তোমাকেও বন্দি আমি, হও হে সদয়।
পাইব পতির দেখা কোন্ পথে চলি কৃপা করি, নগরাজ, দাও মোরে বলি।

সম্বুলার এইরূপ পরিদেবন শুনিয়া স্বস্তিসেন ভাবিলেন, "ইনি বড়ই পরিদেবন করিতেছেন, কিন্তু ইহাঁর মনের প্রকৃত ভাব কি, তাহা ত জানি না। যদি এই পরিদেবন আমার প্রতি স্নেহবশতঃ হয়, তাহা হইলে ইহাঁর হৃদয় ত এখনই বিদীর্ণ হইবে। ইহাঁকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।" ইহা স্থির করিয়া তিনি পর্ণশালাদ্বারে গিয়া উপবেশন করিলেন। সম্বুলা বিলাপ করিতে করিতে পর্ণশালাদ্বারে উপনীত হইয়া তাঁহার পাদবন্দনাপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভু, আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?" স্বস্তিসেন বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি অন্য-দিন ত এত বিলম্ব কর না। আজ বড় বিলম্ব করিয়া ফিরিয়াছ।

২৪। যশস্বিনি রাজপুত্রি, আজ কি কারণ আসিতে বিলম্ব তব হইল এমন?
কার সঙ্গে এতক্ষণ বল কাটাইলে? আমা হ'তে প্রিয়তম কাহাকে পাইলে?"

সম্বুলা বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমি অদ্য ফল লইয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে একটা দানব দেখিতে পাইলাম। সে আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে দুই হাত ধরিয়া বলিল, 'যদি আমার কথা না শুনিস্, তবে তোকে খাইব।' আমি তখন নিজের জন্য দুঃখ করি নাই, আপনার জন্যই দুঃখ করিয়াছিলাম।

২৫। সে ঘোর শত্রুর হাতে পড়িয়া তখন বলিলাম, প্রভু, করি তোমায় স্মরণ,
রাক্ষসে খাইবে মোরে, দুঃখ তাতে নাই, কি হবে স্বামীর সনে, ভাবি আমি তাই।"

অতঃপর শেষে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সম্বুলা সে সমস্ত বলিলেন:—"প্রভু, আমি দানবের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া, যাহাতে দেবতাদিগের উদ্বোধন হয় তাহা করিলাম। তখন শক্র বজ্র হস্তে লইয়া আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক সেই দানবকে তর্জ্জন করিলেন, আমাকে ছাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাকে দিব্য শৃঙ্খলে বান্ধিয়া তৃতীয় পর্ব্বতরাজির ভিতরে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। আজ শক্রের কৃপাতেই আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া স্বস্তিসেন বলিলেন, "সে যাহা হউক, ভদ্রে, স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণে সত্য-নামক কোন পদার্থ নাই। এই হিমাচলে বহু বনেচর, তাপস ও বিদ্যাধর বাস করে। কে তোমাকে বিশ্বাস করিবে বল ত?

২৬। রমণীজাতির বুদ্ধি নানা দিকে খেলে, চৌরী তারা, সত্য সদা দুই পায়ে ঠেলে।
উদকে মৎস্যের গতি বুঝা নাহি যায়, সেইরূপ স্ত্রী-চরিত্র বুঝা বড় দায়।"

স্বস্তিসেনের কথা শুনিয়া সম্বুলা বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনি বিশ্বাস না করিলেও আমি নিজ সত্যবলে আপনার আরোগ্য সম্পাদন করিব।" ইহা বলিয়া তিনি একটা কলসী জলপূর্ণ করিয়া তাঁহার মস্তকে সেচন করিতে করিতে সত্যক্রিয়া করিলেন:—

২৭। "সত্যবলে রক্ষা আমি পেয়েছি যেমন, ভবিষ্যতে সত্য মোরে রক্ষিবে তেমন।
তোমা হ'তে প্রিয়তর কেহ মোর নয়, এই সত্যবাক্যবলে যেন, প্রভু, হয়
পীড়া-উপশম তব, সতী হই যদি, এই সত্যক্রিয়া-বলে যাবে তব ব্যাধি।"

এই সত্যক্রিয়া করিয়া সম্বুলা যেমন স্বস্তিসেনের গাত্রে জল সেচন করিলেন, অমনি কুষ্ঠক্ষতগুলি অপগত হইল,—অম্লধৌত হইয়া যেন তাম্রকলঙ্ক উঠিয়া গেল। তাঁহারা

সেখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা আসিয়াছে শুনিয়া রাজা উদ্যানে গমন করিলেন এবং সেখানে স্বস্তিসেনের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলিত করাইয়া সম্বুলাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর নগরে গিয়া তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন রাজভবনেই আহার করিতেন। স্বস্তিসেন সম্বুলাকে অগ্রমহিষী করিলেন বটে, কিন্তু অন্য কোনরূপে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন না, তিনি আছেন কিনা, সে সংবাদও লইতেন না—নিয়ত অন্য রমণীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন। সপত্নীদিগের প্রতি রোষবশতঃ সম্বুলা ক্রমে কৃশ হইলেন, তাঁহার দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইল, সর্ব্বাঙ্গে ধমনী ফুটিয়া উঠিল। একদিন তাঁহার তপস্বী শ্বশুর ভোজনার্থ উপস্থিত হইলে তিনি শোকবিনোদনার্থ তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার আহারান্তে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া রাজতপস্বী বলিলেন,

২৮। দিবারাত্র সপ্তশত প্রকাণ্ড কুঞ্জর, ধানুষ্ক ষোড়শ শত নানাঅস্ত্রধর
রয়েছে নিরত, ভদ্রে, তোমার রক্ষণে। শত্রু তুমি মনে তবে কর কোন্ জনে?

সম্বুলা বলিলেন, "দেব, আমার প্রতি আপনার পুত্রের আর পূর্ব্ব ভাব নাই।

২৯। অলঙ্কৃতা, ক্ষীণকটি, কমলবরণা মধুরভাষিণী যারা কলহংসীসমা, *
সেই সব রমণীরা হরিল এখন ভাগ্যদোষে মোর তব তনয়ের মন।
সুমধুর গীত বাদ্যে নিপুণা তাহারা, তাহা শুনি এবে তিনি হন আত্মহারা।
অনাদৃতা আমি তাই, পূর্ব্বের মতন ভালবাসা আমি আর পাইনা এখন।

৩০। চার্ব্বঙ্গী, কনপ্রভা, অপ্সরার মত সর্ব্বাঙ্গে অনিন্দ্যা রাজকন্যা শত শত
বিভূষিত হ'য়ে দিব্য বস্ত্রআভরণে শয্যায় নিরত তাঁর চিত্ত-বিনোদনে।

৩১। ভাবি আমি তাই, পিতঃ, পূর্ব্বের মতন যদি বনে বনে করি খাদ্য আহরণ
পারিতাম পুত্রে তব তুষিতে আবার, তবে বুঝি হ'ত অন্ত এই দুর্দ্দশার।
অনাদৃতা পুনর্ব্বার পেত সমাদর, ইহা হ'তে বনবাস ছিল প্রিয়তর।

৩২। অন্নপান সুপ্রচুর রহিয়াছে ঘরে, সমুজ্জ্বল নানা অলঙ্কার সদা পরে,
আছে রূপ, আছে গুণ, পতিপ্রেম বিনা থাকিতে এ সব কিন্তু নারী অতি দীনা।

৩৩। দীনা, নিঃস্বা, † তৃণশয্যাশায়িনী যে নারী সেও যদি হয় পতিপ্রেম-অধিকারী,
ধন্যা সে রমণী কুলে, বঞ্চিতা যে জন পতিপ্রেমে, বৃথা তার রূপ আর ধন।

সম্বুলা কেন কৃশ হইয়াছেন, এইরূপে শ্বশুরকে তাহার কারণ জানাইলেন। তখন রাজতপস্বী রাজাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস স্বস্তিসেন, তুমি যখন কুষ্ঠরোগে অভিভূত হইয়া বনে গিয়াছিলে, তখন সম্বুলা তোমার অনুগমন করিয়া তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনিই সত্যবলে তোমাকে রোগমুক্ত ও রাজ্যলাভযোগ্য করিয়াছেন।

* কবিরা সচরাচর কলহংসীর মন্থর গমনেরই প্রশংসা করেন, মঞ্জু স্বরের নহে। তুং—কলমন্যভৃতাসু ভাসিতং কলহংসীষু মদালসং গতং—রঘুবংশ।

† মূলে 'অনাঢকা' এই পদ আছে। ইহার অর্থ বোধ হয়, „যাহার গৃহে আঢক-প্রমাণ তণ্ডুলও নাই।

এখন কি না তিনি কোথায় থাকেন, কোথায় বসেন, তুমি সে খোঁজ খবর পর্য্যন্ত রাখ না! তুমি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছ। ইহাকে লোকে মিত্রদ্রোহ বলে, ইহা মহাপাপ।" ইহা বলিয়া তিনি পুত্রকে নিম্নলিখিত গাথায় উপদেশ দিলেন:—

৩৪। পতিহিত-পরায়ণা ভার্য্যা মিলা ভার, পতিও দুর্লভ, ভার্য্যাগত প্রাণ যার।
সম্বুলা সুশীলা, তব শুভানুধ্যায়িনী, ভাগ্যবলে পাইয়াছ এমন গৃহিণী।
স্মরি গুণগ্রাম তাঁর সমাদর কর, তাঁর সঙ্গে, নরনাথ, ধর্ম্মপথে চর।

পুত্রকে এই উপদেশ দিবার পর তপস্বী উঠিয়া গেলেন। তিনি গমন করিলে রাজা সম্বুলাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমি এতদিন যে দোষ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। এখন হইতে সর্ব্বৈশ্বর্য্য তোমাকে দান করিলাম।

৩৫। বিপুল ঐশ্বর্য্য এবে করগত হ'ল তব, তথাপি তোমার
ঈর্ষ্যাবশে কোনরূপে ঘটে পাছে কোন কালে মনের বিকার,
বলি, ভদ্রে, এ কারণ, নিজে আমি, আর এই রাজন্যগণ
আজ হ'তে সবে মিলি সাগ্রহে করিব তব আদেশ পালন।

অতঃপর তাঁহারা দুইজনে সম্প্রীতভাবে বাস করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন। রাজতপস্বীও ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও মল্লিকা দেবী পতিপরায়ণা ছিলেন।

সমবধান—তখন মল্লিকা ছিলেন সম্বুলা, কোশলরাজ ছিলেন স্বস্তিসেন এবং আমি ছিলাম স্বস্তিসেনের পিতা সেই তপস্বী।]

৫২০—গণ্ডতিন্দু-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে রাজাকে উপদেশ দিবার উপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই উপদেশ পূর্ব্বে সবিস্তর বলা হইয়াছে†]

পুরাকালে কাম্পিল্যরাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামক এক রাজা অগতিপরায়ণ হইয়া যথেচ্ছাচারভাবে ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায়ে রাজ্য শাসন করিতেন। ইহাতে তাঁহার অমাত্যাদি কর্ম্মচারীরাও অধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। করভারপীড়িত প্রজারা স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে বনে বন্যপশুর ন্যায় বিচরণ করিত। পূর্ব্বে যেখানে গ্রাম ছিল, সেখানে আর গ্রামের চিহ্ন রহিল না। লোকে রাজপুরুষদিগের ভয়ে দিবাভাগে গৃহে থাকিতে পারিত না,

---

* তিন্দু বা তিন্দুক বৃক্ষ। 'গণ্ড' শব্দের অর্থ কি? ইহার অর্থ হইতে পারে 'বৃহৎ', 'বড়', যেমন 'গণ্ডগ্রাম', 'গণ্ডগোল'।

† রাজাববাদ-জাতক (৩৩৪)। পরবর্ত্তী ত্রিশকুন) জাতকও দ্রষ্টব্য।

তাহারা ঘরগুলি কণ্টকশাখা দ্বারা বেষ্টন করিয়া অরুণোদয়কালেই বনে প্রবেশ করিত। দিনমানে রাজপুরুষেরা এবং রাত্রিকালে দস্যুতস্করেরা লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজধানীর বহির্ভাগে একটা তিন্দুকবৃক্ষদেবতারূপে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর রাজার নিকট এক সহস্র মুদ্রার পূজা পাইতেন। এক দিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, "এই রাজা প্রমত্তভাবে রাজত্ব করিতেছেন, সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হইতেছে, আমি ভিন্ন কেহই ইঁহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ নহে। ইনি আমার উপকারক, প্রতিবৎসর সহস্র মুদ্রার উপকরণ দিয়া আমার পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহাকে সদুপদেশ দিতে হইতেছে"। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাত্রিকালে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক শিয়রের দিকে প্রভাবিকিরণ করিতে করিতে আকাশে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার বালসূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর দেহ দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি তিন্দুকদেবতা, আপনাকে সদুপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছি।" "আপনি আমাকে কি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন?" "মহারাজ, আপনি প্রমত্ত হইয়া রাজত্ব করিতেছেন, ভৃতিভুক্ সেনাকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইলে রাজ্যের যে দুর্দ্দশা হয়, আপনার রাজ্যেরও সেই দশা হইয়াছে এবং ইহা অধঃপাতে যাইতেছে। রাজা অনবহিত হইলে তিনি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রাজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না। অনবধানের ফলে ইহলোকে তাঁহার সর্ব্বনাশ এবং পরলোকে মহানরকে গমন হয়। তিনি অনবহিত হইলে তাঁহার অন্তঃপুরের ও বাহিরের লোকেও অনবহিত হয়। সেই জন্য রাজার পক্ষে অনুক্ষণ অতি সাবধান হইয়া চলাই কর্ত্তব্য।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজধর্ম্ম-প্রদর্শনার্থ এই কয়টী গাথা বলিলেন :—

১। অপ্রমত্ত জন লভে নির্ব্বাণ-অমৃত, প্রমত্ত যে, সেই হয় মৃত্যুবশগত।
যমরাজ্যে অপ্রমত্ত কথনো না যায়, প্রমত্ত ত মৃতবৎ জীবিতাবস্থায়।

২। গর্ব্বেতে প্রমাদ * জন্মে, প্রমাদেতে ক্ষয়, ক্ষয়হেতু লোকে শেষে পাপে রত হয়
গর্ব্বের এ পরিণাম করি বিলোকন করিও, ভারতর্ষভ, গর্ব্ব বিসর্জ্জন।

৩। রাজ মহারাজ, ভূপ, প্রমাদবশতঃ রাজ্যভ্রষ্ট, হৃতধন হইয়াছ কত?
গ্রামণী প্রমত্ত হ'লে গ্রাম তার যায়, প্রমত্ত হইলে গৃহী সর্ব্বস্ব হারায়।

৪। প্রব্রজ্যা বিফল হয় প্রমাদকারণ, এই হেতু করে সুধী প্রমাদ বর্জ্জন।

৫। অকালে প্রমত্তভাবে রাজ্যের শাসন রাজার উচিত ধর্ম্ম নয় কদাচন।
ধনধান্যে পূর্ণ পূর্ব্বে রাজ্য ছিল তব, দস্যু তস্করেরা এবে নষ্ট করে সব।

৬। ধনধান্য নষ্ট যদি হয় এই ভাবে, পুত্র তব পরিণামে এ রাজ্য না পাবে।
সর্ব্বস্ব প্রজার তব বিলুণ্ঠিত হয়, প্রতিদিন ঘটে তব ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়।

৭। যে রাজা হৃতসর্ব্বস্ব, জ্ঞাতি, মিত্র তাঁর সম্মান না পূর্ব্ববৎ করিবেক আর।

* টীকাকার বলেন গর্ব্ব (মদ) ত্রিবিধ—আরোগ্যজ, যৌবনজ, জীবিতজ, অর্থাৎ বলগর্ব্ব, রূপগর্ব্ব ও ধনগর্ব্ব (?)। গর্ব্বিত লোক সাবধানে চলে না বলিয়া তাহাদের ধনক্ষয় ঘটে, ধনক্ষয় হইলে ধনোপার্জ্জনের জন্য লোকে পাপপথে চলে।

৮। গজসাদী, অশ্বারোহ, রথিপত্তিগণ   দেহরক্ষবাদি আর অনুজীবিজন,
রাজা বলি কেহই না মান্য করে আর,   রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছে যার।
৯। কুমন্ত্রি-চালিত যেই রাজা মূঢ়মতি,   রাজকার্য্যে সদা যার অব্যবস্থা অতি,
অচিরে শ্রীহীন সেই হইবে নিশ্চয়   যেমন নির্ম্মোক-ভ্রষ্ট উরগেরা হয়।

১০। যথাকালে শয্যাত্যাগ, তন্দ্রাপরিহার,
যথাধর্ম্ম সুব্যবস্থা কার্য্য-সম্পাদনে,
এই মহাগুণত্রয় থাকিলে রাজার
পারে না করিতে তাঁর ক্ষতি কোন জনে।
রাজশ্রী থাকেন তাঁর সঙ্গে অনুক্ষণ,
থাকে বৃষভের সঙ্গে যথা গবীগণ।

১১। যাও জনপদে, ভূপ, করিতে ভ্রমণ,   তোমার সম্বন্ধে সে কি বলে প্রজাগণ।
দেখি শুনি সেথা সব, হ'য়ে অবহিত   চরিত্র সংশোধি তুমি সাধ আত্মহিত।

মহাসত্ত্ব এইরূপে একাদশটী গাথায় রাজাকে সদুপদেশ দিলেন, এবং "যাও, বিলম্ব না করিয়া রাজ্যের অবস্থা পরীক্ষা কর, রাজ্য নাশ করিও না" ইহা বলিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। এই আদেশ শুনিয়া রাজার চিত্তে উদ্বেগ জন্মিল। তিনি পরদিন অমাত্যদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার সমর্পণপূর্ব্বক পুরোহিতের সঙ্গে যথাসময়ে পৃষ্ঠদ্বার দিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহারা এক যোজন মাত্র গিয়া গ্রামবাসী এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। ঐ ব্যক্তি বন হইতে কণ্টকবৃক্ষশাখা আনয়ন করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়াছিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে আশ্রয় লইয়াছিল। রাজপুরুষেরা গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে সে একাকী গৃহে ফিরিবার কালে দ্বারদেশে কণ্টকে বিদ্ধ হইল। সে দুই পা ছড়াইয়া দাপনার উপর ভর দিয়া বসিল এবং কণ্টক উদ্ধার করিতে করিতে এই গাথায় রাজাকে গালি দিল :—

১২। হইয়া কণ্টকবিদ্ধ   পাইলাম বেদনা যেমন,
যুদ্ধে শরবিদ্ধ হ'য়ে   পঞ্চালও পাউক তেমন।

বোধিসত্ত্বের অনুভাববলেই লোকটা ঐরূপ গালি দিয়াছিল। বুঝিতে হইবে যে বোধিসত্ত্বই তাহার দেহে প্রবেশ করিয়া রাজাকে ঐরূপ গালি দিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে রাজা ও পুরোহিত অজ্ঞাতবেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন,

১৩। বুড়া তুমি, দৃষ্টিশক্তি হইয়াছে ক্ষীণ,   তাই এবে যুক্তাযুক্ত-বিচার-বিহীন।
কণ্টকে হইল বিদ্ধ চরণ তোমার,   কি দোষ ইহাতে দেখ পঞ্চাল রাজার?

ইহার উত্তরে বৃদ্ধ তিনটী গাথা বলিল :—

১৪। পথ চলিবার কালে   যদি কারো কাঁটা বিঁধে পায়,
ব্রহ্মদত্ত * ছাড়া, বিপ্র   অন্যকে কি দোষ দেওয়া যায়?
অরক্ষিত, অসহায়,   তা'রই দোষে জানপদগণ,
অন্যায় করের ভারে   প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

* বুঝিতে হইবে যে পঞ্চালের নামান্তর ব্রহ্মদত্ত।

১৫। রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে, বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত,
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো, সদা তারা অত্যাচারে রত।

১৬। এই ভয়ে ভীত সবে বন হ'তে কণ্টক আনিয়া
নিজ নিজ ঘর দ্বার তাহা দিয়া রেখেছে ঢাকিয়া।
প্রভাত হইলে মোরা লুকাইয়া থাকি গিয়া বনে,
নতুবা মরিতে হয় করগ্রাহীদের উৎপীড়নে।

ইহা শুনিয়া রাজা পুরোহিতকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আচার্য্য, এই বৃদ্ধ যাহা বলিল, তাহা যুক্তিসঙ্গত। দোষ আমাদেরই। চলুন, ফিরিয়া গিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করি।" তখন বোধিসত্ত্ব পুরোহিতের দেহে প্রবেশ করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "আরও পরীক্ষা করা যাউক, মহারাজ।"

রাজা ও পুরোহিত গ্রামান্তরে যাইবার কালে পথিমধ্যে এক বৃদ্ধার স্বর শুনিতে পাইলেন। সে নাকি অতি দরিদ্রা, তাহাকে প্রাপ্তবয়স্কা দুইটী কুমারী কন্যা রক্ষা করিতে হইত। সে তাহাদিগকে বনে যাইতে দিত না, নিজে বন হইতে কাষ্ঠ ও শাক আনয়ন করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণ করিত। ঐ দিন সে একটা গুল্মে আরোহণ করিয়া শাক তুলিবার কালে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। সে গড়াগড়ি দিতে দিতে নিম্নলিখিত গাথায় রাজার মরণ কামনা করিল :—

১৭। কবে যাবে ব্রহ্মদত্ত যমের আলয়, রাজ্যে যার কুমারীর বিবাহ না হয়?

পুরোহিত বৃদ্ধাকে বাধা দিয়া বলিলেন,

১৮। না বুঝিয়া বৃথা তুই কুবাক্য বলিলি, বুদ্ধি নাই, তাই গালি ব্রহ্মদত্তে দিলি
জুটিয়া দিবেন রাজা কুমারীর ভর্ত্তা, একথা শুনিলি তুই বল দেখি কোথা?

ইহার উত্তরে বৃদ্ধা দুইটী গাথা বলিল :—

১৯। অন্যায় কিছুই আমি বলি নাই, শুনহে, ব্রাহ্মণ।
নিন্দিলাম ব্রহ্মদত্তে, নয় তাহা কভু অকারণ।
অরক্ষিত, অসহায় তা'রই দোষে জানপদগণ,
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

২০। রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে, বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত,
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো, সদা তারা অত্যাচারে রত।
স্ত্রীকেও দুর্ব্বহ ভাবে লোকে হেন কষ্টের সময়,
কুমারীর ভাগ্যে তবে পতিলাভ কি প্রকারে হয়?

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, বৃদ্ধার কথাও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। অতঃপর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এক কর্ষকের স্বর শুনিতে পাইলেন। ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার সময়ে ঐ ব্যক্তির

শালিক নামে একটা বলদ লাঙ্গলের ফালের আঘাতে শুইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে সে রাজার উপর রোষ করিয়া বলিতেছিল,

২১। লাঙ্গলের ফালে বিদ্ধ হইয়া যেমন হতভাগ্য বলীবর্দ্দ করেছে শয়ন,
রণক্ষেত্রে শক্তিবিদ্ধ হ'য়ে সে প্রকার পতন হউক শীঘ্র পঞ্চাল রাজার।

পুরোহিত ইহাকে বাধা দিতে গিয়া বলিলেন,

২২। পঞ্চালের প্রতি তোর অকারণ রোষ, অভিশাপ দিস্ তাঁরে নিজে করি দোষ।

ইহার উত্তরে কর্ষক তিনটী গাথা বলিল :—

২৩। পঞ্চালের প্রতি মোর হয় নাই রোষ অকারণ,
সেই যে প্রকৃত দোষী বলিতেছি, শুনহে, ব্রাহ্মণ।
অরক্ষিত, অসহায় তা'রই দোষে জানপদগণ,
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

২৪। রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে, বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত,
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো, সদা তারা অত্যাচারে রত।

২৫। গৃহিণী সকাল বেলা বেঁধেছিল ভাত মোর তরে
রাজপুরুষেরা আসি খেয়ে গেল সব জোর করে!
আবার রান্ধিতে ভাত হয়েছিল বিকাল নিশ্চয়,
না খাইয়া সারাদিন জ্বলে পেট ক্ষুধার জ্বালায়।
কখন আনিবে ভাত, পথ পানে দেখি তাকাইয়া,
ফালে বিদ্ধি সে সময়ে বলদটা গিয়াছে মরিয়া।

ইহার পর রাজা ও পুরোহিত আরও অগ্রসর হইয়া একটা গ্রামে বাসা লইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে একটা দুষ্ট গাই চাঁট মারিয়া দোহককে দুগ্ধসুদ্ধ ধরাশায়ী করিল। লোকটা গড়াগড়ি দিতে দিতে নিম্নলিখিত গাথায় ব্রহ্মদত্তকে অভিশাপ দিল :

২৬। গবীপদাঘাতে অস্থি ভাঙ্গিল আমার দুগ্ধসহ দুগ্ধভাণ্ড হ'ল চুরমার।
নিপাতিত এইরূপে যেন রণস্থলে অরাতির খড়্গাঘাতে করযে পঞ্চালে

ইহা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন,

২৭। বলদটা ফালে বিদ্ধ, দুধ ফেলে গাই,
ইথে কেন ব্রহ্মদত্তে দোষ দাও ভাই?

ইহার উত্তরে দোহকও তিনটী গাথা বলিল :—

২৮। পঞ্চালই নিন্দার যোগ্য, অন্য কেহ নিন্দাভাগী নয়,
তাহাকেই সে কারণে, নিত্য অভিশাপ দিতে হয়।
অরক্ষিত, অসহায় তা'রই দোষে জানপদগণ,
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

২৯। রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে, বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত,
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো, সদা তারা অত্যাচারে রত।

৩০। গাইটা বড়ই দুষ্ট, বনে সদা পলাইয়া যায়,
এই জন্য এত দিন করি নাই দোহন তাহায়।
রাজার লোকের এবে তাড়া বড় দুখের কারণ,
না পেয়ে কোথাও দুধ করিলাম ইহাকে দোহন।

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, লোকটা অন্যায় বলে নাই। তাহারা অতঃপর ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া রাজপথ ধরিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। পথে একটা গ্রামে রাজস্ব-সংগ্রাহকেরা তলোয়ারের খাপ তৈয়ার করিবার জন্য একটা পাঁচরঙ্গা বাছুর* মারিয়া তাহার চামড়া তুলিয়া লইয়াছিল। ইহাতে গবীটা শোকাতুরা হইয়া ঘাস জল ত্যাগ করিয়াছিল; সে হাম্বা হাম্বা রবে কেবল ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিত। তাহার দশা দেখিয়া গ্রামবালকেরা রাজাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিতেছিল:—

৩১। হারাইয়া বৎস, গবী হাম্বারবে ধায়, দেখিলে দুর্দ্দশা এর বুক ফাটি যায়।
পঞ্চাল নির্ব্বংশ হোক, শোকে, তাপে যেন শীর্ণকায়ে হা হুতাশ করে সে এমন।

ইহা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন,

৩২। পাল হ'তে ছুটি গরু হাম্বা রবে ধায়, অপরাধ পঞ্চালের কি আছে তাহায়?

ইহার উত্তরে গ্রামবালকেরা দুইটী গাথা বলিল:—

৩৩। পঞ্চালেরই অপরাধ, অন্য কেহ অপরাধী নয়,
তাহাকেই সে কারণে সদা অভিশাপ দিতে হয়।
অরক্ষিত, অসহায় তা'রই দোষে জানপদগণ,
অন্যায় করের ভারে প্রজাদের হয় উৎপীড়ন।

৩৪। রাত্রিকালে দস্যুগণ, উৎপীড়ক করগ্রাহী দিনে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে, বল, তারা বাঁচিবে কেমনে?
যেমন পাপিষ্ঠ রাজা, কর্ম্মচারী সব সেই মত,
ধর্ম্মজ্ঞান নাই কারো, সদা তারা অত্যাচারে রত।

রাজা ও পুরোহিত বলিলেন, "তোমাদের কথা সত্য।" অনন্তর তাঁহারা সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। পথে একটা শুষ্ক পুষ্করিণীতে কয়েকটা কাক ভেকগুলাকে তুণ্ডে বিদ্ধ করিয়া খাইতেছিল। তাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব নিজের অনুভাববলে একটা মণ্ডুকের দ্বারা বলাইলেন,

৩৫। কাক থাকে গ্রামে, আর আমি থাকি বনে, তবু তারা আজ মোরে খাইল এখানে।
সপুত্র পঞ্চালরাজ হোক্ রণে হত, শৃগালকুকুরে তারে খা'ক এই মত।

* মূলে 'কবর বচ্ছং' আছে। কবর=শবল, চকরা বকরা, পাঁচরঙ্গা।

ইহা শুনিয়া পুরোহিত ঐ মণ্ডূকের সহিত নিম্নলিখিত গাথায় আলাপ করিলেন :—

৩৬। ভাব কি, মণ্ডূক, রাজা পারেন রক্ষিতে ছোট বড় যত প্রাণী আছে এ মহীতে?
কাকে খাবে ক্ষুদ্র জীব তোমার মতন, রাজার অধর্ম্ম এতে হবে কি কারণ?

ইহার উত্তরে মণ্ডূক দুইটী গাথা বলিল :—

৩৭। ব্রহ্মচারী বট তুমি; নাই কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান,
চাটুবাক্য বলি শুধু তুষিছ রাজার কাণ।
রাজ্য গেল অধঃপাতে, প্রজা করে হাহাকার;
তবু কর গুণগান তোমা সবে এ রাজার!

৩৮। হইত সুরাজ্য যদি, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা;
হ'ত যদি প্রজা সুখী, নিত্য নিত্য দিত তারা
অগ্রপিণ্ড বলিরূপে, খেয়ে তাহা কাকগণ
মাদৃশ জীবেরে খেতে চাহিত না কদাচন।*

রাজা ও পুরোহিত দেখিলেন, বনবাসী তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত মণ্ডূক পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিতেছে তাঁহারা নগরে ফিরিয়া গেলেন, যথাধর্ম্ম রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহাসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

[কথান্তে শাস্তা কোশলরাজকে বলিলেন, "মহারাজ, রাজাদিগের কর্ত্তব্য যে, অগতি পরিহারপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করেন।"

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই গণ্ডতিন্দুক-দেবতা।]

* ভূতবলিপ্রদান পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম। এই বলি খায় বলিয়া কাকের অন্যতম নাম 'গৃহবলিভুক'।

জাতক

চত্বারিংশন্নিপাত

৫২১—ত্রিশকুন-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন রাজা ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য উপস্থিত হইলে শাস্তা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, রাজাদিগের ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করা কর্ত্তব্য। রাজা অধার্ম্মিক হইলে তাঁহার কর্ম্মচারীরাও অধার্ম্মিক হন।" অতঃপর, চতুর্নিপাতে * যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপে রাজাকে উপদেশ দিয়া তিনি অগতিগমনের দোষ দেখাইলেন, অগতি পরিহারের প্রশংসা করিলেন, এবং সবিস্তররূপে স্বপ্নাদিবৎ অসার কামের কুফল বর্ণনা করিয়া বলিলেন,

উৎকোচ প্রদানে কভু কোন জন
মৃত্যুকে আনিতে বশে পারে কি কখন?
যুঝিতে মৃত্যুর সনে পারে বল, কোন্ জনে?
মৃত্যুকে করিতে জয় সাধ্য আছে কার?
মৃত্যুমুখে হয়, ভূপ, পতন সবার।

পরলোকে প্রস্থান করিবার কালে জীবের আত্মকৃত কল্যাণ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন সহায় নাই। নীচ সংসর্গ অবশ্য পরিহার্য্য, যিনি যশঃপ্রার্থী, তাঁহার পক্ষে প্রমত্ত হইয়া চলা অকর্ত্তব্য, তিনি অপ্রমত্তভাবে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিবেন। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখনও প্রাচীনকালে ভূপতিরা পণ্ডিতদিগের উপদেশানুসারে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া দেবনগর পূর্ণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করিতেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন, তিনি পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও কি পুত্র, কি কন্যা, কোন সন্তান লাভ করেন নাই। একদিন তিনি বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গিয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল উদ্যানকেলি করিয়া মঙ্গল শালবৃক্ষের মূলে শয্যা বিস্তার করাইয়া ক্ষণকাল নিদ্রা যাইতেছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর শালবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সেখানে একটা পক্ষীর কুলায় দেখিতে পাইলেন। উহা দেখিবা মাত্র তাঁহার মনে স্নেহ সঞ্চার হইল; তিনি একজন অনুচরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখ, কুলায়ে কিছু আছে, কি না আছে।" লোকটা আরোহণ করিয়া কুলায়ে তিনটী অণ্ড দেখিতে পাইল ও রাজাকে জানাইল। রাজা বলিলেন, "তবে সাবধান, অণ্ডগুলিতে যেন তোমার নিঃশ্বাস না লাগে।" অনন্তর তিনি একখানা চাঙ্গাড়ির মধ্যে কার্পাসতূল আস্তৃত করাইলেন এবং আদেশ দিলেন, "ইহার মধ্যে অণ্ডগুলি রাখিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া এস।"

লোকটাকে এইভাবে নামাইয়া রাজা স্বহস্তে চাঙ্গাড়িখানা লইলেন এবং অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এগুলি কোন্ পক্ষীর অণ্ড?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন,

---

* রাজোবাদ-জাতক (৩৩৪)।

"আমরা জানি না; বোধ হয় নিষাদেরা জানিতে পারে।" রাজা নিষাদদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা বলিল, মহারাজ, "একটা অণ্ড পেচিকার, একটা শারিকার এবং একটা শুকীর।" রাজা বলিলেন, "একটা কুলায়ে কি ত্রিবিধ পক্ষীর অণ্ড থাকিতে পারে?" নিষাদেরা বলিল, "মহারাজ, এরূপ দেখা যায়; কোন বিঘ্ন না ঘটিলে এবং অণ্ডগুলি সাবধানে নিক্ষিপ্ত হইলে বিনষ্ট হয় না।" রাজা শুনিয়া তুষ্ট হইলেন। 'ইহারা আমার পুত্র হইবে' স্থির করিয়া তিনি তিন জন অমাত্যের উপর অণ্ড তিনটী রক্ষা করিবার ভার দিয়া বলিলেন, "এই অণ্ডজাত শাবকগুলি আমার পুত্র হইবে। তোমরা সাবধানে এগুলি রক্ষা করিবে এবং যখন অণ্ডকোষ বিদীর্ণ করিয়া শাবকগুলি বাহির হইবে, তখন আমাকে সংবাদ দিবে।"

অমাত্যেরা যত্নসহকারে অণ্ড তিনটী রক্ষা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে পেচিকাণ্ড ভেদ করিয়া পেচকশাবক বাহির হইল। যে অমাত্যের উপর ইহার রক্ষার ভার ছিল, তিনি একজন নিষাদ ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শাবকটী স্ত্রী, না পুরুষ?" সে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "ইহা পুংশাবক।" তখন অমাত্য রাজার সকাশে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার একটী পুত্র জন্মিয়াছে।" এই সংবাদে তুষ্ট হইয়া রাজা অমাত্যকে বহু ধন দিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "আমার এই পুত্রটীকে যত্নসহকারে পালন করিবে এবং ইহার 'বিশ্বন্তর' এই নাম রাখিবে। অমাত্য তাহাই করিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে শারিকার অণ্ড হইতে শাবক নির্গত হইল। যে ব্যক্তির উপর ইহার রক্ষার ভার ছিল, তিনি সেই নিষাদকে ডাকাইয়া উহা স্ত্রী কি পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল শাবকটী স্ত্রী জাতীয়। ইহা শুনিয়া অমাত্য রাজার নিকটে গমন করিয়া সংবাদ দিলেন, "মহারাজ, আপনার একটী কন্যা জন্মিয়াছে।" রাজা তুষ্ট হইয়া এই অমাত্যকেও ধন দান করিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "আমার কন্যাটীকে যত্নসহকারে লালন পালন করিবে এবং ইহার 'কুণ্ডলিনী' এই নাম রাখিবে।" অমাত্য তাহাই করিলেন।

আরও কয়েকদিন পরে শুকীর অণ্ডটী ভেদ করিয়া একটী শাবক নির্গত হইল। ইহার রক্ষক অমাত্যও সেই নিষাদের সাহায্যে উহা যে পুংজাতীয়, ইহা জানিতে পারিলেন এবং রাজাকে গিয়া সংবাদ দিলেন, "মহারাজ, আপনার আরও একটী পুত্র জন্মিয়াছে।" রাজা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও ধন দিলেন এবং বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "খুব ঘটা করিয়া আমার পুত্রের জন্মোৎসব সম্পন্ন কর এবং ইহার 'জম্বুক' এই নাম রাখ।" অমাত্য তাহাই করিলেন।

এই তিনটী পক্ষী তিনজন অমাত্যের গৃহে রাজকুমারলভ্য আদরযত্নের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা যখন তখন তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেন, "এ আমার পুত্র", "এ আমার কন্যা"। এজন্য অমাত্যেরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে পরিহাস করিতেন; তাঁহারা বলিতেন, "দেখ, ভাই, রাজার কাণ্ড; তিনি তির্য্যক্ প্রাণীকে নিজের পুত্র কন্যা বলিয়া বেড়ান।" রাজা ভাবিলেন, 'এই অমাত্যেরা আমার পুত্রদিগের প্রজ্ঞ সম্পদ্ জানেন না; আমি ইঁহাদের নিকট ইহা প্রকট করিব।' অনন্তর একদিন তিনি এক অমাত্যকে বিশ্বন্তরের নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমার পিতা তোমাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চান; তিনি কবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, বল।" অমাত্য গিয়া বিশ্বন্তরকে

নমস্কার করিলেন এবং রাজার অভিপ্রায় জানাইলেন। বিশ্বন্তর নিজের রক্ষক অমাত্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার পিতা নাকি আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; তিনি এখানে আসিলে তাঁহার সমুচিত সৎকার করিতে হইবে।" শেষোক্ত অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কবে আসিবেন?" প্রথম অমাত্য বলিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।" "বেশ, পিতা যেন অদ্য হইতে সপ্তম দিনেই আগমন করেন", ইহা বলিয়া বিশ্বন্তর প্রথম অমাত্যকে বিদায় দিলেন। অমাত্য গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা সপ্তম দিনে নগরে ভেরী বাদন করাইয়া বিশ্বন্তরের বাসস্থানে গমন করিলেন। বিশ্বন্তর রাজার রীতিমত অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে যে সকল দাস-কর্ম্মকর গিয়াছিল, তাহাদিগেরও যথেষ্ট আদর যত্ন করাইলেন। রাজা বিশ্বন্তর বিহঙ্গের গৃহে ভোজন করিয়া এবং সেখানে মহা সম্মান লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন; রাজাঙ্গণে একটী প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন, নগরে ভেরী বাদন করাইয়া অধিবাসী-দিগকে সেখানে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন, এবং বহুজনপরিবৃত হইয়া সেই অলঙ্কৃত মণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্বন্তরকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার রক্ষক সেই অমাত্যের নিকট লোক পাঠাইলেন। অমাত্য বিশ্বন্তরকে সুবর্ণপীঠে বসাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। বিশ্বন্তর পিতার কোলে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া করিলেন; তাহার পর উপবেশন করিলেন। অতঃপর রাজা সেই মহাজনসঙ্ঘের সমক্ষে, রাজধর্ম্ম কি, প্রথম গাথায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন:—

১। সুখে থাক, বিশ্বন্তর; জিজ্ঞাসা করি তোমায়,
যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে চায়,
কোন্ পথ সুপ্রশস্ত, কোন্ কর্ম্ম সর্ব্বোত্তম
তার পক্ষে? সদুত্তর দাও মোরে, প্রিয়তম।

বিশ্বন্তর প্রথমেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া রাজাকে তাঁহার অনবধানতার জন্য মৃদু ভৎর্সনা করিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

২। কংস মহারাজ, * আমি যাঁহার নন্দন, গুণে যাঁর বশীভূত কাশীবাসিগণ,
পরিহাস-ভয়ে তিনি প্রমাদবশতঃ জিজ্ঞাসা না করিলেন প্রশ্ন ইচ্ছামত
অপ্রমত্ত পুত্রে তাঁর এই দীর্ঘকাল; এবে কিন্তু ঘুচিয়াছে সেই ভ্রমজাল।
রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যার আদেশ দিয়া আজ উৎসাহিত করিলেন পুত্রে মহারাজ।

এই গাথায় রাজাকে ভৎর্সনা করিয়া বিশ্বন্তর বলিলেন, "মহারাজ, রাজাদিগের পক্ষে তিনটী ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি এইরূপে রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন:—

৩। রাজার প্রথম ধর্ম্ম মিথ্যা-পরিহার, ক্রোধের দমন দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম তাঁর।
পরিহাস-বর্জ্জন তৃতীয় রাজধর্ম্ম, এই তিন ধর্ম্মে সিদ্ধ হয় রাজকর্ম্ম।

৪। রাগাদি রিপুর বশে করেছ যে কাজ, স্মরি যাহা জন্মে মনে অনুতাপ আজ,
করিতে প্রবৃত্তি যেন তাহাই আবার না হয় কস্মিন্ কালে অন্তরে তোমার।

* বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মদত্তের নামান্তর 'কংস'।

৫। প্রমত্ত রাজার রাজ্য অধঃপাতে যায়; সকল ভোগের বস্তু নাশ তাঁর পায়।
হও অপ্রমত্ত, ভূপ, তুমি সে কারণ; রাজার প্রমাদ-দোষ বড়ই ভীষণ।*

৬। জিজ্ঞাসা করিয়াছিনু শ্রীকে মহাভাগ, "কার প্রতি দেবী তব বেশী অনুরাগ?'
"বড় ভালবাসি", দেবী বলিলা আমারে, "বীর্য্যবান্, অনসূয় পুরুষপ্রবরে।" †

৭। দুর্মতি, দুষ্কর্ম্মা যেই, অসূয়ার দাস, কালকর্ণী তা'র(ই) সঙ্গে নিত্য করে বাস
কালকর্ণী—মানুষের সৌভাগ্যনাশিনী, ঈদৃশ পুরুষাধমে সদানুরাগিণী।

৮। হও যদি সকলের প্রতি প্রীতিমান্, রক্ষিবে তোমায় সবে দিয়া নিজ প্রাণ।
অলক্ষ্মীর সংসর্গ করিলে পরিহার থাকিবেন লক্ষ্মী সদা সঙ্গেতে তোমার।

৯। লক্ষ্মী আর ধৃতি যাঁর আছে নৃপবর, উন্নতি তাঁহার ঘটে উত্তর উত্তর;
সমূলে বিনষ্ট তাঁর হয় শত্রুগণ, নিষ্কণ্টকে রাজ্য তিনি করেন শাসন।

১০। যে জন উৎসাহবান্, শত্রু নিজে তাঁর সাধিতে কল্যাণ সদা থাকেন তৎপর।
কল্যাণদায়িনী ধৃতি; ভাবি ইহা মনে হন তিনি রত ধৃতিমানের রক্ষণে।

১১। গন্ধর্ব্ব, দেবতা আর পিতৃগণ, সবে আদর্শ বলিয়া মানে হেন নৃপদেবে।
নিয়ত উৎসাহশীল, সদা অপ্রমত্ত— দেবতা এমন জনে রক্ষেন সতত।

১২। অপ্রমত্ত হয়ে, পিতঃ, নিন্দার অতীত, আত্মকৃত্যসম্পাদনে হও অবহিত।
কৃত্য-সম্পাদনে সদা করহ যতন; কদাপি না পায় সুখ অলস যে জন।

১৩। এই তব কৃত্য সব; এই উপদেশ পালন করিলে সুখ পাইবে অশেষ;
মিত্রগণ হবে তব সুখের ভাজন, দুঃখের সাগরে মগ্ন হবে রিপুগণ।

বিশ্বন্তর এইরূপে একটী গাথায় রাজাকে প্রমাদের জন্য ভৎসনা করিলেন এবং একাদশটী গাথায় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বুদ্ধলীলায় রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সেই মহাজনসঙ্ঘ ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং শত শত সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনারা বলুন, আমার পুত্র বিশ্বন্তর যে এইরূপে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিল, ইহাতে সে কাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিল।" অমাত্যেরা বলিলেন, "ইহা মহাসেনাগোপ্তার কর্ত্তব্য।" "তবে আমি বিশ্বন্তরকে মহাসেনাগোপ্তা করিলাম," ইহা বলিয়া রাজা বিশ্বন্তরকে স্থানান্তরে রাখিয়া দিলেন। ঐ সময় হইতে মহাসেনাগাপ্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বন্তর পিতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিশ্বন্তরপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(২)

ইহার কয়েক দিন পরে রাজা পূর্ব্বোক্তভাবে কুণ্ডলিনীর নিকট দূত পাঠাইলেন; সপ্তম দিনে সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন; এবং প্রত্যাগমন করিয়া মণ্ডপমধ্যে

* এই গাথাটী গণ্ডতিন্দু-জাতকেও পাওয়া গিয়াছে।

† তু০—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।০ টীকাকার বলেন যে, এই গাথায় শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠীর আখ্যায়িকার ধ্বনি আছে [শ্রীকালকর্ণী-জাতক (৩৮২)]।

উপবেশনপূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে আনয়ন করাইলেন। কুণ্ডলিনী সুবর্ণপীঠে আসীন হইলে রাজা নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে রাজধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

১৪। ক্ষত্রিয়বান্ধবা তুমি, হইয়াছ রাজার নন্দিনী,
প্রশ্নের উত্তর মোর পারিবে কি দিতে কুণ্ডলিনী?
রাজ্য যে করিতে চায়, কর্ত্তব্য তাহার কি কি বল;
কোন্ কর্ম্ম দ্বারা তার লাভ হয় সর্ব্বোত্তম ফল?

রাজধর্ম্মসম্বন্ধে রাজার প্রশ্ন শুনিয়া কুণ্ডলিনী বলিলেন, "পিতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, আমি পক্ষিণী; আমি আপনার প্রশ্নের কি উত্তর দিব? এই জন্য, বোধ হয়, আপনি আমার পরীক্ষা করিতেছেন। যাহা হউক, আমি দুইটী মাত্র পদে আপনাকে সর্ব্ববিধ রাজধর্ম্ম শুনাইতেছি ঃ—

১৫। দু'টী মাত্র মূলসূত্র আছে, যাহা করিয়া আশ্রয়
হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত অন্য রাজনীতি-সমুচ্চয়।
লভিবে অলব্ধ যাহা, লব্ধ যাহা, করিবে রক্ষণ,—
এই দুই নীতি করে রাজাদের উন্নতি সাধন।

১৬। ধীর, অর্থশাস্ত্রবিৎ, অনাসক্ত অক্ষে, দ্যূতে, মদে,
মিতব্যয়ী হেন জনে নিযোজিবে অমাত্যের পদে।

১৭। নিপুণ সারথি যথা সমাসম সর্ব্ববিধ পথে
সতর্কতাসহকারে নির্ব্বিঘ্নে চালায় সদা রথে,
সুযোগ্য অমাত্য-হস্তে রাজা আর রাজধন, পিতঃ,
সম্পদে বিপদে থাকে সেইরূপ সদা সুরক্ষিত।

১৮। বশীভূত থাকে যেন অন্তঃপুরচারী লোক যত,
নিজের কি ধন আছে সাবধানে দেখিবে সতত।
ধনরক্ষা, ঋণদান, এ দুই বিষয়ে কদাচন
অন্যের উপরে, পিতঃ, না করিও বিশ্বাস স্থাপন।*

১৯। নিজের কি আয় ব্যয় স্বচক্ষে দেখিয়া জানা চাই,
কে সাধিল কাজ তব, কাযে কা'র যত্ন কিছু নাই,
না শুনি পরের কথা দেখ নিজে করিয়া বিচার,
নিগ্রহার্হে দিবে দণ্ড, প্রশংসার্হে দিবে পুরস্কার।

২০। নিজে জানপদগণে শিক্ষা দিবে সৎপথে চলিতে;
কর্ম্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য সদা হইবে রাখিতে।
অধার্ম্মিক হয়, ভূপ, যদি রাজকর্ম্মচারিগণ,
প্রজার দুর্দ্দশা ঘটে, নষ্ট হয় রাজ্য, রাজধন,

২১। করিও না, করা'ও না কোন কর্ম্ম সহসা ভূপতি;
সহসা করিলে কাজ, শেষে দুঃখ পায় মন্দমতি।*

* তুং—মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।
* তুং—সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং, অবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।

২২	ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘি	হইও না অতিক্রোধদাস ;
	ক্রোধহেতু হইয়াছে	কত রাজকুলের বিনাশ।
২৩।	রাজশক্তি-বলে তুমি,	প্রতারণা করি প্রজাগণে
	করিওনা প্রবর্ত্তিত	কভু কোন অনর্থসাধনে।
	রাজ্যবাসী স্ত্রীপুরুষ	সবে যেন তোমার, রাজন্,
	হয় না কস্মিন্ কালে	কোনরূপ দুঃখের ভাজন।
২৪।	যে রাজা নিঃশঙ্কমনে	ইচ্ছামত কাম করে ভোগ,
	হয় তা'র সর্ব্বনাশ,	ইহাই রাজার মুখ্য রোগ।
২৫।	এই তব কৃত্য সব ;	পাল এই উপদেশ, পিতঃ,
	ইহামুত্র উভয়ত্র	যদি তুমি চাও নিজহিত।
	হও অনলস সদা,	পুণ্যকার্য্যে রত অনুক্ষণ,
	সুরারূপ বিষপান	তুমি যেন না কর কখন।
	হও শীলে প্রতিষ্ঠিত ;	দুঃশীলের বড়ই দুর্গতি,
	ইহকালে, পরকালে	সুখ নাহি পায় মূঢ়মতি।

কুণ্ডলিনীও এইরূপে একাদশটী গাথায় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন। রাজা তুষ্ট হইয়া অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কন্যা কুণ্ডলিনী যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিল, তাহাতে সে কাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল ?" অমাত্যেরা বলিলেন, "ভাণ্ডাগারিকের, মহারাজ।" "অতএব আমি ইহাকে ভাণ্ডাগারিকের পদ দিব"। ইহা বলিয়া তিনি কুণ্ডলিনীকে স্থানান্তরে রাখিয়া দিলেন। কুণ্ডলিনী ঐ দিন হইতে ভাণ্ডাগারিকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। কুণ্ডলিনীপ্রশ্ন সমাপ্ত।

(৩)

পরিশেষে, আরও কয়েক দিন পরে, রাজা পূর্ব্ববৎ জম্বুক পণ্ডিতের নিকট দূত পাঠাইলেন, সপ্তম দিবসে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন, সেখানে অভ্যর্থিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন, এবং সেই মণ্ডপের মধ্যে উপবেশন করিলেন। জম্বুকের প্রতিপালক সেই অমাত্য তাঁহাকে কাঞ্চনমণ্ডিত পীঠে বসাইয়া উহা নিজের মস্তকোপরি রাখিয়া বহন করিয়া আনিলেন। জম্বুক ক্ষণকাল পিতার কোলে বসিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিলেন এবং তাহার পর কাঞ্চনপীঠে গিয়া বসিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন :—

২৬।	পেচকে করিনু প্রশ্ন,	শারিকারে তার পর ;
	জিজ্ঞাসি তোমায় এবে,	হে জম্বুক দ্বিজবর,
	কি বল প্রকৃত বল,	বলোত্তম বলে কা'রে,
	এ প্রশ্নের সদুত্তর	প্রদান কর আমারে।

রাজা অন্য পক্ষী দুইটীকে যে ভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মহাসত্ত্বকে সে ভাবে প্রশ্ন করিলেন না ; তিনি তাঁহাকে বিশিষ্টভাবে প্রশ্ন করিলেন। মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন, বলিতেছি, মহারাজ, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আমি আপনাকে সমস্তই বলিব।"

অনন্তর, দাতা যেমন যাচকের প্রসারিত হস্তে সহস্রমুদ্রাপূর্ণ স্থবিকা অর্পণ করেন, মহাসত্ত্বও সেইরূপে শুশ্রূষু রাজার নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন :—

২৭। মহোদয় নামে যাঁরা জগতে বিদিত পঞ্চবিধ বলে তাঁরা শক্তিসমন্বিত।
বাহুবল বলাধম জানি সর্ব্বকাল; তার চেয়ে ধনবল কথঞ্চিৎ ভাল।

২৮। তৃতীয় অমাত্য বল, শুন আয়ুষ্মন্; আভিজাত্য বলে দিবে তার ঊর্দ্ধে স্থান।
প্রজ্ঞারূপ মহাবলে পণ্ডিত জনের পরাভব ঘটে কিন্তু এ চারি বলের।

২৯। প্রজ্ঞাবল মহাবল, প্রজ্ঞা বলোত্তম, প্রজ্ঞাবলে বলী লোকে সর্ব্বকার্য্যক্ষম।

৩০। লভে যদি মন্দমতি ধনধান্যে ভরা বসুধার আধিপত্য, রক্ষা তাহা করা
অসাধ্য তাহার; প্রজ্ঞা-বল আছে যার, কাড়ি ল'ভে পারে সেই সর্ব্বস্ব তাহার।

৩১। উচ্চ কুলে জন্মি কেহ রাজ্য করে লাভ; কিন্তু যদি হয় তার প্রজ্ঞার অভাব,
পারে না সে, কাশীপতি, রাজ্যের সর্ব্বত্র করিতে সম্ভোগ নিষ্কণ্টক আধিপত্য।

৩২। পরমুখে শ্রুত যাহা, সত্যাসত্য তার প্রাজ্ঞ অতি ধীর ভাবে করেন বিচার।
প্রাজ্ঞের সুযশ নিত্য হয় বিবর্দ্ধন; দুঃখেও পড়িলে সুখ ভুঞ্জে প্রাজ্ঞ জন।

৩৩। সুপণ্ডিত ধার্ম্মিকের উপদেশ শ্রদ্ধা সহকারে
না শুনিলে কেহ, পিতঃ, প্রজ্ঞা লাভ করিতে না পারে।

৩৪। যথাকালে শয্যাত্যাগী, অতন্দ্রিত পুরুষপ্রধান,
ধর্ম্মের বিবিধ অঙ্গে সবিশেষ আছে যাঁর জ্ঞান,
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান যিনি যথাকালে করেন যতনে,
লভেন সুযশ তিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মসম্পাদনে।

৩৫। দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি যার, দুঃশীলের সেবায় যে রত,
মন নাহি লাগে কাজে, তবু তাতে হয় যে প্রবৃত্ত,
বিফল প্রয়াস তার; কর্ম্মফল সম্যক্ প্রকারে,
যতই করুক চেষ্টা, লভিতে সে কভু নাহি পারে।

৩৬। আত্মদৃষ্টি আছে যার, সাধুজনে সেবে যেই জন,
সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করে কৃত্য করিতে সাধন,
সার্থক তাহার শ্রম! কর্ম্মফল সম্যক্ প্রকারে
লভিয়া যায় সে সুখে পরিণামে ভবসিন্ধুপারে।

৩৭। ধনের অর্জন আর প্রযোগ বিহিত যে উপায়ে হয় তাহা বলিলাম, পিতঃ
ইহাতেই রক্ষা হয় সঞ্চিত যে ধন, তাই এই উপদেশ পাল অনুক্ষণ।
কদাচ কুকর্ম্মে যেন মন নাহি যায়; অপব্যয়ে বিত্তনাশ ঘটিবে নিশ্চয়।
যে জন কুকার্য্যে রত, পতন তাহার নলের ঘরের মত অতি দুর্নিবার।

বোধিসত্ত্ব এইরূপ উল্লিখিত অবধানের বিষয়গুলি দ্বারা পঞ্চবিধ বল বর্ণনা করিলেন এবং প্রজ্ঞাবলের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন—তাঁহার বাক্যগুলি যেন

চন্দ্রমণ্ডলকে প্রহাব করিল।* অনন্তর তিনি আবও দশটী গাথায় বাজাকে উপদেশ দিলেন :—

৩৮। মাতার পিতার সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৩৯। তব দারাসুতগণ— যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় বাজন্
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪০। মিত্রামাত্যগণ তব— যথাধর্ম্ম পাল সবে ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪১। যুদ্ধযাত্রা-আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪২। কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪৩। পৌরজানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪৪। শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজন
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন

৪৫। ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া, ক্ষত্রিয় বাজন্
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৪৬। ধর্ম্মচর্য্যা কর দেব সুচরিত ধর্ম্ম হয় সুখের নিদান
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে প্রয়াণ।

৪৭। ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র আদি দেবতা ব্রাহ্মণ।†

এই সকল ধর্ম্মাত্মিকা গাথা বলিবাব পব বাজাকে আবও উপদেশ দিবাব জন্য মহাসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

৪৮। এই সব কৃত্য তব পালি এই উপদেশ, পিতঃ,
সজ্জনে করিয়া সেবা পাবে তুমি কল্যাণ নিশ্চিত।
স্বচক্ষে দেখিয়া সব সত্যাসত্য জানিবে সর্ব্বদা
করিওনা কোন কাজ কেবল পরের শুনি কথা।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন কবিলে, বোধ হইল যেন তিনি আকাশগঙ্গাকে ভূতলে অবতাবণ কবিলেন। মহাজনসঙ্ঘ তাঁহাকে প্রভূত সম্মান কবিল এবং সহস্র সহস্র সাধুকাব দিল, বাজা তুষ্ট হইয়া অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বলুন ত, আমাব তরুণজম্বুফলনিভত্বগুবিশিষ্ট পুত্র জম্বুক পণ্ডিত যে সকল ধর্ম্মকথা

* এই উৎপ্রেক্ষার সার্থকতা ভাল বুঝিতে পারা গেল না,—ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র প্রজ্ঞাব মাহাত্ম্য ঘোষিত হইল, অথবা এমনভাবে প্রকটিত হইল যেন চন্দ্রোদযে অন্ধকারেব ন্যায় সমস্ত সংশয়ের অপনোদন হইল (?)।

† এই দশটী গাথা রোহন্তমৃগ-জাতকে (৫০১) এবং শ্যাম-জাতকেও (৫৪০) দেখা যায়।

বলিলেন, তদ্দ্বারা তিনি কাহার কৃত্য সম্পাদন করিলেন?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, ইনি সেনাপতির* কৃত্য সম্পাদন করিলেন।" "তাহা হইলে আমি ইহাকে সেনাপতির পদ দিলাম", ইহা বলিয়া রাজা জম্বুককে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিলেন। ঐ দিন হইতে জম্বুক পণ্ডিত সৈনাপত্য লাভ করিয়া পিতার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

রাজা তিনটী পক্ষীরই মহা আদরযত্ন করিতেন, পক্ষী তিনটীও তাঁহাকে অর্থ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিত। রাজা মহাসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কালক্রমে স্বর্গলাভ করিলেন। অমাত্যেরা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করিয়া শকুনত্রয়কে জানাইলেন এবং বলিলেন, "প্রভু জম্বুকশকুন, রাজা আপনার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিতে বলিয়া গিয়াছেন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই, আপনারাই অপ্রমত্ত ভাবে রাজ্য শাসন করুন।" অনন্তর তিনি সকল লোককে শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, সমস্ত বিচার-পদ্ধতি সুবর্ণপট্টে লেখাইলেন এবং "এই নিয়মে যেন বিচার করেন" বলিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে তিনি যে ধর্ম্মস্থাপন করিয়া গেলেন, তাহা চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

[কোশলরাজকে উপদেশ দিবার উপলক্ষ্যে শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, উৎপলবর্ণা ছিলেন কুণ্ডলিনী, সারিপুত্র ছিলেন বিশ্বস্তর এবং আমি ছিলাম জম্বুক পণ্ডিত।]

৫২২—শরভঙ্গ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে স্থবির মহামৌদগল্যায়নের পরিনির্ব্বাণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তথাগত যখন জেতবনে ছিলেন, সেই সময়ে সারিপুত্র পরিনির্ব্বাণ-লাভার্থ তাঁহার অনুমতি লইয়া নালগ্রামে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে যে প্রকোষ্ঠে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই প্রকোষ্ঠেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া শাস্তা রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময়ে স্থবির মহামৌদগল্যায়ন ঋষিগিরির পার্শ্বে কালশিলায় বাস করিতেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি ঋদ্ধিবলের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কখনও কখনও দেবলোকে ও নরকে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে যাইতেন। দেবলোকে বুদ্ধশ্রাবকদিগের মহৈশ্বর্য্য এবং নরকে তীর্থিকদিগের মহাদুঃখ দেখিয়া তিনি নরলোকে ফিরিয়া বলিতেন, "অমুক উপাসক ও অমুক উপাসিকা অমুক দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিয়া মহাসুখ ভোগ করিতেছেন তীর্থিক শ্রাবকদিগের অমুক পুরুষ ও অমুক স্ত্রী অমুক নরকে জন্মিয়াছেন।" এই সমস্ত শুনিয়া লোকে বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তীর্থিকদিগের সংসর্গ পরিহার করিল। ইহাতে বুদ্ধশ্রাবকদিগের সম্মান বৃদ্ধি হইল এবং তীর্থিকদিগের সম্মান কমিয়া গেল। কাজেই তীর্থিকেরা স্থবিরের উপর জাতক্রোধ হইল। তাহারা ভাবিল, 'এই লোকটা যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমাদের ভক্তদিগকে ভাঙ্গাইয়া লইবে, আমাদের মানপ্রতিপত্তি হ্রাস হইবে। অতএব ইহাকে বধ করাইতে হইবে। একজন দস্যু শ্রমণদিগকে ভিক্ষাচর্য্যার

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বস্তরকে 'মহাসেনাগোপ্তা' করা হইয়াছিল। বিশ্বস্তর অপেক্ষা জম্বুক উচ্চতর পদাই, কেননা তিনি বোধিসত্ত্ব। এই জন্য বোধ হয় যে, মহাসেনাগোপ্তা বলিলে সেনাপতির অধস্তন কোন সৈনিক কর্ম্মচারী বুঝাইত।

সময়ে রক্ষা করিত। তীর্থিকেরা স্থবিরের প্রাণসংহারার্থ এই লোকটাকে সহস্র মুদ্রা দিল। সে, স্থবিরের প্রাণ বধ করিব, এই অঙ্গীকার করিয়া বহু অনুচরসহ কালশিলায় গমন করিল। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া স্থবির ঋদ্ধিবলে উৎপতনপূর্ব্বক সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দস্যুরা স্থবিরকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেল, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে উপর্য্যুপরি ছয় দিন সেখানে গমন করিল। স্থবিরও পূর্ব্ববৎ ঋদ্ধিবলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সপ্তম দিবসে কিন্তু স্থবিরের পূর্ব্বজন্মকৃত যথাকালফলপ্রদ পাপকর্ম্ম অবসর লাভ করিল। তিনি না কি পূর্ব্বে ভার্য্যার কথায় মাতাপিতাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া বনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং যেন দস্যুরা আক্রমণ করিয়াছে এইরূপ দেখাইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে প্রহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা দৃষ্টিক্ষীণতাবশতঃ লোক চিনিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পুত্রই যে এই দারুণ প্রহার করিতেছে ইহা জানিতে না পারিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতই দস্যুরা তাঁহাদিগকে মারিতেছে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন 'বৎস, দস্যুরা আমাদিগকে মারিয়া ফেলিল। তুমি পলাইয়া যাও।" তাঁহাদের এই পরিদেবন শুনিয়া পুত্র ভাবিয়াছিলেন, "হায়, আমি কি অন্যায় কাজই করিতেছি! আমি ইঁহাদিগকে প্রহার করিতেছি, অথচ ইঁহারা আমারই মরণশঙ্কায় শোক করিতেছেন।" অতঃপর তিনি মাতাপিতাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে এইরূপ বুঝাইয়া তাঁহাদের হাত পা টিপিতে টিপিতে বলিয়াছিলেন, "ভয় নাই, মা; ভয় নাই, বাবা, দস্যুরা পলাইয়া গিয়াছে।" অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

এতদিন এই পাপফল প্রসবের অবসর না পাইয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অপ্রকট ছিল; এখন ইহা স্থবিরের অন্তিম শরীরকে * গ্রহণ করিল; ইহার সংসর্গে তিনি আর আকাশে উৎপতন করিতে পারিলেন না। যে ঋদ্ধি এক সময়ে নন্দ ও উপনন্দকে † দমন করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে বৈজয়ন্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইত, তাহা আজ কর্ম্মবশে এমনই দুর্ব্বল হইল। দস্যুরা তাঁহার অস্থিগুলি পলালপিষ্টকের ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ করিল, এবং তিনি মরিয়াছেন এই বিশ্বাসে দলবলসহ প্রস্থান করিল। স্থবির সংজ্ঞালাভ করিয়া ধ্যানরূপ আচ্ছাদন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন এবং উৎপতনপূর্ব্বক শাস্তার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমার আয়ুঃসংস্কার শেষ হইয়াছে; অনুমতি দিন যে, আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করি।" শাস্তার অনুমোদন পাইয়া স্থবির সেইখানেই পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন; অমনি ষড়্বিধ দেবলোকে মহাকোলাহল উত্থিত হইল; "আমাদের আচার্য্য না কি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, ইহা বলিতে বলিতে সকলে দিব্যগন্ধমাল্যধূপাদি এবং নানাবিধ কাষ্ঠ লইয়া উপস্থিত হইল; চন্দন কাষ্ঠ ও একোনশত রত্ন দ্বারা চিতা সজ্জিত করিল; শাস্তা স্বয়ং স্থবিরের পার্শ্বে থাকিয়া চিতায় তাঁহার শব নিক্ষেপ করাইলেন। শ্মশানের সমন্তাৎ যোজনব্যাপী স্থানে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেবতাদিগের সঙ্গে মনুষ্যেরা এবং মনুষ্যদিগের সঙ্গে দেবতারা মিশিয়া এক সপ্তাহ এই দাহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। শাস্তা স্থবিরের ধাতু সংগ্রহ করাইয়া বেণুবনদ্বারকোষ্ঠকের নিকটে তদুপরি এক চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন।

এই সময়ে একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, স্থবির সারিপুত্র তথাগতের সমীপে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন নাই বলিয়া বুদ্ধদত্ত সম্মান পাইতে পারেন নাই। ‡ মহামৌদ্গল্যায়ন কিন্তু তথাগতের সমীপেই পরিনির্ব্বাণ পাইয়া মহাসম্মান লাভ করিলেন।" শাস্তা ধর্ম্মসভায় গিয়া তাঁহাদের এই কথাবার্তা শুনিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও মৌদ্গল্যায়ন আমার নিকট মহাসম্মান পাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—] §

---

* অন্তিম শরীর, কেননা ইহাই তাঁহার শেষ জন্ম।

† নন্দ ও উপনন্দ দুইজন নাগরাজ।

‡ সারিপুত্রের পরিনির্ব্বাণলাভ সম্বন্ধে মহাসুদর্শন-জাতক (৯৫) দ্রষ্টব্য।

§ স্থবির মৌদ্গল্যায়নের শবসৎকারের সময়ে বুদ্ধদেবের অবস্থিতির কথায় যবন হরিদাসের সৎকারের সময়ে চৈতন্যদেবের উপস্থিতির কথা মনে পড়ে।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজার পুরোহিতপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দশ মাস অতীত হইলে তিনি একদিন প্রত্যূষকালে মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সময়ে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের সমস্ত আয়ুধ জ্বলিয়া উঠিল।* পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পুরোহিত বাহিরে গিয়া আকাশের দিকে অবলোকন করিলেন এবং নক্ষত্রগণের সংস্থান দেখিয়া বুঝিলেন, অমুক নক্ষত্রে জন্মিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পুত্র সমস্ত জম্বুদ্বীপের মধ্যে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য হইবেন। অনন্তর তিনি যথাকালে রাজভবনে গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, সুনিদ্রা হইয়াছিল ত?" রাজা বলিলেন, "সুনিদ্রা হইবে কিরূপে? আজ প্রাসাদের সর্ব্বত্র আয়ুধগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।" পুরোহিত বলিলেন, "ভয় পাইবেন না, মহারাজ। কেবল আপনার ভবনে নয়, নগরের সর্ব্বত্রই আয়ুধগুলি এইরূপ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। আজ আমার গৃহে যে পুত্র জন্মিয়াছে, তাহারই জন্য এরূপ ঘটিয়াছে।" "আচার্য্য, যে পুত্র এইভাবে ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার ভাগ্যে পরিণামে কি ঘটিবে?" "কোন কুফল নয়, মহারাজ। সে সমস্ত জম্বুদ্বীপের মধ্যে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য হইবে।" "উত্তম কথা। আপনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করুন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে আমার নিকটে আনিবেন।" ইহা বলিয়া রাজা কুমারের জন্য সহস্র মুদ্রা ক্ষীরমূল্য† দেওয়াইলেন। পুরোহিত উহা লইয়া গৃহে ফিরিলেন, এবং কুমারের জন্মমুহূর্ত্তে আয়ুধসমূহ প্রজ্বলিত হইয়াছিল বলিয়া নামকরণ-দিবসে তাঁহার জ্যোতিঃপাল এই নাম রাখিলেন।

জ্যোতিঃপাল মহা আদরযত্নের সহিত লালিত পালিত হইতে লাগিলেন এবং ক্রমে ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার সুন্দররূপের পূর্ণ বিকাশ হইল। পুত্রের দেহ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুরোহিত বলিলেন, "বৎস, তুমি তক্ষশিলায় গিয়া কোন বিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা কর।" কুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া আচার্য্যদক্ষিণা লইয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন এবং তক্ষশিলায় গিয়া কোন আচার্য্যকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার শিক্ষা-সমাপ্তি হইল। ইহাতে আচার্য্য অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের ব্যবহার্য্য একখানি উৎকৃষ্ট তরবারি, মেণ্ডকশৃঙ্গ-নির্ম্মিত সন্ধিযুক্ত ধনু, সন্ধিযুক্ত তূণীর, নিজের সন্নাহ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষ দান করিয়া বলিলেন, "বৎস জ্যোতিঃপাল, আমি বৃদ্ধ হইয়াছে; এখন হইতে তুমিই এই সকল ছাত্রকে শিক্ষা দাও।" ইহা বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের হস্তে পঞ্চশত শিষ্য সমর্পণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব সমস্ত গ্রহণ করিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারাণসীতে মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ, বাবা; বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া পুরোহিত রাজ-ভবনে গেলেন এবং রাজাকে বলিলেন, "আমার পুত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়াছে। এখন তাহাকে কি করিতে হইবে, অনুমতি দিন।" রাজা বলিলেন, "সে আমারই পরিচর্য্যা করুক।" "মহারাজ, তাহার খরচপত্র সম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছেন?" "সে

* তৃতীয় খণ্ডের ইন্দ্রিয়-জাতকের (৪২৩) সহিত তুলনীয়।

† দুধের দাম বলিয়া যে অর্থ দেওয়া হইত, তাহাকে ক্ষীরমূল্য বলিত।

প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা পাইবে।" পুরোহিত "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং গৃহে ফিরিয়া জ্যোতিঃপালকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, তোমাকে রাজসেবা করিতে হইবে।" জ্যোতিঃপাল তখন হইতে রাজসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দৈনিক সহস্র মুদ্রা পাইতে লাগিলেন। রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ইহাতে অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "জ্যোতিঃপাল যে কি কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা ত আমরা দেখিতে পাই না। অথচ সে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা পাইতেছে! আমরা তাহার কাজ দেখিতে চাই।" রাজা এই সকল লোকের কথা শুনিয়া পুরোহিতকে জানাইলেন। পুরোহিত বলিলেন, "উত্তম প্রস্তাব।" অনন্তর তিনি পুত্রকে এই বিষয় জানাইলেন। জ্যোতিঃপাল বলিলেন, "বেশ কথা; অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমি বিদ্যার পরিচয় দিব; আপনি রাজকে বলুন যে, ঐ দিন যেন তাঁহার রাজ্যের সকল ধনুর্দ্ধর সমবেত হয়।" পুরোহিত গিয়া রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজা নগরে ভেরীবাদন দ্বারা সমস্ত ধনুর্দ্ধর আনয়ন করিলেন। অচিরে ষষ্টি সহস্র ধনুর্দ্ধর সমবেত হইল। ইহারা আসিয়াছে জানিয়া রাজা জ্যোতিঃপালের বিদ্যা দেখিবার নিমিত্ত ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিলেন। রাজাঙ্গণ সুসজ্জিত হইল; রাজা মহাজনসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া মহার্হ পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এবং ধনুর্দ্ধরদিগকে ডাকাইয়া, জ্যোতিঃপালকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। জ্যোতিঃপাল আচার্য্যদত্ত ধনুস্তূণীরসন্নাহকঞ্চুক ও উষ্ণীষ অন্তর্ব্বাসের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিলেন এবং কেবল তরবারিখানি হস্তে লইয়া স্বাভাবিক বেশে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া এক পার্শ্বে অবস্থিতি করিলেন। ধনুর্গ্রহেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "জ্যোতিঃপাল নাকি ধনুর্ব্বিদ্যায় নৈপুণ্য দেখাইবে; অথচ ধনুক লইয়া আসে নাই। সে বোধ হয় ভাবিয়াছে যে, আমাদের ধনুক ব্যবহার করিবে।" তাহারা স্থির করিল, কিছুতেই জ্যোতিঃপালকে নিজেদের ধনুক দিবে না।

রাজা জ্যোতিঃপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি বিদ্যার পরিচয় দাও।" জ্যোতিঃপাল চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা খাটাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে অন্তর্ব্বাস খুলিয়া সন্নাহ ও কঞ্চুক পরিধান করিলেন, মস্তকে উষ্ণীষ দিলেন, মেণ্ডকশৃঙ্গ-নির্ম্মিত ধনুকে প্রবালবর্ণ জ্যা রোপণ করিলেন, পৃষ্ঠে তূণীর বন্ধন করিলেন, বামপার্শ্বে তরবারি ধারণ করিলেন এবং নখপৃষ্ঠে একটী বজ্রাগ্র শর ঘুরাইতে ঘুরাইতে শাণি অপসারণপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিলেন,—যেন নানাভরণমণ্ডিত কোন নাগকুমার পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া আবির্ভূত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বিস্ময়ে নৃত্য করিতে লাগিল, বাহবা দিতে লাগিল এবং করতালি দিতে লাগিল। রাজা আদেশ দিলেন, "জ্যোতিঃপাল, এখন তোমার বিদ্যার পরিচয় দাও।" জ্যোতিঃপাল বলিলেন, "মহারাজ, আপনার এরূপ অনেক ধনুর্দ্ধর আছেন, যাঁহারা বিদ্যুদ্বেগে লক্ষ্য বেধ করিতে পারেন, যাঁহারা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া একটী কেশকেও বেধ করিতে পারেন, যাঁহারা শব্দবেধী এবং শরবেধী।† আপনি

* 'কটিকং করিংসু'। এই 'কটিক' বা কথিক শব্দ হইতে, বোধ হয়, বাঙ্গালা 'কো'ট' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কো'ট করা বলিলে দশজনে মিলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করে তাহা বুঝায়।

† মূলে এই চারিপ্রকার ধানুষ্কের উল্লেখ আছে:—অক্ষণবেধী, বালবেধী, শব্দবেধী ও শরবেধী

তাঁহাদের মধ্যে চারিজনকে আহ্বান করুন।" রাজা উক্তরূপ চাবি জনকে ডাকাইলেন। মহাসত্ত্ব রাজাঙ্গণে একটী চতুরস্রাকার পরিবেষ্টিত স্থানে মণ্ডল অঙ্কিত করিলেন, চতুরস্রের চারিকোণে চারিজন ধনুর্দ্ধর রাখিয়া দিলেন, তাঁহাদের এক এক জনের হাতে ত্রিশ হাজার শর দিবার জন্য এক এক জন লোক রাখিয়া দিলেন এবং নিজে সেই বজ্রাগ্র শরটী লইয়া মণ্ডপমধ্যে দাঁড়াইলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "মহারাজ, এই চারিজন ধনুর্দ্ধর একসঙ্গে শরপ্রহার করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করুন। আমি ইহাদের নিক্ষিপ্ত শর প্রতিরোধ করিব।" রাজা ধনুর্দ্ধরদিগকে শরনিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু তাহারা বলিল "আমরা অক্ষণবেধী, বালবেধী, শব্দবেধী ও শরবেধী; জ্যোতিঃপাল বালক, ইহাকে আমরা বিদ্ধ করিব না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনাদের যদি সাধ্য থাকে ত আমাকে বিদ্ধ করুন।" "তাহাই করিতেছি" বলিয়া ধনুর্দ্ধরেরা চারি জন যুগপৎ শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল; জ্যোতিঃপাল বজ্রাগ্র নারাচের আঘাতে সেগুলি চতুর্দ্দিকে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভূপতিত শরগুলি লইয়া চতুর্দ্দিকে যেন একটী কোষ্ঠক-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেগুলি এমন ভাবে ফেলিতে লাগিলেন, যে ফলকের উপর ফলক, কাণ্ডের উপর কাণ্ড, পত্রের উপর পত্র পতিত হইল, কোন দিকে তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। এইরূপে তিনি একটী শরনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিলেন, ধনুর্দ্ধরদিগের সমস্ত শর নিঃশেষ হইল। তাহাদের শর নিঃশেষ হইয়াছে জানিয়া মহাসত্ত্ব সেই শরপ্রকোষ্ঠ ভগ্ন না করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শকেরা আনন্দে চীৎকার করিতে, নৃত্য করিতে ও করতালি দিতে লাগিল, এবং মহাসত্ত্বের অভিমুখে বহু বস্ত্রাভরণ নিক্ষেপ করিল। এই বস্ত্র ও আভরণরাশির মূল্য অষ্টাদশ কোটি মুদ্রা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বিদ্যার পরিচয় দিলে, তাহার নাম কি?" "মহাসত্ত্ব বলিলেন, ইহার নাম শরপ্রতিবাহন।" "অন্য কেহ এ কৌশল জানে কি?" "মহারাজ, সমস্ত জম্বুদ্বীপে একা আমি ভিন্ন আর কেহ ইহা জানে না।" "এখন তুমি অপর কোন কৌশল দেখাও।" "মহারাজ, এই চারিজন ধনুর্দ্ধর চারি কোণে অবস্থিতি করুন; আমি একটী মাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া ইঁহাদের চারিজনকেই বিদ্ধ করিব।" কিন্তু ধনুর্দ্ধরদিগের কেহই দাঁড়াইতে সাহস করিল না। তখন মহাসত্ত্ব চারি কোণে চারিটী কদলীস্তম্ভ রাখাইলেন, নারাচের পুঙ্খে রক্তসূত্র বান্ধিলেন এবং একটী কদলীস্তম্ভ লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ ঐ স্তম্ভটী বেধ করিল, অনন্তর পর পর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভ বেধ করিল এবং প্রথমটীকে আবার বিদ্ধ করিয়া মহাসত্ত্বের হস্তে ফিরিয়া আসিল। কদলীস্তম্ভগুলি রক্তসূত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া দর্শকবৃন্দ সহস্র সহস্র সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কৌশলের নাম কি? মহাসত্ত্ব বলিলেন "মহারাজ, ইহার নাম চক্রবেধ।" "তুমি আর কোন নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।" শরলটঠি, শররজ্জু, শরবেণি, শরপ্রাসাদ, শরমণ্ডপ, শরপ্রাকার, শরসোপান ও শরপুষ্করিণী কি কৌশলে করিতে

শরবেধীরা প্রথমে একটী শর নিক্ষেপ করিয়া যখন উহা ভূপৃষ্ঠ পতিত হয়, তখন এমন কৌশলে আর একটী শর ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করেন যে, উহা অধোমুখে পতিত হইয়া প্রথমটীকে বিদ্ধ করে। Ivanhoe নামক ইংরাজী আখ্যায়িকায় Robinhood (Locksley) এইরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

হয়, মহাসত্ত্ব তাহা দেখাইলেন; তিনি শরপদ্ম নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা প্রস্ফুটিত করাইলেন শরবর্ষ ঘটাইয়া বৃষ্টির আকারে শর পাতিত করিলেন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে ধনুর্ব্বিদ্যায় দ্বাদশবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন; তাহার পর সাতটী অসাধারণ বৃহদাকার পদার্থ শরাঘাতে বিদীর্ণ করিলেন:—তিনি অষ্টাঙ্গুল বেধবিশিষ্ট উডুম্বর-ফলক, চতুরঙ্গুল বেধবিশিষ্ট আসনফলক, দ্ব্যঙ্গুল বেধবিশিষ্ট তাম্রপট্ট, একাঙ্গুল বেধবিশিষ্ট লৌহপট্ট, এবং একত্রাবদ্ধ শতফলক বেধ করিলেন, পলালশকট ও বালুকাশকটের পুরোভাগে এমন বেগে শর নিক্ষেপ করিলেন যে, উহা পলাল ও বালুকারাশি বেধ করিয়া শকটের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া নিক্রান্ত হইল; আবার যখন পশ্চাদ্‌ভাগে নিক্ষেপ করিলেন, তখন শরটী পুরোভাগ দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর জলের মধ্যে ৫৬০ হাত এবং স্থলে ১১২০ হাত পর্য্যন্ত গেল*; তিনি ১২০ হাত দূরে একগাছি চুল বাঁধিয়া দিয়া উহা যেমন বাতাসে কাঁপিতেছে দেখিলেন, অমনি শর নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিলেন। এই সমস্ত নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে সূর্য্য অস্তমিত হইল; রাজা তাঁহাকে সৈনাপত্য দিবার অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, "জ্যোতিঃপাল, আজ বেলা গিয়াছে; কাল সৈনাপত্য গ্রহণ করিও। তুমি ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া ও স্নান করিয়া আসিও।" ইহা বলিয়া ঐ দিন তাঁহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ তিনি এক লক্ষ মুদ্রা দান করিলেন। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমার এই অর্থে প্রয়োজন নাই।" যাহারা তাঁহাকে অষ্টাদশ কোটি পুরস্কার দিয়াছিল, তিনি ঐ ধনও, যে যাহা দিয়াছিল, তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বহু লোকে তাঁহার সঙ্গে চলিল; তিনি স্নানার্থ গমন করিলেন, ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া স্নান করিলেন, নানাবিধ আভরণে বিভূষিত হইয়া অনুপম সমারোহে গৃহে প্রতিগমন করিলেন, নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিলেন, এবং শয়নকক্ষে আরোহণ করিয়া শয়ন করিলেন।

মহাসত্ত্ব দুই প্রহর কাল নিদ্রা গেলেন; শেষপ্রহরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি শয্যার উপর পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজের শিল্পনৈপুণ্য-সম্বন্ধে আদি, মধ্য, অন্ত, সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ভাবিলেন, আমার এই বিদ্যা আদিতঃ মরণ ভিন্ন অন্য কিছু নয়; ইহার মধ্যভাগে পাপাভিরতি ও পরিণামে নরকে জন্মপ্রাপ্তি, কারণ প্রাণিহত্যা ও ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগাদিপ্রমাদবশতঃই লোকে নরকে জন্মগ্রহণ করে। রাজা আমাকে সৈনাপত্য দিয়াছেন; ইহাতে আমার মহা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ঘটিবে; আমি বহু ভার্য্যা ও পুত্র কন্যা লাভ করিব। কিন্তু ভোগের বস্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে তাহা ত্যাগ করা যায় না। অতএব আমি এখনই নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক একাকী বনে যাইব। সেখানে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। এই সঙ্কল্প করিয়া মহসত্ত্ব শয্যা হইতে উঠিলেন, কাহাকেও না জানাইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অগ্রদ্বার দিয়† নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং একাকী বনে প্রবেশ করিয়া গোদাবরীতীরে যোজনত্রয়বিস্তৃত কপিত্থবনাভিমুখে চলিলেন।

* মূলে 'উদকে চতুউসভং থলে অট্ঠ উসভং' আছে। ১ উসভ=২০ যষ্টি; ১ যষ্টি=৭ হাত। ১ উসভ=১৪০ হাত।

† ইহার পূর্ব্বেও কোন কোন আখ্যায়িকায় অগ্রদ্বার দিয়া গোপনে নিষ্ক্রান্ত হইবার কথা আছে। পলায়ন করিতে হইলে পশ্চাদ্দ্বার দিয়াই যাওয়া সম্ভবপর। অতএব 'অগ্রদ্বার' শব্দে সম্মুখের দ্বার না বুঝাইয়া অন্য কোন দ্বার (খিড়কির দরজা?) বুঝিতে হইবে কি?

মহাসত্ত্ব নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন জানিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, জ্যোতিঃপাল অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে বহু লোকসমাগম হইবে। তুমি গিয়া গোদাবরী-তীরে কপিত্থবনে আশ্রম নির্ম্মাণ কর এবং তাহাতে প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখ।" বিশ্বকর্ম্মা তাহাই করিলেন। মহাসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইয়া একপদিক পথ দেখিয়া ভাবিলেন, ইহা বোধ হয় প্রব্রাজকদিগের বাসস্থান হইবে। তিনি ঐ পথে আশ্রমে গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সমস্ত উপকরণ দেখিয়া বুঝিলেন, সম্ভবতঃ দেবরাজ শক্র তাঁহার নিষ্ক্রমণ-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিলেন, রক্ত বল্কলের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিলেন, জটামণ্ডল বাঁধিলেন, শস্যের বাঁক কান্ধে লইলেন*, ভিক্ষুদণ্ড হস্তে লইয়া পর্ণশালার বাহিরে গেলেন এবং চঙ্ক্রমণে উঠিয়া কয়েকবার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পা-চারি করিলেন। তাঁহার প্রব্রজ্যাশ্রীতে সেই বন শোভাময় হইল। তিনি কৃৎস্নপরিকর্ম্ম দ্বারা প্রব্রজ্যাগ্রহণের সপ্তমদিনেই অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং উঞ্ছচর্য্যা দ্বারা বন্য ফলমূল সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাই আহার করিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাসত্ত্বের মাতা, পিতা, মিত্র, সুহৃজ্জন, জ্ঞাতি প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার অনুসন্ধানে ছুটিলেন। এক বনেচর কপিত্থ আশ্রমপদে তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। সে গিয়া তাঁহার মাতা পিতাকে জানাইল। তাঁহার মাতা পিতা আবার রাজাকে এই সংবাদ দিলেন। রাজা বলিলেন, "চল, তাহাকে দেখি গিয়া।" তিনি মহাসত্ত্বের মাতা পিতাকে সঙ্গে লইয়া বহু অনুচর-সহ বনেচরপ্রদর্শিত পথে গোদাবরীতীরে উপনীত হইলেন। বোধিসত্ত্ব নদীতীরে গিয়া আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং সেখানেও আকাশে আসীন হইয়া বিষয়ভোগের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধর্ম্মদেশন করিলেন। ইহাতে রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন; বোধিসত্ত্ব ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে ঐ আশ্রমে বাস করিতেছেন, ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসীরা তাহা জানিতে পারিল। রাজারা রাজ্যবাসীদিগের সহিত তাঁহার নিকট গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন; কাজেই সেখানে বহুলোকসমাগম হইল; ক্রমে সেখানকার লোকসংখ্যা বহুসহস্র হইল। কাহারও মনে কামচিন্তা, পরের অনিষ্টচিন্তা বা হিংসার চিন্তা উদয় হইলে মহাসত্ত্ব তখনই গিয়া তাহার সম্মুখে আকাশস্থ হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। যে সকল শিষ্য তাঁহার উপদেশ মত চলিতেন, তাঁহাদের মধ্যে শালীশ্বর, মেণ্ডেশ্বর, পর্ব্বত, কালদেবল, কৃশবৎস, অনুশিষ্য ও নারদ এই সাতজন সমাপত্তিসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া তপস্যার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

কালক্রমে কপিত্থাশ্রমে এত লোক জুটিল যে ঋষিদিগের বাসস্থানের অভাব ঘটিল।

* 'খারিকাজং অংসে কত্বা'। খারি=শস্য।

মহাসত্ত্ব শালীশ্বরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এই আশ্রমে ঋষিদিগের জন্য পর্য্যাপ্ত স্থান হইতেছে না; তুমি ইঁহাদিগকে লইয়া চণ্ডপ্রদ্যোতের* রাজ্যে লম্বচূড়কনামক নিগম-গ্রামের নিকটে গিয়া বাস কর।" শালীশ্বর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বহু সহস্র ঋষি সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে গিয়া বাস করিলেন। কিন্তু আরও অনেক লোক আসিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল বলিয়া কপিত্থাশ্রম আবার পূর্ব্ববৎ পূর্ণ হইল। তখন বোধিসত্ত্ব মেণ্ডেশ্বরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তুমি এই ঋষিদিগকে লইয়া, সৌরাষ্ট্র-জনপদের সীমান্তে শাতোদিকা নাম্নী যে নদী আছে, তাহার তীরে গিয়া বাস কর।" মহাসত্ত্ব তৃতীয় বারে পর্ব্বতকে বলিলেন, "মহাবণ্যে অঞ্জন নামে যে পর্ব্বত আছে তুমি গিয়া তাহার নিকটে বাস কর, চতুর্থ বারে কালদেবলকে বলিলেন, "দক্ষিণাপথে অবন্তীরাজ্যে ঘনশিলা-নামক পর্ব্বত আছে, তুমি তাহার নিকটে গিয়া বাস কর।" কিন্তু এইরূপে চারি বার চারি জনকে বহু ঋষিসহ পাঠাইলেও কপিত্থাশ্রম পূর্ব্ববৎ জনপূর্ণ হইল, পাঁচটী স্থানেই বহু সহস্র ঋষি বাস করিতে লাগিলেন। তখন কৃশবৎস মহাসত্ত্বের অনুমতি লইয়া দণ্ডকী রাজার অধিকারস্থ কুম্ভবতী নগরে সেনাপতির বাসভবনের অদূরে এক উদ্যানে বাস করিলেন, নারদ মধ্যদেশে অরঞ্জর-নামক পর্ব্বতাকীর্ণ অঞ্চলে চলিয়া গেলেন, কেবল অনুশিষ্য মহাসত্ত্বের নিকটে রহিলেন।

দণ্ডকী রাজার এক গণিকা তাঁহার নিকট পূর্ব্বে বেশ আদরযত্ন পাইত, কিন্তু এই সময়ে রাজা বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে করিতে একদিন উদ্যানে গিয়া কৃশবৎসকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল, "বোধ হয় এই ব্যক্তি কালকর্ণী, আমি ইহার শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপ করিব, তাহার পর স্নান করিয়া চলিয়া যাইব। ইহা স্থির করিয়া সে একখানা দাঁতন চিবাইয়া প্রথমে তাহার উপর প্রচুর থুথু ফেলিল, তাহার পর কৃশবৎসের জটাতে থুথু ফেলিল এবং সেই দাঁতনখানাও তাঁহার মাথায় ফেলিয়া দিল। অনন্তর সে নিজে স্নান করিয়া চলিয়া গেল। ঘটনাক্রমে রাজাও তাঁহাকে স্মরণ করিলেন এবং পূর্ব্বের মত আদরযত্ন করিতে লাগিলেন। সে মোহবশে মত্ত হইয়া মনে করিল, কালকর্ণীর শরীরে নিজের পাপ সঞ্চারিত করিয়াই সে আবার সৌভাগ্যবতী হইয়াছে। ইহার অল্প দিন পরে রাজপুরোহিত পদচ্যুত হইলেন। তিনি ঐ গণিকার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি উপায়ে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে?" সে বলিল, "রাজার উদ্যানে কালকর্ণী আছে। তাহার শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপ করিয়াই আমি আবার রাজার প্রিয়পাত্রী হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া পুরোহিত সেখানে গেলেন, এবং উক্তরূপে তাপসের শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, রাজাও তাঁহাকে অচিরে পুনর্ব্বার পৌরোহিত্যে নিযোজিত করিলেন।

কালক্রমে প্রত্যন্তপ্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; রাজা চতুরঙ্গিণী সেনাপরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। এই সময়ে মোহমূঢ় পুরোহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি জয় ইচ্ছা করেন, না পরাজয় ইচ্ছা করেন?" রাজা বলিলেন, "জয়ই চাই;

* প্রদ্যোত উজ্জয়িনীর রাজা এবং বাসবদত্তার পিতা। ইঁহার প্রকৃতি অতি উগ্র ছিল বলিয়া লোকে ইঁহাকে 'চণ্ড' আখ্যা দিয়াছিল।

পরাজয় ইচ্ছা করিব কেন ?" "তবে, মহারাজ, আপনার উদ্যানে যে কালকর্ণী আছে, তাহার শরীরে নিজের পাপ নিক্ষেপপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করুন।" রাজা পুরোহিতের কথা বিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে যাহারা যাইতেছে, তাহারাও উদ্যানে গিয়া কালকর্ণীর শরীরে পাপ নিক্ষেপ করুক।" অনন্তর উদ্যানে গিয়া দাঁতন চিবাইয়া প্রথমে তিনি নিজে তপস্বীর জটায় থুথু ও দাঁতনখানা ফেলিলেন এবং নিজের মাথা ধুইলেন। তাহার পর তাঁহার সৈন্য সামন্তেরাও ঐরূপ করিল। ইহারা চলিয়া গেলে সেনাপতি সেখানে গিয়া তাপসকে দেখিতে পাইলেন, দাঁতনগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন, তাঁহাকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজার অদৃষ্টে কি ঘটিবে ?" তপস্বী বলিলেন "ভদ্র, আমার মনে কোন বিদ্বেষের ভাব নাই, কিন্তু দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। অদ্য হইতে সপ্তম দিনে সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হইবে। তুমি শীঘ্র পলায়ন করিয়া অন্যত্র যাও।" সেনাপতি ভীত ত্রস্ত হইয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা তাঁহার কথায় কাণ দিলেন না। সেনাপতি কিন্তু গৃহে ফিরিয়া দারাপুত্রসহ পলায়নপূর্ব্বক রাজ্যান্তরে গমন করিলেন।

এদিকে শাস্তা শরভঙ্গ * এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি দুইজন যুবক তপস্বী পাঠাইয়া কৃশবৎসকে মঞ্চশিবিকায় আকাশপথে নিজের আশ্রমে আনয়ন করিলেন। রাজাও যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেবতারা প্রথমে বারিবর্ষণ করাইলেন, জলপ্রবাহে প্রাণীদিগের মৃতদেহগুলি ভাসাইয়া লইয়া গেল, ভূমির উপর শুভ্র বালুকার আস্তরণ পড়িল। তাহার পর বালুকারাশির উপর দিব্য পুষ্পবৃষ্টি, পুষ্পরাশির উপর মাসকবৃষ্টি, মাসকস্তূপের উপর কার্ষাপণবৃষ্টি, কার্ষাপণস্তূপের উপর দিব্যাভরণবৃষ্টি হইল। লোকে মহানন্দে হিরণ্ময় আভরণগুলি কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদের দেহোপরি নানাবিধ প্রজ্বলিত আয়ুধ বর্ষণ হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের শরীর শতধা খণ্ডবিখণ্ড হইল; তদুপরি আবার প্রভূত পরিমাণে জ্বলন্ত অঙ্গার † বর্ষণ হইল, তদুপরি প্রজ্বলিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ পতিত হইল এবং সর্ব্বোপরি ষষ্টিহস্ত গভীর সূক্ষ্ম বালুকাকণা বর্ষণ হইল। এইরূপে ষষ্টিযোজনায়তন সেই রাজ্য বিনষ্ট হইল। ইহার ঈদৃশ ধ্বংসের কথা জম্বুদ্বীপের সকলেই জানিতে পাইল। অনন্তর দণ্ডকী রাজার সামন্ত কলিঙ্গ, অর্থক ও ভীমরথ ভাবিলেন, 'শুনা যায় পূর্ব্বে বারাণসীরাজ কলাবু ‡ ক্ষান্তিবাদী তপস্বীর নির্য্যাতন করিয়া অবীচিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নাডিকীর নামক রাজা তপস্বীদিগকে কুক্কুর দ্বারা খাওয়াইয়া এবং সহস্রবাহু অর্জ্জুন § আঙ্গিরসের উৎপীড়ন করিয়াও এইরূপ দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন, এখন শুনিতেছি দণ্ডকী রাজা তপস্বী কৃশবৎসের নির্য্যাতন করিয়া রাজ্যসহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই চারিজন রাজা কোথায় জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। শাস্তা শরভঙ্গ ব্যতীত অন্য কেহই আমাদিগকে ইহা বলিতে পারেন না। অতএব তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক।' এই

* বোধিসত্ত্ব জ্যোতিঃপাল প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

† মূলে 'বিতচ্চিকঙ্গার' আছে—যে অঙ্গারের স্পর্শে বিচর্চিকা বা ফোস্কা পড়ে, উত্তপ্ত বা জ্বলন্ত অঙ্গার স্ফুলিঙ্গ (জাতক, ৪২১)।

‡ ক্ষান্তিবাদি-জাতক (৩, ৩)।

§ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। (রামায়ণ উত্তর কাণ্ড, ৩ শ সর্গ, কথাসরিৎসাগর)।

উদ্দেশ্যে উক্ত তিন জন সামন্তরাজই বহু অনুচরসহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কেহই জানিতেন না যে, অমুক রাজাও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন; প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন, একা তিনিই যাইতেছেন। ঘটনাক্রমে গোদাবরীর অদূরে তাঁহারা তিন জনেই সমবেত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তিন জনে এক রথে আরোহণ করিয়া গোদাবরীতীরে উপনীত হইলেন।

ঐ সময়ে শক্র পাণ্ডুকম্বলশিলাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সাতটী প্রশ্ন চিন্তা করিয়া ভাবিতেছিলেন, 'শাস্তা শরভঙ্গ ব্যতীত এই ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা, মনুষ্য, এমন কেহই নাই, যে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। অতএব তাঁহাকেই এই সকল প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিব। এই তিন জন রাজাও শাস্তা শরভঙ্গকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহারা যে প্রশ্ন করিবেন, শরভঙ্গের নিকট আমিও তাহার উত্তর চাহিব।' এই উদ্দেশ্যে শক্র দুইটী দেবলোকের দেবগণসহ অবতরণ করিলেন।

ঐ দিন কৃশবৎস দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনের জন্য চারিদিক্ হইতে বহু সহস্র ঋষি সমবেত হইয়া চন্দনকাষ্ঠের চিতা সজ্জিত করিলেন এবং তদুপরি তাঁহার শব দাহ করিলেন। শ্মশানের সমন্তাৎ অর্দ্ধযোজন-পরিমিত স্থানে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইল। মহাসত্ত্ব চিতোপরি শব নিক্ষেপ করাইয়া আশ্রমে প্রতিগমনপূর্ব্বক ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিলেন।

রাজারা যখন নদীতীরে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাদের সেনা, বাহন ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দে মহাকোলাহল হইল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব তপস্বী অনুশিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি গিয়া জান দেখি, ব্যাপার কি? এ কিসের কোলাহল?" অনুশিষ্য জলের ঘট লইয়া ঐ রাজা তিন জনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

১। পরিয়া সুন্দর বস্ত্র, আভরণ নানা,
　কে তোমরা তিন জন বসি এক রথে?
　কর্ণে শোভে তোমাদের কুণ্ডল উজ্জ্বল,
　হস্তে তরবারি, ৎসরু যাহার খচিত
　বৈদূর্য্যমুক্তা-আদি বিবিধ রতনে।
　কি কি নাম তোমাদের, বল, নরলোকে?

অনুশিষ্যের কথা শুনিয়া রাজারা রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অর্থক রাজা অনুশিষ্যের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন:—

২। অর্থক আমার নাম, ভীমরথ ইনি;
　উনি সে কলিঙ্গরাজ, সুযশ যাঁহার
　বিদিত সর্ব্বত্র; আসিয়াছি হেথা মোরা
　জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণে করিতে দর্শন,
　পাইতে উত্তর আর প্রশ্ন একটীর।

অনুশিষ্য বলিলেন, "মহারাজগণ, আপনারা উত্তম কার্য্য করিয়াছেন,—যেখানে আসা কর্ত্তব্য, সেখানেই আসিয়াছেন। এখন স্নান ও বিশ্রাম করিয়া আশ্রমে চলুন এবং ঋষিগণকে

প্রণাম করিয়া শাস্তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।" রাজাদিগকে এইরূপে প্রতিসম্ভাষণ করিয়া অনুশিষ্য জলের ঘট উত্তোলন করিলেন এবং তাঁহার মুখে যে সকল জলবিন্দু পতিত হইল, সেগুলি পুছিয়া আকাশের দিকে অবলোকনপূর্ব্বক দেবগণপরিবৃত ঐরাবতস্কন্ধারূঢ় দেবরাজ শক্রকে অবতরণ করিতে দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তৃতীয় গাথা বলিলেন ঃ—

৩। পৌর্ণমাসী রজনীতে অর্দ্ধপথগত *
শশধর সমসমুজ্জ্বলদিব্যদেহ
কে তুমি হে অন্তরীক্ষে বসি অই, বল ?
নিশ্চয় মহানুভাব যক্ষ তুমি কোন ;
কি নামে বিদিত তুমি, বল, নরলোকে ? †

ইহার উত্তরে শক্র চতুর্থ গাথা বলিলেন ঃ—

৪। দেবলোকে সুজম্পতি নামে পরিচিত ;
ভূতলে মঘবা নামে অর্চে লোকে যাঁরে,
সেই দেবরাজ আমি ; আসিয়াছি আজ
জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণে করিতে দর্শন।

অনুশিষ্য বলিলেন, "বেশ, মহারাজ ; আপনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলুন।" অনন্তর তিনি জলের ঘট লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন এবং ঘটটী যথাস্থানে রাখিয়া, রাজা তিন জন এবং শক্র যে প্রশ্নজিজ্ঞাসার্থ আগমন করিয়াছেন, মহাসত্ত্বকে সেই সংবাদ দিলেন। মহাসত্ত্ব তখন ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া একটী সুবিস্তীর্ণ বেদির ‡ উপর বসিয়া ছিলেন। রাজা তিন জন সেখানে উপস্থিত হইয়া ঋষিদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন, শক্রও অবতরণ করিয়া ঋষিগণের নিকটে গেলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের গুণ বর্ণনা করিয়া নমস্কার করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ—

৫। মহর্দ্ধি মহানুভাব ঋষিগণ, যাঁরা
সমাগত হেথা, গুণগান তাঁহাদের
সুদূর ত্রিদশালয়ে শুনি নিত্য মোরা।
জীবলোকে নরোত্তম এই আর্য্যগণে
সুপ্রসন্নচিত্তে আমি করি নমস্কার।

এইরূপে ঋষিগণের বন্দনা করিয়া শক্র ষড়্‌বিধ নিষদ্যাদোষ § পরিহারপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তিনি ঋষিগণের অধোবাতে বসিয়াছেন দেখিয়া অনুশিষ্য ষষ্ঠগাথা বলিলেন ঃ—

* অর্দ্ধপথগত—চন্দ্র যখন দর্শকের মস্তকোপরি উঠে তখন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল দেখায়।

† ৪র্থ খণ্ড ; ৩৪৪ পৃঃ।

‡ মূলে 'মালক' এই শব্দ আছে। কোন বৃতিবেষ্টিত বৃত্তাকার পবিত্র স্থানকে মালক বলা যায়।

§ ১ম খণ্ডের ১ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬। বহুদিন প্রব্রাজক হয়েছেন যাঁরা,
গাত্রগন্ধ তাঁহাদের বড়ই বিকট।
বায়ু সেই গন্ধ, শক্র, করিছে বহন
নাসারন্ধ্রে তব ; তুমি ব'সো অন্য স্থানে।

শক্র বলিলেন ;—

৭। "চিরপ্রব্রাজিত ঋষিগণের যে গন্ধ,
যেথা ইচ্ছা বায়ু তাহা করুক বহন,
বিচিত্র কুসুম কিংবা সুরভি মালার
গন্ধ হ'তে এই গন্ধ ভালবাসি মোরা।
ধার্ম্মিকের গাত্র হ'তে যে গন্ধ নিঃসরে,
দেবতা কি কভু তাহা হেয় জ্ঞান করে ? *

ভদন্ত অনুশিষ্য, আমি মহা উৎসাহের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আমাকে জিজ্ঞাসার জন্য অবসর দিবার উপায় করুন।" ইহা শুনিয়া অনুশিষ্য আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং দুইটী গাথা দ্বারা ঋষিগণের নিকট অবসর প্রার্থনা করিলেন :—

৮। মহাযশা, মহাদাতা, † অসুরমর্দ্দন
মঘবা, সুজার পতি, ভূতনাথ যিনি
সেই দেবরাজ নিজে চান অবসর,
ঋষিগণ,প্রশ্ন তাঁর করিতে জিজ্ঞাসা।

৯। এই তিন মহীপাল, নিজে দেবরাজ
অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন জিজ্ঞাসিবেন নিশ্চয়।
কে সমর্থ সদুত্তর দিতে তাঁহাদের
সুপণ্ডিত এই সব ঋষির ভিতর ?

ইহা শুনিয়া ঋষিরা বলিলেন, "মারিষ অনুশিষ্য, আপনি পৃথিবীতে থাকিয়াও যেন পৃথিবীটাকে দেখিতে পান না, এই ভাবে কথা বলিতেছেন। শাস্তা শরভঙ্গ ব্যতীত ‡ এমন আর কে আছেন, যিনি এই সকল প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ ?

১০। আজন্ম মৈথুনধর্ম্ম বিরত, তপস্বী
পুরোহিতপুত্র এই শরভঙ্গ ঋষি
করেছেন বশীভূত আত্মরিপুগণ।
ইনিই প্রশ্নের সব দিবেন উত্তর।

মারিষ, আপনি শাস্তাকে বন্দনা করিয়া, শক্র যে প্রশ্ন করিবেন, তাহার জন্য ঋষিগণের

* তু°—ধর্ম্মপদ, পুষ্পবর্গ :—১১, ১২, ১৩।

† মূলে 'পুরিন্দদ' আছে। ইহা সংস্কৃত 'পুরন্দর'। পালিটীকাকার কিন্তু ইহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন শক্র পুরী দান করিয়াছেন বলিয়া 'পুরিন্দদ'। শক্রের 'সহস্রলোচন' আখ্যাটীরও নূতন ব্যাখ্যা আছে :—যিনি অমাত্যসহস্র দ্বারা চরাচর পর্য্যবেক্ষণ করান।

‡ এখানে টীকাকার শরভঙ্গ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এই ঋষি পূর্ব্বে শরপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া পুনর্ব্বার শরাঘাতেই সেগুলি ভগ্ন করিতেন বলিয়া শরভঙ্গ আখ্যা পাইয়াছিলেন।

অনুরোধে অবসর প্রার্থনা করুন।" অনুশিষ্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত গাথায় অবসর প্রার্থনা করিলেন :—

১১। সাধুশীল এই সব তাপস, কৌণ্ডিণ্য, *
করেন প্রার্থনা সবে, দিন সদুত্তর
প্রশ্নের যে সব এঁরা জিজ্ঞাসিতে হেথা
উপনীত তব পার্শ্বে; ইহাই প্রকৃতি
মানুষের যাঁরা বৃদ্ধ জ্ঞানে ও বয়সে,
সূক্ষ্মপ্রশ্নোত্তরদান রূপ মহাভার
অর্পিতে তাঁদের স্কন্ধে চায় সব লোকে।

তখন মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় অবসর দান করিলেন :—

১২। দিনু অবসর আমি; করুন জিজ্ঞাসা
যাহা হয় অভিরুচি; জানা আছে মোর
ইহলোক, পরলোক তুল্যরূপে, তাই,
পারিব উত্তর দিতে প্রত্যেক প্রশ্নের।

মহাসত্ত্ব এইরূপে অবসর দান করিলে শক্র নিজে যে প্রশ্ন গঠন করিয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৩। অর্থদর্শী, মহাদাতা দেবরাজ করিলেন জিজ্ঞাসা তখন
প্রথম প্রশ্নটী তাঁর, শুনিতে উত্তর যার ব্যগ্র তাঁর মন :—

১৪। কাহাকে করিয়া বধ শোক কভু না উপজে মনে?
কি করিলে পরিহার ধন্য ধন্য বলে ঋষিগণে?
কাহার পরুষ বাক্য সতত ক্ষমার যোগ্য হয়?
এ তিন প্রশ্নের মোর সদুত্তর দিন, মহাশয়।

মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় এই প্রশ্ন তিনটীর উত্তর দিলেন :—

১৫। ক্রোধকে করিলে বধ শোক কভু না উপজে মনে;
কপটতা পরিহার প্রশংসাই বলে সর্ব্বজনে।
সবার(ই) পরুষ বাক্য ক্ষন্তব্য বলেন সাধুগণ;
ক্ষান্তি সর্ব্বোত্তমগুণ; হও সবে ক্ষান্তিপরায়ণ।

ইহার পরবর্ত্তী দুইটী গাথায় উত্তর প্রত্যুত্তর বুঝিতে হইবে :—

১৬। সমকক্ষ, কিংবা উচ্চকক্ষ যেই জন, অসহ্য তাহার নয় পরুষ বচন।
কিন্তু, হে কৌণ্ডিণ্য নীচে যদি উচ্চ ভাষে, কি প্রকারে লোকে তাহা উড়াইবে হেসে?

---

* শরভঙ্গের গোত্রনাম।

১৭। ভয় হেতু ক্ষমে লোকে উচ্চকক্ষ কটু যদি কয়,
সমকক্ষে করে ক্ষমা শুধু বিবাদের আশঙ্কায়,
নীচের পরুষ বাক্য সহিতে সমর্থ যেই জন,
তাঁহারই পরমা ক্ষান্তি গুণ তাঁর গান সাধুগণ।

মহাসত্ত্বের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া শক্র বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনি প্রথমে বলিলেন, সকলেরই পুরুষ বাক্য ক্ষমণীয়, ইহাই উত্তমা ক্ষান্তি, কিন্তু এখন বলিতেছেন, যে ইহলোকে নীচজনের পরুষ বাক্য ক্ষমা করে, তাহারই ক্ষান্তি সর্ব্বোত্তমা। ইহাতে যে পূর্ব্বাপর সুসঙ্গতি থাকিতেছে না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আমি শেষে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে পরুষভাষী হীন-লোক ইহা জানিয়াও যে ক্ষমা করা, তাহার দিকেই লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু লোকে কাহারও রূপ দেখিয়া তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ জানিতে পারে না। সেই জন্যই প্রথমে বলিয়াছি যে, সকলেরই কটুবাক্য সহ্য করা কর্ত্তব্য।"

কাহারও সঙ্গে মিশামিশি না করিলে, কেবল তাহার আকারদর্শনে সে উচ্চ কি নীচ ইহা যে জানা অসম্ভব, এই ভাব সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন :—

১৮। চর্য্যাপথ আপাততঃ, কিছু বলি ভাবি যেই জনে,
শ্রেষ্ঠ, বা সদৃশ সেই, কিংবা হীন জানিব কেমনে?
পক্ষান্তরে সাধুগণ বিচরেন কখন কখন
ধরিয়া বিরূপ রূপ কিন্তু তাঁরা নন হীনজন।
কি উচ্চ, কি নীচ তব, কিংবা কেহ সদৃশ তোমার—
ক্ষমিবে সন্তুষ্ট চিত্তে পরুষ বচন সবাকার।

ইহা শুনিয়া শক্রের আর সংশয় রহিল না। তিনি প্রার্থনা করিলেন, 'ভদন্ত, আপনি আমার অবগতির জন্য এই ক্ষান্তিগুণের প্রশংসা কীর্ত্তন করুন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন :—

১৯। রাজা যার নেতা, হেন সুবৃহৎ সৈনিকের দল
যুদ্ধ করি প্রাণপণ লভিতে না পারে যেই ফল,
যে ফল ক্ষান্তির বলে প্রাপ্ত হন সৎপুরুষগণ
করেন অক্লেশে তাঁরা ক্ষান্তিবলে অরাতি দমন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে যখন ক্ষান্তির গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন সেই নরপতিত্রয় ভাবিলেন, 'শক্র কেবল নিজের প্রশ্নই করিতেছেন, আমাদের প্রশ্নের অবকাশ দিতেছেন না।' শক্র তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিয়া, নিজের আরও যে চারিটী প্রশ্ন ছিল, সেগুলি জিজ্ঞাসা না করিয়া, রাজারা যে প্রশ্ন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাই জিজ্ঞাসিলেন :—

২০। অনুমোদনের যোগ্য পাইলাম উত্তর তিনটী প্রশ্নের তব ঠাঁই,
আর এক প্রশ্ন আছে, উত্তর যাহার আমি, মুনিবর, জিজ্ঞাসিতে চাই।
নাড়িকীরার্জ্জুন আর কলাবু, দণ্ডকী এই চারিজন পাপকর্ম্মা রাজা—
ঋষিগণে নির্য্যাতন করিয়া তাঁহারা এবে পেতেছেন কোথা কোন্ সাজা?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহাসত্ত্ব পাঁচটি গাথা বলিলেন :—

২১। নিষ্পেষিয়া দন্তকাষ্ঠ কৃশবৎস-শিরে
রাজ্যবাসিগণসহ সমূলে বিনাশ

পেয়েছে দণ্ডকী, এবে পচিতেছে সেই
কুক্কুল নরকে, যেথা অবিরত তার
হইতেছে দেহে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ।

২২। সুসংযত, বীতপাপ, ধর্ম্মপ্রদর্শক,
নির্দ্দোষ তাপসগণে বঞ্চনা করিয়া
নাড়িকীর পাইতেছে পরলোকে এবে
ভীষণ যন্ত্রণা, তথা মহাভীমকায়
কুক্কুরেরা দংশে তারে, ভয়ে, যন্ত্রণায়
থর থর কাঁপিতেছে পাপী অনুক্ষণ।

২৩। শক্তিশূল নামে আছে নরক ভীষণ।
অধঃশিরে ঊর্দ্ধপাদে পড়িয়াছে সেথা
অর্জ্জুন সহস্রবাহু, চিরব্রহ্মচারী
ক্ষান্তিমান্ আঙ্গিরস গৌতমে বধিয়া
বিষদিগ্ধ শল্যে, পাপী পায় শাস্তি এই।*

---

* টীকায় নাড়িকীর ও অর্জ্জুন-সম্বন্ধে এই দুইটী কিংবদন্তী আছে :—

কলিঙ্গরাজ্যে দন্তপুর নগরে নাড়িকীর-নামক এক অধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। একদা হিমালয় হইতে এক মহাতাপস পঞ্চশত তপস্বী সঙ্গে লইয়া আগমনপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মদেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজা অমাত্যদিগের মুখে এই সকল তপস্বীর প্রশংসা শুনিয়া উদ্যানে গিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। মহাতপস্বী রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, আপনি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করেন ত?' প্রজাদিগের ত পীড়ন করেন না?" এই প্রশ্নে ক্রুদ্ধ হইয়া নাড়িকীর ভাবিলেন, এই ভণ্ড তপস্বী, বোধ হয়, এতদিন নগরবাসীদিগের নিকট আমারই নিন্দা করিতেছে। ইহাকে শিক্ষা দিতে হইতেছে। ইহা স্থির করিয়া তিনি তপস্বীদিগকে পরদিন রাজভবনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। অনন্তর তিনি বড় বড় নাদা বিষ্ঠাপূর্ণ করাইয়া রাখিলেন, তপস্বীরা উপস্থিত হইলে তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রে উহা ঢালাইলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া মুষল, লৌহদণ্ড প্রভৃতির আঘাতে তাঁহাদের মস্তক চূর্ণ করাইলেন। এই পাপের ফলে তিনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া শুনখ নামক মহানরকে জন্ম প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার দেহ হইল তিন গব্যূতপ্রমাণ। হস্তিকুক্ষিপ্রমাণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুক্কুরগুলা সেখানে তাঁহাকে দংশন করিয়া মাংস খায়। মহাসত্ত্ব ভূতল দ্বিধা বিদীর্ণ করিয়া শ্রোতাদিগকে এই দৃশ্য দেখাইলেন।

অর্জ্জুন মহিংসক রাজ্যে (মাহিষ্মতী রাজ্যে?) কেক নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি মৃগয়ায় গিয়া মৃগ মারিতেন এবং অঙ্গারপক্ব মৃগমাংস খাইয়া বিচরণ করিতেন। মৃগেরা যে পথে যাতায়াত করিত, একদিন সেখানে একখানা কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি তন্মধ্যে অবহিতি করিতেছিলেন। ঐ সময়ে এক তপস্বী একটা কারবৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি যে শাখা হইতে ফল তুলিয়া উহা ছাড়িয়া দিতেছিলেন, তাহার কম্পন শব্দ শুনিয়া সেখানে যে সকল মৃগ যাইতেছিল তাহারা পলায়ন করিতেছিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা বিষদিগ্ধ শল্যে ঐ তপস্বীকে বিদ্ধ করিলেন। তপস্বী বৃক্ষ হইতে একটা খদির কাষ্ঠের গোঁজের উপর পতিত হইলেন। উহাতে তাঁহার মস্তক বিদ্ধ হইল, তিনি শূলাগ্রবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ দ্বিধা ভিন্ন ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া শক্তিশূল নামক নিরয়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারও দেহ হইল তিন গব্যূতপ্রমাণ। নরকপালেরা সেখানে তাঁহাকে প্রজ্বলিত অয়ঃপর্ব্বতের উপর রাখিয়া দিতেছে, সেখান হইতে প্রচণ্ড বায়ুর আঘাতে তিনি অধোদেশস্থ তপ্তলৌহময়ী ভূমির উপর পড়িতেছেন, তাহার পতনকালে সেই ভূভাগ হইতে তালপ্রমাণ উত্তপ্ত লৌহ শূল উত্থিত হইতেছে, উহাতে তাঁহার মস্তক বিদ্ধ হইতেছে" ইত্যাদি। মহাসত্ত্ব ভূতল দ্বিধা বিদীর্ণ করিয়া শ্রোতাদিগকে এই দৃশ্যও দেখাইলেন।

২৪। শান্তিবাদী প্রব্রাজকে, বিনা অপরাধে
বধিল কলাবু, দিল অশেষ যাতনা,
একটী একটী করি ছেদিল তাহার
অঙ্গগুলি সে দুরাত্মা। সেই পাপে এবে
পচিতেছে পাপী এক ভীষণ নরকে,
পাইতেছে ভয়ানক যন্ত্রণা সেথায়।

২৫। এতদ্ভিন্ন, ইহা হ'তে আরও ভয়ানক
নরকে রয়েছে কত, পাপীরা যেখানে
ভুঞ্জে পাপফল সদা, শুনি সে কাহিনী
ধর্ম্মানুমোদিত কৃত্য সম্পাদিয়া সুধী
শ্রমণ-ব্রাহ্মণে তুষে। অন্তিমে তাহার
এ পুণ্যের বলে ধ্রুব স্বর্গলাভ হয়।

এইরূপে মহাসত্ত্ব পাপিরাজচতুষ্টয়ের পুনর্জ্জন্মস্থান প্রদর্শন করিলে উপস্থিত রাজাদিগের সংশয় অপনোদিত হইল, অতঃপর শক্র তাঁহার অবশিষ্ট চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :—

২৬। সকল প্রশ্নের তুমি	অনুমোদন যোগ্য	দিলা সদুত্তর।
আরও কতিপয় প্রশ্ন	এবে আমি জিজ্ঞাসিতে	চাই, মুনিবর।
কিরূপ আচারে লোকে	একান্তই শীলবান্	বলি গণ্য হয়?
কাহাকে বলিব প্রাজ্ঞ?	সত্য সৎপুরুষ কেবা,	বল, মহাশয়।
কমলা অচলা হয়ে	কি গুণে লোকের সঙ্গ	অনুক্ষণ রয়?

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব চারিটী গাথা বলিলেন ;—

২৭। কায়ে আর বাক্যে যেই সংযত সতত,	মনেও যে জন পাপে নাহি হয় রত,
মিথ্যা যে না বলে কভু স্বার্থসিদ্ধি তরে,	সত্য শীলবান্ বলি জানি সেই নরে।

২৮। গম্ভীর প্রশ্নের সব সমাধান-তরে	আন্দোলন যে সকল মনে যেই করে,
পরের অহিত কার্য্য করে না কখন,	যথাকালে কৃত্য সব করে সম্পাদন,
পণ্ডিতে প্রকৃত প্রাজ্ঞ বলে হেন জনে	প্রাজ্ঞ কে, তা' জানা যায় এ সব লক্ষণে।

২৯। কৃতজ্ঞ, সুধীর, মিত্রহিতপরায়ণ,	বিপন্ন মিত্রের সঙ্গ না ছাড়ি কখন
সদা তার সহায়তা করে, হেন জনে	সৎপুরুষ বলি সব পণ্ডিতে বাখানে।

৩০। এই সর্ব্বগুণোপেত যেই নরবর,	শ্রদ্ধাশীল, প্রিয়ভাষী, লোকপ্রিয়ঙ্কর,
অন্য সহ ভাগ করি ভুঞ্জে নিজ ধন,	করে দান, মুখে সদা প্রিয় সম্ভাষণ,
কমলার বরপুত্র জানিও তাহারে	সংসর্গ তাহার লক্ষ্মী ছাড়িতে না পারে।

মহাসত্ত্ব শক্রের প্রশ্ন চারিটীর এইরূপ বিশদ উত্তর দিলেন যেন, তিনি গগনতলে চন্দ্র উত্থাপিত করিলেন।, অতঃপর আরও কয়েকটী প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে :—

৩১। "সকল প্রশ্নের তুমি	অনুমোদনের যোগ্য	দিলা সদুত্তর।
অপর একটী প্রশ্ন	এবে আমি জিজ্ঞাসিতে	চাই, মুনিবর।
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম্ম, প্রজ্ঞা—	এ চারি গুণের মধ্যে	শ্রেষ্ঠ কারে বলি,
এ প্রশ্নের সদুত্তর	পাইতে তোমার ঠাঁই	আমি কুতূহলী।"

৩২। তাবানাথ কবে যথা উজ্জ্বল আভায সব তারা অতিক্রম,
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম্ম,—সবে অতিক্রম কবে তথা প্রজ্ঞা গুণোত্তম।
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম্ম আদি অন্য সব গুণ কবে প্রজ্ঞানুগমন,
থাকে যদি প্রজ্ঞা, তবে অভাব এ সকলেব ঘটনা কথন।'

৩৩। "বলিলে উত্তম কথা অনুমোদনেব যোগ্য দিলা সদুত্তর
অপর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমি চাই মুনিবর।
কিরূপে, কি কার্য্য কবি কোন আচারেব বলে, সেবি কোন্ জনে
মানুষ লভিবে প্রজ্ঞা? প্রজ্ঞা প্রাপ্তি-পথ কোথা, বল এ জীবনে?

৩৪। "জ্ঞানবৃদ্ধ, সুপণ্ডিত, সূক্ষ্মবিনির্ণয়পটু আচার্য্যে সেবিবে,
উপদেশলাভ হেতু ভক্তি সহ পুনঃ পুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিবে।
বলিবেন তিনি যাহা, অবহিতচিত্তে তাহা কবিবে শ্রবণ
এ উপায় বিনা কেহ পাবেনা কবিতে লাভ প্রজ্ঞা মহাধন।

৩৫। অনিত্য বিষয় সুখ দুঃখাবহ, পীড়াকর, অশান্তি-নিদান;
জানিযা নিশ্চিত ইহা সর্ব্ববিধ কামদোষ ত্যজি প্রজ্ঞাবান্,
সর্ব্ববিধ অবস্থায়, দুঃখে কিংবা প্রলোভনে, কিংবা মহাভয়ে,
নির্ব্বিকারচিত্তে থাকি দেয় না ক বাসনায় থাকিতে হৃদয়ে।

৩৬। বীতবাগ, দ্বেষহীন, সর্ব্বভূতে প্রেমময়, ধন্য প্রজ্ঞাবান্;
অসীম মৈত্রীর ভাব হৃদয়ে পুষিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে যান।"

মহাসত্ত্বেব মুখে কামদোষেব এইরূপ বর্ণনা শুনিযা বৈপবীত্যবিদর্শনবশতঃ * সেই তিন জন বাজাব এবং তাঁহাদেব অনুগামী সৈন্যসামন্তদিগেব মন হইতে কামাসক্তি অন্তর্হিত হইল। ইহা বুঝিতে পাবিয়া মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায তাঁহাদেব প্রশংসা কবিলেন:—

৩৭। অহো কি মাহেন্দ্রক্ষণে আগমন হেথা†
হ'ল তোমাদের আজ। অর্থক নৃপতি,
ভীমরথ, মহাযশা কলিঙ্গ-ঈশ্বর,
লভিলা তোমরা সবে বড়ই সুফল
দুঃখের নিদান কামরাগ পরিহরি।

ইহা শুনিযা বাজাবা মহাসত্ত্বেব স্তুতি কবিয়া বলিলেন,

৩৮। পরচিত্তবেদী তুমি, নাহি কিছু তব অগোচব
প্রকৃতই বীতবাগ এবে মোরা সবে, মুনিবব।

* মূলে 'তদঙ্গপহানেন' এই পদ আছে পহান=প্রহাণ=পরিহার। তদঙ্গপ্রহাণ বলিলে বিদর্শনজাত বৈপবীত্য দ্বাবা মন হইতে মিথ্যাদৃষ্টিব অপনয়ন, যাহা পবিহার্য্য তাহাব বিপরীত কিছু দেখিয়া তাহাব পরিহাব বুঝায। যেমন দীপ দ্বাবা অন্ধকারের নিবাকরণ। এখানে অকামীর গুণ জানিয়া কামের পবিহার হইয়াছে।

† মূলে 'মহিদ্ধিয়া আগমনন্ অহোসি' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহাব অর্থ করিয়াছেন 'by power of magic came' কিন্ত এখানে টীকাকাবের "মহগ্ঘং মহাবিপফারং মহা জুতিকং" এই ভাব গ্রহণ কবাই যুক্তিসঙ্গত

অনুগ্রহপ্রকাশের অবকাশ কর হে সম্প্রতি ; *
তোমার মতন যেন আমরাও লভি সদ্গতি।

মহাসত্ত্ব রাজাদিগের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশের ইচ্ছা করিয়া বলিলেন,

৩৯। করিলাম অনুগ্রহ সর্ব্বান্তঃকরণে, নৃপগণ,
কেন না তোমরা সবে বীতকাম হয়েছ এখন।
মনে, দেহে, সর্ব্ব অঙ্গে পাও সবে সুবিপুলা প্রীতি ;
যে গতি হয়েছে মোর, তোমরাও লভ সেই গতি।

ইহা শুনিয়া রাজারা আপনাদের সম্মতি জানাইয়া বলিলেন,

৪০। তুমি, প্রভো, মহাপ্রাজ্ঞ, উপদেশ দিবে যা' যখন,
সতত যতনে মোরা সমুদায় করিব পালন ;
সর্ব্বাঙ্গ করিবে নৃত্য পূর্ণ হয়ে আনন্দে অপার ; †
হইবে তোমার মত সদ্গতি আমা সবাকার।

অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজাদিগের সৈন্য সামন্তদিগকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইলেন এবং ঋষিদিগকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন,

৪১। সমবেত হয়ে হেথা তোমরা সকলে
দেখালে সম্মান মৃত কৃশবৎস প্রতি ;
এবে, সাধুগণ, সবে নিজ নিজ স্থানে
যাও ফিরি ; হও রত ধ্যান-অনুষ্ঠানে
সদা সমাহিতচিত্তে ; ধ্যানজাত সুখ
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পরিব্রাজকের।

ঋষিরা মহাসত্ত্বের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। শক্রও আসন হইতে উত্থিত হইয়া মহাসত্ত্বের স্তুতিগান করিলেন এবং লোকে যেমন কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যকে নমস্কার করে, সেইরূপে মহাসত্ত্বকে নমস্কার করিয়া অনুচরগণসহ প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৪২। সুপণ্ডিত ঋষি প্রোক্ত পরমার্থযুক্ত এই গাথাগুলি করিয়া শ্রবণ
দিয়া তাঁরে ধন্যবাদ পুলকিত চিত্তে গেলা স্বরগে যশস্বী দেবগণ।

৪৩। অর্থবতী, সুভাষিতা যে শুনে এ সব গাথা ভক্তিসহ অবহিত-চিত্তে,
নিম্নতম হতে সেই চতুর্থ ধ্যানের সুখ ক্রমে ক্রমে পারিবে লভিতে।
পারম্পর্য্য-অনুসারে অর্হত্ব-মার্গেতে তার পরিণামে হইবেক গতি ;
লভে যে অর্হত্ব ফল ; দেখিতে তাহারে আর শমনের না থাকে শকতি।

---

* অর্থাৎ "আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিন।"

† ধ্যানজা প্রীতি।

[এইরূপে অর্হত্ত্বলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া শাস্তা ধর্ম্মদেশনের চূড়ান্ত করিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও মৌদ্গল্যায়নের শবদাহকালে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল।"

সমবধান— সারিপুত্র শালীশ্বর ছিলেন তখন,
কাশ্যপ সুগতি মেণ্ডেশ্বর তপোধন,
অনিরুদ্ধ পর্ব্বত, আনন্দ অনুশিষ্য,
কাত্যায়ন খ্যাত ছিল দেবল নামেতে; *
কোলিত সে কৃশবৎস, উদায়ী নারদ,
আমি ছিনু বোধিসত্ত্ব শরভঙ্গ-রূপে।
ইহাই সমবধান এই জাতকের।]

৫২৩—অলম্বুষা-জাতক।

[কোন ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু ইন্দ্রিয়-জাতকে (৪২৩) সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, ইহা সত্য কি?" ভিক্ষু বলিয়াছিলেন, "হাঁ, ভদন্ত; ইহা সত্য।" "কে তোমাকে উৎকণ্ঠিত করিল?" "আমার গার্হস্থ্য জীবনের পত্নী।" "দেখ, ভিক্ষু, এই রমণী তোমার অনর্থকারিণী; ইহারই জন্য তুমি ধ্যানভ্রংসবশতঃ তিন বৎসর মূঢ় ও বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িয়া ছিলে; ততঃপর সংজ্ঞা লাভ করিয়া অতি দুঃখে পরিদেবন করিয়া বেড়াইয়াছিলে।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিয়া বন্যফলমূলাহারে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার প্রস্রাবস্থানে একটা মৃগী গিয়া বীর্য্যমিশ্রিত তৃণ ভক্ষণ ও জল পান করিত; ইহাতেই সে বোধিসত্ত্বের প্রতি অনুরক্তা হইয়া গর্ভধারণ করিল এবং তখন হইতে সেখানে গিয়া আশ্রমের নিকটে চরিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

কালক্রমে ঐ মৃগী একটী মানবসন্তান প্রসব করিল। মহাসত্ত্ব পুত্রস্নেহপরায়ণ হইয়া শিশুটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। শিশুটীর নাম হইল ঋষ্যশৃঙ্গ।† তাহার যখন বুদ্ধির উদ্রেক হইল, তখন মহাসত্ত্ব তাহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন; এবং নিজে অতিবৃদ্ধ হইলে একদিন তাহাকে লইয়া নারীবনে গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, এই হিমালয়ে ঈদৃশ পুষ্পের

* অনিরুদ্ধ ও কাত্যায়ন বুদ্ধের দুইজন বিখ্যাত শিষ্য। মৌদ্গল্যায়নের অপর নাম কোলিত (প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

† পালি—ইসিসিঙ্গ।

ন্যায় বহু রমণী বিচরণ করে; তাহারা যে সকল পুরুষকে আত্মবশগত করিতে পারে, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" পুত্রকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব ব্রহ্মলোকারোহণ করিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ ধ্যানসুখে মগ্ন হইয়া হিমালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কঠোরতপা হইলেন এবং সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেন। তাঁহার শীলতেজে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র ইহার কারণ চিন্তা করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'এই ঋষি হয় ত আমাকে শক্রত্ব হইতে বিচ্যুত করিবে।* একটী অপ্সরা পাঠাইয়া ইহার শীলভ্রংস ঘটাইতে হইবে।' তিনি সমস্ত দেবলোক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, স্বীয় সার্দ্ধদ্বিকোটি অপ্সরার মধ্যে এক অলম্বুষা ব্যতীত আর কেহই ঋষ্যশৃঙ্গের শীল ভঙ্গ করিতে পারিবে না। কাজেই তিনি অলম্বুষাকে আহ্বান করিয়া তাহাকে ঋষ্যশৃঙ্গের শীলভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :—

১। বৃত্রের নিধনকর্ত্তা দেবগণ-পিতা, †
মহেন্দ্র বলিলা তবে দেবসভামাঝে
অলম্বুষা অপ্সরাকে, বুঝিয়া তাহার
প্রচ্ছন্না মোহিনী শক্তি করিতে বিনাশ
তপস্বীর ধ্যান-বল মোহন বিলাসে ;—

২। "ইন্দ্র সহ 'ত্রয়স্ত্রিংশ' দেবগণ ‡ আজ
যাচেন পরিচারিকে §, ভদ্রে অলম্বুষে,
যাও তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির নিকট।
তুমিই সমর্থ একা প্রলোভিতে তাঁরে।

শক্র আজ্ঞা দিলেন, "তুমি ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে গিয়া তাঁহাকে নিজের বশে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার শীলভঙ্গ কর।

৩। ব্রতশীল, ব্রহ্মচারী সেই তপোধন, গুণবৃদ্ধ, নির্ব্বাণাভিরত অনুক্ষণ;
করেছেন অতিক্রম আমায় সে ঋষি নানা গুণে; তাঁর পাশে থাক দিবানিশি।

---

* ঋষ্যশৃঙ্গ নির্ব্বাণাভিরত, অতএব তাঁহার তপস্যায় শক্রের ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না।

† দেবতাদিগকে পালন করেন বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাদের পিতা।

‡ ত্রয়স্ত্রিংশ-দেবগণ বলিলে তেত্রিশ জন প্রধান দেবতার অনুচরবর্গকে বুঝায়। শক্র এই সকল প্রধান দেবতার রাজা।

§ মূলে ইন্দ্র অলম্বুষাকে 'মিস্সে' (মিশ্রে) এই বিশেষণে সম্বোধন করিয়াছেন। টীকাকার বলেন, ইহা অলম্বুষার একটী নাম; অধিকন্তু রমণী মাত্রেই মিশ্রা, যেহেতু তাহারাই পুরুষদিগকে কামমিশ্রিত করে। কিন্তু বোধ হয় ইহা কষ্টকল্পনা। Childers বলেন, মিশ্রক শব্দ সময়ে সময়ে 'পরিচারক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে এখানে মিস্সে=পরিচারিকে।

এই আদেশ শুনিয়া অলম্বুষা দুইটী গাথা বলিল :—

৪। একি আজ্ঞা দেবরাজ দিলেন আমায় ? অপ্সরা অনেক আছে এ দেবসভায়।
দেখিতে কেবল বুঝি আমাকেই পান ? বলেন, ভাঙ্গগে, ভাই, তাপসের ধ্যান !

৫। চিরানন্দময় এই নন্দন কানন ; রয়েছে অপ্সরা হেথা শত শত জন,
রূপে গুণে আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ যারা সবে, এ কাজের ভার কেন তাহারা না লবে ?
তাহাদেরি কেহ সেথা করিয়া গমন প্রলুব্ধ করুক সেই তাপসের মন।

ইহার উত্তরে শক্র তিনটী গাথা বলিলেন :—

৬। সত্য বটে চিরানন্দ নন্দন কাননে অপ্সরা অনেক আছে, ওগো বরাননে,
দেহের সৌন্দর্য্যে যারা তোমারি মতন ; তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আরো আছে কত জন ;

৭। কিন্তু পরিচর্য্যা দ্বারা তুমি অনুক্ষণ কিরূপে ভুলাতে হয় পুরুষের মন,
এ বিদ্যা তুমিই জান, সর্ব্বাঙ্গ-শোভনে ; অপরে সমর্থ নয় এ কার্য্য-সাধনে।

৮। তুমি, শুভে, রমণীকুলের শিরোমণি ; তোমার করিতে হবে প্রস্থান এখনি।
রূপের ছটায় মন হরি, বরাননে, কর আত্মবশ তুমি সেই তপোধনে।

ইহা শুনিয়া অলম্বুষা দুইটী গাথা বলিল :—

৯। দেবেন্দ্র দিলেন আজ্ঞা যাইতে আমায় ; 'যাব না' এ কথা তাই নাহি বলা যায়।
মুনির সকাশে কিন্তু যেতে পাই ভয় ; উগ্রতেজা সে তপস্বী ; না জানি কি হয়।

১০। ঋষিদের ধ্যানবিঘ্ন করি উৎপাদন করেছে অনেক মূঢ় নিরয়ে গমন।
পায় তারা মহাদুঃখ জন্মি বার বার ; ভাবি তাই শিহরিছে সর্ব্বাঙ্গ আমার।

অতঃপর তিনটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

১১। বলি ইহা ঋষ্যশৃঙ্গে প্রলুব্ধ করিতে
দেবদাসী অলম্বুষা চলিলা সত্বর,
নানা আভরণে সাজাইয়া দিব্য দেহ ;

১২। প্রবেশিলা দিব্যাঙ্গনা সে নিবিড় বনে—
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি যথা তপস্যানিরত।
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যোজনার্দ্ধ বিস্তৃত সে বন,
চারি দিকে শোভে গন্ধ বিম্ব লতাজালে।

১৩। প্রভাতে অরুণোদয়ে, প্রাতরাশিকাল
হয়নি যখন, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর
অগ্নিশালাসম্মার্জ্জনে ছিলেন নিরত ;
অলম্বুষা দিলা দেখা এমন সময়।

অতঃপর তাপস নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে অলম্বুষার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন :—

১৪। কে তুমি তড়িৎকান্তি দাঁড়ায়ে ওখানে,
পূর্ব্বাকাশে শুকতারা প্রভাতে যেমন ?

হস্তে শোভে আভরণ বিচিত্রবরণ,
কর্ণে দুলে মণিময় কুণ্ডলযুগল।

১৫। বর্ণ তব প্রভাকরসম সমুজ্জ্বল ;
হরিচন্দনের গন্ধ নিঃসরে শরীরে ;
কি সুন্দর সুবর্ত্তুল উরুদ্বয় তব !
অহো কি মোহিনী শক্তি, সুন্দরি, তোমার !

১৬। কিবা কমনীয় কান্তি! কি পবিত্র রূপ!
ক্ষীণ কটি, সুগঠিত * চরণ যুগল।
মরালের মত তব মনোহর গতি
করিয়াছে বরাননে, মুগ্ধ মোর মন।

১৭। করিকরোপম তব ক্রমসূক্ষ্ম উরু,
বিশাল নিতম্বদেশ তোমার, সুশ্রোণি,
সুবর্ণফলকসম † কিবা শোভাময়!

১৮। উৎপল কিঞ্জল্কবৎ রোমরাজি উঠি
করেছে নাভির তব শোভা বিবর্দ্ধন ‡,
দূর হ'তে মনে হয়, গর্ত্ত তার যেন
কৃষ্ণাঞ্জনে সুচিত্রিত করিয়াছে কেহ।

১৯। বক্ষে তব পীনোন্নত পয়োধরদ্বয়
বৃন্তহীন দ্বিধা ভিন্ন অলাবুর মত।

২০। কম্বুনিভ, সুবর্ত্তুল দীর্ঘ গ্রীবা তব—
হেরি এণি মৃগী মানে নিজ পরাজয়,
অধরোষ্ঠ সুলোহিত, প্রবাল যেমন
বর্ণের প্রকর্ষে ঠিক জিহ্বার মতন। §

২১। দোষহীন হনুমাংসোদ্ভূত, সুবদনে,
উর্দ্ধগ, অধোগ তব দন্তরাজিদ্বয়
দন্তকাষ্ঠ সুমার্জ্জিত হইয়া, আ মরি,
কিবা শোভা মনোলোভা করেছে ধারণ।

---

* মূলে 'সুপ্পতিট্ঠিতা' এই বিশেষণ আছে। দাঁড়াইলে পায়ের সমস্ত তলদেশ যদি ভূমি স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেইরূপ পা'কে সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে। ইহা স্ত্রী লোকের একটী সুলক্ষণ।

† মূলে 'অক্খসসফলকং যথা' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে পাশা খেলিবার ফলক' (dice board) এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এদিকে টীকাকার বলেন "অক্খসসা তি সুবণ্ণফলকং বিয় বিসালা"। 'অক্খ' শব্দের সুবর্ণ অর্থে প্রয়োগ কোথাও আছে কি না জানি না, তথাপি আমি টীকাকারের অনুসরণ করিলাম।

‡ তু•—তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং ররাজ তন্বী নবলোমরাজিঃ নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য তন্মেখলা-মধ্যমণেরিবার্চিঃ —কুমারসম্ভব।

§ অর্থাৎ তোমার অধরোষ্ঠ তোমার জিহ্বারই মত লোহিতবর্ণ। মূলে জিহ্বাকে 'চতুথমন' বলা হইয়াছে, কেননা জিহ্বা চতুর্থ মনোবস্তুভূতা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পর্য্যায়ে চতুর্থ স্থানীয়া।

২২। গুঞ্জাফলনিভ তব আয়ত নয়ন—
অপাঙ্গে লোহিতবর্ণ, মধ্যে কৃষ্ণোজ্জ্বল।

২৩। সুবর্ণ চিরুণি দিয়া গন্ধ তৈল সহ
সুবিন্যস্ত, নাতিদীর্ঘ, চন্দনগন্ধিকা
কেশরাশি শোভা পায় শিরঃপরি তব। *

২৪। কর্ষক বা গোপালক, অথবা বণিক,
কিংবা তপঃপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ঋষি—
আছে যত ভূমণ্ডলে, ওগো বরাননে,

২৫। কেহই এ ধরাধামে তুল্য তব নয়।
কে তুমি? কাহার পুত্র? † দাও পরিচয়।

ঋষি এইরূপে অলম্বুষার চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত ‡ রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন,—অলম্বুষা নীরব রহিল। তাঁহার যথাসঙ্গত দীর্ঘ বর্ণনা সমাপ্ত হইলে অলম্বুষা বুঝিতে পারিল, তিনি তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। সে বলিল,

২৬। সুখে থাক, হে কাশ্যপ, § এই যদি তব
চিত্তের হয়েছে গতি, এ নয় সময়
প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসিতে মোর পরিচয়।
এস মোরা রতিসুখ ভুঞ্জি এ আশ্রমে;
এস প্রিয়, আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে মোরা
নানাবিধ রতিসুখ করি আস্বাদন।

ইহা বলিয়া অলম্বুষা ভাবিল, 'আমি এখানে অবস্থিতি করিলে এ মুনি আমার হস্তপার্শ্বে আসিবেন না; কাজেই আমি যেন প্রস্থান করিতেছি এই ভাব দেখাই।' সে স্ত্রীজনসুলভ মায়ার নিপুণা ছিল; সে তপস্বীর হৃদয় কম্পিত করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই দিকে মুখ ফিরাইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৭। বলি ইহা, ঋষ্যশৃঙ্গে প্রলুব্ধ করিতে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সেই দেবদাসী তবে
দ্রুতবেগে সেথা হ'তে লাগিল চলিতে।

---

* মূলে 'কনকগ্গা সমুচিতা' এই পদ আছে। টীকাকার বলেন, "কনকগ্গা বুচ্চতি সুবণ্ণ কণিকা, তায় গন্ধতেলং আদায় পহরিতা সুরচিতা।"

† টীকাকার বলেন, ঋষি অপ্সরার স্ত্রীভাব না জানিতে পারিয়া তাহাকে পুরুষজ্ঞানে সম্বোধন করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী গাথাসমূহে বিশেষণগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব সঙ্গতির হানি হইয়াছে।

‡ কাব্যে দেবীদিগের রূপ পদ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত এবং নারীদিগের রূপ মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পদ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিবার রীতি আছে। উল্লিখিত বর্ণনায় কিন্তু সর্ব্বত্র সে রীতি রক্ষিত হয় নাই।

§ ইহা ঋষ্যশৃঙ্গের গোত্রনাম।

অলম্বুষাকে যাইতে দেখিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ নিজের জাড্য ও মন্দগতি পরিহারপূর্ব্বক অতিবেগে তাহার অনুসরণ করিলেন এবং হস্তদ্বারা তাহার কেশ ধরিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৮। অমনি জড়তা করি পরিহার,
ছুটিলা তাপস পিছু পিছু তার;
নিমেষে তাহার রুধিলা গমন;
ধরি বেণী তার করে আকর্ষণ।

২৯। ফিরি তাঁর পানে কল্যাণী তখন
ঋষ্যশৃঙ্গে করে গাঢ় আলিঙ্গন।
অমনি তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য নাশ
হইল; পূরিল বাসবের আশ।
প্রভুর উদ্দেশ্য করিয়া সাধন
পরিতুষ্ট হ'ল অপ্সরার মন।

৩০। তার পর সেই গেল মনে মনে, *
ইন্দ্রের নিকটে, নন্দন কাননে।
দেবেন্দ্র তাহার সঙ্কল্প বুঝিলা;
সজ্জিত পল্যঙ্ক ত্বরা পাঠাইলা।

৩১। শয্যার যে ঘটা বলিব কি আর;
পঞ্চাশটা ছিল আস্তরণ তার;
ছাগলোমজাত কম্বল সহস্র
উপরি উপরি আছিল বিন্যস্ত।
ঋষ্যশৃঙ্গে করি বক্ষেতে ধারণ
করিলা সুন্দরী তাহাতে শয়ন।

৩২। এ সুখ শয়নে তিনটী বৎসর
মুহূর্ত্তের মত করিয়া অতীত
প্রবুদ্ধ হইলা ঋষি অতঃপর,
সংজ্ঞা মনে তাঁর হ'ল সঞ্চারিত। †

৩৩। দেখিলেন আছে পূর্ব্বের মতন
আশ্রম বেষ্টিয়া শ্যামতরুগণ;
দেখিলেন সেই অগ্নিশালা তাঁর,
শুনিলেন পুনঃ কোকিল-ঝঙ্কার
নবপল্লবিত পুষ্পিত কাননে
পূর্ব্ববৎ সুধা বরষিছে কাণে।

---

* অলম্বুষা ঋষির আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ থাকিয়াও মনে মনে দেবমায়ায় ইন্দ্রের নিকটে গেল।

† বুঝিতে হইবে যে, এই সময়ে দেবমায়াবলে অলম্বুষা ও খট্বা অন্তর্হিত হইল।

৩৪। চারিদিকে ঋষি করি নিরীক্ষণ
আরম্ভিলা অশ্রু করিতে বর্ষণ ;
করিলা বিলাপ, "এত কাল, হায়,
না ছিলাম আমি রত তপস্যায় !
আহুতি না দিনু, মন্ত্র না জপিনু,
অগ্নিহোত্র-ব্রত বর্জ্জন করিনু।

৩৫। একাকী এ বনে করি আমি বাস .
কে আসি করিল হেন সর্ব্বনাশ ?
প্রলোভনে কার হইয়া পতিত
তপোবল সব হ'ল অন্তর্হিত ?
নানা রত্নপূর্ণ তরণী যেমন
অর্ণবকুক্ষিতে হয় নিমগন,
কাহার কুহকে তেমনি আমার
ব্রহ্মচর্য্য, হায়, হ'ল ছারখার ?

ঋষির পরিদেবন শুনিয়া অলম্বুষা ভাবিল, 'আমি যদি প্রকৃত বৃত্তান্ত না বলি, তাহা হইলে ইনি আমাকে শাপ দিবেন। ভাগ্যে যাহাই থাকুক, আমি ইহাঁকে সব কথা খুলিয়া বলি।' অনন্তর সে দৃশ্যমানদেহে আবির্ভূত হইয়া বলিল,

৩৬। তব পরিচর্য্যা তরে দেবরাজ পাঠালে আমায় ;
দুর্দ্দশা তোমার এই ঘটিয়াছে আমারই চিন্তায়।
প্রমাদবশতঃ কিন্তু ইহা তুমি পারনা বুঝিতে।
অপ্রমত্ত হ'লে কি হে রমণীর কুহকে পড়িতে ?

অলম্বুষার কথায় ঋষ্যশৃঙ্গের পিতার সেই উপদেশ মনে পড়িল। "হায়, পিতার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি বলিয়াই আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে," ইহা বলিয়া তিনি চারিটী গাথায় বিলাপ করিলেন :—

৩৭। জনক কাশ্যপ দিলা উপদেশ,— "নারীগণ ফুল্ল কমলের মত ;
হরে মন, লয় বিপদে টানিয়া ; জ্ঞানে যেন ইহা পুরুষে সতত।

৩৮। বক্ষে রমণীর আছে গণ্ডদ্বয়, * থাকে যেন ইহা মনেতে তোমার ;"
দয়া করি পিতা এই উপদেশ দিয়াছিলা, হায়, মোরে বার বার।

৩৯। বৃদ্ধ জনকের হিত উপদেশ মোহবশে আমি করিনু লঙ্ঘন ;
সে পাপের ফলে এ বিজন বনে বিলাপ করিয়া বেড়াই এখন।

৪০। সেই উপদেশ পালিব এখন ; ধিক্ এ জীবনে ; যদি পুনর্ব্বার
তপোবল আমি না পারি লভিতে, ঘটিবে নিশ্চয় মরণ আমার।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ঋষি কামানুরাগ পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিয়াছেন ইহা বুঝিয়া অলম্বুষা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

---

* গণ্ড=বৃহৎ স্ফোটক বা tumour

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন ;—

৪১। পূর্ব্ববৎ তেজ, বীর্য্য, ধৃতি মুনিবর
করিলেন লাভ, ইহা জানি অলম্বুষা
পাদমূলে পড়ি বলে মাথা লুটাইয়া :—

৪২। "হইও না, মহাবীর, ক্রুদ্ধ মোর প্রতি ; সংবর মহর্ষে, ক্রোধ, করি এ মিনতি।
ত্রিদশগণের হিত করিতে সাধন করিয়াছে দাসী মহাকার্য্য সম্পাদন।
দেবতারা কাঁপিতেন ভয়েতে তোমার ; এখন তাঁদের মনে শঙ্কা নাই আর।

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন, "ভদ্রে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যেখানে অভিরুচি, প্রস্থান কর।

৪৩। তুমি, ভদ্রে, দেবগণ ত্রিদশ মণ্ডলে— স-বাসব সুখে থাক তোমরা সকলে।
যেথা ইচ্ছা সেথা তুমি কর গো গমন ; করিয়াছি আমি, শুভে, ক্রোধ সংবরণ।"

অলম্বুষা ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া সুবর্ণপল্যঙ্কে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে চলিয়া গেল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা তিনটী গাথা বলিলেন ;—

৪৪। প্রণমি চরণে, আর করি প্রদক্ষিণ"
ঋষিবরে অলম্বুষা কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রস্থান করিল সেই তপোবন হ'তে।

৪৫। পঞ্চাশৎ আস্তরণে, সহস্র কম্বলে
শোভিত পল্যঙ্ক যাহা শক্র দিয়াছিলা,
তাহাতে আরোহি প্রলোভিকা দেবপুরে
গেলা, গিয়া দরশন দিলা দেবগণে।

৪৬। উল্কার সদৃশী বেগে ও ছটায়
বিদ্যুতের মত দেহের প্রভায়
আসিতে তাহাকে দেখিয়া তখন
হইলা দেবেশ অতিহৃষ্টমন। *
কার্য্যসিদ্ধি হেতু প্রসন্নঅন্তর,
ইচ্ছামত তারে দিলা ইন্দ্র বর।

শক্রের নিকট বর গ্রহণ করিবার কালে অলম্বুষা অবশিষ্ট গাথাটী বলিল :—

৪৭। দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর, এই বর মাগি আমি যুড়ি দুই কর—
"যাও, গিয়া লুব্ধ কর অমুক ঋষিবে," এ আজ্ঞা কখন আর দিওনা দাসীরে।

[এইরূপে শাস্তা সেই ভিক্ষুকে উপদেশ দিলেন এবং সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ব্যক্তির গার্হস্থ্য জীবনের পত্নী ছিল অলম্বুষা ; এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ ; আমি ছিলাম ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা সেই মহর্ষি।]

* মূলে একার্থবাচক 'পতীতো,' 'সুমনো' ও 'বিত্তো' এই তিনটী বিশেষণ আছে।

৫২৪—শঙ্খপাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে পোষধকর্ম্ম-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কতিপয় উপাসক পোষধ পালন করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্তা তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "পুরাণ পণ্ডিতেরা মহতী নাগসম্পত্তি পরিহার করিয়াও পোষধ পালন করিয়াছিলেন।" অনন্তর উপাসকদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে রাজগৃহ নগরে মগধরাজ রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব এই রাজার অগ্র-মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল দুর্য্যোধন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং তাহার পর রাজগৃহে ফিরিয়া পিতার সঙ্গে দেখা করিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন তিন বার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিতে যাইতেন; ইহাতে বৃদ্ধের বহু সম্মান ও উপহার লাভ হইত। কিন্তু এই পরিবাধবশতঃ তিনি কৃৎস্নপরিকর্ম্মের অবসর পাইতেন না। তিনি ভাবিলেন, 'আমি বহু সম্মান ও উপহার পাইতেছি; এখানে থাকিলে আমি এই লাভ-বাসনা দমন করিতে পারিব না; অতএব পুত্রকে না জানাইয়াই আমি অন্যত্র গমন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং মগধরাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক মহিংসক রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে শঙ্খপাল হ্রদ হইতে কৃষ্ণবর্ণা (কৃষ্ণা ?) নদী নির্গত হইয়াছে, তাহারই অবিদূরে ঐ নদীর নিবর্ত্তনস্থানে চন্দ্রকপর্ব্বতের সন্নিকটে তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিলেন এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্ম দ্বারা ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া উঞ্ছচর্য্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শঙ্খপাল-নামক নাগরাজ সময়ে সময়ে বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণবর্ণা নদী হইতে উত্থিত হইতেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধর্ম্মদেশন শুনিতেন।

এদিকে বৃদ্ধ রাজার পুত্র তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন; তাঁহার বাসস্থান কোথায় তাহা না জানায় তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যখন শুনিলেন, তিনি অমুক স্থানে আছেন, তখন বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া সেখানে যাত্রা করিলেন। তিনি আশ্রমের এক প্রান্তে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক কতিপয় অমাত্যসহ আশ্রমপদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে শঙ্খপাল বহু অনুচরসহ ঋষির নিকটে বসিয়া ধর্ম্ম কথা শুনিতেছিলেন। রাজাকে আসিতে দেখিয়া তিনি ঋষিকে প্রণাম করিয়া আসন হইতে উত্থান করিলেন এবং নাগলোকে চলিয়া গেলেন। রাজা পিতাকে প্রণাম ও ভক্তিপূর্ণ সম্ভাষণ করিয়া উপবেশনানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনার নিকট কোন্ রাজা আসিয়াছিলেন ?" ঋষি বলিলেন, "বৎস, ইঁহার নাম শঙ্খপাল; ইনি নাগলোকের রাজা।"

শঙ্খপালের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রাজার মনে নাগভবন-প্রাপ্তির লোভ জন্মিল। তিনি কয়েকদিন আশ্রমে রহিলেন এবং পিতার ভিক্ষাপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তিনি চতুর্দ্দ্বারে দানশালা নির্ম্মাণ করিয়া এমন মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তাহাতে সমস্ত জম্বুদ্বীপ সংক্ষুব্ধ হইল। অনন্তর দান করিয়া, শীল রক্ষা করিয়া, পোষধ পালন করিয়া নাগলোক কামনা করিতে করিতে তিনি আয়ুঃক্ষয়ের পর নাগলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার নাম হইল শঙ্খপাল নাগরাজ। তিনি কালসহকারে এই ঐশ্বর্য্যেও বীতরাগ হইলেন এবং মনুষ্যলোককামী হইয়া তখন হইতে পোষধব্রত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নাগলোকে থাকিলে পোষধব্রত সম্পাদন করা যায় না; শীলভ্রংশও ঘটিয়া থাকে; এই জন্য তিনি অতঃপর নাগলোক হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণার অবিদূরে একটা রাজপথ ও একটা একপদিক পথের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী বল্মীকের চতুর্দ্দিকে নিজের দেহ কুণ্ডলিত করিয়া পোষধপালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই শীল গ্রহণ করিলেন:—"যাহারা আমার চর্ম্ম চায়, তাহারা চর্ম্ম গ্রহণ করুক, যাহারা চর্ম্ম ও মাংস চায়, তাহারা চর্ম্ম ও মাংস লউক।" এইরূপে আপনাকে দানমুখে বিসর্জ্জন করিয়া তিনি প্রতি চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশীতে সেই বল্মীকের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতেন এবং প্রতিপদে নাগভবনে ফিরিয়া যাইতেন।

একদিন শঙ্খপাল উক্তরূপে শীলগ্রহণ করিয়া বল্মীকোপরি পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে প্রত্যন্ত গ্রামবাসী ষোলজন লোক সেখানে উপস্থিত হইল। তাহারা মাংসসংগ্রহার্থ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু কোন মাংস না পাইয়া ফিরিবার কালে বল্মীকনিষণ্ণ নাগরাজকে দেখিয়া বলিল, "আমরা আজ একটা গোধার শাবকও পাই নাই; এস, এই নাগরাজকে বধ করিয়া খাওয়া যাউক।" কিন্তু তাহারা ভাবিল, 'এই সর্পটা অতি বৃহৎ; আমরা ধরিলেও এ পলাইয়া যাইতে পারে; এ যে ভাবে শুইয়া আছে, সেই অবস্থাতেই ইহার কুণ্ডলগুলি শূলবিদ্ধ করা যাউক। ইহাতে এ দুর্ব্বল হইবে; তখন ইহাকে ধরা যাইবে।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা শূল হাতে লইয়া তাঁহার নিকটে গেল। বোধিসত্ত্বের দেহ দ্রোণাকারে গঠিত একখানি নৌকার মত বৃহৎ। উহা ভূতলে সুমনঃপুষ্পমাল্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ছিল গুঞ্জাফলনিভ, মস্তকটী ছিল জয়সুমনা * পুষ্পের সদৃশ। তিনি সেই ষোলজন লোকের পাদশব্দ শুনিয়া কুণ্ডল হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং রক্তবর্ণ নয়নযুগল উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহারা শূল হস্তে অগ্রসর হইতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; আমি আপনাকে দানমুখে সমর্পণপূর্ব্বক দৃঢ়তা-সহকারে এখানে পড়িয়া থাকিব; ইহারা যখন আমার শরীরে শক্তি প্রহার করিবে এবং আমার শরীর ছিদ্রবিচ্ছিদ্রযুক্ত করিবে, তখনও আমি ক্রোধবশে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ইহাদের দিকে অবলোকন করিব না।' নিজের শীলভঙ্গের ভয়ে এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া তিনি মস্তকটী পুনর্ব্বার কুণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন এবং পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিলেন। এদিকে লোকগুলা গিয়া তাঁহাকে লাঙ্গুল

* Pentapetes Phoenicea.—রক্তক, দুপহরিয়া।

ধরিয়া ভূতলে ফেলিল, তীক্ষ্ণ শূলে অষ্ট স্থানে তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিল, সকণ্টক কৃষ্ণবেত্র-যষ্টি ঐ সকল ক্ষতস্থানের মধ্যে ঠেলিয়া দিল, আটগাছি দড়ি দিয়া দেহের আট যায়গায় বান্ধিল এবং তাঁহাকে কান্ধে লইয়া চলিল। শূলবিদ্ধ হইবার পর হইতে মহাসত্ত্ব একবারও চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন না। আট গাছি দড়ি দিয়া বান্ধিয়া যখন তাহারা তাঁহাকে লইয়া চলিল, তখন তাঁহার মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়া মাটিতে ঠেকিল। লোকগুলা দেখিল, তাঁহার মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহারা তাঁহাকে রাজপথে ফেলিয়া একটা সূক্ষ্ম শূল দিয়া তাহার নাসাপুট বিন্ধিল এবং তাহার মধ্যে দড়ি পরাইয়া মাথাটা তুলিল, দড়ি দিয়া এক প্রান্ত বান্ধিল এবং মাথাটা আরও উপরে তুলিয়া পথ চলিতে লাগিল।

এই সময়ে বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরবাসী আলার নামক এক আঢ্য ব্যক্তি পঞ্চ শত শকট লইয়া নিজে একখানি উৎকৃষ্ট যানে আরোহণপূর্ব্বক যাইতেছিলেন। দুষ্টেরা * বোধিসত্ত্বকে ঐ ভাবে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি সেই ষোলজন লোককে ষোলটা ভারবাহক গো, এক এক অঞ্জলি সুবর্ণমাষক, এক এক প্রস্থ অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস এবং তাহাদের পত্নীদিগের জন্য বস্ত্রাভরণ দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করাইলেন। বোধিসত্ত্ব নাগভবনে গেলেন; কিন্তু সেখানে বিলম্ব না করিয়া বহু অনুচরসহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং আলারের নিকটে গিয়া নাগভবনের সৌন্দর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নাগলোকে প্রতিগমন করিলেন। তিনি আলারের মহাসম্মান করিলেন, তাঁহার সেবার জন্য তিনশত নাগকন্যা দিলেন এবং নানাবিধ দিব্য কাম্য বস্তু দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। আলার নাগলোকে এক বৎসর বাস করিয়া দিব্য সুখ ভোগ করিলেন, তাহার পর নাগরাজকে বলিলেন, "সৌম্য, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি প্রব্রাজকব্যবহার্য্য উপকরণ লইয়া নাগলোক হইতে হিমালয়ে চলিয়া গেলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। হিমালয়ে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর তিনি ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে একদা বারাণসীতে উপনীত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিলেন। পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। বারাণসী-রাজ তাঁহার ঈর্য্যাপথ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাকে ডাকাইয়া সুবিন্যস্ত আসনে উপবেশন করাইলেন, নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করাইলেন এবং নিজে একটী অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে উপবিষ্ট হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার সহিত প্রথম গাথায় আলাপ করিলেন:—

১। আর্য্যজনোচিত আকার তোমার, প্রসন্ন নয়নদ্বয়;
সৎকুলে জন্মিয়া লয়েছ প্রব্রজ্যা, এই মোর মনে লয়।
বিত্ত, ভোগ্য বস্তু করি পরিহার গৃহ হ'তে নিষ্ক্রমণ
করিলে, সুপ্রাজ্ঞ, লইলে প্রব্রজ্যা, বল, তুমি, কি কারণ?

* মূলে 'ভোজপুত্তা' আছে। ইহার অর্থ লুব্ধক বা ব্যাধ। এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি কি? ভোজপুরের গুণ্ডারা অনেকেরই বিদিত। ভোজপুরের সহিত এ শব্দটীর কোন সম্বন্ধ আছে কি?

অতঃপর যে গাথাগুলি আছে, সেগুলি তপস্বী ও রাজার বচনপ্রতিবচনভাবে বুঝিতে হইবে ঃ—*

২। "মহা-অনুভাব মহা উরগের থচক্ষে, ভূপাল, দেখেছি বিমান;
নাগলোকে গিয়া প্রত্যক্ষ সেথায় করেছি পুণ্যের মহা পরিণাম।
পুণ্য অনুষ্ঠান করে যেই জন, মহা সুখপ্রাপ্তি ভাগ্যে তার হয়;—
এ বিশ্বাসে আমি লয়েছি প্রব্রজ্যা, বলিলাম সত্য; অন্য হেতু নয়।"

৩। "কামনার বশে, ভয়ে কিংবা দ্বেষে প্রব্রাজক কভু মিথ্যা না ভণে,
জিজ্ঞাসি যা' আমি, বল দয়া করি; শুনিয়া প্রসন্ন হইব মনে।"

৪। "বাণিজ্যের হেতু শুন, নরনাথ, যেতে যেতে দেখি, পথের পাশে
ম্লেচ্ছপুত্রগণ মহোরগে বান্ধি যেতেছে লইয়া মহা উল্লাসে।

৫। ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ উঠিল শিহরি; নিকটে তাদের করিনু গমন;
বলিনু, 'কোথায় হেন ভীমকায় নাগেরে লইবে? কিবা প্রয়োজন?'

৬। 'যেতেছি লইয়া এই মহোরগে, মাংস ইহার করিতে ভক্ষণ;
জান না, আমার, স্থূল মাংস এর খাইতে কোমল, সুস্বাদ কেমন?

৭। গৃহে ফিরি মোরা নিজ নিজ অস্ত্রে কাটিব ইহারে খণ্ড খণ্ড করি;
খাইব মাংস মনের উল্লাসে; পন্নগগণের আমরা অরি।'

৮। 'ভোজনের তরে সত্যই তোমরা চাও যদি এর বধিতে প্রাণ,
ছাড় নাগবরে, বিনিময়ে এর ষোলটী বলদ করিব দান।'

৯। 'বলদের মাংস খেতে ভাল বাসি। সর্পমাংস পূর্ব্বে খাইয়াছি ঢের;
হইনু সম্মত প্রস্তাবে তোমার, হইও, আমার, বন্ধু আমাদের।'

১০। নাসারজ্জুপাশ, একে একে তারা খুলিয়া মুকতি দিল নাগবরে,
মুক্তি লাভ করি চলিল উরগ পূর্ব্ব অভিমুখে মুহূর্ত্তের তরে।

১১। পূর্ব্ব মুখে গিয়া মুহূর্ত্তের পরে সাশ্রুনেত্রে মোরে করে নিরীক্ষণ;
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইলাম তার যুড়ি দুই কর বলিনু তখন;

১২। 'যাও চলি তুমি যত শীঘ্র পার; শত্রু যেন আর ধরে না তোমায়;
ব্যাধহস্তে দুঃখ পাইও না আর; দেখা যেন তারা তোমার না পায়।'

১৩। নীল, নিরমল শঙ্খপাল-জল; সুতীর্থ সে হ্রদ, রমণীয় অতি;
তটে শোভে তার জম্বু বৃক্ষ কত, বেতস লতার মনোহর বৃতি।
ভয়ের কারণ নাই এবে আর, হৃষ্টচিত্তে তাই পন্নগ-ঈশ্বর
নিজ বাসস্থানে যাইবার তরে প্রবেশিল গিয়া তাহার ভিতর।

১৪। প্রবেশি সেথায় দিব্য দেহে নাগ দেখা দিল মোরে অচিরে আবার;
পিতাকে যেমন পুত্রে ভক্তি করে, করিল সে ভক্তি তেমন আমার।
হৃদয় আমার লইল কাড়িয়া শ্রুতিসুখকর মধুর ভাষে,
বলিতে লাগিল, যুড়ি দুই কর, দাঁড়াইয়া সেই আমার পাশে:—

১৫। 'তুমিই, আমার, জননী আমার, তুমিই জনক, শ্রেষ্ঠ বান্ধব;
পরমাপ্তরঙ্গ তুমি হে আমার; পেয়েছি জীবন কৃপায় তব।

* কিন্তু এই গাথাগুলিতে অন্য কোন কোন পাত্রেরও বচনপ্রতিবচন আছে (যেমন ব্যাধদিগের ও নাগরাজের)।

ঐশ্বর্য্য নিজের পাইয়াছি পুনঃ; দেখিবে, আলায়, মোর বাসস্থান;
দিব্য অন্নপান, ভোগ্য বস্তু সব রয়েছে সেথায় প্রচুরপ্রমাণ।
বৈজয়ন্ত ধাম * ইন্দ্রের যেমন ত্রিলোকবিখ্যাত, অতি রমণীয়,
তেমনি আমার বাসভবনের শোভা মনোলোভা অনির্ব্বচনীয়।'

মহারাজ, এইরূপ বলিয়া সেই নাগরাজ আত্মভবনের আরও শোভা বর্ণন করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিল:—

১৬। নাগভূমি, সৌম্য, বড়ই সুন্দর,
কঙ্করবিহীন † সুখস্পর্শকর,
শ্যামল-কোমল শাদ্বলে আবৃত;
শোক সেথা হ'তে সদা অন্তর্হিত।

১৭। হ্রদ সমতট, প্রসন্ন-সলিল,
(ফুটে তথা নিত্য উৎপল নীল)
বৈদূর্য্য আছে সেই থানে
বেষ্টিত চৌদিকে আমের বাগানে।
ঋতুনির্ব্বিশেষে আছে তরুরাজি
পত্রপত্র ফল আর পুষ্পে সাজি।'

১৮। সে কাননে হৈম্য হর্ম্ম্য চমৎকার,
রজতনির্ম্মিত অর্গল যাহার;
রয়েছে চৌদিক প্রভায় উজলি
অন্তরীক্ষে যথা বিদ্যুতের বল্লী।

১৯। মাণিক্যে, সুবর্ণে সর্ব্বত্র খচিত
সে মহাপ্রাসাদ অতি সুনির্ম্মিত;
আছে সেথা বহু রমণী, রাজন্,
পরি কেয়ূরাদি নানা আভরণ।

২০। হাত ধরি মোর নাগেন্দ্র তখন
প্রাসাদ-উপরি করে আরোহণ।
অতি মনোহর, বর্ণন-অতীত
সে প্রাসাদ স্তম্ভসহস্র-শোভিত।
মহিষী তাহার ছিলেন সেখানে,
লয়ে গেল মোরে তাঁর সন্নিধানে।

২১। কাহারও আদেশ প্রতীক্ষা না করি
আসন আনিল ত্বরা এক নারী;
উৎকৃষ্ট রতনরাজিবিমণ্ডিত,
মহার্হ, সকল সুলক্ষণোপেত
বৈদূর্য্যমাণিক্য করে শোভে তার,
ঝলসে নয়ন আভায় যাহার।

* মূলে 'মসক্কসারং' আছে। ইহা ইন্দ্রভবনের নামান্তর।

† কঙ্কর—কাঁকর। প্রকৃত শব্দটী কিন্তু শর্করা। 'কাঁকর' কঙ্করের অপভ্রংশ নয়; 'কাঁকর' হইতেই সাধু 'কঙ্করের উৎপত্তি। দানাদার চিনি কাঁকরের মত বলিয়া ইহার নাম শর্করা (ইংরাজী sugar)।

২২। সে শ্রেষ্ঠ আসনে ধরি মোর হাত
বসাইলা মোরে নাগলোকনাথ।
বলে সবিনয়ে, "তুমি হে আমার
গুরু অন্যতম; হেথা বসিবার।
তব তুল্য যোগ্য নাই অন্য জন;
কর দয়া করি আসন গ্রহণ।"

২৩। অন্য এক নারী শীঘ্র আনি বারি
করিল আমার পাদ প্রক্ষালন,
প্রক্ষালে যেমন পতিব্রতা নারী
পথশ্রান্ত প্রিয় পতির চরণ।

২৪। অন্য নারী শীঘ্র করে আনয়ন
স্বর্ণ পাত্রে সূপ, বিবিধ ব্যঞ্জন,
অন্ন সুবাসিত, গন্ধ পেয়ে যার
হয় অবিলম্বে উদ্রেক ক্ষুধার।

২৫। ভর্ত্তৃ-মনোভাব পারিয়া বুঝিতে
সেবিল আমারে নৃত্যবাদ্যগীতে
ভোজনাবসানে নাগকন্যাগণ।
নৃত্যবাদ্যগীত হলে সমাপন
নাগরাজ আসি করিলেন দান
দিব্য কাম্য বস্তু প্রচুরপ্রমাণ।

নাগরাজ আমার নিকটে আসিয়া বলিল,

২৬। সুমধ্যা ত্রিশত এই যবনী আমার,
কমলিনী পরাভূতা রূপে যাহাদের,
তব পরিচর্য্যা হেতু করিলাম দান;
করুক ইহারা তব চিত্ত বিনোদন।

অতঃপর ঋষি আবার বলিতে লাগিলেন:—

২৭। এইরূপে দিব্য রস করি আস্বাদন সংবৎসর কাল আমি করিনু যাপন।
জিজ্ঞাসিনু শঙ্খপালে আমি তার পর, "এই যে বিমানশ্রেষ্ঠ তব, নাগবর,
কি হেতু, কি কর্ম্মবলে করিয়াছ লাভ বল, শুনি, সত্যের না করি অপলাপ।

২৮। "দৈবাৎ কি পাইয়াছ? কেহ কি নির্ম্মাণ করেছে তোমার তরে এ মহাবিমান্?
নির্ম্মাণ করেছ নিজে, কিংবা দেবগণ দিয়াছেন তোমারে এ বিচিত্র ভবন?
জিজ্ঞাসি, নাগেশ, এই উত্তম বিমান কি উপায়ে পাইয়াছ তুমি ভাগ্যবান্?"

ইহার পরবর্ত্তী গাথাগুলি উভয়ের বচন-প্রতিবচন:—

২৯। "দৈবাৎ না পাইয়াছি; করে নি নির্ম্মাণ কেহই আমার তরে এ মহাবিমান।
করি নি নির্ম্মাণ নিজে, কিংবা দেবগণ দেন নাই আমারে এ বিচিত্র ভবন।
নিষ্পাপ স্বকর্ম্মবলে, পুণ্য-অনুষ্ঠানে করিয়াছি লাভ আমি এ মহাবিমানে।"

৩০। "কি ব্রত, কি ব্রহ্মচর্য্য করেছ পালন ? কোন্ সুকৃতির ফল এ দিব্য ভবন ?
বল, শুনি, নাগেশ, কি করি অনুষ্ঠান পাইয়াছ তুমি এই বিচিত্র বিমান ?"

৩১। "করিলাম পুরাকালে, আমি মহাসত্ত্ব দুর্য্যোধন নাম ধরি মগধে রাজত্ব।
বুঝিনু তখন আমি, জীবন আমার সদা পরিবর্ত্তনীল, অনিত্য, অসার।

৩২। হইনু প্রসন্নচিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণে রত আমি সুপ্রচুর অন্নপানদানে ;
রাজপথ-সন্নিহিত দীর্ঘিকার মত * গৃহ মোর সর্ব্বভোগ্য থাকিত সতত।
শ্রমণব্রাহ্মণগণ যাইতেন সেথা ; অন্নপানে লভিতেন সন্তোষ সর্ব্বথা।

৩৩। এই মোর হিতব্রত, ব্রহ্মচর্য্য এই ; এই সুকৃতির ফল এবে আমি পাই।
অন্নপানভক্ষ্যভোজ্যে পূর্ণ এ ভবন এ জীবনে লভিয়াছি আমি সে কারণ।"

৩৪। "নৃত্যগীতবাদ্যোৎসবে মহানন্দময় এ জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী যদি হয়,
তথাপি শাশ্বত নয়, বুঝিলাম সার ; তুমি মহাবল, তবু কি হেতু তোমার
করিল দুর্দ্দশা হেন ক্ষীণবল যারা ? তুমি ত তেজস্বী, অতি নিস্তেজ তাহারা।
দংষ্ট্রায়ুধ তুমি, ধর দন্তে হলাহল ; তথাপি তোমারে মারে ভিখারীর দল !

৩৫। মহাভয়ে অভিভূত হল তব মন ; দন্তমূলে বিষ কি হে ছিল না তখন ?
বল শুনি, দংষ্ট্রায়ুধ, তুমি কি কারণ ভিখারীর হাতে দুঃখ পাইলে এমন ?"

৩৬। "কিছু মাত্র ভয় মনে হয় নি আমার ; নাশিতে আমার তেজ শক্তি আছে কার ?
একবাক্যে বলে সবে, সজ্জনের ধর্ম্ম সাগরবেলার মত, নয় অতিক্রম্য। †

৩৭। চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এই দুই তিথিতে নিরত সদাই থাকি পোষধ পালিতে।
ছিলাম পোষধী আমি সে দিন যখন, রজ্জুপাশ লয়ে এল ব্যাধ ষোল জন।

৩৮। বিদ্ধিল নাসিকা, ছিদ্রে রজ্জু পরাইল, ব্যাধগণ ধরি মোরে লইয়া চলিল ;
শীলভঙ্গভয়ে আমি সহিনু তখন মহাদুঃখ, দিল মোরে যাহা ব্যাধগণ।"

৩৯। "একায়ন পথে ‡ ছিলা করিয়া শয়ন; সেখানে তোমার দেখা পেল ব্যাধগণ।
রূপবান্ তুমি, দেহে মহাবল ধর ; শ্রীপ্রজ্ঞাসম্পন্ন তুমি ; তবু, নাগবর,
এমন নির্জ্জন স্থানে বল কি কারণ, একাকী করিতেছিলা তপস্যা সাধন ?"

৪০। "পুত্র, ধন আয়ুঃ আমি করি না কামনা, লভিতে মনুষ্যযোনি আমার প্রার্থনা।
তাই, বীর্য্যসহকারে, যথাসাধ্য মোর করিতেছি, হে অলার, তপস্যা কঠোর।"

---

* মূলে 'ওপানভূতং' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন like an inn অর্থাৎ পান্থশালার ন্যায়। বোধ হয় তিনি 'ওপান' শব্দটীকে 'আপান' বলিয়া ধরিয়াছেন। টীকায় আছে, চতুমহা-পথে খতোপোক্খরণী বিয...যথাসুখং পরিভুঞ্জিতব্ববিভবং"।

† অর্থাৎ সমুদ্রের জল যেমন বেলা অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ ক্রোধদ্বেষাদি সাধুদিগের শান্তি অতিক্রম করিতে পারে না।

‡ এখানে 'একায়ন পথ' দ্বারা বোধ হয় অপ্রশস্ত পথ অর্থাৎ একজন ব্যতীত দুই জন পাশাপাশি যাইতে পারে না, এমন সঙ্কীর্ণ (একপদিক) পথ বুঝিতে হইবে। মনে করিতে হইবে যে, সেই বল্মীকের পাশ দিয়া এইরূপ একটা পথ ছিল। টীকাকার বলেন ইহা 'একগমনে জঙ্ঘপদিক মগ্গো।' একায়ন শব্দের আর একটী পারিভাষিক অর্থ নির্ব্বাণমার্গ

৪১। "বিশাল উরস * তব, আরক্ত নয়ন, সুকল্পিত কেশশ্মশ্রু, দিব্য আভরণ,
লোহিত চন্দনে লিপ্ত দিব্য কলেবর, আভাসমুজ্জ্বল যথা গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর

৪২। দেবর্দ্ধিসম্পন্ন তুমি মহা-অনুভাব, ভোগের দ্রব্যের তব নাই ত অভাব,
এমন সৌভাগ্য হ'তে আরও প্রিয়তর কি পাইবে নরলোক, বল, নাগবর ?'

৪৩। "নরলোক ভিন্ন, সৌম্য, আর কোন ঠাই শুদ্ধি ও সংযম লভিবার আশা নাই †
জন্মান্তরলাভ যদি নরলোকে হয়, জন্মমরণের অন্ত করিব নিশ্চয়।' ‡

৪৪। "যাপিলাম সংবৎসর তোমার ভবনে বড় সুখে, দিব্য অন্নপান-আস্বাদনে।
বহু দিন ছাড়ি গৃহ রয়েছি হেথায় যাইব, নাগেশ, এবে দাও হে বিদায়।

৪৫। দারাপুত্র অনুজীবী আছে মোর যত সেবিতে তোমায় আজ্ঞা পেয়েছে সতত।
করেছে কি কেহ তব অপ্রিয় কখন ? তুমি যে আমার বড় প্রীতির ভাজন।'

৪৬। 'মাতাপিতা প্রিয় অতি স্নেহে তাঁহাদের গৃহস্থের গৃহে ছুটে উৎস আনন্দের।
শিশু পুত্র প্রিয়তর পালনে তাহার অন্তরেতে হয় বড় প্রীতির সঞ্চার।
যে সুখ পাইনু কিন্তু আলয়ে তোমার অন্য সব সুখ তুচ্ছ তুলনায় তার।'

৪৭। "আছে এক মণি মোর লোহিতবরণ যত চাও করে তত ধন আহরণ।
একান্তই যাবে যদি, সে মহারতন লয়ে তুমি নিজ গৃহে করহ গমন।
ইচ্ছামত ধন লাভ করিবে যখন করিও সে মণি তুমি মোরে প্রত্যার্পণ।"

অতঃপর অলার কহিলেন, "মহারাজ ইহার পর আমি নাগরাজকে বলিলাম, 'সৌম্য, আমি ধনার্থী নই, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা করিয়াছি।' আমি তাহার নিকট প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য উপকরণগুলি চাহিলাম, সে সমস্ত লইয়া তাহার সঙ্গে নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং তাহাকে বিদায় দিয়া হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইলাম।" অতঃপর তিনি রাজাকে দুইটী গাথায় ধর্ম্মকথা শুনাইলেন :—

৪৮। ভোগের বিষয় আছে মানুষের যত পরিবর্ত্তশীল তারা, অস্থায়ী সতত।
কাম অতি দুঃখকর বুঝিয়াছি সার সে হেতু আশ্রয় আমি নই প্রব্রজ্যার।

৪৯। পক্ব ও অপক্ব সব ফলের যেমন তরুশাখা হ'তে হয় ভূতলে পতন
বালবৃদ্ধ সর্ব্ববিধ লোকও তেমনি পড়িতেছে মৃত্যুমুখে দিবস রজনী।
প্রব্রজ্যা লইতে তাই ব্যগ্র মোর প্রাণ শ্রামণ্যই শ্রেষ্ঠ পথ লভিতে নির্ব্বাণ।

ইহা শুনিয়া রাজা পরবর্ত্তী গাথাটী বলিলেন :—

৫০। প্রজ্ঞাবান্, বহুশ্রুত বহুগুণধর, বহুবিধ বিষয়ের চিন্তনে তৎপর,
প্রকৃষ্ট সেবার পাত্র হেন মহাজন। শুনিয়া নাগের আর তোমার বচন
বহু পুণ্য অনুষ্ঠান করিব, অলার পাপপথ সতত করিয়া পরিহার। §

* মূলে 'বিহতন্তরংসো' এই পদ আছে।

† নরলোকে বুদ্ধগণ ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, এই জন্য এখানে বিশুদ্ধিলাভ হয়।

‡ অর্থাৎ "নির্ব্বাণ লাভ করিব।"

§ তুঃ—ষষ্ঠ গাথা, ধ্বজবিহেঠ-জাতক (৩৯১), ঊনত্রিংশ গাথা, সৌমনস্য-জাতক (৫০৫)।

বাজাকে উৎসাহ দিবাব জন্য তপস্বী অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :—

৫১। প্রজ্ঞাবান্, বহুশ্রুত, বহুগুণধর বহুবিধ বিষয়ের চিন্তনে তৎপর,—
সতাই সেবার পাত্র হেন মহাজন। শুনিয়া নাগের আর আমার বচন
বহু পুণ্য অনুষ্ঠান কর, নরপতি, পাপপথে আর যেন নাহি হয় গতি।

এইরূপে বাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তপস্বী সেখানে চাবি মাস বাস কবিলেন এবং তাহাব পব হিমালয়ে প্রতিগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মবিহাবচতুষ্টয ধ্যান কবিযা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। শঙ্খপালও যাবজ্জীবন পোষধ পালন কবিলেন, এবং বাজা দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[এই রূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান কবিলেন।

সমবধান—তখন কাশ্যপ ছিলেন সেই তপস্বী রাজপিতা, আনন্দ ছিলেন বাবাণসীবাজ, এবং আমি ছিলাম শঙ্খপাল।]

৫২৫—খুল্লসুতসোম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নৈষ্ক্রম্য-পারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মহানারদকাশ্যপ-জাতকের (৫৪৪) প্রত্যুৎপন্নবস্তুসদৃশ।]

পুবাকালে বাবাণসীব নাম ছিল সুদর্শন নগর। সেখানে ব্রহ্মদত্তনামক এক বাজা বাস কবিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাব অগ্রমহিষীব গর্ভে জন্মান্তব গ্রহণ কবিযাছিলেন। তাঁহাব মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রেব ন্যায় সুশ্রী ছিল বলিযা তাঁহাব নাম বাখা হইযাছিল সোমকুমাব। যখন তাঁহাব বুদ্ধি পবিণত হইযাছিল, তখন তিনি সোমবসপ্রিয হইয়াছিলেন এবং সোমবসেব আহুতি দিতেন বলিযা লোকে তাঁহাকে 'সুতসোম' বলিয়া জানিত।*

সুতসোম বযঃপ্রাপ্তিব পব তক্ষশিলায় গিযা বিদ্যা শিক্ষা কবিযাছিলেন এবং সেখান হইতে প্রতিবর্ত্তন কবিযা পিতাব নিকট শ্বেতচ্ছত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যথাধর্ম্ম বাজত্ব কবিতেন। তাঁহাব প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল, চন্দ্রাদেবীপ্রমুখা ষোড়শ সহস্র বমণী তাঁহাব কলত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে, যখন তিনি বহু পুত্রকন্যা লাভ কবিযা সৌভাগ্যেব পবাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময়ে গৃহস্থাশ্রমে তাঁহাব অনভিবতি জন্মিল, তিনি বনে গিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণেব জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি এক দিন নাপিতকে ডাকাইযা বলিলেন,

---

* মূলে 'সে বিঞ্‌ঞুতং পত্তো সুতবিত্তো সবনসীলো অহোসি তেন নং সুতসোমো তি সঞ্জানিংসু' এ আছে। 'সুতবিত্তো' পদের পরিবর্ত্তে সুতোচিত্তো' এই পাঠও দেখা যায়, এই পাঠই বোধ হয় সমীচীন। সু ধাতুর অর্থ (সোমলতা প্রভৃতি) মাড়িযা বস বাহির করা। 'সুতসোম' বলিলে, বৈদিক ভাষায়, যিনি সোমলতা মাড়িযা রস বাহির করেন কিংবা যিনি সোমবসের আহুতি দেন, তাঁহাকে বুঝায়।

আর্য্যশূব-বিবচিত জাতকমালায় সুতসোম-নামক একটী জাতক আছে। তাহা জাতকার্থবর্ণনার মহাসুত-সোম-জাতকের (৫৩৭) অনুরূপ। এই জাতকে আর্য্যশূব লিখিযাছেন "তস্য গুণশতকিবণমালিনঃ সোমপ্রিয়-দর্শনস্য সুতস্য সুতসোম ইত্যেবং পিতা নাম চক্রে।" এখানে নামকবণ-প্রসঙ্গে সোমরসের কোন উল্লেখ নাই।

"দেখ, বাপু, যখন আমার মাথায় পাকা চুল দেখিতে পাইবে, তখন আমায় জানাইবে।" নাপিত যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল এবং কিয়দ্দিন পরে সুতসোমের মাথায় পাকা চুল দেখিয়া জানাইল। সুতসোম বলিলেন, "তবে তুমি পাকা চুলটা তুলিয়া আমার হাতে দাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া নাপিত সোণার শন্না দিয়া চুল গাছটা তুলিয়া রাজার হাতে দিল। তাহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'অহো, জরা আসিয়া আমার দেহ অভিভূত করিল!' তিনি সভয়ে ঐ পাকা চুলটা হাতে লইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, বহু লোকে দেখিতে পায় এমন স্থানে সুবিন্যস্ত রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এবং সেনাপতিপ্রমুখ অশীতি সহস্র অমাত্য, পুরোহিতপ্রমুখ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বহু পৌর ও জানপদ-গণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার মস্তক পলিত হইয়াছে; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব আপনারা জানিয়া রাখুন যে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।

১। মিত্রামাত্যপারিষদ পৌরজানপদগণ, শুন সর্ব্বজন,
পলিত মস্তক মম; সে হেতু করিব আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।"

ইহা শুনিয়া ঐ সকল লোকের প্রত্যেকেই বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন:—

২। অযৌক্তিক কথা বলি কি হেতু বিদ্ধিলে শেল হৃদয়ে আমার?
সপ্তশত ভার্য্যা তব, ভেবে দেখ, কি দুর্দ্দশা ঘটিবে সবার।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

৩। যুবতী তাহারা সবে, নিজ নিজ রূপে গুণে হবে সমাদৃত,
কে আমি তাদের বল? হবে তারা অবিলম্বে অন্যের আশ্রিত।
স্বর্গ লভিবার তরে হইয়াছে ব্যগ্র মন; আমি সে কারণ
ত্যজিয়া বিষয়ভোগ করিব অরণ্যে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

অমাত্যেরা বোধিসত্ত্বের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া তাঁহার গর্ভধারিণীর নিকটে গিয়া এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ঐ রমণী শশব্যস্তে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছ, এ কথা সত্য কি?

৪। বৃথা তোর মাতা বলি সম্ভাষে আমায় লোকে। বিলাপ, ক্রন্দন
উপেক্ষি আমার সব, প্রব্রজ্যাগ্রহণে, তাই, করিলি মনন।

৫। বৃথা, সুতসোম, তোরে ধরিলাম গর্ভে, হায়! বিলাপ ক্রন্দন
উপেক্ষি আমার সব প্রব্রজ্যাগ্রহণে, তাই, করিলি মনন।"

জননীর এইরূপ পরিদেবন শুনিয়াও বোধিসত্ত্ব কোন কথা বলিলেন না। ঐ রমণী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কেবল কান্দিতেই লাগিলেন। অনন্তর অমাত্যেরা গিয়া বোধিসত্ত্বের পিতার নিকট এই সংবাদ দিলেন। তিনি আসিয়া একটী গাথা বলিলেন:—

৬। এ কেমন ধর্ম্ম তব? কেমন প্রব্রজ্যা এই? বল, সুতসোম;
জরাজীর্ণ মাতাপিতা উপেক্ষি করিবে তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব নীরব রহিলেন। তখন তাঁহার পিতা আবার বলিলেন, "বৎস সুতসোম, যদি মাতা পিতার জন্যও তোমার স্নেহ না থাকে, তথাপি তোমার নিতান্ত শিশু

পুত্রকন্যাদির কথা ভাবিয়া দেখ। তোমা বিনা তাহারা বাঁচিতে পারিবে না। তাহারা যখন নিজের ভাল মন্দ বুঝিতে শিখিবে, তখন তুমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিও।

৭। আছে বহু পুত্র তব, মঞ্জুভাষী, সুকুমার, অপ্রাপ্তযৌবন;
তোমার না পেলে দেখা হইবে সকলে তারা বিষাদে মগন।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৮। আছে বহু পুত্র মোর, মঞ্জুভাষী, সুকুমার, অপ্রাপ্তযৌবন:
তাহাদের তোমাদের সঙ্গে আমি বহু দিন যাপিনু জীবন।
কিন্তু এ মায়ার খেলা; অনিত্য মেলন এই বুঝিয়াছি সার;
গৃহবাস ছাড়ি তাই, প্রব্রজ্যা লইতে এবে সঙ্কল্প আমার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে পিতাকে ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার পিতা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অতঃপর লোকে তাঁহার সপ্তশত ভার্য্যাকে এই সংবাদ দিল। তাহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গেলেন এবং তাঁহার পা ধরিয়া বলিলেন,

৯। কান্দিয়া আকুল মোরা; তবু ছাড়ি সবে তুমি যাবে প্রব্রজ্যায়!
এতই কি স্নেহহীন হৃদয় তোমার, দেব, হইয়াছে হায়!
শোকাতুর দেখি সবে হয় না তোমার মনে করুণা সঞ্চার!
নিশ্চয় নিঠুর বিধি গড়েছে পাষাণ দিয়া হৃদয় তোমার।

তাঁহার পাদমূলে গড়াগড়ি দিয়া রমণীরা এইরূপে পরিদেবন করিতেছেন শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১০। হৃদয়ে রয়েছে স্নেহ; দুঃখ দেখি তোমাদের দয়া হয় মনে;
কিন্তু স্বর্গকামী আমি, প্রব্রজ্যা লইয়া, তাই, যাব চলি বনে।

তখন লোকে তাঁহার অগ্রমহিষীকে জানাইল। তিনি পূর্ণগর্ভা ছিলেন; কিন্তু এই গুরুভার লইয়াও তিনি মহাসত্ত্বের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক তিনটী গাথা বলিলেন:—

১১। বনিতা তোমার আমি হইলাম, সুতসোম, কি কুক্ষণে হায়!
তাই, মোর আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়া, দেব, যাবে প্রব্রজ্যায়।
১২। বনিতা তোমার আমি হইলাম সুতসোম, কি কুক্ষণে হায়!
গর্ভবতী অভাগিনী; তবু ফেলি তারে তুমি যাবে প্রব্রজ্যায়!
১৩। পূর্ণগর্ভা আমি এবে; যত দিন প্রসব না করিব সন্তান,
দাসীর মিনতি এই, দয়া করি কর, দেব, গৃহে অবস্থান।
একাকিনী পতিহীনা— ঘটেনা আমার যেন হেন অবস্থায়
প্রসবযন্ত্রণাভোগ; মাগি এই বর আমি ধরি তব পায়।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৪। পূর্ণগর্ভা জানি তুমি; কর শীঘ্র সুপ্রসব পুত্র রূপবান্;
পুত্রপত্নী ছাড়ি আমি প্রব্রজ্যার হেতু বনে করিব প্রয়াণ।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া অগ্রমহিষী শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না; "হায়, আজ হইতে শ্রীহীনা হইলাম" বলিয়া তিনি দুই হস্তে বক্ষঃস্থল ধারণ করিলেন এবং অশ্রু মুছিতে মুছিতে উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন,

১৫। চন্দ্রে, কোবিদারনেত্রে,* সংবরি রোদন কর প্রাসাদে গমন;
ছিঁড়িয়া মায়ার পাশ নিশ্চয় করিব আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

অগ্রমহিষী এই কথা শুনিয়া সেখানে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না; তিনি প্রাসাদে উঠিয়া সেখানে বসিয়া বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বোধিসত্ত্বের জ্যেষ্ঠপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি বসিয়া কান্দিতেছ কেন?

১৬। কেন, মা গো, বার বার তাকায়ে আমার দিকে করিছ ক্রন্দন?
ঘটিল দুর্মতি কার, করিতে তোমার মা গো, রোষ উৎপাদন?
করি তব অপমান, অবধ্য যে জ্ঞাতি, সেও পাবে না নিস্তার;
বল তার নাম, শুনি, এখনই জীবন তার করিব সংহার।

ইহার উত্তরে দেবী বলিলেন,

১৭। নন তিনি বধ্য তোর; চিরজয়ী যিনি মোর দুঃখের কারণ।
কাটিয়া মায়ার পাশ পিতা তোর করিবেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

দেবীর উত্তর শুনিয়া কুমার বলিলেন, "আপনি কি কথা বলিলেন, মা? এরূপ ঘটিলে ত আমরা একেবারে অনাথ হইব।

১৮। সুসজ্জিত রথে চড়ি গিয়াছি উদ্যানে আমি পূর্ব্বে কত বার
করিয়াছি ভোগ সেথা মত্তহস্তিসহ যুঝি আনন্দ অপার।
অহো ভাগ্য বিপর্য্যয়! কেমনে করিব আর জীবন ধারণ,
নিরাশ্রয় করি মোরে করেন জনক যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ?"

কুমারের সপ্তবর্ষবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের দুই জনকেই কান্দিতে দেখিয়া জননীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কান্দিতেছ কেন?" দেবী ক্রন্দনের কারণ বলিলে সে উত্তর দিল, "তুমি কান্দিও না; আমি বাবাকে প্রব্রজ্যা লইতে দিব না।" এইরূপে দুই জনকেই আশ্বাস দিয়া সেই বালক ধাত্রীর সঙ্গে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল এবং পিতার নিকট গিয়া বলিল, "বাবা, তুমি নাকি আমাদিগকে ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা লইবে, বলিতেছ? আমি তোমাকে প্রব্রজ্যা লইতে দিব না।" অনন্তর সে দুই হাতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,

১৯। মা কান্দে, চায় না দাদা ছাড়িতে তোমায়, হাত ধরি জোর করি বাঁধিব হেথায়।
কত সাধ্য আছে, বাবা, দেখিব তোমার দুপায়ে ঠেলিতে ইচ্ছা আমা সবাকার।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, "এই শিশুই, দেখিতেছি, এখন আমার পরিপন্থী হইল। কি উপায়ে ইহার হাত এড়াইতে পারা যায়?' অনন্তর তিনি ধাত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

* মূলে 'বনতিমিরমত্তক্খি' এই পদ আছে। এতৎসম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডের চন্দ্রকিন্নর-জাতকের (৪৮৫) দশম গাথার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন, 'গিরিকর্ণিকসমাননেত্রে'। পাঠান্তর 'কোবিড়ারতম্বক্খি'।

বলিলেন, "বাছা ধাই, এই যে মণিময় আভরণখানি দেখিতেছ, ইহা তোমারই হইল। তুমি ছেলেটীকে সরাইয়া লইয়া যাও। এ যেন আমার অন্তরায় না হয়।" তিনি নিজে পুত্রের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া ধাত্রীকে উৎকোচ দিতে চাহিলেন; বলিলেন,

২০। উঠ ধাই; চলি তুমি যাও স্থানান্তরে; খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখহ বাছারে।
স্বর্গলাভ হেতু ইচ্ছা হয়েছে আমার; না হয় এ শিশু যেন পরিপন্থী তার।

ধাত্রী উৎকোচ লইয়া বালকটীকে সান্ত্বনা করিয়া অন্যত্র গেল; কিন্তু সেখানে গিয়াই পরিদেবন করিতে লাগিল:—

২১। লইনু উৎকোচ আমি উজ্জ্বল রতন; ত্যাজ্য ইহা; নাহি মোর এতে প্রয়োজন।
যাইবেন সুতসোম প্রব্রজ্যা লইয়া; কি সুখ হইবে মোর এ মণি রাখিয়া?

অতঃপর মহাসেনাপতি ভাবিলেন, 'বোধ হয় রাজা ভাবিতেছেন যে, তাঁহার গৃহে ধন হ্রাস হইয়াছে। ভাণ্ডারে যে প্রচুর ধন আছে, এ কথা তাঁহাকে বলিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি উঠিয়া বলিলেন,

২২। বিপুল ঐশ্বর্য্য কোষে হয়েছে সঞ্চয়;
ধনধান্যে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার তোমার;
সমগ্র পৃথিবী তুমি করিয়াছ জয়,
ভুঞ্জ এই সব; ত্যজ ইচ্ছা প্রব্রজ্যার।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৩। বিপুল ঐশ্বর্য্য কোষে হয়েছে সঞ্চয়;
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার আমার;
সমগ্র পৃথিবী আমি করিয়াছি জয়;
তথাপি হয়েছে মোর ইচ্ছা প্রব্রজ্যার।

ইহা শুনিয়া মহাসেনাপতি চলিয়া গেলেন। তখন কুলবর্দ্ধন-নামক এক শ্রেষ্ঠী উঠিয়া ও সুতসোমকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

২৪। সুপ্রচুর ধন, দেব, রয়েছে আমার; গণিতে যে সব সাধ্য নাই দেবতার।
করিতেছি তোমারে সমস্ত সমর্পণ; ভুঞ্জ সুখে; করিও না প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৫। জানি আমি, শ্রেষ্ঠিবর, তুমি মহাধনী; শ্রদ্ধা কর আমারে, তাহাও আমি জানি।
স্বর্গ পেতে কিন্তু এবে ব্যগ্র মোর মন; করিব সে হেতু আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া কুলবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠী চলিয়া গেলেন। তখন সুতসোম সোমদত্ত-নামক কনিষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি পঞ্জরাবদ্ধ বনকুক্কুটের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গৃহবাসে অনাসক্তি জন্মিয়াছে। আমি অদ্যই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। তুমি এখন এই রাজ্য রক্ষা কর।" অনন্তর তাঁহার হস্তে রাজ্য সম্প্রদানেচ্ছু হইয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন:—

২৬। হইয়াছি, সোমদত্ত, বড় উৎকণ্ঠিত, বিষয়ানাসক্ত মোর হইয়াছে চিত্ত।
পুণ্যপথে ঘটে কিন্তু বহু অন্তরায়; অদ্যই সে হেতু আমি যাব প্রব্রজ্যায়।

ইহা শুনিয়া সোমদত্তও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি বলিলেন,

> ২৭। এই যদি, সুতসোম, সঙ্কল্প তোমার ;—
> অদ্যই করিবে তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ—
> তোমা বিনা গৃহে আমি না রহিব আর ;
> হইবে প্রব্রজ্যা, দাদা, আমারও শরণ।

সোমদত্তকে বারণ করিবার জন্য সুতসোম অর্দ্ধ গাথা বলিলেন ;

> ২৮। (ক) তুমি যদি কর, ভাই, প্রব্রজ্যা গ্রহণ, ত্যজিবে জীবন পৌর জানপদগণ,
> না করিয়া অন্ন পাক, থাকি অনাহারে। প্রব্রজ্যা লইতে, তাই, নিষেধি তোমারে।

ইহা শুনিয়া উপস্থিত সমস্ত লোকে মহাসত্ত্বের পাদমূলে পরিদেবন করিতে লাগিল,

> ২৮। (খ) সুতসোম প্রব্রজ্যা লইয়া যদি যান, কি সুখে আমরা, বল, ধরিব পরাণ ?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তোমরা শোক করিও না। এত কাল তোমাদের সঙ্গে ছিলাম ; এখন তোমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিব। যাহা জন্মিয়াছে, তাহার কিছুই নিত্য নহে।" অনন্তর তিনি তিনটী গাথায় সমবেত জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন :—

> ২৯। হইতেছে অনুক্ষণ জীবনের ক্ষয় ;
> রজকের ক্ষারজল বস্ত্রছিদ্র পথে
> নিঃশেষ যেমন হয় ক্রমে বাহিরিয়া,
> সেইরূপ হইতেছে জীবের জীবন,
> ক্ষণস্থায়ী। প্রমাদের হ'য়ে বশীভূত
> থাকিতে সময় জীব পাবে কি প্রকারে ?

> ৩০। হইতেছে অনুক্ষণ জীবনের ক্ষয়,
> রজকের ক্ষারজল বস্ত্রছিদ্র পথে
> নিঃশেষ যেমন হয় ক্রমে বাহিরিয়া,
> সেইরূপ হইতেছে জীবের জীবন,
> ক্ষণস্থায়ী। প্রমাদের হয়ে বশীভূত
> থাকিতে কেবল পারে মূর্খ যেই জন।

> ৩১। তৃষ্ণার বন্ধনে বদ্ধ মূর্খ জীব যারা,
> মৃত্যু-অন্তে লভে গিয়া নরকে জনম,
> তির্য্যগ্‌যোনিতে, কিংবা দৈত্যপ্রেতরূপে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে সমস্ত লোককে ধর্ম্ম কথা বলিয়া পুষ্পক নামক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং সপ্তম ভূমিতে অবস্থিতিপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা নিজের কেশ ছেদন করিলেন। "আমি এখন তোমাদের কেহই নই ; তোমরা নিজেদের জন্য ইচ্ছামত রাজ্য গ্রহণ কর," এই বলিয়া তিনি ঐ চুল উষ্ণীষসহ ঐ সকল লোকের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। লোকে উহা ধরিয়া ভূতলে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিতে ও পরিদেবন করিতে লাগিল। এই কারণে সেখান হইতে স্তম্ভাকারে ধূলি উত্থিত হইল ; লোকে একটু হটিয়া গিয়া আবার

দাঁড়াইল এবং ঐ ধূলিস্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "রাজা নিশ্চিত তাঁহার কেশ ছেদন করিয়া উষ্ণীষসহ এই জনসঙ্ঘের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন ; সেই জন্য প্রাসাদের নিকটে এত ধূলি উত্থিত হইয়াছে।" তাহারা পরিদেবন করিতে লাগিল,

৩২। উঠিছে ধূলির স্তম্ভ ওই ঊর্দ্ধদিকে
পুষ্পকপ্রাসাদসন্নিধানে, দেখ চেয়ে।
করিলেন বুঝি কেশ ছেদন নিজের
যশস্বী ধার্ম্মিক সুতসোম নৃপবর।

এদিকে মহাসত্ত্ব একজন পরিচারককে প্রেরণ করিয়া প্রব্রাজকের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করাইলেন এবং নাপিতের দ্বারা কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করাইলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত আভরণ খুলিয়া শয্যার উপর রাখিলেন, নিজের রঞ্জিত বস্ত্রের রক্তবর্ণ দশাগুলি ছেদন-পূর্ব্বক অবশিষ্ট কাষায়াংশ পরিধান করিলেন, বাসাংসকূটে মৃত্তিকাপাত্র বন্ধন করিলেন, প্রব্রাজকদণ্ড ধারণ করিয়া প্রাসাদের উচ্চতম তলে কিয়ৎক্ষণ ইতঃস্তত পাদচারণ করিলেন, এবং শেষে অবতরণপূর্ব্বক রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি যখন নিষ্ক্রমণ করিলেন, তখন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তাঁহার ক্ষত্রিয়কুলজা সপ্তশত ভার্য্যা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না ; কিন্তু তাঁহার আভরণসমূহ দেখিয়া অবতরণপূর্ব্বক অবশিষ্ট ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণীর নিকটে গিয়া বলিলেন, "তোমাদের প্রিয় ভর্ত্তা মহাভাগ সুতসোম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।" এই রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে অন্তঃপুরের বাহির হইলেন। তখন লোকে বুঝিতে পারিল, সুতসোম প্রব্রাজক হইয়াছেন। এই সংবাদে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল ; 'আমাদের রাজা না কি প্রব্রাজক হইয়াছেন' ইহা বলিতে বলিতে বহু লোকে রাজদ্বারে সমবেত হইল। রাজা হয় ত এখানে আছেন, রাজা হয় ত ওখানে আছেন বলিয়া, তাহারা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া সমস্ত রাজভবন ও রাজার বিশ্রামের স্থান অনুসন্ধান করিল এবং কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল :—

৩৩। এই সে বিচিত্র, পুষ্পমাল্যবিভূষিত
প্রাসাদ, যেথানে রাজা থাকিতেন সুখে
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৩৪। এই সে বিচিত্র, পুষ্পমাল্যবিভূষিত
প্রাসাদ, যেথানে রাজা করিতেন বাস
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৩৫। এই কূটাগার * পুষ্পমাল্যবিভূষিত,
বিচিত্র, সেখানে রাজা সেবিতেন বায়ু
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৩৬। এই কূটাগার পুষ্পমাল্যবিভূষিত,
বিচিত্র, সেখানে রাজা সেবিতেন বায়ু
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

* প্রাসাদের উচ্চতম ভূমিতে অবস্থিত গৃহ (attic) বা চীলাকোঠা।

৩৭। এ সেই অশোকবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার,
আসিতেন রাজা হেথা প্রমোদের তরে
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৩৮। এ সেই অশোকবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা প্রমোদের তরে
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৩৯। এ সেই উদ্যান রম্য, তরুলতা যার
সর্ব্বকালে নানা পুষ্পে থাকে সুশোভিত
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪০। এ সেই উদ্যান রম্য, তরুলতা যার
সর্ব্বকালে নানা পুষ্পে থাকে সুশোভিত;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪১। এই সেই রমণীয় কর্ণিকারবন
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪২। এই সেই রমণীয় কর্ণিকারবন,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪৩। এ সেই পাটলিবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪৪। এ সেই পাটলিবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে সুপুষ্পিত তরুরাজি যার,
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪৫। এই সেই আম্রবণ অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে মুকুলিত তরুরাজি যার;
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪৬। এই সেই আম্রবণ অতি রমণীয়,
সর্ব্বকালে মুকুলিত তরুরাজি যার;

আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

৪৭। এই সেই পুষ্করিণী, জলেতে যাহার
জলজ কুসুম নানা ফুটে বার মাস,
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণসহ।

৪৮। এই সেই পুষ্করিণী, জলেতে যাহার
জলজ কুসুম নানা ফুটে বার মাস,
জলচর পক্ষী নানা বিচরে যেখানে,
আসিতেন রাজা হেথা করিতে বিহার
জ্ঞাতিগণে, বন্ধুজনে হইয়া বেষ্টিত।

এইরূপ বহু স্থানে বিলাপ করিয়া সেই সমস্ত লোক পুনর্ব্বার রাজাঙ্গণে সমবেত হইয়া বলিল ঃ—

৪৯। রাজা না কি করিলেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ? রাজ্য ত্যজি পরিলেন কাষায় বসন?
একচর গজ যথা, একাকী তেমনি গৃহ ছাড়ি বনবাস করিবেন তিনি?

অতঃপর তাহারাও গৃহ ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দারাপুত্রাদির হাত ধরিয়া নিষ্ক্রমণ করিল এবং বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার মাতা পিতা, শিশুপুত্রগণ এবং ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকীও ঐ সকল লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাহাতে সমস্ত নগর জনহীন হইল। আবার জনপদবাসীরাও এই সকল লোকের অনুগমন করিল। বোধিসত্ত্বের অনুচরগণ এইরূপে দ্বাদশ যোজন স্থান ব্যাপিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ের অভিমুখে চলিলেন। তিনি অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন জানিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, রাজা সুতসোম অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন; তিনি যেন বাসের উপযোগী স্থান পান। তাঁহার সঙ্গে বহুলোক থাকিবে। তুমি হিমালয়ে গিয়া গঙ্গাতীরে ত্রিংশ যোজন দীর্ঘ ও পঞ্চ যোজন বিস্তৃত আশ্রমপদ নির্ম্মাণ কর।" বিশ্বকর্ম্মা তাহাই করিলেন, প্রব্রাজকদিগের যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, সমস্ত ঐ আশ্রমে রাখিয়া দিলেন এবং উহাতে যাইবার নিমিত্ত একটী একপদিক পথ প্রস্তুত করিয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন। মহাসত্ত্ব এই পথ অবলম্বন করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, প্রথমে নিজে প্রব্রজ্যাধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তাহার পর আরও বহুলোকে প্রব্রজ্যা লইল, এবং এইরূপে সেই ত্রিংশ যোজন স্থান জনপূর্ণ হইল। বিশ্বকর্ম্মা কিরূপে এই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিরূপে বহু লোক প্রব্রজ্যা লইয়াছিল, এবং আশ্রমের কোন্ অংশ কি কার্য্যের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, এই সমস্ত হস্তিপাল-জাতক (৫০৯)-বর্ণিত বৃত্তান্তানুসারে বুঝিতে হইবে। এখানে যখনই কাহারও মনে কোনরূপ কামের ভাব বা মিথ্যা চিন্তার উদয় হইত, তখনই মহাসত্ত্ব আকাশপথে তাহার নিকট যাইতেন এবং আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া দুইটী গাথায় তাহাকে সদুপদেশ দিতেন্ ঃ—

৫০। করেছ ইন্দ্রিয় সেবা, আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বে,
ভোগসুখে হাসিয়াছ কত;
সে সব ভাবিয়া এবে যেন নাহি হয় চিত
পুনর্ব্বার কামবশগত।
ভোগবিলাসের স্থান ছিল সুদর্শন ধাম,
ইহা আর ভাবিও না মনে।
ভাবিলে, সুযোগ পেয়ে হবে কাম পুনর্ব্বার
রত তব বিনাশসাধনে।

৫১। অপ্রমেয় মৈত্রীরসে পরিপূর্ণ অহর্নিশ যাহার হৃদয়,
পুণ্যাত্মজন-সুলভ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি তার ঘটিবে নিশ্চয়।

ঋষিগণও বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন (আর যাহা যাহা ঘটিল, সমস্ত হস্তিপাল-জাতকের বর্ণানুসারে বলিতে হইবে)।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভি নিষ্ক্রমণ করিয়া ছিলেন।"

সমবধান—তখন মহারাজকুলের ব্যক্তিরা ছিলেন সুতসোমের মাতা ও পিতা, রাহুলমাতা ছিলেন চন্দ্রা, সারিপুত্র ছিলেন সুতসোমের জ্যেষ্ঠপুত্র রাহুল ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র, কুব্জোত্তরা * ছিলেন সেই ধাত্রী, কাশ্যপ ছিলেন কুলবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠী, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই মহাসেনাপতি, আনন্দ ছিলেন সোমদত্তকুমার এবং আমি ছিলাম সুতসোম।]

---

* কুব্জোত্তরা-সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডের ১০০-ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ক্রোড়-পত্র।

উন্মাদয়ন্তী-জাতকের (৫২৭) আখ্যায়িকা জাতকমালায় (১৩) এবং কথাসরিৎসাগরেও (৯১-ম তরঙ্গ) দেখা যায়। কথাসরিৎসাগরে রাজার নাম যশোধন, সেনাপতির নাম বলধর এবং নায়িকার নাম উন্মাদিনী। যশোধন কামানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি উন্মাদিনীকে গ্রহণ করেন নাই।

পালি সাহিত্যে সুজম্পতি (ইন্দ্র) এবং সহম্পতি (মহাব্রহ্মা) এই দুইটী শব্দ দেখা যায়। উদীচ্য বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দ দুইটী যথাক্রমে সুজাম্পতি ও সহাম্পতি। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন। পালি পণ্ডিতদিগের মতে 'সুজা' ইন্দ্রের পত্নীর নাম; কিন্তু 'সহ' বা 'সহা' কি? বেদে 'সুজা' শব্দ যজ্ঞে ব্যবহৃত চমসবিশেষের নাম। যজ্ঞে ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যে দেবত্ব আরোপিত হইত। এতএব 'সুজম্পতি' বা সুজাম্পতি শব্দের এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচ্য। 'সহম্পতি' বা 'সহাম্পতি', বোধ হয়, 'স্বধা' কিংবা 'স্বাহা' শব্দজ।

জাতক

পঞ্চাশন্নিপাত।

৫২৬—নলিনিকা-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। বলিবার কালে তিনি ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কে?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার ভূতপূর্ব্ব পত্নী।" শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেখ, ভিক্ষু, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা, পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য ধ্যানচ্যুত হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন উদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন এবং ধ্যানজাত অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিয়া হিমালয়ে বাস করিয়াছিলেন। অলম্বুষা-জাতকে (৫২৩) যেরূপ বলা হইয়াছে, ঠিক সেইরূপে বোধিসত্ত্বের রেতঃপান করিয়া এক মৃগী গর্ভবতী হইয়াছিল এবং এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল। এই পুত্রেরও নাম হইয়াছিল ঋষ্যশৃঙ্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, কৃৎস্নপরিকর্ম্মে রত হইলেন এবং অচিরে ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া ঐ হিমালয়েই ধ্যানসুখে তৃপ্তি লাভ মিত্রবিন্দ লাগিলেন। তিনি উগ্রতপা ও পরিমাবিতেন্দ্রিয় হইলেন, তাঁহার শীলতেজে শক্রভবন কাঁপিয়া উঠিল। শক্র চিন্তা করিয়া কম্পনের কারণ বুঝিলেন এবং কৌশলবলে তাঁহার শীলভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর সমস্ত কাশীরাজ্যে বৃষ্টিপাত নিরোধ করিলেন। নগর ও জনপদসমূহ অগ্নিদগ্ধবৎ হইল, শস্য জন্মিল না বলিয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; ক্ষুধাতুর প্রজাগণ রাজাঙ্গণে সমবেত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। রাজা বাতায়নে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ব্যাপার?" প্রজারা বলিল, "মহারাজ, তিনি বৎসর বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই; সমস্ত রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইল; লোকের ভীষণ কষ্ট হইয়াছে; যাহাতে বৃষ্টি হয়, তাহার উপায় করুন।"

রাজা শীল গ্রহণ করিলেন, পোষধ পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃষ্টিপাত করাইতে পারিলেন না। তখন শক্র একদিন নিশীথকালে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া আকাশে অবস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে?" দেবরাজ উত্তর দিলেন, "আমি শক্র।" "আপনি কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?" "মহারাজ, আপনার রাজ্যে বৃষ্টিপাত হইতেছে ত?" "না; ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়াছে।" "অনাবৃষ্টির কারণ জানেন কি?" "না, দেবরাজ।" "মহারাজ, হিমালয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক তপস্বী আছেন। তিনি উগ্রতপা ও পরিমাবিতেন্দ্রিয়

যখনই বর্ষণ আরম্ভ হয়, তখনই তিনি ক্রোধভরে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন; সেই জন্যই বৃষ্টি বন্ধ হয়। "তবে এখন কি উপায় করা যায়?" "তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিলেই সুবৃষ্টি হইবে।" "কিন্তু কে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিবে?" "মহারাজ আপনার কন্যা নলিনিকা তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে সমর্থা। আপনি তাহাকে ডাকাইয়া বলুন 'বৎসে, অমুক স্থানে গিয়া তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ কর'। আপনার কন্যাকে এই আদেশ দিয়া হিমালয়ে পাঠাইয়া দিন, মহারাজ।" রাজাকে এই উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। রাজা পরদিন অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নলিনিকাকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন:—

১। পুড়ি গেল জনপদ, হইতেছে রাজ্য ছারখার;
যাও, নলিনিকে, আন সেই বিপ্র বশে আপনার।

ইহার উত্তরে নলিনিকা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

২। পারি না সহিতে কষ্ট, জানিনা পথের বিবরণ;
কুঞ্জরসেবিত বনে কি উপায়ে করিব ভ্রমণ?

তখন রাজা দুইটী গাথা বলিলেন:—

৩। নিরাপদ্ * জনপদ রথে, গজে কর অতিক্রম;
দারুময় যানে উঠি তার পর করহ গমন।

৪। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি লও সঙ্গে যত ইচ্ছা হয়,
রূপে তবে, রাজকন্যে, ভুলিবে সে তাপস নিশ্চয়।

কন্যার নিকট যে কথা বলা উচিত নয়, রাজ্যপালনের জন্য রাজা উক্তরূপে তাহাই বলিলেন। নলিনিকাও 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন রাজা কন্যাকে যে যে দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক, সমস্ত দিয়া অমাত্যদিগের সহিত প্রেরণ করিলেন। অমাত্যেরা প্রত্যন্তে গিয়া সেখানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, বনেচরেরা যে পথ প্রদর্শন করিল, সেই পথে রাজকন্যাকে যানে তুলিয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং একদিন পূর্ব্বাহ্ণে বোধিসত্ত্বের আশ্রমসমীপে উপনীত হইলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব পুত্রকে আশ্রমে রাখিয়া নিজে বন্যফলসংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বনেচরেরা স্বয়ং আশ্রমে গমন করিল না; যেখান হইতে আশ্রম দেখা যায়, সেখানে দাঁড়াইয়া তাহারা নলিনিকাকে উহা দেখাইবার কালে দুইটী গাথা বলিল:—

৫। অই যে আশ্রম রম্য, পত্র কদলীর
ধ্বজরূপে শোভিতেছে উপরে যাহার,
ভূর্জ্জতরু ঘিরি আছে বেষ্টিয়া চৌদিক্,
তপস্যা করেন হোথা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।

৬। অই যে জ্বলিছে অগ্নি, ধূমজাল যার
যাইতেছে দেখা, উহা তাঁ'রি তপোবলে

* মূলে 'ফীতং' এই বিশেষণ আছে। ফীতং = স্ফীতং = সমৃদ্ধিশালী। এখানে ইহা 'নিরাপদ' (যেখানে কোন কষ্টের সম্ভাবনা নাই) এই অর্থে ধরা গিয়াছে। যতদূর পর্য্যন্ত লোকালয় আছে, ততদূর গজে বা রথে এবং লোকালয় অতিক্রম করিলে বনমধ্যে স্থলভাগে শকটে ও জলে নৌকায় যাইতে হইবে, এই অভিপ্রায়।

জ্বলিতেছে মনে লয়; অনলে আহুতি
মহা-ঋদ্ধিমান্ ঋষি দিতেছেন এবে।

বোধিসত্ত্ব অরণ্যে ফল সংগ্রহ করিতেছিলেন; এদিকে অমাত্যেরা আশ্রমের চারিদিকে প্রহরী রাখিয়া রাজকন্যাকে ঋষিবেশে সাজাইলেন;—তাঁহাকে সুরঞ্জিত বল্কলের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরাইলেন, সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন; একটা চিত্রিত কন্দুকে সূত্র বান্ধিয়া উহা তাঁহার হাতে দিলেন এবং এই বেশে তাঁহাকে আশ্রমে প্রবেশ করাইয়া নিজেরা বাহিরে পাহারা দিতে লাগিলেন। নলিনিকা ঐ কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে চঙ্ক্রমণের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ পর্ণশালার দ্বারে পাষাণফলকে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজকন্যাকে আসিতে দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন এবং পর্ণশালার ভিতরে গিয়া লুকাইলেন। রাজকন্যা পর্ণশালার দ্বারে গিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা এবং ইহার পরে যাহা হইল, তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা তিনটী গাথা বলিলেন:—

৭। আসিতেছে নলিনিকা আশ্রমের দিকে
পরি সমুজ্জ্বল মণি-খচিত কুণ্ডল,
দেখি ইহা ঋষ্যশৃঙ্গ ভয় পেয়ে মনে
প্রবেশিলা ত্বরা পর্ণশালার ভিতর।

৮। কন্দুক লইয়া বালা আশ্রমের দ্বারে
হইলা ক্রীড়ায় রত, গুহ্য, বাহ্য সব
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোভা করি প্রদর্শন।

৯। পর্ণশালা-অভ্যন্তরে থাকি লুকাইয়া
ঋষি জটাধর তারে দেখিলা খেলিতে;
বাহিরে আসিলা শেষে সাহস পাইয়া;
হইলা প্রবৃত্ত ক্রমে আলাপ করিতে।

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন:—

১০। এমন সুন্দর ফল কোন্ বৃক্ষে ফলে?
নিক্ষিপ্ত হইয়া দূরে আসে পুনর্ব্বার
তোমারি নিকটে, নাহি কাছ ছাড়া হয়।

নলিনিকা নিম্নলিখিত গাথায় ঐ বৃক্ষের পরিচয় দিলেন:—

১১। গন্ধমাদনের পাশে আশ্রম আমার—
আছে বহু তরু সেথা, ফল যাহাদের
এইরূপ মনোরম; নিক্ষিপ্ত হইয়া
ফিরি আসি হয় মোর করতলগত।

নলিনিকা মিথ্যা কথা বলিলেন; কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ তাহা বিশ্বাস করিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'ইনি তপস্বী'। তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নলিনিকাকে অভ্যর্থনা করিলেন:—

১২। আসিতে হউক আজ্ঞা আশ্রমে আমার,
করহ গ্রহণ এই দর্ভাসন তুমি;
খাদ্য, ভক্ষ্য যথাসাধ্য করিতেছি দান;
গ্রহণ করিয়া ধন্য কর হে আমায়।
এই ফলমূল তুমি করহ ভোজন।

ततस्तस्याः पर्णशालां प्रविश्य काष्ठास्तरणे उपविष्टाया द्विधागतं सुवर्णचीवरं शरीरमप्रतिच्छन्नमासीत्। मुनिरसौ नारीदेहादृष्टपूर्व्वत्वात् साश्चर्य्यमाह "किमेतत्ते"। पुनरप्यब्रवीत्

१३। किमेतद्दृश्यते भद्र शुक्तिपुटमुखं तव
समन्तात् कृष्णवर्णाभं मध्ये वङ्क्षणयोर्हि यत्?
याचितोऽसि मया तावदाख्याहि प्रियदर्शन
कोषान्तरप्रविष्टं किं शेफो ह्यदृष्टतां गतः?

अथैनं सा वञ्चयन्ती गाथाद्वयमाह:—

१४। आहर्त्तुं फलमूलानि कदाचिद् भ्रमता वने
दृष्टो मया महाकायो भल्लुको भीमदर्शनः।
अनुधावन् समारुह्य पातयामास भूतले
चिच्छेदाथ समीपस्थं मक्षाखुरैश्च तेजितैः।

१५। तस्माज्जातो व्रणोऽयं मे कण्डूयते च खर्जति,
मुहूर्त्तमपि नाप्नोमि शान्तिं काञ्चिदहं यतः।
कण्डूयन विनेतुं तत् समर्थोऽसि भवान् पुनः।
एहि सौम्य कुरु क्षिप्रं याच्ञाया मम पूरणम्।

अनृतमपि तद्वचनं सत्यमिति श्रद्दधानो विवृतवसनं तदङ्गं पुनः संलक्ष्य ऋष्यशृङ्गोऽवदत् यद्येतत्तव सुखावहं स्यात् तथैवाहं करिष्यामि।

१६। व्रणस्ते लोहितवर्णो गभीरः पूतिवर्ज्जितः
स्तोकं तथापि दुर्गन्ध एषोऽनुभूयते मया।
काषायक्वाथमानीय धावामि खलु तं द्रुतम्,
येन त्वं परमं सुखं प्राप्स्यसि द्विजनन्दन।

ततो नलिनिका उवाच :—

१७। मन्त्रौषधि-प्रयोगान्न न च काषाय धावनात्
कण्डूयनं प्रशाम्यति व्रणस्यैतस्य मे कदा।
शक्यमिदं विनेतुं हि कोमलशेफघट्टनात्;
एहि सौम्य कुरु क्षिप्रं याच्ञाया मम पूरणम्।

सत्यमेष भणतीति विश्वस्य व्यवायसंसर्गेन शीलं भिद्यते ध्यानञ्चान्तर्धीयते इत्यजानन् स्त्रीणामदृष्टपूर्व्वत्वादज्ञातमोहनधर्म्मा स भैषज्यं प्रार्थयत इति सम्प्रधार्य्य

तयासह व्यवायं सिषेवे। तदैवास्य शीलं भिन्नं ध्यानञ्च परिहीनतां यातं। स द्वित्रीन् वारान् तया सह कृतसंवेशनः परिक्लान्तः सन् निष्क्रम्य सरस्यवतीर्य्य स्नात्वा वीतक्लमः पर्णशालां प्रतिगम्य निषसाद, पुनरपि च तां तापस इति मन्यमानस्तस्या वासस्थानं पप्रच्छ :—

ঋষ্যশৃঙ্গ জিজ্ঞাসিলেন,

১৮। হেথা হ'তে কোন্ দিকে আশ্রম তোমার?
অরণ্যে সুখে ত তুমি আছ সর্ব্বক্ষণ?
প্রচুর ত ফলমূল পাও প্রতিদিন?
হিংস্র জন্তু ভয়হেতু হয় না ত কভু?

ইহার উত্তরে নলিনিকা চারিটী গাথা বলিলেন;—

১৯। উত্তরে এখান হ'তে ঋজুপথে গেলে
দেখ যায় ক্ষেমানাম্নী স্রোতস্বতী এক,
প্রবাহিত হয় যাহা হিমালয় হ'তে।
সুরম্য আশ্রম মোর তীরে তার শোভে।
অহো যদি পারিতাম দেখাইতে আমি
আপনারে মনোহর সৌন্দর্য্য তাহার!

২০। রসাল, তিলক, শাল, জম্বু, উদ্দালক,
পাটলি প্রভৃতি সেথা সদা সুপুষ্পিত,
করে গান চারিদিকে কিম্পুরুষগণ।
অহো যদি পারিতাম দেখাইতে আমি
আপনারে মনোহর সৌন্দর্য্য তাহার।

২১। কন্দ, মূল, তাল আদি ফল নানাবিধ
আছে সে উদ্যানে মোর। বর্ণে, গন্ধে আর
ভূমির উৎকর্ষে রম্য সে আশ্রমপদ।
অহো যদি পারিতাম দেখাইতে আমি
আপনারে মনোহর সৌন্দর্য্য তাহার।

২২। বর্ণ-গন্ধ রসোত্তম ফলমূল বহু
সংগ্রহি প্রচুর আমি রেখেছি আশ্রমে।
যাই ফিরি, চোর যদি পশে সেথা এবে
সমস্ত হরিয়া তারা করিবে প্রস্থান।

ঋষ্যশৃঙ্গ ইহা শুনিলেন এবং যতক্ষণ তাঁহার পিতা আশ্রমে ফিরিয়া না আসেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,

২৩। ফলমূল আহরণ করিবার তরে গিয়াছেন পিতা মোর বনের ভিতরে।
সন্ধ্যা হল; ফিরিবেন, দেরি নাই আর, ফলমূলসহ; লয়ে অনুমতি তাঁর
তুমি আমি, উভয়েই করিব গমন; আশ্রম তোমার গিয়া দেখিব তখন।

নলিনিকা ভাবিলেন, 'এই তাপস আজন্ম বনে বর্দ্ধিত হইয়াছে; আমি যে নারী, এ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। ইহার পিতা কিন্তু আমাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন

এবং 'তুই এখানে কি করিতেছিস্' বলিয়া তাঁহার বাঁকের আগা দিয়া আমাকে প্রহার করিয়া মাথা ফাটাইবেন। কাজেই তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই আমার প্রস্থান করা আবশ্যক। আমি যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা ত সম্পন্ন হইয়াছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে গিয়া কিরূপে তাঁহার আশ্রমে যাইতে হইবে, তাহার উপায় বলিলেন :—

২৪। বিলম্ব করিতে আমি পারিব না আর ;
সাধুশীল ঋষি, রাজ-ঋষি কত জন
বসতি করেন পথে ; অনুরোধ যদি
করেন আপনি কোন তাপসে, তখনি
লইয়া যাবেন তিনি নিজে সঙ্গে করি
হৃষ্টচিত্তে আপনারে আশ্রমে আমার।

এইরূপে নিজের পলায়নের উপায় করিয়া নলিনিকা পর্ণশালা হইতে বাহির হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি ফিরিয়া যান।' অতঃপর, তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই অমাত্যদিগের নিকটে ফিরিয়া গেলেন ; অমাত্যেরা তাঁহাকে লইয়া স্কন্ধাবারে গমন করিলেন এবং প্রতিবর্ত্তন করিয়া যথাকালে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। শক্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিনেই সমস্ত রাজ্যে বারি বর্ষণ করাইলেন।

নলিনিকা চলিয়া গেলে ঋষ্যশৃঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে দাহ জন্মিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং বল্কলচীবরে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া শুইয়া শুইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'সে কোথায় গেল ?" তিনি বাঁক নামাইয়া পর্ণশালার ভিতরে গেলেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ শুইয়া আছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কি করিয়াছ ?" তিনি তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনটী গাথা বলিলেন :—

২৫। কর নাই তুমি ইন্ধন ছেদন ; কর নাই তুমি জল আনয়ন ;
জ্বাল নাই অগ্নি, ওহে মন্দমতি। কি ভাবিছ শুয়ে দীন ভাবে অতি ?

২৬। কাঠ তুমি পূর্ব্বে করিতে ছেদন, করিতে প্রত্যহ অগ্নির হবন ;
তপনী * আমার রাখিতে জ্বালিয়া ; আসন করিতে যত্নে সাজাইয়া ;
জল মোর তরে আনিয়া রাখিতে ; পাইতে আনন্দ এ সব করিতে।

২৭। হয় নাই আজ ইন্ধনচ্ছেদন, কর নাই আজ জল আনয়ন ;
অগ্নি হেথা আজ দেখিতে না পাই, খাদ্য মোর তরে সিদ্ধ কর নাই।
আমার সহিত নাই বাক্যালাপ, কি হয়েছে আজ, বল শুনি, বাপ।
কি হয়েছে নষ্ট ? বল কি কারণ, চিত্ত তব আজ বিষন্ন এমন ?

পিতার কথা শুনিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন :—

২৮। জটাধারী ব্রহ্মচারী এসেছিল এক,
নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, সুগঠিতকায়,

* অগ্নিসেবনের জন্য আগুন রাখিবার পাত্রবিশেষ।

সুদর্শন, সুবিনীত *—মস্তকে তাহার
বিরাজে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের কলাপ।

২৯। নবীন, অজাতশ্মশ্রু সেই ব্রহ্মচারী;
কণ্ঠে তার বৃত্তাকার মহা আভরণ; †
সুগঠিত গণ্ডদ্বয় শোভে বক্ষোদেশে
সমুজ্জ্বল, যথা হেমকন্দুকযুগল।

৩০। অহো কি অপূর্ব্ব শোভা শ্রীমুখের তার!
কর্ণে দুলে কুঞ্চিতাগ্র কুণ্ডলযুগল;
কুণ্ডলের, আর তার জটাবন্ধনের
সূত্র হ'তে অপরূপ হয় বিকিরণ
কি সুন্দর প্রভা, তাত, চলে সে যখন।

৩১। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি আর মুক্তানির্ম্মিত
দেহে তার আরো চতুর্ব্বিধ অলঙ্কার
রক্ত, নীল, নানাবর্ণ; রুণু রুণু ধ্বনি
সমুত্থিত সংঘট্টনে হয় তাহাদের
চলে সে মাণব যবে; বড়ই মধুর,
বর্ষায় চাতকমজ্জ কাকলির মত।

৩২। মুঞ্জাময়ী মেখলা সে পরে না ক, তাত,
অথবা বল্কল, চিহ্ন তাপসের যাহা।
সুচারুজঘনলগ্ন দুকুল তাহার
উজলে, মেঘের কোলে বিদ্যুৎ যেমন।

৩৩। বিরাজে নাভির নীচে নিতম্ব বেষ্টিয়া
শত শত অকণ্টক বৃন্তহীন ফল। ‡
বিঘট্টন বিনা করে রুণু রুণু ধ্বনি
নিয়ত সে সব, পিতঃ! বল দয়া করি
কোন্ বৃক্ষে পাওয়া যায় এই সব ফল।

৩৪। জটার বিচিত্র ছটা কি বর্ণিব তার!
কুঞ্চিতাগ্র শত শত বেণীর আকারে
দ্বিধাভিন্ন শির' পরি অহো কি সুন্দর!
বিতরি সৌরভ করে বিমোহিত মন।

---

* মূলে 'বিনেতি' এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, "অত্তনো সরীরপ্পভায় অম্হ-পদং একোভাসং বিয় পূরেতি।" আমি এরূপ অর্থের কোন হেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া 'বিনীত' এই কল্পনা করিয়াছি।

† "আধাররূপঞ্চপনস্স কণ্ঠে"—ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার বলেন, "অম্হাকং ভিক্খাভাজনঠাপনপণ্ণ-ধারসদিসং পিলন্ধনং অত্থীতি মুত্তাভরণং সন্ধায় বদতি।" ভিক্ষাভাজন রাখিবার জন্য পর্ণাধার বলিলে 'বিড়া' বুঝাইবে কি? নলিনিকার কণ্ঠের বৃহৎ মুক্তাহার বর্ণনা করিবার জন্য আজন্মারণ্যবাসী ঋষিকুমার এই অদ্ভুত উপমা প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

‡ এখানে হেমময়মণিখচিত মেখলার বর্ণনা হইতেছে। ইহার অংশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের আকারবিশিষ্ট।

কত যে হইত সুখ জটার কলাপ
থাকিত তেমন যদি মস্তকে আমার।

৩৫। সুগন্ধ, সুন্দর তার জটার বন্ধন
খুলিল যখন সেই নবীন তাপস,
হইল সৌরভে পূর্ণ এই তপোবন—
বিকীর্ণ করিল যেন নীলোৎপল-রেণু
মৃদুমন্দ গন্ধবহ আনিয়া চৌদিকে।

৩৬। গাত্রে লিপ্ত চূর্ণ তার অতি মনোহর,
কিছুমাত্র নাই, তাত, সাদৃশ্য তাহার
এ চূর্ণের সঙ্গে, যাহে লিপ্ত মোর দেহ।
আমোদিত বনস্থলী সৌরভে তাহার,
প্রস্ফুটিত পুষ্পগন্ধে বসন্তে যেমন।

৩৭। সুন্দর, বিচিত্রোজ্জ্বল ফল এক লয়ে
করিল সে কেলি; দূরে নিক্ষেপ করিল,
তবু তাহা ফিরি গেল করতলে তার।
বল, পিতঃ, কোন্ বৃক্ষে ফলে সেই ফল?

৩৮। সুন্দর দন্তের পঙক্তি রাজে মুখে তার,
সুবিন্যস্ত, সুবিমল, শঙ্খকুন্দোজ্জ্বল।
জুড়ায় নয়ন, অহো, দেখিলে তাহার
বিকসিত দশনের শোভা অপরূপ!
থেত যদি শাক সেই আমাদের মত,
তবে কি হইত দন্ত সুন্দর তেমন?

৩৯। বাক্য তার সুমধুর, সুস্পষ্ট, সুমিত,
অনুদ্ধত, অচপল, বর্ষে শ্রবণে
অমৃতের ধারা, যথা কোকিলকূজন।

৪০। মধুর কণ্ঠের স্বর নাতিবিস্পষ্ট—*
সামগান অতি ছার তুলনায় তার।
ইচ্ছা হয় পুনর্ব্বার দেখি তারে আনি,
বলেছে আমায় সে যে, "মিত্র আমি তব।"

৪১। सुगठित: सुकोमलो पद्मकोरकसन्निभ:
मध्ये वडवगयोतस्य व्रण: शुक्तिपुटोपम: ।
विस्तनसघन: स हि पातयित्वा च तत्र माम्
निपीड्य पुन: पुन: जघनेन मामव: ।

৪২। উজ্জ্বল দেহের আভা—কিবা ছটা তার!
অম্বরীক্ষে স্ফুরে যেন বিদ্যুতের রেখা।

---

* "নাতিবিস্পষ্ট বাক্যে"—'বিস্পষ্ট'=সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত। সুশিক্ষিত ঋষিকুমারের কাণে নলিনিকার বাক্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সুচ্চারিত হয় নাই; এই জন্যই বোধ হয় তিনি তাহা মধুর মনে করিয়াছিলেন। নারী-কণ্ঠের প্রেমগদ্গদস্বর মিষ্ট লাগিবারই কথা।

বিরাজে অঞ্জনবর্ণ সূক্ষ্মরোমরাজি
সুকোমল বাহুদ্বয়ে অহো কি সুন্দর।
প্রবালশলাকাবৎ বর্ত্তুল অঙ্গুলি।
করিতেছে তাহাদের শোভা বিবর্দ্ধন।

৪৩। অকর্কশ অঙ্গে তার নাই দীর্ঘ রোম,
দীর্ঘ, সুলোহিত তার নখ সমুদায়;
সুকুমার বাহু দিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে
সে প্রিয়দর্শন যুবা সেবিল আমায়।

৪৪। শিমূলের তূলসম দেহ সুকোমল,
কম্বুবৎ সুবর্ত্তুল অঙ্গ সুগঠিত,
হেমকান্তি। শিরীষকুসুমসুকুমার
বাহুদ্বয়ে স্পর্শি মোরে গেল এই পথে।
সেই স্পর্শ সুখকর স্মরি আমি এবে
সর্ব্বাঙ্গে দুঃসহ জ্বালা করিতেছি ভোগ।

৪৫। ছিল না শস্ত্রের ভার স্কন্ধেতে তাহার;
বনে গিয়া নিজে কাঠ ভাঙ্গিতে না হয়,
কুঠার লইয়া গাছ কাটে না সে কভু;
স্বহস্তে সে করে না ক কাষ্ঠ আহরণ।

৪৬। अस्ति तस्य व्रणो देहे ऋचदमनसञ्जात'।
अब्रवीन् मां माणवक "एहि भद्र, देहि सुखम्"।
दत्तं सुखं मया तस्मै ममाप्यभुत् सुख तत'।
कृतार्थः सन्नुवाच स "तमीऽस्मि तव कर्म्मणा।"

৪৭। রচিত মালুবপত্রে অই শয্যা। দেখ
আলু থালু করিয়াছি আমরা দুজনে।
জলকেলি দ্বারা মোরা ক্লান্তি করি দূর
পশিয়াছি বার বার উটজ ভিতরে।

৪৮। বেদমন্ত্র মুখে মোর সরে নাক আজ,
নাই রুচি যজ্ঞে, অগ্নিহোত্রে কিছু মাত্র,
আপনি যে ফলমূল এনেছেন হেথা,
তাহাও খাবনা, পিতঃ, আমি যতক্ষণ
না পাব সে মাণবের আবার দর্শন।

৪৯। আপনার আছে জানা, হে পিতঃ, নিশ্চয়
যেখানে বসতি করে সেই ব্রহ্মচারী।
শীঘ্র মোরে তার পাশে চলুন লইয়া,
নচেৎ ত্যজিব প্রাণ এই তপোবনে।

৫০। তপোবন তার, তাত, শুনিয়াছি আমি
বিবিধ বিচিত্র পুষ্পে শোভিত সতত;
কলকণ্ঠ বিহগের প্রিয়বাসভূমি,
মধবিক্ত অনুক্ষণ মধুর কূজনে।

শীঘ্র মোরে তার পার্শে না লইলে প্রাণ
আশ্রমে সম্মুখে তব ত্যজিব নিশ্চয়।

ঋষ্যশৃঙ্গের এই সমস্ত বিলাপ ও প্রলাপ শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন, কোন রমণী তাঁহার শীল ভঙ্গ করিয়াছে। তিনি ছয়টী গাথায় পুত্রকে উপদেশ দিলেন :—

৫১। হোমাগ্নির রশ্মি দ্বারা সদা উদ্ভাসিত
গন্ধর্ব্ব-দেবতাপ্সরোগণ নিষেবিত
প্রাচীন এ তপোবন; তাপসেরা হেথা
তপস্যাসাধনে রত, উৎকণ্ঠা ঈদৃশী
হন পুণ্য ক্ষেত্রে তব অতি অশোভন।

৫২। আছে কারো মিত্র, কারো নাই ইহলোকে;
মিত্রবান্ করে প্রেম জ্ঞাতিমিত্রসহ।
এই মূর্খ ঋষ্যশৃঙ্গ জানে না নিশ্চয়,
কি ভাবে উৎপত্তি এর, কোথা হ'তে এল।

৫৩। এক সঙ্গে এক স্থানে পুনঃ পুনঃ বাস
করিলে একের মিত্র হয় অন্য জন।
একত্রাবস্থান যদি না করে দুজনে।
মিত্রতা তাদের নষ্ট হয় অচিরাৎ।

৫৪। দেখ যদি পুনর্ব্বার সে মাণবে তুমি,
আলাপ তাহার সঙ্গে কর যদি আর,
প্লাবনে বিনষ্ট যথা পক্ব শস্য হয়,
তপোগুণ নষ্ট তব হইবে অচিরে

৫৫। দেখ যদি পুনর্ব্বার সে মাণবে তুমি
আলাপ তাহার সঙ্গে কর যদি আর,
প্লাবনে বিনষ্ট যথা পক্ব শস্য হয়,
পাইবে ব্রাহ্মণ্যতেজ অচিরে বিনাশ।

৫৬। মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে সাধন যক্ষীরা বিবিধবেশে করে বিচরণ।
প্রাজ্ঞ কভু তাহাদের সংসর্গে না যায়; দুষ্টার সংসর্গে হয় ব্রহ্মচর্য্য ক্ষয়।

পিতার কথায় ঋষ্যশৃঙ্গের ভয় হইল যে, সেই ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী যক্ষী। তিনি তৎক্ষণাৎ চিত্তবেগ দমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "পিতঃ, আমি এখান হইতে যাইব না; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" মহাসত্ত্ব তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "এস, মাণবক, মৈত্রী ভাবনা কর; করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবিয়া ব্রহ্মবিহারে আনন্দ ভোগ কর।" ঋষ্যশৃঙ্গ এই পথে বিচরণ করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ভিক্ষুর গৃহস্থাশ্রমের পত্নী ছিল নলিনিকা, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমি ছিলাম ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা।]

☞ ঋষ্যশৃঙ্গের কথা অলম্বুষা-জাতকেও (৫২৩) পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণের আদিকাণ্ডে (৯ম সর্গ) ঋষ্যশৃঙ্গের আখ্যায়িকা আছে। তিনি কাশ্যপের পুত্র বিভাণ্ডকের আত্মজ। অঙ্গরাজ রোমপাদের রাজ্যে দারুণ অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছিল। তাহার প্রতিকারের জন্য তিনি বারবনিতা প্রেরণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া নিজের রাজধানীতে আনাইয়াছিলেন এবং সুবৃষ্টিলাভের পর তাঁহার সহিত নিজের পালিতা কন্যা শান্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গের হরিণীর গর্ভে জন্ম-সম্বন্ধে কোন কথা নাই। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে; কেবল ইহাই নহে, বিভাণ্ডকের ভয়ে বারবনিতাদিগের হৃৎকম্প, মোদক প্রভৃতি মিষ্টান্ন বৃক্ষের ফল ইহা বলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের মন ভুলান, বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরিলে তাঁহার নিকটে ঋষ্যশৃঙ্গের আক্ষেপ এবং বারবনিতাদিগের রূপবর্ণন ইত্যাদি কৃত্তিবাসে ও জাতকে প্রায় একরূপ। ইহাতে অনুমান হয়, জাতক-বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মবৃত্তান্ত পূর্ব্বে এদেশে কথকদিগের এবং জনসাধারণের সুবিদিত ছিল; কৃত্তিবাস গ্রন্থরচনাকালে ইহা লইয়া নিজের বর্ণনার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন।

৫২৭—উন্মাদয়ন্তী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি নাকি এক দিন শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার কালে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও আভরণমণ্ডিতা রমণীকে দেখিয়া তাহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, কিছুতেই সে চিত্ত নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। সে বিহারে প্রতিগমন করিয়া ঐ দিন হইতে কামবশে শল্যবিদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় হইয়াছিল; তাহার শরীর কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গে ধমনীগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার কিছুই ভাল লাগিত না, সে কোন ঈর্য্যাপথেই চিত্তের শান্তি পাইত না। সে আচার্য্যের সেবা করিত না; উদ্দেশ, পরিপৃচ্ছা,† কর্ম্মস্থান—সকল বিষয়ই অবহেলা করিত। তাহার এই দশা দেখিয়া তাহার ভিক্ষুবন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি ত পূর্ব্বে প্রশান্তেন্দ্রিয় ও প্রসন্ন-মুখ ছিলে; এখন তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি বল ত।" সে বলিল, ভ্রাতৃগণ, আমার কিছুই ভাল লাগে না।" "আনন্দ কর, ভাই। বুদ্ধের আবির্ভাব অতি বিরল; সদ্ধর্ম্মশ্রবণের সুবিধা এবং মনুষ্যজন্মলাভও অতি বিরল। তুমি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া দুঃখের অন্তকামনায় সাশ্রুলোচন জ্ঞাতিগণকে পরিহার করিয়াছ, শ্রদ্ধাসহকারে প্রব্রজ্যা লইয়াছ; এখন কেন রিপুর বশীভূত হইবে? কামরিপু গণ্ডূপাদ প্রভৃতি কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অজ্ঞ প্রাণীরই সাধারণ ধর্ম্ম। যে যে বস্তু এই রিপুর উত্তেজক, সে সমস্তও সুরুচিবিরুদ্ধ। কাম বহু দুঃখের কারণ, বহু নৈরাশ্যের মূল। ইহা হইতে উত্তরোত্তর কষ্টেরই বৃদ্ধি হয়। ইহা অস্থিকঙ্কাল সদৃশ, ইহা মাংসখণ্ড সদৃশ; ইহা তৃণোল্কার ন্যায়, ইহা প্রজ্বলিত অঙ্গারপূর্ণ গর্ত্তের ন্যায়; ইহা স্বপ্নের ন্যায় অসার, যাচ্ঞালব্ধ দ্রব্যের ন্যায় হেয়, বৃক্ষফলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; শল্যের ন্যায় ও সর্পমুখের ন্যায় প্রাণহারক। ছি! তুমি এরূপ উৎকৃষ্ট শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ঈদৃশ অনর্থকর রিপুর দাস হইলে!" ভিক্ষুরা তাহাকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ উপদেশ দিলেন, কিন্তু ঐ উপদেশ গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে ধর্ম্মসভায় শাস্তার নিকটে লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ব্যক্তিকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনয়ন করিলে কেন?" ভিক্ষুরা বলিলেন, "এই ব্যক্তি না কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছে?" শাস্তা বলিলেন, "কি হে, এ কথা সত্য কি?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, ভদন্ত।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাজ্য শাসন করিবার সময়েও মনে কামভাব উৎপন্ন হইলে অল্পকালের জন্য তাহাতে অভিভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া অন্যায়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

* জাতকমালা—১৩।

† উদ্দেশ—প্রাতিমোক্ষ প্রভৃতির আবৃত্তি। পরিপৃচ্ছা—প্রশ্নজিজ্ঞাসা।

পুরাকালে শিবিরাজ্যে অরিষ্টপুর নগরে শিবি-নামক এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল শিবিকুমার। ঐ সময়ে সেনাপতিরও একটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অহিপারক। কুমারদ্বয় পরস্পরের খেলার সাথী ছিলেন। যখন তাঁহারা বড় হইয়া ক্রমে ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন তখন তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। তাঁহারা সেখান হইতে ফিরিলে রাজা বোধিসত্ত্বকে রাজ্য দান করিলেন, বোধিসত্ত্ব অহিপারককে সৈনাপত্য দিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

অরিষ্টপুর নগরে অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন তিরীটবৎস-নামক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার একটী পরমসুন্দরী, সৌভাগ্যবতী, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না কন্যা জন্মিয়াছিল। নামকরণদিবসে এই বালিকাটীর নাম রাখা হইয়াছিল উন্মাদয়ন্তী। ষোড়শবর্ষ বয়সে এই বালিকা লোকাতীত সৌন্দর্য্যবতী অপ্সরার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। সাধারণ লোকের যে কেহ তাহাকে দর্শন করিত, সেই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিত না;—কামবশে সুরাপানোন্মত্তের ন্যায় আত্মহারা হইত। একদিন তিরীটবৎস রাজদর্শনে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার গৃহে একটী স্ত্রীরত্ন জন্মিয়াছে, সে সর্ব্বাংশে রাজভোগের যোগ্যা। আপনি কোন লক্ষণবিদ্ লোক দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করাইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" রাজা ইহাতে সম্মত হইয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। তাঁহারা শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়া যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা পাইলেন। তাঁহারা পায়স ভোজন করিতেছেন এমন সময়ে উন্মাদয়ন্তী সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণেরা আত্মসংবরণে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা কামমদে মত্ত হইয়া, নিজেদের ভোজন যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। কেহ খাদ্যের গ্রাস হাতে লইয়া, যেন উহা খাইতেছেন ভাবিয়া নিজের মাথায় তুলিয়া রাখিলেন, কেহ ঘরের মাঝখানে, কেহ বা দেওয়ালের গায়ে ছুড়িয়া ফেলিলেন। ফলতঃ সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তাঁহাদের এই দশা দেখিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিলেন, 'এই লোকগুলাই না কি, আমি সুলক্ষণা বা অলক্ষণা, তাহা নির্ণয় করিবে।' তিনি অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, "গলা ধাক্কা দিয়া এই বেহায়াগুলাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দাও।" এইরূপে অবমানিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহারা রাজবাড়ীতে ফিরিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মেয়েটা কালকর্ণী, সে আপনার পত্নী হইবার উপযুক্ত নহে।" উন্মাদয়ন্তী কালকর্ণী, এই বিশ্বাসে রাজা তাঁহাকে আনয়ন করাইলেন না। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিলেন, 'কালকর্ণী মনে করিয়া রাজা আমাকে গ্রহণ করিলেন না, যাহারা কালকর্ণী, তাহারা আমার মতই হয় বটে। বেশ, যদি কখনও রাজার দেখা পাই, তখন বুঝা যাইবে আমি কেমন কালকর্ণী।' উন্মাদয়ন্তী এইরূপে রাজার প্রতি রোষ পোষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর উন্মাদয়ন্তীর পিতা তাঁহাকে অহিপারকের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। উন্মাদয়ন্তী পতির প্রিয়া ও মনোরমা হইলেন।

কোন্ কর্ম্মের ফলে উন্মাদয়ন্তী এইরূপ রূপলাবণ্যবতী হইয়াছিলেন? রক্তবস্ত্রদানের ফলে। তিনি না কি কোন পূর্ব্ব জন্মে বারাণসীনগরের এক দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা কোন উৎসবের দিনে কয়েকজন পুণ্যবতী রমণী কুসুম্ভ-রঞ্জিত রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া

ও নানাবিধ আভরণে মণ্ডিত হইয়া কেলি করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া উন্মাদয়ন্তীর ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনিও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া উৎসবকেলি করিবেন। তিনি মাতাপিতার নিকট এই বাসনা জানাইলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "বাছা, আমরা দরিদ্র; এমন কাপড় আমরা কোথায় পাইব?" উন্মাদয়ন্তী বলিয়াছিলেন, "তবে আমাকে কোন ধনী লোকের বাড়ীতে খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে দাও, তাঁহারা আমার গুণ দেখিতে পাইলে আমাকে রক্তবস্ত্র দান করিবেন।" তাঁহার মাতা পিতা এই প্রস্তাবে অনুমতি দিয়াছিলেন; তিনি এক ধনিগৃহে গিয়া বলিয়াছিলেন, "কুসুম্ভবস্ত্র পাইলে আমি তাহার বিনিময়ে খাটিতে পারি।" গৃহস্থেরা উত্তর দিয়াছিলেন, "তুমি যদি তিন বৎসর খাট, তাহা হইলে তখন তোমার গুণাগুণ বুঝিয়া রক্তবস্ত্র দিতে পারি।" "বেশ, তাহাতেই রাজি আছি" এই অঙ্গীকার করিয়া উন্মাদয়ন্তী ঐ বাড়ীতে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গৃহস্থেরা তিন বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে একখানি কুসুম্ভ-রঞ্জিত ঘন বস্ত্র এবং আরও একখানি বস্ত্র দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাও, তোমার সখীদিগের সঙ্গে গিয়া স্নান কর এবং স্নানান্তে এই কাপড় পর।" প্রভুদিগের নিকট এইরূপে বিদায় পাইয়া উন্মাদয়ন্তী সখীদিগের সঙ্গে স্নান করিতে গিয়াছিলেন এবং রক্তবস্ত্রখানি তীরে রাখিয়া স্নান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে দশবল কাশ্যপের জনৈক শ্রাবক অদ্ভুতবেশে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দস্যুরা তাঁহার চীবর কাড়িয়া লইয়াছিল, তিনি গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তাহা দিয়াই অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাসের কাজ সাধিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিয়াছিলেন, 'হায়, কেহ হয় ত এই ভদন্তের চীবর অপহরণ করিয়াছে। পূর্ব্বজন্মে দান করি নাই বলিয়া এ জন্মে আমার ভাগ্যে বস্ত্র এত দুর্লভ হইয়াছে। আমি রক্তবস্ত্রখানি দুই টুকরা করিয়া এক টুকরা এই আর্য্যকে দান করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি জল হইতে উঠিয়া নিজের অন্তর্ব্বাস পরিধান করিয়াছিলেন, এবং "ভদন্ত, একটু অপেক্ষা করুন" বলিয়া স্থবিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রক্তবস্ত্রখানি চিরিয়া দুই খণ্ড করিয়া তাঁহাকে এক খণ্ড দান করিয়াছিলেন। স্থবির একান্তে কোন প্রতিচ্ছন্ন স্থানে গিয়া সেই শাখাপল্লবের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং রক্তবস্ত্রখণ্ডের এক প্রান্ত অন্তর্ব্বাস ও এক প্রান্ত বহির্ব্বাসরূপে পরিধান করিয়াছিলেন। তিনি যখন প্রতিচ্ছন্ন স্থান হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন, তখন রক্তবস্ত্রখণ্ডের আভায় তাঁহার সর্ব্বশরীর বালার্কের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া উন্মাদয়ন্তী ভাবিয়াছিলেন, 'এই আর্য্য প্রথমে ত এমন সুন্দর দেখান নাই, এখন ইনি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছেন। আমি এই বস্ত্রখণ্ডও ইহাকে দিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি স্থবিরকে দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড দান করিবার কালে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, জন্মান্তরে আমি যেন পরমরূপবতী হই, আমাকে দেখিয়া কোন পুরুষই যেন প্রকৃতিস্থ থাকিতে না পারে, অন্য কেহ যেন আমা অপেক্ষা সুন্দর না হয়।" স্থবির দানগ্রহণান্তে যথারীতি অনুমোদন করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর দেবলোকে জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়া উন্মাদয়ন্তী অরিষ্টপুরে জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক তাদৃশী রূপলাবণ্যবতী হইয়াছিলেন।

একদা অরিষ্টপুরে কার্ত্তিকোৎসব ঘোষিত হইল, নগরবাসীরা কার্ত্তিকী পূর্ণিমার

দিন নগব সুসজ্জিত কবিল। অহিপাবক নিজের রক্ষণীয় স্থানে যাইবার কালে উন্মাদয়ন্তীকে বলিলেন, "ভদ্রে, অদ্য কার্ত্তিকোৎসব। রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়া প্রথমে এই গৃহেব দ্বাবেই আসিবেন। তুমি তাঁহাকে দেখা দিও না। তোমাকে দেখিলে তিনি কিছুতেই আত্মসংববণ কবিতে পাবিবেন না।" অহিপারক চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে উন্মাদয়ন্তী বলিলেন, "আমাব কর্ত্তব্য আমি বুঝিয়া লইব।" অনন্তব অহিপাবক প্রস্থান কবিলে তিনি দাসীকে আজ্ঞা দিলেন, "রাজা যখন দরজাব কাছে আসিবেন, তখন আমাকে খবর দিবি।"

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল, পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল, দেবপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত অরিষ্টপুরের সর্ব্বদিকে দীপমালা প্রজ্বলিত হইল, রাজা সর্ব্বালঙ্কাবে বিভূষিত হইযা আজানেয় অশ্ববাহিত বথে আবোহণ কবিয়া অমাত্যগণে পরিবৃত হইযা মহাসমারোহে নগর প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রা কবিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে অহিপাবকেব গৃহদ্বাবে উপস্থিত হইলেন। ঐ গৃহ মনঃশিলাবর্ণেব প্রাকাব দ্বাবা বেষ্টিত, দ্বাব ও অট্টালিকাযুক্ত, সুশোভিত ও পবম বমণীয় ছিল। দাসী রাজার আগমনসংবাদ দিলে উন্মাদয়ন্তী পুষ্পকবণ্ড হস্তে লইয়া কিন্নরীলীলায় বাতায়নেব নিকটে দাঁডাইয়া বাজাব মস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। বাজা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কামমদে এমন মত্ত হইলেন যে, তাঁহার আত্মসংবরণের ক্ষমতা বহিল না, ঐ গৃহ যে অহিপাবকের ইহাও তাঁহার জানিবাব সাধ্য থাকিল না। তিনি সাবথিকে সম্বোধন কবিয়া দুইটী গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

১। বল ত, সুনন্দ, এই প্রাসাদ কাহাব, চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুবর্ণ প্রাকাব যাহার ?
শৈলাগ্রে, আকাশে কিংবা অগ্নিশিখাসমা কে অই বমণী হোথা অতি মনোবমা ?

২। কাব কন্যা ও বমণী ? পুত্রবধূ কার ? কোন্ ভাগ্যবান্ সেই, ভার্য্যা ও যাহাব ?
বল শীঘ্র, হে সুনন্দ, বল অই নাবী বিবাহিতা, ভর্ত্তৃমতী, অথবা কুমাবী ?

এই প্রশ্নেব উত্তরে সাবথি দুইটী গাথা বলিলেন :—

৩। জানি আমি নবনাথ, উঁব পবিচয়, কে উঁহার মাতা, আর কে বা পিতা হয়।
স্বামীকেও জানি উঁব, দিবাবাত্র যিনি সাবধানে হিত তব সাধেন, নৃমণি।

৪। মহর্দ্ধি, মহাঢ্য যিনি, মহাভাগ্যবান্ অমাত্য অহিপাবক তব, আয়ুষ্মন্।
ঘবণী তাঁহাব অই বমণী বতন, উন্মাদযন্তী নাম উঁহাব বাজন্।

ইহা শুনিয়া বাজা ঐ রমণীর নামের প্রশংসা করিয়া একটী গাথা বলিলেন :—

৫। অহো এব মাতাপিতা, আত্মীযস্বজন কি সুন্দব কবিযাছে নাম নির্ব্বাচন
একবাব মাত্র মোবে নিবখিযা, হায়, উন্মাদযন্তী কবে উন্মত্ত আমায।

বাজা চিত্তবৈকল্যে কম্পিত হইযাছেন বুঝিয়া উন্মাদয়ন্তী বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। এদিকে বাজা তাঁহাকে দেখিবাব পব হইতেই নগব প্রদক্ষিণ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। তিনি সাবথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সৌম্য সুনন্দ, তুমি রথ ফিবাইয়া লও, এ উৎসব আমাব সাজে না, ইহা সেনাপতি অহিপাবকেই উপযুক্ত, এ রাজ্য তাঁহার পক্ষেই শোভা পায়।" ইহা বলিয়া তিনি বথ ফিরাইয়া প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন এবং রাজশয্যায় শয়ন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

৬। চকিতহরিণ-নয়না ললনা, পারাবতপাদলোহিতবসনা,
পৌর্ণমাসী এই সন্ধ্যায় যখন বাতায়ন-পথে দিল দরশন,
শুভ্র কান্তি তার নেহারি নয়নে সবিস্ময়ে আমি ভাবিলাম মনে,
এক পূর্ণ শশী গগনে বিরাজে, আর পূর্ণ শশী বাতায়ন মাঝে।

৭। ভ্রূলতা তাহার শোভে চাপাকার, ইন্দীবর জিনি নয়ন সুন্দর,
একবারমাত্র করি নিরীক্ষণ কাড়িয়া লইল সে আমার মন,
গিরিসানুদেশে কুসুমিত বনে বীণার সংযোগে সুমধুর গানে
কিন্নরী যেমন কিম্পুরুষমন অবলীলাক্রমে করে রে হরণ।

৮। সুদীর্ঘ সুন্দর দেহ সুগঠিত একমাত্র বস্ত্রে ছিল আচ্ছাদিত।
কাঞ্চনের মত বরণ উজ্জল; কর্ণে দুলে চারু মণির কুণ্ডল।
করিল চকিতা মৃগীর মতন অপাঙ্গ দৃষ্টিতে আমায় দর্শন।

৯। বাহু সুকুমার, রোম সুকোমল, তাম্রবর্ণে নখ রঞ্জিত সকল,
চন্দনে চর্চিত চারু কলেবর, সুবর্ত্তুল তার অঙ্গুলি নিকর,
তুষিবে কি কভু সে কল্যাণী, হায়, আপাদমস্তক পরশি আমায়?

১০। সুবর্ণ কঞ্চুকে বক্ষ আচ্ছাদিত, ক্ষীণ কটি হেরি কেশরী লজ্জিত,
কবে সুকোমল বাহুযুগে, হায়, আলিঙ্গিবে সেই রমণী আমায়,
আলিঙ্গে যেমতি সাজি পুষ্পসাজে লতাবধূ বনে বনবৃক্ষরাজে?

১১। অলক্তাভ তার ওষ্ঠ, করতল, শ্বেতপদ্মনিভ দেহ সুবিমল,
জলবিন্দুবৎ চারু-মণ্ডলিত কুচযুগ তার বক্ষে বিরাজিত
পাশে থাকি মোর, হায়, সে কখন আদান প্রদান করিবে চুম্বন,
মণ্ডপে মণ্ডপে আদান প্রদান করি পাত্র যথা সুরা করে পান?

১২। বাতায়নে অবস্থিতা মনোরমা সুগাত্রীকে একবার করিয়া দর্শন
হয়েছি উন্মত্তপ্রায়, সাধ্য নাই আত্মবশে চিত্ত আর রাখিতে এখন।

১৩। মণিকুণ্ডলাভরণা উন্মাদয়ন্তীকে হেরি দিবারাত্র ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস,
হারায়ে বিপুল ধন ত্যজি নিদ্রা লোকে যথা অনুক্ষণ করে হা হুতাশ।

১৪। বলেন বাসব যদি, 'ইচ্ছামত মাগ বর,' চাহিব যুড়িয়া দুই কর,
'দুই এক রাত্রি তরে অহিপারক আমারে দয়া করি কর, পুরন্দর,
উন্মাদয়ন্তীর সনে করি কেলি হৃষ্ট মনে হব পুনঃ শিবিনরবর।'

অন্যান্য অমাত্যেরা গিয়া অহিপারকে বলিলেন, "মহাশয়, রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া আপনার গৃহদ্বার হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছেন।" অহিপারক গৃহে ফিরিয়া উন্মাদয়ন্তীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রে, তুমি রাজার সম্মুখে দেখা দিয়াছ কি?" উন্মাদয়ন্তী বলিলেন, "স্বামিন্, এক লম্বোদর, দীর্ঘদন্ত ব্যক্তি রথে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল; সে রাজা, কি রাজপুরুষ, তাহা আমি

* মূলে উন্মাদয়ন্তীকে এই গাথায় 'সামা' (শ্যামা) বলা হইয়াছে। টীকাকার সংস্কৃত অভিধানের অনুকরণ করিয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন 'সুবর্ণবর্ণা'। কিন্তু ৬ষ্ঠ গাথায় 'পুণ্ডরীকত্বগঙ্গী' এই বিশেষণ দ্বারা নায়িকাকে শুভ্রবর্ণা বলা হইয়াছে।

জানি না। শুনলাম লোকটা না কি উচ্চপদস্থ, সেই জন্য বাতায়নে দাঁড়াইয়া পুষ্প নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সে তৎক্ষণাৎ রথ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল।" ইহা শুনিয়া অহিপারক বলিলেন, "তুমি সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ।"

পরদিন অহিপারক রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, রাজা উন্মাদয়ন্তীকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন, রাজা উন্মাদয়ন্তীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, উন্মাদয়ন্তীকে না পাইলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন, যাহাতে রাজার এবং তাঁহার নিজের কোন অপবাদ না ঘটে, এমন কোন উপায়ে রাজার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি গৃহে ফিরিয়া এক দৃঢমন্ত্র ভৃত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, অমুক জায়গায় একটা ভিতর-ফাঁপা চৈত্য গাছ আছে। তুমি কাহাকেও না জানাইয়া উহার মধ্যে বসিয়া থাক। আমি পূজা দিবার জন্য সেখানে যাইব এবং দেবতাকে প্রণাম করিবার কালে বলিব, 'দেবরাজ, নগরে উৎসব হইতেছে, অথচ আমাদের রাজা তাহাতে যোগ না দিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং সেখানে শুইয়া শুইয়া বিলাপ করিতেছেন, ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। রাজা দেবতাদিগের একান্ত ভক্ত (বহুপকারক), তিনি প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয়ে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন, কি হেতু রাজা এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতেছেন, দয়া করিয়া তাহা বলুন এবং রাজার প্রাণরক্ষা করুন।' আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে তুমি উত্তর দিবে, 'সেনাপতি, তোমাদের রাজার কোন ব্যাধি হয় নাই, তিনি তোমার ভার্য্যা উন্মাদয়ন্তীকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। উন্মাদয়ন্তীকে লাভ করিলেই তিনি বাঁচিবেন, নচেৎ তাঁহার মরণ হইবে। যদি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে উন্মাদয়ন্তীকে তাঁহার হস্তে দান কর'।" অহিপারক ভৃত্যকে উক্তরূপে এই শিক্ষা দিয়া ঐ চৈত্যে প্রেরণ করিলেন, সে গিয়া ঐ বৃক্ষের কোটরে বসিয়া থাকিল। পরদিন অহিপারক সেখানে গিয়া উক্তরূপে প্রার্থনা করিলে ভৃত্য শিক্ষামত উত্তর দিল, সেনাপতি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দেবতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে দৈববাণী জানাইলেন এবং নগরে গিয়া রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া রাজার শয়নগৃহের দ্বারে ঘা দিলেন। রাজা চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ওখানে।" সেনাপতি বলিলেন, "মহারাজ, আমি অহিপারক।" ইহা শুনিয়া রাজা দরজা খুলিলেন, অহিপারক কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

১৫। ভূতবলি দিয়া যবে করিলাম প্রণিপাত,
যক্ষ এক দেখা দিয়া বলে মোরে, নরনাথ,
'উন্মাদয়ন্তীর রূপে রাজার বিমুগ্ধ মন।"
তাই আমি হৃষ্টমনে করি তারে সমর্পণ।
উন্মাদয়ন্তীরে, ভূপ, লও করি নিজ দাসী,
সুখী তার সহবাসে হও তুমি দিবানিশি।

ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য অহিপারক, আমি যে উন্মাদয়ন্তীর রূপে মোহিত হইয়া বিলাপ করিতেছি, একথা তবে কি যক্ষেরাও জানিতে পারিয়াছে?" অহিপারক

২৯। "সত্য বটে সে আমাব প্রীতিব আধাব, করে নাই কোন দিন অপ্রিয় আমাব।
প্রিয়কামী হ'যে প্রিয় দিলাম তোমায, প্রিয়দ সংসাবে, ভূপ, প্রিয় বস্তু পায।"

৩০। "অতৃপ্ত কামনা হেতু প্রাণ যদি যায, যাউক, আমার তত দুঃখ নাই তায,
যত দুঃখ পাব, যদি অধর্ম্ম আচরি আত্মসুখ হেতু আমি ধর্ম্মে বধ কবি।"

৩১। "সে আমাব ধর্ম্মপত্নী এই ভাবি যদি লইতে তাহার ইচ্ছা না কর, ভূপতি,
সর্ব্বজনে সাক্ষী কবি বিবাহ-বন্ধন হৃষ্টচিত্তে, নরনাথ, কবিব ছেদন।
মুক্তি আমি এইরূপে কবিলে প্রদান নিজ পাশে লও তাবে কবিয়া আহ্বান।"

৩২। "বিনা অপবাধে পত্নী করিলে বর্জ্জন হবে তুমি মহাঘোব নিন্দার ভাজন।
অকৃত্য কবেছ তুমি, লোকে ইহা কবে, বিপক্ষ হইবে তব নাগরিক সবে।
হিতকাবী তুমি মোব, পাবি কি কবিতে এমন অনিষ্ট তব জীবন থাকিতে?"

৩৩। "সহিব সহস্র নিন্দা অম্লানবদনে, তিরস্কাব পুবস্কাব তুচ্ছ ভাবি মনে।
ঘটুক যা' ভাগ্যে আছে আমার, বাজন্, ভুঞ্জি কাম হও তুমি সুখেব ভাজন।"

৩৪। "নিন্দা ও প্রশংসা দুই তুচ্ছ কবে জ্ঞান, তুল্য মনে কবে যেই ভর্ৎসনা-সম্মান,
কীর্ত্তি-লক্ষ্মী হেন জনে ছাডিযা পলায, স্থল হ'তে বৃষ্টিজল যথা চলি যায।"

৩৫। "ইহা হ'তে হোক সুখ, দুঃখ বা উদ্ভূত, ধর্ম্মেব বিরুদ্ধ ইহা, কিংবা অকুন্তদ,
বুক পাতি ফলাফল লইব ইহাব, সর্ব্বংসহা বহে যথা সকলের ভাব।
অর্হন্ কি পৃথগ্‌জন, * না কবি বিচাব ধবিত্রী বহেন বুকে ভাব সবাকাব।"

৩৬। "ধর্ম্মেব বিরুদ্ধ কর্ম্ম, কিংবা যাহা হ'তে মনস্তাপ পাবে অন্যে, চাই না কবিতে।
একাকী নিজেব দুঃখ বহন কবিব, ধর্ম্মে থাকি কাবো মনে কষ্ট নাহি দিব।"

৩৭। "স্বর্গফলপ্রদ পুণ্যকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে হইও না অন্তবায তুমি বাধাদানে।
দিলাম প্রসন্নমনে উন্মাদযন্তীরে, দক্ষিণা যেমন দেয যজ্ঞে ঋত্বিকেবে।"

৩৮। "তুমি সৌম্য, আমাব পবমহিতকাবী, তোমাকে, পত্নীকে তব সখা মনে কবি।
লইলে পত্নীবে তব, দেব, পিতৃগণ সবার নিকটে হব ঘৃণাব ভাজন।
ইহলোক ত্যজি যবে পবলোকে যাব এ পাপে নবকে পডি মহা দুঃখ পাব।"

৩৯। "নরনাথ, কিছু মাত্র দোষ এতে নাই, পৌর-জানপদগণ বলিবে সবাই,
উন্মাদযন্তীবে আমি কবিযাছি দান। ভুঞ্জি তাবে কর কামতৃষ্ণাব নির্ব্বাণ।
পূবিলে বাসনা তব, ইচ্ছা যদি হয, ফিবাইযা দিও তাবে শেষে, মহাশয়।"

৪০। "তুমি, সৌম্য, আমার পবম হিতকাবী, তোমাকে, পত্নীকে তব সখা মনে কবি।
সুকীর্ত্তিত সাধুদের ধর্ম্ম সনাতন সমুদ্র-বেলাব মত দুব-অতিক্রম।"

৪১। "পূজ্য তুমি, দযাময, বিধাতা আমাব, সর্ব্বদা পূরণ কব সব বাসনাব।
উন্মাদযন্তাবে আমি কবিনু অর্পণ, মাগি ভিক্ষা, এই দান করহ গ্রহণ।"

৪২। "সত্য বটে পালিযাছ তুমি পুত্রবৎ আমাব হিতেব তবে ধর্ম্ম এ যাবৎ।
(কিন্তু শত্রুবৎ তব আচবণ আজ, কবাইতে চাও মোবে নিন্দনীয কাজ।)

---

* মূলে 'থাবরানং তসানং' আছে। থাবব=স্থাবব, তস=ত্রস বা জঙ্গম। কিন্তু পালি সাহিত্যে এই দুইটী শব্দ বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয। স্থাবব=ক্ষীণাস্রব বা অর্হন্; ত্রস=পৃথগ্‌জন। তৃষ্ণাবশে ত্রস এবং তৃষ্ণা-ভাবে স্থাবব।

আমি ছাড়া পৃথিবীতে আছে কোন্ জন, তব পত্নী প্রতি হ'যে প্রতিবদ্ধমন,
প্রভাতে ছেদন কবি মস্তক তোমাব কবিত না যে বাসনা পূর্ণ আপনাব ?" *

৪৩। "নৃপতি-সমাজে তুমি শ্রেষ্ঠ সবাকার তোমা হ'তে বিজ্ঞ কোন ব্যক্তি নাই আব।
ধর্ম্মজ্ঞ, সুপ্রাজ্ঞ তুমি, ধর্ম্মের বক্ষণ অবহিতচিত্তে তুমি কর অনুক্ষণ।
সুচরিত ধর্ম্মবলে বক্ষা তুমি পাবে, দীর্ঘজীবী হবে তুমি ধর্ম্মেব প্রভাবে।
দযা করি, ধর্ম্মপাল, পডি তব পায়, ধর্ম্মেব প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাও আমায়।"

৪৪। "শুনহে, অহিপাবক, আমার বচন, বুঝাইব ধর্ম্ম, যাহা সেবে সাধুগণ।

৪৫। রাজা সাধু, যদি তাঁব ধর্ম্মে থাকে মন, লোক সাধু, যদি তাঁব থাকে প্রজ্ঞাধন।
সেও সাধু, মিত্রেব যে কবেনা ক ক্ষতি পাপপবিহাব হয সুখকব অতি।

৪৬। ধার্ম্মিক, অক্রোধ যদি হন নবপতি, প্রজাবা তাঁহাব বাজ্যে সুখী হয অতি,
দাবাপুত্রজ্ঞাতিসহ জীবন কাটায স্ব স্ব গৃহে সুখে, যেন শীতল ছায়ায।

৪৭। না চিন্তিযা পবিণাম হন পাপাচাব, না জানি, না শুনি নিজে করেন বিচার,
বডই ঘৃণার পাত্র হেন বাজগণ, দৃষ্টান্ত দেখিযা বুঝ ইহাব কাবণ।

৪৮। গোগণে নদীব পাবে লইবার কালে পুঙ্গব নিজেই যদি বক্রপথে চলে,
পালেব সমস্ত গরু নেতার পশ্চাতে ঋজুপথ পবিহবি চলে বক্র পথে।

৪৯। সেইরূপ লোকে যাঁবে শ্রেষ্ঠ বলি মানে সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পাপাচাবে রত, দেখি তাঁবে পাপপথে ধায অন্য যত।
অধর্ম্মেব পথে যদি চলেন নৃপতি, রাজ্যেব সর্ব্বত্র হয অশেষ দুর্গতি।

৫০। গোগণে নদীব পাবে লইবাব কালে পুঙ্গব নিজেও যদি ঋজুপথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতাবে দেখিযা উত্তীর্ণ হইযা থাকে ঋজুপথে গিযা।

৫১। সেইরূপ লোকে যাঁবে শ্রেষ্ঠ বলি মানে, সমাজেব নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পুণ্যব্রতে বত, দেখি তাঁবে পুণ্যপথে চলে অন্য যত।
ধার্ম্মিক বাজার বাজ্যে সুখী সর্ব্বজন, পুণ্যপথে কবে সবে সদা বিচবণ। †

৫২। সকলেই ইচ্ছা কবে পেতে অমরত্ব, পৃথিবী মণ্ডলে একচ্ছত্র আধিপত্য।
তথাপি না চাই আমি এ সব লভিতে যদি হয অধর্ম্মেব পথে বিচবিতে।

৫৩। আছে এই ধবাধামে যে সব রতন, গো, দাস, হবিচন্দন, বসন, কাঞ্চন,

৫৪। অশ্বী, স্ত্রী, মাণিক্য, বস্ত্র, মুকুতা, প্রবাল,— চন্দ্র সূর্য্য দিবাবাত্র রক্ষে যে সকল ‡—
চলি না বিষম পথে এ সব লভিতে। শিবিদের নেতৃরূপে জন্মেছি মহীতে।

৫৫। নেতা আমি, পিতা আমি, শ্রেষ্ঠাসনাসীন, রাষ্ট্রপাল, শিবিধর্ম্মবক্ষণে প্রবীণ।
সেই সনাতন ধর্ম্ম কবিরা স্মরণ আত্মচিত্তবশ আমি হব না কখন।"

৫৬। "প্রকৃতই মহাবাজ, অব্যাসন, শুভঙ্কব বাজত্ব তোমাব।
কর রাজ্য দীর্ঘকাল, হও নিত্য অধিকাবী পর্য্যাপ্ত প্রজ্ঞাব।

---

* গাথাটী দুরান্বয়। আমি টীকাকারের অনুসবণ কবিযা ইহার সুসঙ্গত তাৎপর্য্য দিলাম। ইংবাজী অনুবাদে অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে।

† ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১ সংখ্যক গাথা তৃতীয খণ্ডেব রাজাববাদ-জাতকেও (৩৩৪) আছে।

‡ অর্থাৎ যে সকল বস্তুব উপব চন্দ্রসূর্য্যের আলোক পতিত হয (ইহাতে সমস্ত বস্তুই বুঝিতে হইবে।)

৫৭। ধর্ম্মচ্যুত কভু তুমি হওনা, সে হেতু যোবা সুখী সর্ব্বজন।
ধর্ম্মপথ ছাড়ি দিলে রাজ্য-প্রভুত্বভ্রষ্ট হয় রাজগণ।

৫৮। মাতার, পিতায় সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৫৯। তব দারাসুতগণ— যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬০। মিত্রামাত্যগণ তব— যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬১। যুদ্ধযাত্রা আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬২। কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৩। পৌর-জানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৪। শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৫। ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া, ক্ষত্রিয় রাজন্,
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।

৬৬। ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব, প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন,
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র-আদি দেবতাব্রাহ্মণ।*

সেনাপতি অহিপারক রাজার নিকট এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিলে তিনি উন্মাদয়ন্তীর প্রতি অনুরাগ পরিহার করিলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সারথি সুনন্দ, সারিপুত্র ছিলেন অহিপারক, উৎপলবর্ণা ছিলেন উন্মাদয়ন্তী অন্যান্য বুদ্ধশিষ্যগণ ছিলেন অপরাপর ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম শিবিরাজ।]

---

* ৫৮ হইতে ৬৬ সংখ্যক গাথাগুলি তৃতীয় খণ্ডের রোহন্তমৃগ-জাতকের (৫০১) পাদটীকায় এবং বর্ত্তমান খণ্ডের ত্রিশকুন-জাতকে (৫২১) অবিকল একভাবে দেখা গিয়াছে।

৫২৭—মহাবোধি-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) বলা হইবে। এই প্রসঙ্গেও শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান্ ও বিরুদ্ধমত-মর্দ্দক ছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক অশীতি কোটি বিভবসম্পন্ন উদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসারকুলে† জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বোধিকুমার। তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার পর কিছুদিন গৃহধর্ম্মে মন দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করেন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া সেখানে ফলমূলাহারে দীর্ঘকাল যাপন করেন।

বোধিসত্ত্ব একবার বর্ষাকালে হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে গমন করিলেন এবং প্রথম দিন রাজোদ্যানে থাকিয়া পরদিন পরিব্রাজকের বেশে ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রাসাদ-বাতায়নে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বোধিসত্ত্বের প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিয়া রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণের পর কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বের ভোজনার্থ নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য দেওয়াইলেন। মহাসত্ত্ব আহারান্তে ভাবিলেন, 'এই রাজভবন বহুবৈরপূর্ণ ও বহুশত্রু-সমাকুল। আমার ভয়ের কোন কারণ উৎপন্ন হইলে কে আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ করিবে?" তাঁহার অদূরে রাজার প্রিয় একটা পিঙ্গলবর্ণ কুক্কুর ছিল। তিনি উহাকে দেখিয়া একটা বড় অন্নপিণ্ড হাতে লইয়া তাহা এমনভাবে দেখাইলেন, যেন উহাকেই দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রাজা ইহা বুঝিতে পারিয়া কুক্কুরের ভোজনপাত্র আনাইলেন এবং ঐ অন্নপিণ্ড গ্রহণ করাইয়া উহাকে দেওয়াইলেন। বোধিসত্ত্বও কুক্কুরকে অন্নপিণ্ড দান করিয়া নিজের আহার শেষ করিলেন।

অতঃপর রাজা বোধিসত্ত্বের অনুমতি লইয়া নগরের অভ্যন্তরের রাজোদ্যানে এক পর্ণ-শালা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং প্রব্রাজকদিগের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্য দিয়া সেখানে তাঁহাকে বাস করাইলেন। রাজা প্রতিদিন দুই তিন বার সেই পর্ণশালায় গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেন। ভোজনকালে কিন্তু মহাসত্ত্ব রাজপল্যঙ্কেই বসিতেন এবং রাজভোজ্য দ্রব্য আহার করিতেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল।

এই রাজার পাঁচ জন অমাত্য অর্থের ও ধর্ম্মের অনুশাসন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে

---

* জাতকমালা, ২৩ (মহাবোধি-জাতক) এবং শ্রামণ্যফলসূত্রে দ্রষ্টব্য।

† মহাসার (মহাশাল ?)=প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও গৃহপতিভেদে মহাসার ত্রিবিধ।

একজন ছিলেন অহেতুবাদী, একজন ছিলেন ঈশ্বরকারণবাদী, একজন ছিলেন পূর্ব্বকৃতবাদী, একজন ছিলেন উচ্ছেদবাদী এবং একজন ছিলেন ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী। অহেতুবাদী লোককে শিক্ষা দিতেন যে, জীবগণ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করে, ঈশ্বরকারণবাদী শিক্ষা দিতেন যে, এই জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি, পূর্ব্বকৃতবাদী বলিতেন, জীবের যে দুঃখ হয়, তাহা পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মের ফল, উচ্ছেদবাদী বলিতেন যে, কেহই ইহলোক হইতে পরলোক যায় না, ইহলোকে সব বিনষ্ট হয়, ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী বলিতেন, মাতাপিতাকেও নিধন করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করা যাইতে পারে।* ইহারা রাজার ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত লইয়া উৎকোচ গ্রহণ করিতেন এবং যে ধন যাহার নয়, তাহাকেই তাহা দেওযাইতেন।

একদিন এক ব্যক্তি কূটবিবাদে পরাজিত হইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে মহাসত্ত্বকে ভিক্ষার্থ রাজভবনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "ভদন্ত আপনি রাজভবনে নিত্য ভোজন করেন, তথাপি বিনিশ্চয়ামাত্যেরা উৎকোচ লইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, আপনি কেন ইহা উপেক্ষা করিতেছেন? এই মাত্র পাঁচ জন অমাত্য কূটবিবাদকারীর হস্ত হইতে উৎকোচ লইয়া, যে প্রকৃত স্বত্ববান্ তাহাকে নিঃস্বত্ব করিয়াছে।" লোকটার পরিবেদন শুনিয়া বোধিসত্ত্বের করুণা হইল। তিনি বিনিশ্চয়াগারে গিয়া যথাধর্ম্ম বিচারপূর্ব্বক প্রকৃত স্বত্ববান্‌কেই স্বত্ববান্ করিলেন, ইহাতে সমবেত সমস্ত লোকে একবাক্যে মহাশব্দে তাঁহাকে সাধুকার দিল। রাজা সেই শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য এ শব্দ হইতেছে?" তিনি উহার কারণ জানিয়া, মহাসত্ত্বের ভোজনান্তে তাঁহার নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত না কি আজ একটা বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়াছেন?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "ভদন্ত, আপনি বিবাদের বিচার করিলে বহু জনের উপকার হইবে। এখন হইতে আপনিই বিচারের ভার গ্রহণ করুন।" "মহারাজ, আমি প্রব্রাজক, ইহা ত আমার কর্ম্ম নয়।" "ভদন্ত, বহু লোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আপনার এই কাজ করা উচিত। আপনাকে যে সারাদিন বিচার করিতে হইবে, এমন নহে। আপনি যখন প্রাতঃকালে উদ্যান হইতে এখানে আসিবেন, তখন একবার বিনিশ্চয়াগারে গিয়া চারিটী বিবাদের বিচার করিবেন, আহারান্তে উদ্যানে ফিরিবার কালেও চারিটী বিবাদের বিচার করিবেন। ইহাতেই বহুলোকের উপকার হইবে।" রাজা পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনা করিলে "আচ্ছা, মহারাজ, তাহাই করিব" বলিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তখন হইতে ঐরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে কূটবিবাদকারীরা আর সুযোগ পাইল না; সেই অমাত্যেরাও আর উৎকোচ না পাইয়া

* অহেতুবাদীর ও পূর্ব্বকৃতবাদীর মত এখানে যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বৌদ্ধমতের সহিত ইহাদের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। অহেতুবাদীরা বলেন, জীবগণ জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়া উত্তরোত্তর শুদ্ধির মার্গেই অগ্রসর হয়, তাহাদের অধোগতি হয় না। কিন্তু বৌদ্ধমতে কর্ম্মানুসারে উর্দ্ধগতি ও অধোগতি উভয়ই সম্ভবপর। পূর্ব্বকৃতবাদীর মতে আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, আমরা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে যন্ত্রের মত চালিত হইতেছি, ইহার প্রতিকূলে চলা আমাদের অসাধ্য। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন, ইহজীবনের সুখদুঃখ পূর্ব্বকৃতকর্ম্মফল বটে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতাও আছে, আমরা বীর্য্য, উদ্যম বা পুরুষকারবলে সৎকর্ম্ম করিয়া, ইহকালে না হউক, অন্ততঃ পরকালেও সুখী হইতে পারি।

দুরবস্থাপন্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, 'যে দিন হইতে বোধি পরিব্রাজক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে আমরা কিছুই পাইতেছি না। লোকটা যে রাজার শত্রু, ইহা বলিয়া আমরা রাজার মন ভাঙ্গাইয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করাইব।' এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একদিন রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বোধিপরিব্রাজক আপনার অনর্থকারক।" রাজা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "এই পরিব্রাজক শীলবান্ ও প্রজ্ঞাবান্, ইনি কখনও এমন কাজ (আমার শত্রুতা) করিবেন না।" "মহারাজ, তিনি সমস্ত নগরবাসীকে নিজের হস্তগত করিয়াছেন, কেবল আমাদিগের এই পাঁচ জনকে পারেন নাই। আমাদের কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তবে তিনি যখন এখানে আসিবেন, তখন একবার দেখিবেন, তাঁহার অনুচর কত ?"

"বেশ বলিয়াছ" বলিয়া রাজা প্রাসাদ-বাতায়নে অবস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বহুলোকের সহিত আসিতে দেখিলেন। ইহারা যে বিচারপ্রার্থী এবং বোধিসত্ত্বের অজ্ঞাতসারেই তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, রাজা ইহা জানিলেন না, তিনি ভাবিলেন, ইহারা বোধিসত্ত্বের বশবর্ত্তী অনুচর। ইহাতে তাঁহার মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিল, তিনি সেই অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা যায় ?" অমাত্যেরা বলিলেন, "লোকটাকে বন্দী করুন, মহারাজ।" "কোন গুরু অপরাধ না দেখিলে কিরূপে বন্দী করিব ?" "তবে, মহারাজ, ইহার প্রতি সাধারণতঃ যে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহা হ্রাস করুন, আদরযত্নের ত্রুটি দেখিলে বুদ্ধিমান্ প্রব্রাজক কাহাকে কিছু না বলিয়া নিজেই পলাইয়া যাইবেন।" রাজা এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া ক্রমশঃ বোধিসত্ত্বের প্রতি সম্মানের হ্রাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম দিনে তাঁহাকে বসিবার জন্য আস্তরণহীন পল্যঙ্ক দিলেন। বোধিসত্ত্ব পল্যঙ্ক দেখিযাই বুঝিলেন, কেহ রাজার মন ভাঙ্গাইয়াছে। তিনি উদ্যানে গিয়া সেই দিনই প্রস্থান করিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহার পর ভাবিলেন, ভালরূপে জানিয়া শুনিয়া যাইব। কাজেই তিনি সে দিন প্রস্থান করিলেন না। ইহার পর দিন তিনি যখন সেই আস্তরণহীন পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, তখন রাজার জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার সহিত অন্য খাদ্য মিশাইয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল, তৃতীয় দিনে কেহ তাঁহাকে উপরে উঠিতে দিল না, সিঁড়ির মাথায় বসাইয়াই ঐরূপ মিশ্র খাদ্য দিল, তিনি উহা লইয়া উদ্যানে গিয়া ভোজন করিলেন। চতুর্থ দিনে রাজার লোকে তাঁহাকে নিম্নতলে বসাইয়া ক্ষুদের যাউ দিল, তিনি উহাই লইয়া উদ্যানে গিয়া খাইলেন। অনন্তর রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাবোধি প্রব্রাজক আদরযত্নের হ্রাস হইয়াছে দেখিয়াও প্রস্থান করিতেছেন না; এখন কর্ত্তব্য কি ?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, তিনি অন্নের জন্য আসেন না, ছত্রের* জন্য আসেন। যদি অন্নপ্রাপ্তিই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে প্রথম দিনেই তিনি চলিয়া যাইতেন।" "এখন কি করিতে হইবে, বল।" "কালই তাঁহার প্রাণবধের ব্যবস্থা করুন।" "বেশ, তাহাই কর"। বলিয়া রাজা অমাত্যদিগের হস্তে তরবারি দিয়া বলিলেন, "তোমরা দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিবে, তিনি যখন প্রবেশ

* অর্থাৎ রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্ত।

কবিবেন, তখনই তাঁহাব মাথাটা কাটিবে, সমস্ত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাহাকেও না জানাইয়া পায়খানায় ফেলিয়া দিবে এবং স্নান কবিয়া আসিবে।"

অমাত্যেবা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং "কাল আসিয়া এই কাজই করিব" ইহা বলিয়া পবস্পবেব কর্ত্তব্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। বাজাও আহাবান্তে বাজশয্যায় শয়ন কবিলেন। তখন মহাসত্ত্বেব গুণেব কথা তাঁহাব স্মবণ হইল, তখনই তাঁহাব মনে মহাশোক জন্মিল, তাঁহাব শবীব হইতে ঘর্ম্ম নিঃসবণ হইতে লাগিল, তিনি শয়নে স্বস্তি না পাইয়া এপাশ ওপাশ কবিতে লাগিলেন। অগ্রমহিষী তাঁহাব পাশে শুইয়া ছিলেন, রাজা তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত কবিলেন না। মহিষী জিজ্ঞাসা কবিলেন, "মহাবাজ যে আজ আমাব সহিত কথা বলিতেছেন না, আমি কি কোন অপবাধ কবিযাছি?" "তুমি কোন অপবাধ কব নাই, দেবি! কিন্তু শুনিতেছি বোধি প্রব্রাজক নাকি আমাব শত্রু হইয়াছেন। আমি তাঁহাব প্রাণবধেব জন্য অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিযাছি। অমাত্যেবা তাঁহাকে মাবিয়া খণ্ড খণ্ড কবিযা পায়খানাব ভিতব ফেলিযা দিবে। তিনি বাব বৎসর আমাকে বহু ধর্ম্মদেশন করিয়াছেন। আমি এতদিন তাঁহাব একটী মাত্র অপবাধও প্রত্যক্ষ কবি নাই। পবেব কথা বিশ্বাস কবিয়া আমি তাঁহাব প্রাণবধেব আজ্ঞা দিযাছি, সেই জন্য শোক কবিতেছি।" মহিষী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "যদি তিনি প্রকৃতই আপনার শত্রু হন, তাহা হইলে তাঁহাব প্রাণবধে শোকের কাবণ কি? পুত্রেও শত্রু হইলে তাহাব প্রাণ বধ কবিয়া নিজেব স্বস্তিসাধন কবা কর্ত্তব্য। আপনি চিন্তা কবিবেন না।" মহিষীব কথায় আশ্বাস পাইয়া রাজা নিদ্রিত হইলেন। ঐ সময়ে বাজাব উৎকৃষ্ট জাতীয় সেই পিঙ্গলবর্ণ কুক্কুবটা বাজা ও বাণীব কথাবার্ত্তা শুনিযা ভাবিল, 'কাল আমাকে নিজের ক্ষমতাবলে প্রব্রাজকেব প্রাণ বক্ষা কবিতে হইবে।' সে বাত্রি প্রভাত হইলে প্রাসাদ হইতে অবতবণ কবিল, সদব দবজায় গিযা গোববাটেব উপব মাথা বাখিয়া শুইল এবং মহাসত্ত্বেব আগমন-পথেব দিকে দৃষ্টিপাত কবিতে লাগিল। সেই অমাত্যেবাও প্রাতঃকালেই তববাবি হস্তে লইয়া দ্বাবেব অন্তবালে অবস্থিতি কবিলেন। বোধিসত্ত্ব বেলা হইতেছে দেখিয়া উদ্যান হইতে বাহিব হইলেন এবং বাজদ্বাবেব দিকে চলিলেন, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কুক্কুবটা মুখব্যাদানপূর্ব্বক দন্তচতুষ্টয় দেখাইযা মহাশব্দে বলিল, "ভদন্ত, এই সুবৃহৎ জম্বুদ্বীপে অন্যত্র কি ভিক্ষা জুটে না? আমাদেব রাজা আপনাব প্রাণবধের জন্য অমাত্যদিগকে তববাবি হস্তে দিযা দ্বাবেব অন্তবালে স্থাপিত কবিয়াছেন। আপনি ললাটে মৃত্যু লিখিয়া এখানে আসিবেন না, এখনই প্রস্থান করুন।" বোধিসত্ত্ব সর্ব্বাবজ্ঞ ছিলেন, তিনি সমস্ত ব্যাপাব বুঝিয়া সেখান হইতে ফিবিলেন, উদ্যানে চলিযা গেলেন এবং প্রস্থান কবিবাব জন্য নিজেব ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি লইলেন। বাজা প্রাসাদ-বাতায়নে ছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে আসিতে না দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইনি যদি আমাব শত্রু হন, তাহা হইলে উদ্যানে গিযা নিজেব লোক জন সমবেত করিবেন এবং নিজেব কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইবেন, আব তাহা না হইলে নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি লইযা প্রস্থানেব জন্য প্রস্তুত হইবেন। ইনি কি করেন, তাহা জানিতে হইতেছে।' ইহা স্থিব করিয়া তিনি উদ্যানে গেলেন। মহাসত্ত্ব তখন প্রস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজেব ব্যবহার্য্য দ্রব্যসহ পর্ণশালা হইতে বাহির

হইয়া চঙ্ক্রমণের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা প্রণিপাতপূর্ব্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। দণ্ডাজিনাঙ্কুশছত্র * পাদুকাসঙ্ঘাটি-পাত্র তাড়াতাড়ি করিছ গ্রহণ,
কি নিমিত্ত দ্বিজবর ? এই সব ল'যে তুমি কোন্ দিকে করিবে গমন ?

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'বোধ হইতেছে এ ব্যক্তি আত্মকৃতকর্ম্মের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই। ইহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।' এই উদ্দেশ্যে তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :—

২। যাপিনু দ্বাদশ বর্ষ তব ঠাঁই, মহারাজ, করি নাই কখনো শ্রবণ
তোমার পিঙ্গলবর্ণ কুক্কুরের মহারাব, আজ আমি শুনেছি যেমন।
৩। তুমি, তব ভার্য্যা, ভূপ, হয়েছ অতিবিরূপ আমা প্রতি, সেই সে কারণে
দৃপ্ত হ'যে ক্রোধভরে কুক্কুর গর্জ্জন করে, শুনি বড় ভয় পাই মনে।

তখন রাজা নিজের দোষ স্বীকারপূর্ব্বক চতুর্থ গাথায় ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন :—

৪। শুনিয়া পরের কথা করিয়াছি দোষ আমি, বলিলে যা' সত্য সমুদায়,
কর ক্ষমা, যাইও না, পূর্ব্বাপেক্ষা সমাদর এবে আমি করিব তোমায়।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "যাহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা কখনই পরপ্রত্যযনেয়বুদ্ধি, অপ্রত্যক্ষকারী লোকের সংসর্গে বাস করেন না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাঁথাগুলিতে রাজার গর্হিতাচার প্রদর্শন করিলেন :—

৫। প্রথমে পেয়েছি আমি অন্ন সর্ব্বশ্বেত, তার পর মিশ্র অন্ন—শ্বেত ও লোহিত,
কেবল লোহিত অন্ন এবে আমি পাই, সময হয়েছে, তাই, যেতে অন্য ঠাঁই।

৬। প্রাসাদের মধ্যে গতি ছিল অবারিত, সোপানমস্তকে পরে হইনু স্থাপিত,
প্রাসাদের বহির্ভাগে এবে নির্ব্বাসন, ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছে এ অধোগমন।
অর্দ্ধচন্দ্র-প্রাপ্তি পাছে ঘটে পরিণামে, এ ভয়ে নিজেই চলি যাব মানে মানে।

৭। যে জন না করে শ্রদ্ধা, সেবিলে তাঁহায সুফল কস্মিন্ কালে কেহ কি হে পায ?
যতই খনন কর শুষ্ক কোন কূপ, পাইবে কর্দ্দমগন্ধ জল শুধু, ভূপ।

৮। সুপ্রসন্ন মন যার, সেই সেবনীয, অপ্রসন্ন জন অনুক্ষণ বর্জ্জনীয।
সুপেয জলের তরে হ্রদে লোকে যায, সুপ্রসন্ন জনে সেবে হিত যারা চায।

৯। যে তোমায ভজে, তারে করহ ভজন, যে না ভজে ভজিও না তাহারে কখন।
সেই পারে হিতকর মিত্রকে ত্যজিতে, কোনরূপ ধর্ম্মভাব নাই যার চিতে।

১০। ভজনকারীরে যে না করযে ভজন, সেবাকারী জনে যে না করযে সেবন,
নরকুলে পাপী কেহ নাই তার সম, শাখামৃগবৎ হেয সেই নরাধম।

১১। পরস্পর দেখা শুনা অত্যধিক বার, কিংবা যদি নাহি ঘটে কভু সাক্ষাৎকার,
অসমযে যাচ্ঞা আর, এ তিন কারণে মিত্রতা বিনষ্ট হয়, বলে সুধী জনে।

১২। যাবে না মিত্রের কাছে, তাই অনুক্ষণ, গিয়াও সুদীর্ঘ কাল করো না যাপন,
জানাবে প্রার্থনা তব বুঝিয়া সময একরূপে বন্ধুত্ব সদা সুরক্ষিত রয।

* অঙ্কুশ—ফলপত্রাদি পাড়িবার জন্য অঙ্কুশাকার লৌহদণ্ড।

১৩। বহুকাল এক সঙ্গে করিলে বসতি প্রিয়ও অপ্রিয় পরিণামে হয় অতি ;
অপ্রিয় তোমার ভূপ, হবার পূর্ব্বেতে বিদায় লইয়া চাই স্থানান্তরে যেতে।*

রাজা বলিলেন,

১৪। করিতেছি যাচ্ঞা যাহা যুড়ি দুই কর একান্তই যদি নাহি দেও, ঋষিবর,
আমরা সেবক তব, কিন্তু, তপোধন রক্ষা যদি নাহি কর মোদের বচন,
তথাপি এ অনুগ্রহ চাই তব ঠাঁই— পুনঃ যেন হেথা তব দরশন পাই।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

১৫। এইরূপে যতদিন যাপিব জীবন, যদি নাহি হয় কোন বিঘ্নসঙ্ঘটন,
তুমি, আমি, দুইজন থাকিলে জীবিত, বহুদিন, বহুরাত্রি হইলে অতীত,
তোমাতে আমাতে, নরনাথ, পরস্পর হলেও হইতে পারে দেখা পুনর্ব্বার।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, "মহারাজ, অপ্রমত্ত ভাবে চলিবেন" বলিয়া উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, সেখানে ভিক্ষুরা সকলেই ভিক্ষাচর্য্যা করিতে পারে, এমন কোন স্থানে ভিক্ষা করিলেন এবং বারাণসী পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিতে চলিতে ক্রমে হিমালয়ের এক অংশে উপনীত হইলেন। সেখানে কিয়দ্দিন বাসের পর তিনি আবার পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামের সন্নিহিত অরণ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মহাসত্ত্ব বারাণসী হইতে প্রস্থান করিবামাত্র পূর্ব্ববর্ণিত অমাত্যগণ বিচারালয়ে আসীন হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন 'যদি মহাবোধি পরিব্রাজক ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণরক্ষা করা অসম্ভব হইবে। সে যাহাতে না আসে, তাহার কি উপায় করা যায়?' তাঁহারা ভাবিলেন, 'জীব যে বস্তু ভালবাসে, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাবোধি এখানে কি ভালবাসে?' তখন তাঁহারা দেখিলেন, 'বারাণসীতে রাজার অগ্রমহিষীই মহাবোধির সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রীতির পাত্র। তাঁহার জন্য সে পাছে এখানে ফিরিয়া আসে, এহেতু পূর্ব্বেই মহিষীর প্রাণবধ করাইতে হইবে।' এই দুরভিসন্ধি করিয়া অমাত্যেরা রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আজ নগরে একটা কথা শুনা যাইতেছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?" "মহাবোধি প্রব্রাজক এবং আপনার অগ্রমহিষী পরস্পরের নিকট চিঠি লেখালেখি করিতেছেন।" "কি উদ্দেশ্যে?" "মহাবোধি নাকি দেবীকে লিখিয়াছিলেন, তুমি রাজার প্রাণনাশ করাইয়া আমাকে শ্বেতচ্ছত্র দিতে পারিবে? ইহার উত্তরে দেবী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, রাজার প্রাণনাশের ভার আমি লইলাম, আপনি শীঘ্র আগমন করুন।" অমাত্যেরা পুনঃ পুনঃ এই রূপ বলিলেন, রাজা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, দেবীর প্রাণবধ করাই কর্ত্তব্য।" রাজা সত্যাসত্য পরীক্ষা না করিয়াই আদেশ দিলেন, "তবে তোমরা রাণীর প্রাণবধ কর এবং দেহটা খণ্ড খণ্ড করিয়া মলকূপে ফেলিয়া দাও।" অমাত্যেরা রাজার আদেশ মত কার্য্য করিলেন। মহিষীর নিধন-বার্ত্তা নগরে প্রচারিত হইল, তাঁহাকে বিনা অপরাধে বধ করা হইল বলিয়া তাঁহার পুত্র-চতুষ্টয় রাজার শত্রু হইলেন। ইহাতে রাজা বড় ভয় পাইলেন। ক্রমে এই সংবাদ

* ৪র্থ খণ্ড, জবনহংস-জাতক (৪৭৬)।

মহাসত্ত্বের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি ব্যতীত অন্য কেহই কুমারদিগকে শান্ত করিয়া তাঁহাদের পিতাকে ক্ষমা করাইতে পারিবে না, আমি রাজার জীবন রক্ষা করিব এবং কুমারদিগকেও পাপ হইতে নিবৃত্ত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পরদিন সেই প্রত্যন্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন, লোকে তাঁহাকে যে মর্কটমাংস দান করিল, তাহা খাইলেন, তাহাদের নিকট হইতে মর্কটটার চর্ম্মখানি ভিক্ষা করিয়া লইলেন, আশ্রমে ফিরিয়া উহা শুকাইয়া নির্গন্ধ করিলেন, উহা কাটিয়া নিবাসন ও প্রাবরণ প্রস্তুত করিলেন, এবং এই অদ্ভুত পরিচ্ছদ স্কন্ধোপরি ধারণ করিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার কারণ কি? "মর্কটটা আমার বহু উপকারী ছিল", লোকের নিকট এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে তিনি এরূপ করিয়াছিলেন।'

মহাসত্ত্ব এই মর্কটচর্ম্ম লইয়া ক্রমে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং কুমারদিগের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "পিতৃহত্যা অতি দারুণ কর্ম্ম, ইহা তোমাদের কখনই করা উচিত নহে। কোন প্রাণীই অজর ও অমর নহে। আমি তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান্ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি যখন বলিয়া পাঠাইব, তখন তোমরা আমার নিকটে যাইও।" কুমারদিগকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব নগরাভ্যন্তরস্থ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং শিলাপট্টের উপর মর্কটচর্ম্ম বিস্তার করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উদ্যানপাল অবিলম্বে রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই সকল অমাত্য সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গিয়া মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর আসন গ্রহণ করিয়া তিনি মহাসত্ত্বের সহিত প্রীতিসম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাসত্ত্ব কিন্তু কোনরূপ প্রীতিসম্ভাষণ না করিয়া মর্কটচর্ম্মখানিই পরিমার্জন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া কেবল মর্কটচর্ম্মই পরিমার্জ্জন করিতেছেন। এই চর্ম্ম কি আমা অপেক্ষাও আপনার অধিক উপকার করিয়াছে?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "সত্যই, মহারাজ, এই বানর আমার বহু উপকার করিয়াছে। আমি ইহার পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া বিচরণ করিয়াছি, এ আমার পানীয়-ঘট আনিয়া দিত, বাসস্থান সম্মার্জ্জন করিত, ছোটখাট নানা কাজ করিয়াও আমার সেবা করিত। আমি কিন্তু নিজের চিত্তদৌর্ব্বল্য বশতঃ ইহার মাংস খাইয়াছি, চর্ম্ম শুকাইয়া তাহা পাতিয়া বসিতেছি, তাহার উপর শয়ন করিতেছি। কাজেই এই মর্কট আমার বহুবিধ উপকার করিয়াছে।" অমাত্যদিগের বাদখণ্ডনার্থ মহাসত্ত্ব এইরূপে বানরচর্ম্মে বানরের কার্য্য আরোপ করিলেন এবং উল্লিখিত পর্য্যায়ে রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি পূর্ব্বে ঐ চর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন, এজন্য বলিলেন, "আমি ইহার পৃষ্ঠে বসিয়া বিচরণ করিয়াছি।" তিনি ঐ চর্ম্ম স্কন্ধে রাখিয়া পানীয়-ঘট আনয়ন করিতেন, এজন্য বলিলেন, "এ আমার পানীয়-ঘট আনিয়া দিত।" তিনি ঐ চর্ম্ম দ্বারা ঘরের মেঝে মার্জ্জন করিয়াছিলেন, এজন্য বলিলেন, "এ আমার বাসস্থান ঝাঁট দিত।" শুইয়া থাকিবার সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে চর্ম্ম সংলগ্ন হইত, উঠিবার সময়ে উহা তাঁহার পাদ স্পর্শকরিত, এজন্য বলিলেন, "এ ছোটখাট বহুপ্রকারে আমার উপকার করিত।" ক্ষুধার সময়ে তিনি খাইবার জন্য উহার মাংস পাইয়াছিলেন, এজন্য বলিলেন, "আমি আত্মদৌর্ব্বল্যবশতঃ ইহার মাংস খাইয়াছি।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া সেই অমাত্যেরা ভাবিলেন, 'এই লোকটা প্রাণাতিপাত করিয়াছে'। তাঁহারা করতালি দিয়া পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ ত প্রব্রাজকের কাণ্ড। ইনি না কি মর্কট মারিয়া তাহার মাংস খাইয়াছেন এবং এখন তাহার চর্ম্মখানি সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতেছেন।" অমাত্যদিগকে এইরূপ পরিহাস করিতে দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যে ইহাদের বাদখণ্ডনার্থ চর্ম্ম সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছি, এ কথা ইহাদিগকে জানিতে দিব না।' অনন্তর তিনি অহেতুবাদীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি আমার নিন্দা করিতেছ কেন?" অহেতুবাদী উত্তর দিলেন, "আপনি মিত্রদ্রোহীর কাজ করিয়াছেন, প্রাণাতিপাত করিয়াছেন, এইজন্য নিন্দা করিতেছি।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "যে ব্যক্তি তোমার মতে (অহেতুবাদে) শ্রদ্ধা করিয়া এরূপ কাজ করে, সে অন্যায় করিল কি প্রকারে?" অনন্তর তিনি অহেতুবাদ-খণ্ডনার্থ বলিলেন :—

১৬। হ'তেছে কারণ বিনা কার্য্য উৎপাদন, স্বভাবতঃ হইতেছে সমস্ত ঘটন,
করে লোকে পাপ কিংবা পুণ্য অনুষ্ঠান স্বভাবতঃ, ইচ্ছা তাহে নাহি বিদ্যমান,—
এই বাদ সদা তুমি শিখাও সবায়। তর্কস্থলে যদি ইহা সত্য বলা যায়,
অনিচ্ছায় যদি লোকে সব কাজ করে, তবে কেন পাপভাক্ বল তা সবারে?

১৭। যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই, ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
অহেতুবাদীরা যদি পাপভাক্ নয়, আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।

১৮। জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ সে শিক্ষা, লোকেরে যাহা দেও অহরহ,
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ, তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।

এইরূপে তিরস্কার করিয়া মহাসত্ত্ব অহেতুবাদীকে নিরুত্তর করিলেন। রাজাও সভামধ্যে তিরস্কৃত হইয়া নিতান্ত বিরক্তির সহিত নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব অহেতুবাদীর বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক ঈশ্বরকারণবাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি, ভাই, যদি প্রকৃতই ঈশ্বরকারণবাদের উপর নির্ভর কর, তবে কেন আমাকে নিন্দা করিলে?

১৯। ঈশ্বর—নিখিল-লোক-প্রভু যাঁকে বল, জীবের উন্নতি-ধ্বংস-কুশলাকুশল
সমস্তই ঘটে যদি নির্দ্দেশে তাঁহার, তাঁহারই স্কন্ধে পড়ে সর্ব্বপাপভার।

২০। যে শিক্ষা দিতেছ তুমি সত্য যদি তাই, ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
ঈশ্বরবাদীরা যদি পাপভাক্ নয়, আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।

২১। জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহরহ,
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ, তুমিই ত শিখায়েছ করিতে এ কাজ।"

লোকে যেমন আম্রকাষ্ঠের মুদ্গর দ্বারা আম্রফল পাতিত করে, মহাসত্ত্বও সেইরূপ ঈশ্বরকারণবাদ দ্বারাই ঈশ্বরকারণবাদের খণ্ডন করিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্বেকৃতবাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই, তুমি যদি পূর্ব্বেকৃতবাদকেই সত্য মনে কর, তবে কেন আমাকে নিন্দা করিলে?

২২। পূর্ব্ব জন্মে সম্পাদিত কর্ম্মের কারণ ভোগ করে সুখ দুঃখ যদি জীবগণ,
করেছিল পূর্ব্বে পাপ বানর নিশ্চয়, সে ঋণ শুধিয়া এবে পাপমুক্ত হয়।
যে যা' করে, শুধু পূর্ব্বঋণ-শোধ তরে; তবে কেন পাপভাক্ বল সেই নরে?

* বৌদ্ধেরা বলেন, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ইহলোকে সুখদুঃখ হয় বটে, কিন্তু দুঃখভোগ করিয়াই যে পাপমুক্ত হওয়া যায়, তাহা নহে, পাপমুক্তির উপায় কর্ম্মশুদ্ধি অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিকমার্গের অনুসরণ।

২৩। যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই, ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
"পূর্ব্বেকৃতবাদী" যদি পাপভাক্ নয়, আমাব মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।
২৪। জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহরহ,
পারিতে না তুমি মোরে দোষ দিতে আজ; তুমিই ত শিখাযেছ কবিতে এ কাজ।"

এইরূপে পূর্ব্বেকৃতবাদ খণ্ডন করিয়া মহাসত্ত্ব উচ্ছেদবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি ত ভাই বল, 'দানাদিব কোন ফল নাই *, জীব এখানেই ধ্বংস পায়; তাহাবা যে পরলোকে যায়, ইহা মিথ্যা কথা, কাবণ পবলোক নাই।' এই যখন তোমাব বিশ্বাস তখন তুমি আমাব নিন্দা কবিলে কেন?

২৫। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু হয়ে উপাদান করে রূপময় জীবদেহেব নির্ম্মাণ।
কালবশে ঘটে যবে প্রাণেব অত্যয় চাবি ভূতে চাবি ভূত † পুনঃ মিশে যায়।
২৬। জীবের জীবন যাহা, কেবল সম্ভবে ইহলোকে, পরলোকে কে গিয়াছে কবে?
মবণের সঙ্গে সব ফুবাইযা যায়, উচ্ছেদ পণ্ডিত, মূর্খ নির্ব্বিশেষে পায।
এ উচ্ছেদবাদ যদি সত্য বলি ধরি, কেন পাপী হবে লোকে কোন কাজ করি?
২৭। যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই, ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই,
উচ্ছেদবাদীরা যদি পাপভাক্ নয়, আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।
২৮। জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহবহ,
পাবিতে না তুমি মোবে দোষ দিতে আজ, তুমিই ত শিখায়েছ কবিতে এ কাজ।"

মহাসত্ত্ব এইরূপে উচ্ছেদবাদেব খণ্ডন কবিয়া ক্ষত্রিযবিদ্যাবাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি, ভাই, শিক্ষা দেও যে, স্বার্থসিদ্ধিব জন্য মাতাপিতাকেও বধ কবা কর্ত্তব্য। তুমি যখন এইরূপ মত পোষণ কবিয়া বেড়াও, তখন আমাকে নিন্দা কবিতেছ কেন?

২৯। রয়েছে পণ্ডিতম্মন্য মূর্খ কত জন, ক্ষাত্র বিদ্যা শিক্ষা দিযা কবে বিচবণ।
বলে তারা, ভ্রাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, সোদবে, নিধন কবিতে পাব আত্মহিত তবে।'"

এইরূপে উক্ত ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টি সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিযা মহাসত্ত্ব নিজেব ধর্ম্মমত বিজ্ঞাপনার্থ বলিলেন,

৩০। শয়নোপবেশনের নিমিত্ত যাহার ছায়াব আশ্রয় তুমি লও একবার,
সে তরুর শাখা ভাঙ্গা অবিধেয় অতি; যে ভাঙ্গে সে মিত্রদ্রোহী, ক্রূর, পাপমতি।
৩১। তুমি কিন্তু বল, 'যদি ঘটে প্রয়োজন, সমূলে করিবে সেই বৃক্ষ উৎপাটন।'
দেখ ত, এ মতে তুমি করিযা বিচাব, পাথেয়ের প্রয়োজন আছিল আমার,
সাধিতে সে প্রয়োজন বধিনু বানরে, হইলাম পাপী ইথে তবে কি প্রকাবে?
৩২। যে শিক্ষা দিতেছ তুমি, সত্য যদি তাই, ধর্ম্মার্থকল্যাণ যদি তাহাতেই পাই।
ক্ষাত্রবিদ্যাবাদী যদি পাপভাক্ নয়, আমার মর্কটবধ নিষ্পাপ নিশ্চয়।
৩৩। জানিতে যদি হে তুমি কত দোষাবহ, সে শিক্ষা, দিতেছ তুমি যাহা অহরহ।
পাবিতে না তুমি মোবে দোষ দিতে আজ; তুমিই ত শিখাযেছ কবিতে এ কাজ।

এইরূপে মহাসত্ত্ব ক্ষাত্রবিদ্যাবাদীব মতও খণ্ডন কবিলেন। একে একে অমাত্য পাঁচজন নিষ্প্রভ ও বাঙ্নিষ্পত্তিবহিত হইলে তিনি বাজাকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন, "মহারাজ,

* ন অত্থি দিন্নং ন'অত্থি যিট্‌ঠং ন'অত্থি হুতং ন'অত্থি সুকট দুক্কটং কম্মানং ফলং বিপাকো, ন অত্থি মাতা ন' অত্থি পিতা, ন'অত্থি অযং লোকো, ন'অত্থি পরলোকো।

† বৌদ্ধমতে 'ব্যোম' ভূতমধ্যে পরিগণিত নহে।

আপনি রাজ্যের লুণ্ঠনকারী এই পাঁচজন মহাচৌরকে সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতেছেন। অহো! আপনি কি নির্ব্বোধ। যে ব্যক্তি ঈদৃশ লোকেব সংসর্গে থাকে, সে কি ইহলোকে, কি পরলোকে মহাদুঃখ ভোগ করে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন :—

৩৪। কারণ ব্যতীত হয় কার্য্যের সাধন,— ঈশ্বরই হন সর্ব্ব কার্য্যের কারণ;—
পূর্ব্বকৃত পাপরূপ ঋণ পরিশোধ, ইহজন্মে করে জীব দুঃখ করি ভোগ;—
মরণের পর আর কিছুই থাকে না, পরলোক-প্রাপ্তি শুধু অলীক কল্পনা,—
সাধিতে আপন কার্য্য হ'লে প্রয়োজন, অবাধে বধিতে পার আত্মীয়স্বজন;—

৩৫। এই পঞ্চবিধ মত বড়ই ভীষণ; নিতান্ত পাষণ্ড হেন মিথ্যাবাদিগণ।
ইহারাই ধরাধামে অসাধু নিশ্চয় পাণ্ডিত্যাভিমানী কিন্তু মূর্খ সাতিশয়!
নিজে এরা করে পাপ; মিথ্যা-শিক্ষাদানে অন্যকেও ভুলাইয়া পাপপথে টানে।
অসাধু-সংসর্গ কভু নয় হিতকর, ইহামুত্র ইহা দুঃখদণ্ডের আকর।

অতঃপর উপমাপ্রয়োগদ্বারা তিনি ধর্ম্মোপদেশগুলি আরও বিস্তৃতভাবে বলিলেন :—

৩৬। ধরিয়া মেষের বেশ বৃক পুরাকালে, অশঙ্কিত ভাবে গিয়া মিশে অজ-পালে।
ছাগ, ছাগী, মেষী যত পায় মহাভয়, করিল নিধন সবে বৃক দুরাশয়।
নিঃশেষ করিয়া পাল ধূর্ত্ত তার পর ইচ্ছামত পলাইয়া গেল স্থানান্তর।

৩৭। শ্রমণ ব্রাহ্মণ-বেশ ধরি সেই মত, বঞ্চিয়া বেড়ায় লোকে ধূর্ত্ত শত শত।
তপস্যার ঘটা তারা করে প্রদর্শন অনশন-ব্রত যেন করেছে ধারণ।
ভূমি-শয্যা, উৎকটুক আসনগ্রহণ,* ভস্মে আচ্ছাদিত দেহ পুণ্যের লক্ষণ!
নির্দ্দিষ্ট কালান্তে কেহ কণামাত্র খেয়ে আছে যেন কোন রূপে প্রাণটী বাঁচায়ে।
কেহ বা দেখায়, সেই রাখিয়াছে প্রাণ বিন্দুমাত্র জল কভু না করিয়া পান।
অর্হন্ বলিয়া দেয় আত্ম পরিচয়, অথচ তা'দের মত নাই পাপাশয়।

৩৮। তাহারাই ধরাধামে অসাধু নিশ্চয়, পাণ্ডিত্যাভিমানী, কিন্তু মূর্খ সাতিশয়!
নিজে তারা করে পাপ; মিথ্যা শিক্ষাদানে অন্যকেও ভুলাইয়া পাপপথে টানে।
অসাধু-সংসর্গ কভু নয় হিতকর, ইহামুত্র ইহা দুঃখদণ্ডের আকব।

৩৯। বীর্য্যের† অস্তিত্ব যারা করে অস্বীকার, করয়ে অহেতুবাদ যাহারা প্রচার,
আত্মকৃত, পরকৃত কর্ম্মের তরে কেহ নয় দায়ী, যারা এ বিশ্বাস করে,

৪০। তাহারাই ধরাধামে অসাধু নিশ্চয়, পাণ্ডিত্যাভিমানী কিন্তু মূর্খ সাতিশয়!
নিজে তারা করে পাপ, মিথ্যা শিক্ষাদানে অন্যকেও ভুলাইয়া পাপপথে টানে।
অসাধু-সংসর্গ কভু নয় হিতকর, ইহামুত্র ইহা দুঃখদণ্ডের আকর।

৪১। বীর্য্য যদি না থাকিত, পাপ পুণ্য আর, শিল্পিগণ পোষা কভু হ'ত কি রাজার?
হইত কি নৃপতির আদেশে কখন প্রকাণ্ড সুরম্য হর্ম্ম্যাদির সুগঠন?

৪২। বীর্য্য আছে দেখি রাজা, পাপ পুণ্য আর, শিল্পিগণে পুষিবার লয়েছেন ভার।
করে তারা নিরমাণ আদেশে তাঁহার, হর্ম্ম্য আদি, শোভা যার অতি চমৎকার।

* তৃতীয় খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† টীকাকার বলেন ঞানসম্পন্নং কায়িকচেতসিকং বিরিয়ং।

৪৩। বৃষ্টি কিংবা হিমপাত নাহি হয় যদি ভূতলে কোথাও শতবর্ষ নিরবধি,
দগ্ধীভূতা হবে ধরা, কিছু না রহিবে, সমূলে মানবকুল বিনষ্ট হইবে।

৪৪। যথাকালে হয় কিন্তু বারি বরষণ; তা'র পরে স্থানে স্থানে তুষার পতন।
পাকে শস্য, খেয়ে রক্ষা পায় জীবগণে, উচ্ছেদ(ই) নিয়ম, ইহা বলিব কেমনে?

৪৫। নদী পার হয়ে যায় গোগণ যখন, করে যদি বক্রপথে পুঙ্গব গমন,
নেতার পশ্চাতে অন্য গো সকল ধায়, সকলেই তার মত বক্রপথে যায়।

৪৬। সেইরূপ, লোকে শ্রেষ্ঠ গণ্য যেই নর, সে যদি অধর্ম্ম-পথে হয় অগ্রসর,
ইতর লোকেরা তার দৃষ্টান্ত দেখিয়া ঘোর অধর্ম্মের পথে যাইবে ছুটিয়া।
নৃপতি নিজেই যদি অধার্ম্মিক হন, সমুদায় রাজ্য হয় দুঃখের ভাজন।

৪৭। নদীপার হয়ে যায় গোগণ যখন, যদি করে ঋজুপথে পুঙ্গব গমন,
নেতার পশ্চাতে অন্য গো সকল ধায়, সকলেই তার মত ঋজু পথে যায়।

৪৮। সেইরূপ, লোকে শ্রেষ্ঠ গণ্য যেই নর, সে যদি ধর্ম্মের পথে হয় অগ্রসর,
ইতর লোকেরা তার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, সকলেই ধর্ম্মপথে যাইবে ছুটিয়া।
রাজা যদি হন নিজে ধর্ম্মপরায়ণ, বড় সুখে থাকে সদা তাঁর প্রজাগণ*।

৪৯। পাকিবার আগে, বল, মহাবৃক্ষ হ'তে পাড়িয়া আনিলে ফল কি লাভ তাহাতে?
সুপক্ব ফলের রস জানা নাহি যায়, অধিকন্তু ফলের বীজটী নষ্ট হয়।

৫০। রাজ্য মহাবৃক্ষসম; রাজা পাপপথে, চলিয়া শাসিলে এরে যান অধঃপাতে
রাজত্বের সুখ তিনি পান না কখন; রাজ্যের(ও) অচিরে তাঁর হয় বিনশন।

৫১। যে পাড়ে সুপক্ব ফল মহাবৃক্ষ হ'তে, ফলের যে কি আস্বাদ পারে সে জানিতে।
রসনা সুতৃপ্ত তার মিষ্টরসে হয়, ফলের, বীজের(ও) নাহি ঘটে অপচয়।

৫২। রাজ্য মহাবৃক্ষ সম, যথাধর্ম্ম যদি শাসন করেন রাজা রাজ্য নিরবধি,
রাজত্বের সুখভোগ ভাগ্যে তাঁর ঘটে রাজ্য তাঁর কোন কালে পড়ে না সঙ্কটে।

৫৩। অধার্ম্মিক রাজার পীড়ন ভয়ঙ্কর, জানপদগণ ভয়ে কাঁপে নিরন্তর।
ফলশস্য বসুধা না করেন প্রসব; খাদ্যাভাবে করে লোকে হাহাকার রব।

৫৪। নিগমে থাকিয়া করে ব্যবসায়িগণ ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন।
নির্দ্দিষ্ট নিয়মে তারা দেয় যেই কর, তাহাতেই রাজকোষ পূর্ণ নিরন্তর।
অধার্ম্মিক রাজা কিন্তু করিয়া পীড়ন, করেন বণিকদের উচ্ছেদ সাধন।
থাকে না তখন কেহ শুল্ক দিতে আর, ধনহীন হয় তাই রাজার ভাণ্ডার।

৫৫। শস্ত্রপ্রহরণপটু, সংগ্রামকুশল যোধগণ, আর নিজ অমাত্য সকল—
অত্যাচার ইহাদের প্রতি যদি হয়, সেনাবলহীন রাজা হবেন নিশ্চয়।

৫৬। প্রব্রাজক, জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারিগণ— করেন নৃপতি যদি এঁদের পীড়ন,
মরিলে নরকে তাঁর হইবে বসতি; স্বর্গলাভ তাঁর পক্ষে অসম্ভব অতি।

* ৪৫শ হইতে ৪৮শ গাথা তৃতীয়খণ্ডের রাজাববাদ-জাতকে (৩৩৪) এবং বর্ত্তমান খণ্ডের উন্মাদয়ন্তী-জাতকেও (৫২৭) পাওয়া গিয়াছে।

৫৭। যে রাজা বিচরি ঘোর অধর্ম্মের পথে বিনা অপরাধে মহিষীর প্রাণ বধে,
রাখে সে নির্ম্মিয়া নিজ বসতির তরে, নরকে ভীষণ স্থান, মরণের পরে।
জীবনেও কিছুমাত্র শান্তি নাই তার, পুত্রেরাই শত্রু হয় সেই পাপাত্মার।

৫৮। পৌর, জানপদ, সেনা—প্রতি সবাকার যথাধর্ম্ম পাল, ভূপ, কর্ত্তব্য তোমার।
ঋষিদের কখন(ও) না করিও পীড়ন, দারাসুত প্রতি হও স্নেহপরায়ণ।

৫৯। যে রাজা ঈদৃশ সর্ব্ববিধ গুণযুত, হন না কখন(ও) যিনি ক্রোধ-বশীভূত,
সামন্তেরা ভয়ে তাঁর কাঁপে অনুক্ষণ, কাঁপে বাসবের ভয়ে অসুর যেমন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজার নিকট ধর্ম্মদেশন করিয়া কুমার চারিজনকে ডাকাইলেন তাঁহাদিগকে সদুপদেশ দিলেন, রাজা যে কাজ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিলেন, রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং রাজার দ্বারা ক্ষমা করাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এখন হইতে আপনি পরপরীবাদকারীদিগের কথার সত্যাসত্যতা ওজন না করিয়া ঈদৃশ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিবেন না। কুমারগণ, তোমরাও রাজার প্রতি কোনরূপ বৈরভাব পোষণ করিও না।" তিনি সকলকেই এইরূপ উপদেশ দিলেন। তখন রাজা বলিলেন, 'ভদন্ত, আমি এই ধূর্ত্তদিগের কথাতেই আপনার ও মহিষীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া অপরাধী হইয়াছি। আমি এই পাঁচজনের প্রাণদণ্ড করিব।" মহাসত্ত্ব বলিলেন,' "মহারাজ, ইহা করিতে পারিবেন না।" "তবে ইহাদের হস্তপাদ ছেদন করা যাউক।" "তাহাও করিতে পারিবেন না।" রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঐ ধূর্ত্তদিগের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন, তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া উহাতে কেবল পাঁচটী শিখা রাখিয়া দিলেন, * তাহাদিগকে চর্ম্মরজ্জু-দ্বারা বান্ধাইলেন, তাহাদের শরীরে গোময় ছিটাইলেন এবং তাহাদিগকে আরও নানারূপে লাঞ্ছিত করিয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব কয়েকদিন রাজার নিকট অবস্থিতি করিলেন; অনন্তর তাঁহাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন এবং ধ্যানাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মবিহার চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান্ ও পরবাদমর্দ্দক ছিলেন।

সমবধান—তখন পূরাণ কাশ্যপ, মস্করি গোশালিপুত্র, ককুদকাত্যায়ন, অজিতকেশকম্বল ও নির্গ্রন্থ নাটপুত্র ছিলেন সেই পঞ্চ মিথ্যাদৃষ্টি অমাত্য, আনন্দ ছিলেন সেই পিঙ্গলবর্ণ কুক্কুর এবং আমি ছিলাম মহাবোধি পরিব্রাজক।]

---

* মস্তকমুণ্ডন একটা কঠোর দণ্ড বলিয়া গণ্য ছিল। কথাসরিৎসাগরে (১২শ তরঙ্গে) দেখা যায়, মকর-দংষ্ট্রা নাম্নী এক পাপিষ্ঠা রমণীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে পাঁচটী মাত্র শিখা রাখা হইয়াছিল। বিশ্বন্তর-জাতকে দেখা যায়, চূড়া বা শিখা কখনও কখনও দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল। চীনদেশের 'pigtal' বা বেণীও হীনতার নিদর্শন। ভারতবর্ষে আর এক প্রকার দণ্ড ছিল মাথা মুড়াইয়া তাহাতে ঘোল ঢালা।

জাতক

ষষ্টি নিপাত

৫২৯—শোণক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নৈষ্ক্রম্য-পারমিতাসম্বন্ধে এই কথা বলিযাছিলেন। ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া নৈষ্ক্রম্য পারমিতার গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন করিয়া বলিলেন "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে রাজগৃহ নগরে মগধরাজ রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাম-করণ দিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অবিন্দমকুমার। বোধিসত্ত্ব যে দিন ভূমিষ্ঠ হন, সেইদিন পুরোহিতেরও এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম হইয়াছিল শোণককুমার।

কুমারদ্বয় এক সঙ্গে লালিত পালিত হইতেন। বযোবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদের দেহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইল; তাঁহারা উভয়েই পরস্পর সমান রূপবান্ হইলেন। তাঁহারা তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিলেন, তক্ষশিলা হইতে প্রস্থান করিযা, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদাযের আচার ব্যবহার ও লোকচরিত্র জানিবার উদ্দেশ্যে নানাস্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিলেন এবং পরদিন নগরে প্রবেশ করিলেন। ঐ দিন কতিপয় লোক ব্রাহ্মণভোজনের জন্য* পায়স পাক করাইয়া আসন সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কুমারদ্বয়কে যাইতে দেখিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া গেল এবং সজ্জিত আসনে উপবেশন করাইল। বোধিসত্ত্ব যে সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন তাহা শ্বেতবস্ত্র দ্বারা এবং শোণক যে আসনে উপবেশন করিলেন, তাহা রক্তকম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এই 'নিমিত্ত' দেখিয়া শোণক ভাবিলেন, 'আমার প্রিয়সখা অবিন্দমকুমার

---

* মূলে "ব্রাহ্মণবাচনকম্ করিস্সামাতি" আছে। পূর্ব্বেও (তৃতীয় খণ্ড,) কারণ্ডিক জাতকে (৩৬৫) এবং দরীমুখ-জাতকে (৩৭৮) 'ব্রাহ্মণবাচনক' শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। কারণ্ডিক-জাতকে দেখা যায়, "একস্স গামা মনুস্সা ব্রাহ্মণবাচনকথায় আচারিয়ং নিমন্তিংসু। সো কারণ্ডিয়ং মাণবকং পক্কোসিত্বা 'তাত অহং ন গচ্ছামি ত্বং ..তত্থ গন্ত্বা বাচনাকানি পটিচ্ছিত্বা অম্হাকং দিন্নকোট্ঠসং আহর' তি পেসেসি।" দরীমুখ-জাতকে আছে, "একস্মিং কুলে 'ব্রাহ্মণে ভোজেত্বা বাচনকং দস্সাম' তি পায়সং পচিত্বা আসনানি পঞ্ঞাপেত্বানি হোন্তি। তে তত্থ ভুঞ্জিত্বা বাচনকং গহেত্বা মঙ্গলং বত্বা রাজুয্যানং অগমংসু।" উভয়ত্রই দেখা যায, ব্রাহ্মণেরা এই উপলক্ষ্যে ভোজন করিবেন, বাচনক গ্রহণ করিবেন এবং মঙ্গলাচরণ করিবেন। আমার বোধ হয, 'ব্রাহ্মণবাচনক' বলিলে স্বস্ত্যয়নার্থ শাস্ত্রগ্রন্থপাঠন, ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান এই সকল ভাব বুঝায়। রক্তকম্বল ও শ্বেতবস্ত্র দ্বারা নিমিত্তনির্ণয়, দরীমুখ-জাতকেও দেখা গিয়াছে।

আজ বারাণসীতে রাজা হইবে এবং আমাকে সেনাপতির পদ দিবে।' অনন্তর তাঁহারা দুই জনে ভোজন শেষ করিয়া সেই উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন।

এই ঘটনার ছয়দিন পূর্ব্বে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল। রাজকুলে পুত্রসন্তান ছিল না, অমাত্যগণ অবগাহনপূর্ব্বক সমবেত হইয়া, "যিনি রাজপদ পাইবার যোগ্য, তাঁহার নিকটে যাও" বলিয়া পুষ্পরথ* ছাড়িয়া ছিলেন। রথ নগর হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে পরিশেষে রাজোদ্যানের দ্বারে আসিল এবং সেখানে আরোহী লইবার জন্য সজ্জিত হইয়া থাকিল। বোধিসত্ত্ব বহির্ব্বাস দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া মঙ্গলশিলাপট্টে শয়ন করিয়া ছিলেন। শোণককুমার তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি বাদ্যধ্বনি শুনিয়া ভাবিলেন, 'অরিন্দমকে লইয়া যাইবার জন্য পুষ্পরথ আসিয়াছে; ইনি আজ রাজা হইয়া আমাকে সৈনাপত্য দান করিবেন; কিন্তু আমার ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই; অরিন্দম প্রস্থান করিলে আমি নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি প্রচ্ছন্নভাবে একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে পুরোহিত উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে শয়ান অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বাদ্যধ্বনি করিতে বলিলেন। বাদ্য শুনিয়া মহাসত্ত্বের ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি পাশ ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ শুইয়া রহিলেন এবং শেষে উঠিয়া শিলাপট্টে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন। তখন পুরোহিত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মহাভাগ, রাজলক্ষ্মী আসিয়া আপনাকে বরণ করিতেছেন।" মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "রাজকুল কি অপুত্রক?" "হাঁ, দেব; রাজকুল অপুত্রক।" "তবে আমার আপত্তি নাই।" ইহা শুনিয়া রাজপুরুষেরা সেখানেই তাঁহার অভিষেক করিল, এবং তাঁহাকে রথে তুলিয়া বহু অনুচরসহ মহাসমারোহে নগরে লইয়া গেল। তিনি নগর প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন; এবং মহাসৌভাগ্য লাভ করিয়া শোণককুমারের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিলে শোণক গিয়া সেই শিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে একটা পাণ্ডুবর্ণ শালপত্র বৃন্তচ্যুত হইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'জরার প্রভাবে এই শালপত্রের ন্যায় আমারও দেহের পতন হইবে।' এইরূপে জগতের অনিত্যত্ব ভাবিয়া তিনি বিদর্শনা লাভ করিলেন এবং প্রত্যেকবোধি প্রাপ্ত হইলেন। অমনি তাঁহার শরীর হইতে সমস্ত গৃহি-চিহ্ন অন্তর্হিত হইল এবং সেগুলির পরিবর্ত্তে প্রব্রাজক-চিহ্নসমূহ দেখা দিল। 'হইবে না এবে আর জন্মান্তর লভিতে আমায়' এই উদান গান করিতে করিতে তিনি নন্দমূলক গুহায় চলিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্ব চল্লিশ বৎসর পরে একদা শোণককে স্মরণ করিলেন। 'আমার বন্ধু শোণক এখন কোথায়?' পুনঃ পুনঃ তিনি ইহা ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু শোণকের নাম শুনিয়াছে

---

* পালি "ফুস্সরথ।" ফুস্স=পুষ্য। 'পুষ্য' শব্দে সংস্কৃত ভাষায় তন্নামধেয় নক্ষত্র বুঝায়, পুষ্পও বুঝায়। পুষ্যরথ=প্রমোদের জন্য সুসজ্জিত রথ। আমার বোধ হয়, পুষ্যরথ ও পুষ্পরথ একই। 'পুষ্প' শব্দটী পালিতেও যে 'ফুস্স' না হইতে পারে এমন নহে। সংস্কৃত 'পুষ্পরাগ' পালিতে 'ফুস্সরাগ'। জাতকে যেখানে যেখানে ফুস্সরথের উল্লেখ আছে [দরীমুখ (৩৭৮), ন্যগ্রোধ (৪৪৫), বিশেষতঃ মহাজনক (৫৩৯)], সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ইহার প্রধান আরোহী হইতেন পুরোহিত এবং অশ্বগণ যেন যদৃচ্ছাক্রমে চলিয়া রাজপদার্হ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইত। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার ১।৵ চিহ্নিত পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

বা শোণককে দেখিয়াছে, এমন কোন লোকই পাইলেন না। তিনি এক দিন প্রাসাদের সুসজ্জিত উচ্চতম তলে রাজপল্যঙ্কে গন্ধর্ব্বনটনর্ত্তকগণে পরিবৃত হইয়া রাজৈশ্বর্য্যের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে বলিলেন, "যে কাহারও নিকট শুনিয়াছে যে শোণক অমুক স্থানে আছেন, সে আমাকে জানাইলে শতমুদ্রা পুরস্কার পাইবে; আর, যদি কেহ বলে, সে নিজেই শোণককে দেখিয়াছে, তবে তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিব।" তিনি মনের এই আবেগ একটা উদানে গ্রথিত করিলেন এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় সেই উদান গান করিলেন:—

শত মুদ্রা দিব তারে, শুনেছে যে শোণক কোথায়।
সহস্র করিবদান, স্বচক্ষে যে দেখেছে তাঁহায়।
ধুলাখেলা ছেলেবেলা করিয়াছি সঙ্গে কত তাঁর,
কে দিবে সংবাদ, এবে, কোথা প্রিয় সে সখা আমার?

ইহা শুনিয়া এক নটী যেন রাজার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া এই উদানটী গান করিল, তাহার পর একে একে অন্য স্ত্রীরাও ইহা গাইল। এইরূপে অন্তঃপুরের সকল রমণীই 'এটা আমাদের রাজার প্রিয় গীত' ইহা বলিয়া এই উদান গান করিতে প্রবৃত্ত হইল, ক্রমে নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও ইহা শিখিল, রাজা নিজেও ইহা পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলেন।

রাজপদপ্রাপ্তির পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অরিন্দম বহু পুত্রকন্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল দীর্ঘায়ুঃকুমার। এই সময়ে এক দিন প্রত্যেকবুদ্ধ শোণক ভাবিতে লাগিলেন, 'অরিন্দম আমাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি গিয়া তাঁহাকে কামভোগের দুঃখ এবং নিষ্ক্রমণের সুখ বুঝাইয়া দিব; তাঁহাকে প্রব্রজ্যার পথ প্রদর্শন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঋদ্ধিবলে গমনপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে আসীন হইলেন। ঐ সময়ে এক সপ্তবর্ষবয়স্ক পঞ্চচূড়ক* বালককে তাহার মাতা রাজোদ্যানে পাঠাইয়াছিল। সে পুনঃ পুনঃ রাজার উদানটী গান করিতে করিতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছিল। শোণক তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তুমি অন্য কোন গান না করিয়া বার বার একই গান করিতেছ; তুমি অন্য কোন গান জান কি?" বালক বলিল, "জানি, ভদন্ত, কিন্তু এই গানটী আমাদের রাজার প্রিয়; কাজেই বার বার ইহাই গাইতেছি।" "এই গানের পাল্টা গান করিয়াছে, এমন কোন লোক দেখিয়াছ কি?" "না, ভদন্ত; এমন কোন লোক দেখি নাই।" "আমি তোমাকে ইহার পাল্টা গান শিখাইতেছি, তুমি রাজার কাছে গিয়া সেই পাল্টা গান গাইতে পারিবে ত?" "পারিব, ভদন্ত।" তখন শোণক ঐ বালককে রাজার উদানের "শুনিয়াছি আমি".. ইত্যাদি প্রতিগীত শিখাইলেন। বালক প্রতিগীতটী সুন্দররূপে শিখিলে তাহাকে রাজার নিকটে পাঠাইবার কালে শোণক বলিলেন, "যাও, বালক, রাজার সঙ্গে এই পাল্টা গান কর গিয়া; রাজা তোমাকে বহু ধন দিবেন; তুমি কাঠ কুড়াইয়া কি করিবে? ছুটিয়া যাও।" বালক "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রতিগীতটী ভালরূপে শিখিয়া লইল এবং শোণককে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভদন্ত, আমি

* পঞ্চচূড়ক—যাহার কেশ পাঁচটী চূড়া বা শিখার আকারে সজ্জিত। এইরূপে চূড়া-বন্ধন দৈন্য বা দাসত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইত।

যতক্ষণ রাজাকে সঙ্গে লইয়া না ফিরিতেছি, আপনি দয়া করিয়া ততক্ষণ এখানেই থাকুন।" ইহা বলিয়া সে তাহার মাতার নিকট ছুটিয়া গেল এবং বলিল, "মা, শীঘ্র আমাকে স্নান করাইয়া সাজাইয়া দাও; আমি আজ তোমার দারিদ্র্য মোচন করিব।" অনন্তর স্নান করিয়া ও সজ্জিত হইয়া সে বেগে রাজদ্বারে গমন করিল এবং দৌবারিককে বলিল, "আর্য্য দ্বারপাল, অনুগ্রহ করিয়া রাজাকে গিয়া বলুন, তাঁহার সঙ্গে গান করিবার উদ্দেশ্যে একটী বালক আসিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।" দ্বারবান্ অবিলম্বে রাজাকে এই সংবাদ দিল, রাজা বলিলেন, "সে আসিতে পারে।" তিনি বালকটীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি আমার সঙ্গে গান করিবে?" বালক বলিল, "হাঁ, মহারাজ।" "বেশ, গান কর।" "মহারাজ, এখানে গান করিব না; আপনি ভেরীবাদন দ্বারা বহু লোক আনয়ন করুন, আমি বহু লোকের সমক্ষে গান করিব।" রাজা তাহাই করাইলেন। তিনি নিজে সুসজ্জিত মণ্ডপের মধ্যে পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; এবং বালকটীকে উপযুক্ত আসন দেওয়াইয়া বলিলেন, "এখন তবে গান কর।" বালক বলিল "মহারাজ, আপনি অগ্রে গান করুন; তাহার পর আমি আপনার গানের পাল্টা গান করিব।" তখন রাজা প্রথম গাথা গান করিলেন;—

১। শত মুদ্রা দিব তারে,	শুনেছে যে শোণক কোথায়।
সহস্র করিব দান	স্বচক্ষে যে দেখেছে তাঁহায়।
ধূলাখেলা ছেলেবেলা	করিয়াছি সঙ্গে কত তাঁর;
কে দিবে সংবাদ এবে,	কোথা প্রিয় সে সখা আমার?

রাজা এইরূপে প্রথম উদানগাথা গান করিলে সেই পঞ্চচূড়ক বালক যে প্রতিগীতি গান করিয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া দুইটী চরণ* বলিলেন:—

২। পঞ্চচূড় শিশু সেই	প্রতিগীত গাইল তখন,
"শুনেছি শোণক কোথা,	শত মুদ্রা দাও হে, রাজন্,
করহ সহস্র দান,	দেখিয়াছি স্বচক্ষে তাঁহায়,
বলিব তোমার সেই	বাল্যসখা শোণক কোথায়"

[অতঃপর যে গাথা কয়টী আছে, সেগুলির পরম্পরসম্বন্ধ অর্থানুসারে গ্রহণ করিতে হইবে]।

৩। "কোন্ জনপদে, কোন্ রাজ্যে বা নগরে	দেখিলে শোণকে, বল; জিজ্ঞাসি তোমারে।"
৪, ৫। "তোমারি এ রাজ্যে, ভূপ, উদ্যানে তোমার	ঋজুকাণ্ড, ঘনসন্নিবিষ্ট, সেথাকার
আছে বহু মহাশাল; মূলে তাহাদের	পেয়েছি, নৃমণি, আমি দেখা শোণকের।
নিষ্কাম, নির্লিপ্তভাবে বসিয়া সেখানে	আছেন শোণক ঋষি মগ্ন মহাধ্যানে।
উপাদানে দগ্ধ হয় জীব অনুক্ষণ,	নির্ব্বাপি সে অগ্নি তিনি সুপ্রসন্ন মন।"†
৬। চলিল রাজার সঙ্গে চতুরঙ্গ বল,	হইল আদেশে তাঁর পথ সমতল।
গেলেন সত্বর রাজা উদ্যানে, যেখানে	শোণক ছিলেন বসি মগ্ন মহাধ্যানে।

* মূলে কিন্তু তিনটী চরণ আছে।

† মূলে শোণকের সম্বন্ধে 'অনুপাদানো' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'উপাদান' বলিলে জীবনে আসক্তি বুঝায়। ইহা তৃষ্ণাজাত এবং পুনর্জন্মের কারণ। উপাদান বিনষ্ট না হইলে অর্হত্বপ্রাপ্তি হয় না। এইজন্য অর্হতেরা 'অনুপাদান' বলিয়া অভিহিত। [অনুপাদান (দীপ)=তৈলহীন দীপ]।

৭। প্রবেশি উদ্যানে সেই, ভ্রমি ইতস্ততঃ দেখিলেন শোণকেরে মহাধ্যানে রত।
রাগ, দ্বেষ আদি অগ্নি একাদশ বিধ হইয়াছে শোণকের সব নির্ব্বাপিত।

রাজা শোণককে বন্দনা না করিয়াই একান্তে উপবেশন করিলেন এবং নিজে কামাদি রিপুর দাস ছিলেন বলিয়া শোণককে দুঃখী ও কৃপার পাত্র মনে করিয়া বলিলেন :—

৮। "মুণ্ডিত-মস্তক অই, কৃপার ভাজন, মাতৃহীন, পিতৃহীন, ধ্যানে নিমগন,
বৃক্ষতলে ভিক্ষু এক রয়েছে বসিয়া, কেবল সঙ্ঘাটি দিয়া দেহ আবরিয়া।
৯। শুনিয়া রাজার কথা শোণক তখন বলিলেন, "নয় সেই কৃপার ভাজন,
ধর্ম্ম যার সর্ব্ব অঙ্গে সদা বিরাজিত কৃপাপাত্র বলা তারে না হয় বিহিত।
১০। ধর্ম্মের বিশুদ্ধ মার্গ করি পরিহার যে করে অধর্ম্মপথে নিয়ত বিহার,
সেই পাপী, ভূপ; সেই পাপপরায়ণ প্রকৃত কৃপার পাত্র, বলে সর্ব্বজন।"

শোণক এইরূপে বোধিসত্ত্বের নিন্দা করিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্ব যেন ঐ নিন্দা বুঝিতে পারিলেন না, এই ভাব দেখাইয়া নিজের নামগোত্র কীর্ত্তনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন :—

১১। কাশীরাজ আমি, ঋষি অরিন্দম নাম; সর্ব্বসুখে সুখী আমি পূর্ণমনস্কাম।
আসি এ উদ্যানে, বল, হয় নি ত তব, হে শোণক, কোন রূপ কষ্ট-অনুভব?

ইহার উত্তরে সেই প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, "মহারাজ, কেবল এখানে কেন, অন্যত্র বাস করিলেও আমার কোনরূপ অসুখ হয় না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে শ্রমণদিগের সুখ বর্ণনা করিলেন :—

১২। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, সেই সে প্রকৃত সদা কল্যাণভাজন।
ধন ধান্য কভু সেই সঞ্চয় না করে গোলায়, জালায় কিংবা ঝুড়ির* ভিতরে,
অশন, বসন আদি প্রয়োজন মত পরগৃহে অনায়াসে পায় সে সতত,
কাজেই সে নিরুদ্বেগচিত্তে অনুক্ষণ সুব্রত পালিয়া করে জীবন যাপন।
১৩। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, তাহার দ্বিতীয় সুখ করি নিবেদন।
অনিন্দ্য উপায়ে† হয় সম্পন্ন আহার, পেতে তাহা কোন কষ্ট হয় না তাহার।
১৪। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, তাহার তৃতীয় সুখ করি নিবেদন।
নিরুদ্বেগে সদা সুখে অন্ন সেই খায় কদাপি সে হেতু কোন কষ্ট নাহি পায়।‡
১৫। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, তাহার চতুর্থ সুখ করি নিবেদন।
সতত মুক্তির রাজ্যে করে সে বিহার; আসক্তিতে বদ্ধ নয় দেহ মন তার।
১৬। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, তাহার পঞ্চম সুখ করি নিবেদন।
যদিও নগর পুড়ি হয় ছারখার, তথাপি না হয় দগ্ধ কিছু মাত্র তার।§
১৭। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, ষষ্ঠ যে তাহার সুখ করি নিবেদন।
যদিও সমস্ত রাজ্য বিলুণ্ঠিত হয় কিছুই তাহার কভু নাহি পায় ক্ষয়।

---

* মূলে 'কলোপিয়া' আছে। কলোপি=পচ্ছি (অর্থাৎ ঝুড়ি)।

† বৈদ্যকর্ম্ম, ভাগ্যগণনা ইত্যাদি নিন্দনীয়।

‡ অনাগারীকে মূলে 'নিবুত্তপিণ্ড' বলা হইয়াছে। 'নিবুত্তপিণ্ড' শব্দে অর্হন্তও বুঝায়।

§ তুং—অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন। মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চিৎ প্রদহ্যতে। মহাভারত—শান্তি, ১৭।

১৮। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, সপ্তম তাহার সুখ করি নিবেদন।
চৌরপন্থঘাতকাদি মার্গবিঘ্নকারী আছে যত পথিকের সর্ব্বস্বাপহারী,
কিছুই না হরে তার; সতত সুব্রত পাত্র ও চীবর লয়ে ভ্রমে ইচ্ছামত।
১৯। অনাগার, অকিঞ্চন ভিক্ষু যেই জন, অষ্টম আহার সুখ করি নিবেদন।
প্রাপ্তির বাসনা মনে নাহি দিয়া স্থান যখন যেখানে ইচ্ছা করে সে প্রয়াণ।

প্রত্যেকবুদ্ধ শোণক এইরূপে অষ্ট শ্রমণভদ্র বর্ণনা করিলেন। ইহারও উপর তিনি শত, সহস্র অপরিমেয় শ্রামণ্যসুখ প্রদর্শন করিতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু কামাভিরত রাজা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার শ্রামণ্যসুখে প্রয়োজন নাই।" তিনি দুইটী গাথায় বিষয়ভোগ-সুখে নিজের অত্যাসক্তি-প্রকাশ করিলেন:—

২০। প্রব্রজ্যার বহু সুখ করিলে কীর্ত্তন।
কিন্তু, হে শোণক, আমি কামপরায়ণ।
আমার কর্ত্তব্য কি তা' বল ত এখন।
২১। দিব্য ও মানুষ সুখ, দুই আমি চাই, ইহামুত্র কি উপায়ে বল সুখ পাই।

তখন প্রত্যেকবুদ্ধ রাজাকে বলিলেন,

২২। কামুক, কামাভিরত যাহারা এ ভবে, করি পাপ অশেষ দুর্গতি তারা লভে।
২৩। কাম পরিহরি যারা করে নিষ্ক্রমণ, বিচরে অকুতোভয়ে তারা অনুক্ষণ।
করিয়া অনন্যমনে ধ্যানে অভিরতি দেহান্তে ঈদৃশ লোকে না লভে দুর্গতি।
২৪। দৃষ্টান্ত তোমায় এক করি প্রদর্শন; প্রণিধান করি তাহা শুন, অবিলম্ব।
কোন কোন বিজ্ঞ লোক দৃষ্টান্ত দেখিয়া সদসৎ বুঝি লয় মনে বিচারিয়া।
২৫। গভীর গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতে মৃতহস্তিদেহ কাক পাইল দেখিতে।
দেখি তার মনে বড় লোভ উপজিল; মনে মনে মূর্খ এই সিদ্ধান্ত করিল:—
২৬। 'অহো কি সৌভাগ্য মোর' পাইনু এখন একাধারে যান, আর প্রচুর ভোজন।
কি বা দিন, কি বা রাত্রি ইহার উপর থাকিয়া অপার সুখ পাব নিরন্তর।
২৭। ভাবি ইহা হস্তীটার মাংস সে খাইল, পান করি গঙ্গাজল তৃষ্ণা নিবারিল।
বন, চৈত্য দুই পাশে শত শত ছিল, কিন্তু সেথা যেতে কাক কভু না উড়িল।
২৮। সাগরের দিকে গঙ্গা ছুটি চলি যায়, মাংসমত্ত বায়সের লক্ষ্য নাই তায়।
উপনীত হ'ল শেষে সাগর মাঝারে পক্ষীরা যেখানে কভু তিষ্ঠিতে না পারে।
২৯। ফুরাইয়া গেল খাদ্য, হয়ে নিরুপায় পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কাক বার বার ধায়—
উত্তরে, দক্ষিণে আর; কোন দিকে, হায়, আশ্রয়লাভের স্থান দেখিতে না পায়।
৩০। না দেখিতে পায় দ্বীপ সাগর মাঝারে, আশ্রয় লভিতে সেথা পক্ষী নাহি পারে,
পড়িল বায়স শেষে হইয়া দুর্ব্বল, রক্ষিতে তাহারে এবে সাধ্য কার বল?
৩১। মকর, কুম্ভীর, শিশুমার আদি যত আছিল অর্ণবচর প্রাণী শত শত,
ঘিরিল বায়সে সবে, ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিল তার সর্ব্ব কলেবর।
পলাতে না পারে এবে, পক্ষ আর নাই, মাংস তার মকরাদি খাইল সবাই।
৩২। তোমার, তোমার মত কামপরায়ণ অন্যেরও ঈদৃশী দশা, না হয় খণ্ডন।
কাম যদি পরিহার না কর কখন, কাকবৎ প্রাজ্ঞ তুমি, কবে সর্ব্বজন।*
৩৩। প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই, শুন, মহীপাল, দেখাবে তোমায় হিতপথ সর্ব্বকাল।
স্বর্গে যাবে, পাল যদি এই উপদেশ; নচেৎ নরকে পাবে যন্ত্রণা অশেষ।

*এই দৃষ্টান্তে নদী দ্বারা সংসার, নদী-বাহিত গলিত শব দ্বারা কামাদি রিপুসেবা, কাক দ্বারা অজ্ঞানান্ধ পৃথগ্‌জন এবং সাগর দ্বারা নরক বুঝিতে হইবে, টীকাকারের এই অভিপ্রায়।

প্রত্যেকবুদ্ধ এই দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং রাজার মনে ইহা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,

৩৪। কৃপা করি একবার, কিংবা দুইবার
করিবেন উপদেশ দান সাধুগণ ;
অনুচিত ইহা হ'তে বেশী বলা আর ;
পুনঃ পুনঃ এক(ই) কথা বলা অশোভন।
দাস যেই, সেই শুধু পাবে বহুবার
জানাতে প্রভুকে এক(ই) প্রার্থনা তাহার।

ইহার পর একটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা :—

৩৫। বলিতে বলিতে ইহা, রাজাকে করিয়া এই উপদেশ দান
শোণক অসীমপ্রাজ্ঞ অন্তরীক্ষপথে চলি করিলা প্রস্থান।

শোণকের আকাশপথে যাইবার কালে যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, রাজা একদৃষ্টিতে অবলোকন করিলেন ; অনন্তর তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইলে রাজার চিত্তে সংবেগ জন্মিল ; তিনি ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ হীনজাতীয়* ; আমার জন্ম পুরুষপরম্পরায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে, অথচ এ আমার মস্তকে নিজের পাদধূলি বিকিরণ করিয়া আকাশপথে চলিয়া গেল! আমাকে অদ্যই নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হইতেছে।' অনন্তর তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের অভিলাষে দুইটী গাথা বলিলেন :—

৩৬। উপযুক্ত পাত্র খুঁজি কর যার হস্তে তার রাজ্য-সমর্পণ,
কোথায় সারথি আদি নিপুণ আমার সেই মহামাত্রগণ?
তোমাদিগকেই আজ ফিরাইয়া দিব আমি রাজ্য তোমাদের,
চাই না রাজত্ব আর ; পূরিয়াছে এত দিনে সাধ রাজত্বের।
৩৭। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব ; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা নাই।
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত বিনাশ না পাই।

অরিন্দম এইরূপে রাজ্যত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অমাত্যেরা বলিলেন,

৩৮। তনয় তোমার, দেব, দীর্ঘায়ুঃকুমার, যিনি প্রজাদের প্রীতির ভাজন ;
অভিষিক্ত রাজপদে কর তাঁরে, রাজা তিনি আমাদের হউন এখন।

ইহার পর রাজা যে গাথা বলিলেন, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট গাথাগুলি তাহাদের পরম্পর সুব্যক্ত সম্বন্ধানুসারে বুঝিতে হইবে : —

৩৯। "আনয়ন কর শীঘ্র দীর্ঘায়ুঃকুমারে হেথা, প্রজার যে প্রীতির ভাজন ;
করিতেছি আমি তার অভিষেক ; রাজা সেই তোমাদের হউক এখন।"
৪০। আনিল অমাত্যগণ দীর্ঘায়ুঃকুমারে সেথা, প্রজার যে প্রীতির ভাজন ;
একমাত্র পুত্র সেই রাজার, পরম প্রিয়, দেখি রাজা বলেন বচন :—

---

* দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকা (।৶৹ পৃষ্ঠ) দ্রষ্টব্য।

৪১। 'এ ষষ্টিসহস্র গ্রাম, ধনে জনে পরিপূর্ণ, সর্ব্বথা সমৃদ্ধিশালী সব,
হইল তোমার আজ রাজ্য এই সমর্পণ করিলাম, বৎস, হস্তে তব।
৪২। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।
৪৩। এ ষষ্টিসহস্র গজ সর্ব্বাভরণ-মণ্ডিত; যোত্র সব সুবর্ণ-নির্ম্মিত;
হাওদা আসন আদি গজসজ্জা আছে যত, সমস্তই সুবর্ণে খচিত—
৪৪। পরিচালনের জন্য তোমর-অঙ্কুশধারী নিয়োজিত গজসাদিগণ;
এ সবও হইল তব; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম, বৎস, সমর্পণ।
৪৫। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।
৪৬। এ ষষ্টিসহস্র অশ্ব সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত, প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট জাতীয়—
সিন্ধুদেশজাত সবে, বায়ুসম বেগবান্, রূপে গুণে তুল্য রমণীয়—
৪৭। পৃষ্ঠোপরি যাহাদের খড়্গ*-চাপধারী সব যোধগণ করে আরোহণ,
এ সবও হইল তব; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম, বৎস, সমর্পণ।
৪৮। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।
৪৯। এ ষষ্টিসহস্র রথ সমুচ্ছ্রিত ধ্বজযুত, দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত,
বহনার্থ যাহাদের উৎকৃষ্ট তুরগগণ অনুক্ষণ আছে নিয়োজিত;
৫০। বর্ম্মে আবরিয়া দেহ সুনিপুণ রথিগণ যে সকলে করে আরোহণ,
এ সবও হইল তব; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম, বৎস, সমর্পণ।
৫১। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।
৫২। এ ষষ্টিসহস্র ধেনু সবাই রোহিণী এরা†, তার এই শ্রেষ্ঠ বৃষগণ,—
এ সবও তোমারি বৎস; রাজ্য আমি হস্তে তব করিলাম আজ সমর্পণ।
৫৩। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত বিনাশের পাত্র নাহি হই।
৫৪। ষোড়শ সহস্র নারী পরমসুন্দরী সবে, বিভূষিতা সর্ব্ব আভরণে,
এরাও তোমার আজ; রাজত্ব তোমায় দিনু; প্রব্রজ্যা লইয়া যাই বনে।
৫৫। অদ্যই প্রব্রজ্যা লব; কল্য যে হবে না মৃত্যু, নিশ্চয়তা তার কিছু নাই;
কামবশে আমি যেন দুর্ম্মতি কাকের মত ভবার্ণবে বিনাশ না পাই।"
৫৬। 'শৈশবে,শুনেছি; পিতঃ, জননী আমায় ত্যজি পরলোকে করিলা গমন;
এবে যদি ছাড় তুমি, হব অতি অসহায়; রাখিতে না পারিব জীবন।
৫৭। সমাসম সর্ব্বস্থানে, দুর্গম পর্ব্বত মাঝে, বন্য গজ যেখানে বিচরে
শাবক সতত তার পশ্চাতে পশ্চাতে যায়; সঙ্গ ত্যাগ কখনো না করে।
৫৮। হস্তে লয়ে পাত্র আমি তেমতি তোমার, পিতঃ পশ্চাতে থাকিব অনুক্ষণ;
হব না দুর্ব্বহ কভু; বরঞ্চ করিব তব সেবা দ্বারা সন্তোষ সাধন।"
৫৯। "আবর্ত্তে পড়িলে যথা ধনান্বেষী বণিকের মহার্ণবে পোত ডুবি যায়,
বণিক্, নাবিকগণ সে ঘোর বিপদে, হায়, সকলেই জীবন হারায়,
৬০। এই পুত্র-অপসাদ তেমতি বা সাধে বাদ, হয় মম অন্তরায় পাছে;
এখনি লইয়া যাও বিলাসভবনে এবে, কাম্য বস্তু বহু যেথা আছে।

* মূলে 'ইল্লি' আছে। ইল্লি (সংস্কৃত 'ইলি'), ভোজালির মত এক প্রকার ছোট তলোয়ার।
† রোহিণী—লাল রঙের (রাঙ্গুলী) গাই।

৬১। সুবর্ণাভরণহস্তা	সুন্দরী রমণীগণ	তুষিবে ইহারে সেই খানে,
যেমন অপ্সরোগণ	তুষে নিত্য বাসবেরে	ত্রিদিবের প্রমোদ-উদ্যানে।"
৬২। তখন অমাত্যগণ	ল'য়ে গেলা দীর্ঘায়ুকে	রমণীয় বিলাস-ভবনে।
সে প্রজারঞ্জকে হেরি	মহা হর্ষে সব নারী	সম্ভাষিল মধুরবচনে,—
৬৩। "দেব, কি গন্ধর্ব্ব তুমি?	কিংবা হও পুরন্দর?	কার পুত্র? কি তোমার নাম?
জিজ্ঞাসি আমরা সবে,	দাও নিজ পরিচয়,	কে তুমি? কোথায় তব ধাম?'
৬৪। 'দেবতা, গন্ধর্ব্ব নই,	নই আমি পুরন্দর,	পরিচয় দিতেছি আমার,—
প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয়	কাশীরাজপুত্র আমি;	নাম ধরি দীর্ঘায়ুঃকুমার।
গ্রহণ করহ মোরে,	কল্যাণভাজন হও;	হব ভর্ত্তা তোমা সবাকার।"
৬৫। শুনি ইহা নারীগণ	জিজ্ঞাসিল দীর্ঘায়ুকে,	প্রজাদের যিনি প্রিয়ঙ্কর,
'ত্যজি এই রম্য পুরী	কোথা গিয়াছেন রাজা?	কোথা ভূতপূর্ব্ব নরবর?"
৬৬। 'মহাপঙ্ক অতিক্রমি	পেয়েছেন এবে তিনি	সুপ্রতিষ্ঠা স্থলের উপর,
তৃণলতাগুল্মহীন	অকণ্টক মহাপথে	এবে তিনি হন অগ্রসর। *
৬৭। পাইয়াছি আমি কিন্তু	দুর্গতি-গামীর পথ;	প্রতিপদে আকীর্ণ কণ্টকে,
তৃণলতা-গুল্মাচ্ছন্ন	চলি এই পথে হায়	পড়িব গো বিষম সঙ্কটে।"
৬৮। 'স্বাগত হে মহারাজ,	এস এ প্রাসাদে, যথা	পশে সিংহ নিজের গুহায়;
আজ হ'তে আমাদের	রাজা তুমি, ইচ্ছামত	কর, প্রভু, পালন সবায়।"

ইহা বলিয়া তাহারা সকলে তূর্য্যধ্বনি করিল এবং নৃত্যগীত করিতে লাগিল। ফলতঃ নবীন রাজার এতই পদগৌরব হইল যে, তিনি ভোগসুখে মত্ত হইয়া পিতার কথা ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিলেন এবং কালক্রমে কর্ম্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত হইলেন। বোধিসত্ত্বও ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।"

সমবধান—তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন রাহুলকুমার ছিলেন সেই রাজপুত্র (দীর্ঘায়ুঃকুমার) এবং আমি ছিলাম রাজা অরিন্দম।]

☞ পাল্টা গানের দ্বারা কোন ব্যক্তির খোঁজ লওয়ার কথা চিত্রসম্ভূত-জাতকেও (৪৯৮) পাওয়া যাইবে

৫৩০—সংকৃত্য-জাতক।

শাস্তা অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা-সম্বন্ধে জীবকাম্রবণে এই কথা বলিয়াছিলেন। অজাতশত্রু দেবদত্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহারই পরামর্শে নিজের পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন। সঙ্ঘভেদের পর যখন বুদ্ধশাসন-ভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে নানা রোগ দেখা দিয়াছিল, তখন দেবদত্ত তথাগতের ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য মঞ্চশিবিকায় আরোহণ-পূর্ব্বক শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু জেতবনের দ্বারদেশেই তিনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। † এই ঘটনা অজাতশত্রুর কর্ণগোচর হইলে তিনি ভাবিলেন, 'দেবদত্ত সম্যক্‌সম্বুদ্ধের প্রতিপক্ষ

---

* মহাপঙ্ক=কামাসক্তি। স্থল=প্রব্রজ্যা। মহাপথ=স্বর্গপ্রাপ্তির পথ।

† এই বৃত্তান্ত সমুদ্রবাণিজ-জাতকের (৪৬৬) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

হইয়া ভূগর্ভে-প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং অবীচিতে জন্ম লাভ করিয়াছে। আমি তাহারই কথার উপর নির্ভর করিয়া পরম-পূজ্য ধার্মিক রাজার প্রাণবধ করিয়াছি, আমাকেও তাহারই মত ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে।' এই ভয়ে অজাতশত্রু রাজশ্রীতে আর চিত্তের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, একটু নিদ্রালাভের আশায় তিনি নিদ্রিত হইবামাত্র স্বপ্ন দেখিতেন, যেন কেহ তাঁহাকে নবযোজন বিস্তীর্ণ লৌহময় ভূতলে ফেলিয়া লৌহশূলের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে, কুকুরেরা অবিরত দংশন করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে। অমনি তিনি মহাভয়ে উচ্চৈঃস্বরে ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া জাগিয়া উঠিতেন।

অনন্তর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার চাতুর্মাস্যের দিন * তিনি অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া নিজের ঐশ্বর্য্য বিলোকন করিতে করিতে ভাবিলেন, 'আমার পিতার ঐশ্বর্য্য ইহা অপেক্ষাও মহত্তর ছিল। হায়, আমি দেবদত্তের কথার উপর নির্ভর করিয়া তথাবিধ ধার্ম্মিক রাজার প্রাণসংহার করিয়াছি!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার দেহে দাহ জন্মিল, সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইল। তিনি ভাবিলেন, 'কে আমার ভয়াপনোদন করিতে পারে? দশবল ব্যতীত অন্য কাহারও এ সাধ্য নাই। কিন্তু আমি তথাগতের নিকট মহাপরাধী। কে আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া দর্শন করাইবে।' তিনি দেখিলেন জীবক ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহাকে দশবলের নিকটে লইয়া যাইতে পারে না। তিনি জীবককে সঙ্গে লইয়া যাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে মনের আবেগে বলিলেন, 'দেখ, আজ কেমন মেঘশূন্য সুন্দর রাত্রি! এমন রাত্রিতে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া তাঁহার উপাসনা করা যাউক না কেন?" তাঁহার ইচ্ছা শুনিয়া পূরণ কাশ্যপাদির শিষ্যগণ স্ব স্ব গুরুর গুণকীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু তিনি ঐ সকল ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত না করিয়া জীবকের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। জীবক তথাগতের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আপনি সেই ভগবানেরই আরাধনা করুন।" তখন হস্ত্যাদি বাহন সজ্জিত হইল, অজাতশত্রু জীবকের আশ্রয়ে তথাগতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তথাগত তাঁহাকে প্রীতি-সম্ভাষণ করিলে তিনি শ্রামণ্যের দৃষ্ট ফল জানিবার ইচ্ছা করিলেন। তথাগত মধুরস্বরে তাঁহাকে শ্রামণ্যফল শুনাইলেন। শ্রামণ্যফলসূত্র শেষ হইলে অজাতশত্রু নিবেদন করিলেন যে, তিনি তথাগতের উপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি তথাগতের নিকট ক্ষমা পাইয়া প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন।

এই সময় হইতে অজাতশত্রু দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শীল রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তথাগতের সংসর্গে থাকিয়া মধুর ধর্ম্মকথা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। কল্যাণমিত্রের সংসর্গবশতঃ তাঁহার ভয় অপনীত হইল, বিভীষিকা দূরে গেল; তিনি পুনর্ব্বার চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিলেন, এবং পরমসুখে ঈর্য্যাপথ-চতুষ্টয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, পিতৃহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া অজাতশত্রু মহাভীত হইয়াছিলেন, রাজশ্রীও তাঁহার চিত্তপ্রসাদ জন্মাইতে পারে নাই, সমস্ত ঈর্য্যাপথেই তিনি দুঃখ অনুভব করিতেন; কিন্তু এখন তিনি তথাগতের শরণ লইয়া কল্যাণমিত্র সংসর্গের গুণে বীতভয় হইয়াছেন এবং ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করিতেছেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় শুনিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি পিতৃহত্যারূপ দারুণ দুষ্কার্য্য করিয়া শেষে আমারই অনুগ্রহে সুখে নিদ্রা গিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত ব্রহ্মদত্তকুমার-নামক এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিতের গৃহে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল সংকৃত্যকুমার। কুমারদ্বয় এক সঙ্গে রাজভবনে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন, উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহারা তক্ষশিলায় গেলেন এবং সেখানে সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন।

---

* এই বর্ণনার সহিত সঞ্জীব-জাতকের (১৫০) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু তুলনীয়।

* 'কোমুদিয়া চাতুমাসিনিয়া'। কৌমুদী=কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। চতুর্মাস=আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিমাস বৌদ্ধদিগের বর্ষাবাসের সময়।

ব্রহ্মদত্ত তখন পুত্রকে উপরাজ্য দিলেন; বোধিসত্ত্ব উপরাজের সঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন ব্রহ্মদত্ত উদ্যানকেলি করিবার জন্য যাত্রা করিযাছিলেন। তাঁহার যানবাহনাদি মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া কুমারের মনে লোভ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, "আমার পিতা ত বয়সে আমার জ্যেষ্ঠসহোদরসদৃশ; ইনি যথাকালে মরিবেন, তাহা যদি আমাকে দেখিতে হয়, তবে নিজের ভাগ্যে বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিবে। তখন রাজ্য পাইলে কি লাভ? আমি পিতার প্রাণসংহার করিয়াই রাজ্য গ্রহণ করিব।' এই চিন্তা করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ভাই, পিতৃহত্যা নিদারুণ কাজ। ইহা নরকগমনের পথ। তুমি কখনও এমন কাজ করিতে পারিবে না। তুমি, ভাই, ইহা হইতে নিবৃত্ত হও।" উপরাজ বোধিসত্ত্বের নিকট তিন বার এই প্রস্তাব করিলেন; বোধিসত্ত্ব তিন বারই তাঁহাকে বাধা দিলেন। তখন তিনি পরিচারকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। তাহারা সম্মতি বিজ্ঞাপন করিয়া রাজার বধোপায় নির্দ্ধারণ করিল। ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, "আমি এই দুর্ব্বৃত্তদিগের সঙ্গে থাকিব না।" তিনি নিজের মাতাপিতাকে না জানাইয়া অগ্রদ্বার দিয়া* গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং ফলমূলাহারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করিলে রাজকুমার পিতৃহত্যা করিয়া মহৈশ্বর্য্যসুখের আস্বাদ পাইলেন।

সংকৃত্যকুমার ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিযাছেন, এই সংবাদে সৎকুলজাত বহুযুবক নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা লইলেন। সংকৃত্যকুমার এইরূপে বহুঋষিপরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহার শিক্ষাগুণে ঋষিরা সকলেই সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন।

এ দিকে পিতৃহত্যাদ্বারা রাজত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মদত্তকুমার অতি অল্পদিনই সুখ অনুভব করিযাছিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার ত্রাস জন্মিল; তিনি চিত্তপ্রসাদ হারাইলেন এবং সর্ব্বদা যেন কর্ম্মানুরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে স্মরণ করিয়া ভবিতেন, 'বন্ধু আমাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, পিতৃহত্যা নিদারুণ কর্ম্ম; কিন্তু আমাকে তাঁহার উপদেশানুবর্ত্তী করিতে না পারিয়া নিজে পলায়নপূর্ব্বক নির্দ্দোষ হইযাছেন। তিনি এখানে থাকিলে আমাকে কখনও পিতৃহত্যা করিতে দিতেন না, এখনও আমার ভয়াপনোদন করিতে পারিতেন। তিনি এখন কোথায়? যদি তাঁহার বাসস্থান জানিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে এখানে আনাইতাম। হায়! কে আমাকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া দিবে?' এই সময় হইতে তিনি, কি অন্তঃপুরে, কি রাজসভায়, সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিতেন।

ইহার দীর্ঘকাল পরে একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "রাজা আমাকে স্মরণ করিতেছেন; রাজধানীতে গিয়া ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভয় দিয়া আমার ফিরিয়া আসা কর্ত্তব্য।'

* জাতকে যেখানে যেখানে গোপনে গৃহত্যাগ করিবার কথা আছে, প্রায় সেই সেই খানে 'অগ্রদ্বার' দিয়া প্রস্থানের উল্লেখ দেখা যায় [শরভঙ্গ-জাতক (৫২২) ইত্যাদি।] এই অগ্রদ্বার যে সদর দরজা নহে ইহা নিশ্চিত। বোধ হয়, ইহা বাসভবনের পুরোবর্ত্তী কদাচিদ্‌ব্যবহৃত কোন ক্ষুদ্র দ্বার হইবে।

পঞ্চাশ বৎসর হিমালয়ে বাস করিবার পর এই উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চশত তাপসপরিবৃত হইয়া আকাশপথে বিচরণপূর্ব্বক 'দায়পস্‌স'-নামক উদ্যানে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঋষিদিগের সহিত শিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উদ্যানপাল জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এই ঋষিদিগের যিনি শাস্তা, তাঁহার নাম কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'সংকৃত্য পণ্ডিত।" ইহা শুনিয়া উদ্যানপাল তাঁহাকে চিনিতে পারিল। সে বলিল, "ভদন্ত, আমি যতক্ষণ রাজাকে আনয়ন না করি, আপনি দয়া করিয়া ততক্ষণ এখানেই অবস্থিতি করুন। আমাদের রাজা আপনাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।" সে সংকৃত্যকে প্রণাম করিয়া রাজভবনে ছুটিয়া গেল এবং রাজাকে সংকৃত্যপণ্ডিতের আগমনের কথা শুনাইল। রাজা তৎক্ষণাৎ সংকৃত্যের নিকটে গেলেন এবং যথাকর্ত্তব্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১। সিংহাসনে বসি ব্রহ্মদত্ত নরবর ; দেখিয়া উদ্যানপাল যুড়ি দুই কর
কবে নিবেদন, "প্রভু, যাঁর দরশন পাইতে তোমার সদা ব্যগ্র এত মন
২। সংকৃত্য পণ্ডিত সেই তাপস-সত্তম উদ্যানে তোমার করেছেন আগমন।
অবিলম্বে কর যাত্রা, উদ্যান মাঝারে শীঘ্র গিয়া দরশন করহ তাঁহারে।"
৩। নিমেষে সজ্জিত রথে, অতি শীঘ্রগতি মিত্রামাত্য সহ যাত্রা করিলা ভূপতি।
৪। পঞ্চ রাজচিহ্ন ত্যাগ করে নরবর— উষ্ণীষ, পাদুকা, খড়্‌গ, ছত্র ও চামর।
৫। ভাণ্ডারিকহস্তে দিয়া রাজচিহ্ন সব রথ হ'তে উতরিলা কাশী নরর্ষভ।
প্রবেশিলা দায়পস্‌স-নামক উদ্যানে, গেলা বসি ছিলা ঋষি সংকৃত্য যেখানে।
৬। নিকটে যাইয়া তাঁর, প্রীতিসম্ভাষণে অভ্যর্থিলা নরনাথ সেই তপোধনে।
পূর্ব্বের সে কথা তবে করিয়া স্মরণ করে রাজা এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ।
৭। একান্তে বসিয়া, পরে পেয়ে অবসর পাপের সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নরবর :—
৮। "বেষ্টিত তাপসগণে তাপসসত্তম সংকৃত্য দিলেন দেখা ভাগ্যবলে মম।
পেয়ে তাঁরে এ উদ্যান ধন্য হ'ল অতি ; প্রশ্ন এক জিজ্ঞাসিতে চাই অনুমতি :—
৯। ধর্ম্ম অতিক্রম যারা করে এ জীবনে, কি গতি তাদের হয় দেহ-অবসানে ?
ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছি, তাই কি গতি হইবে মোর, সংকৃত্যে শুধাই।"

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১০। দায়পস্‌সে আসীন সংকৃত্য তপোধন বলিলেন, "মহারাজ, করহ শ্রবণ ;
১১। ভয়সমাকুল পথে চলে যেই জন, সুপথ তাহারে যদি করি-প্রদর্শন,
শুনিয়া সে কথা যদি সুপথে সে যায় নির্ব্বিঘ্নে সে গম্য স্থানে উপনীত হয়।
১২। যে জন অধর্ম্মচারী, ধর্ম্মতত্ত্ব তারে বুঝাইলে যদি সেই পাপাচার ছাড়ে,
পাপে রত যদি সেই নাহি হয় আর দুর্গতি দেহান্তে তবে ঘটে না তাহার।"

সংকৃত্য রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ততঃপর আরও ধর্ম্মদেশন করিতে করিতে বলিলেন :—

১৩। ধর্ম্মই প্রকৃষ্ট মার্গ, অধর্ম্ম উন্মার্গ ; অধর্ম্ম নরকে টানে, ধর্ম্ম দেয় স্বর্গ।*
১৪। দেহান্তে নরকে গিয়া পায় পাপিগণ কি দুর্গতি, বলিতেছি, শুনহ, রাজন্ :—

---

* অয়োঘর-জাতক (৫১০)।

১৫। সঞ্জীব, সংঘাত, কালসূত্র, মহাবীচি,
দুইটা রৌরব, প্রতাপন ও তপন :—*

১৬। অষ্ট মহানরকের এই গুলি নাম।
নাহি কারো সাধ্য, ভূপ, পাপ কর্ম্ম করি
অতিক্রমি যেতে এই নরক সকল।
উৎসদ নামেতে আর নরক ষোড়শ
প্রতি মহানরকের আছে বিদ্যমান
ক্রূরকর্ম্মকারিগণে পরিপূর্ণ সদা।

১৭। মহাঘোর, জ্বালাময়, অতীব ভীষণ,
অতি ভয়ঙ্কর, অতি দুঃখের আগার
নরক এ সব, হেথা দারুণ যন্ত্রণা
ভুঞ্জে পাপী অহর্নিশ; ভাবিলে তা' মনে
মহাভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ হয় রোমাঞ্চিত।

১৮। চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার প্রত্যেক নরক,
চতুর্ভাগে সুবিভক্ত সমান সমান;
বেষ্টিত চৌদিকে লৌহনির্ম্মিত প্রাকারে,
উপরে বিশাল তার লৌহময় ছাদ।

১৯। ভিত্তিও গঠিত লৌহে; প্রখর জ্বালায়
উত্তপ্ত সতত সেই ভীম কারাগার—
শতেক যোজন যার বেষ্টন চৌদিকে।

২০। জিতেন্দ্রিয় ঋষিদের পরীবাদ-কারী
পাষণ্ডেরা ঊর্দ্ধপাদে অধঃশিরে পড়ে
এ সব নরকে, পেতে শাস্তি নিদারুণ।

২১। ঋষিদের অপভাষী নরকুলাধম
পাতকীরা ভ্রূণহত্যাকারীর সমান—†
আত্মহিত নাশে তারা আত্মকর্ম্মদোষে।

---

* টীকাকার মহানরকগুলির নামসমূহের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—(১) সঞ্জীব। এখানে যমকিঙ্করেরা পাপীদের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছে, অথচ তাহারা নবজীবন লাভ করিতেছে, আবার তাহাদের দেহ ছিন্ন হইতেছে, আবার তাহারা বাঁচিতেছে। এইরূপে তাহারা অবিরত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। গ্রীক্ পুরাণে দেখা যায়, Prometheusএর প্রতিও এইরূপ একটা দণ্ডের বিধান হইয়াছিল। (২) সঙ্ঘাত—এখানে অতি বৃহৎ লৌহপর্ব্বতের আঘাতে নারকীদিগকে অহরহ আহত ও পিষ্ট করা হয়। (৩) কালসূত্র - সূত্রধারেরা যেমন কাঠ কাটিবার জন্য তাহাতে কালো সূতা দিয়া দাগ দেয়, যমকিঙ্করেরাও তেমনি এই নরকে পাপীদিগকে লৌহময়ী উত্তপ্ত ভূমির উপর ফেলিয়া তাহাদের দেহে কালো সূতা দিয়া দাগ দেয় এবং ঐ দাগে দাগে পরশুদ্বারা তাহাদের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে। (৪) মহা+অবীচি—যন্ত্রণার বীচি অর্থাৎ অন্ত নাই বলিয়া এই নরকের অবীচি নাম হইয়াছে। (৫, ৬) রৌরব—এই নামে দুইটা নরক আছে, একটা জ্বালা-রৌরব, আর একটা ধূমরৌরব। এখানে পাপীরা যন্ত্রণায় ভীষণ বিলাপ করে। (৭, ৮) "তপতীতি তপনো, অতিবিয় তাপেতীতি পতাপনো।"

প্রত্যেক মহানরকের চতুর্দ্বারে চারি চারিটী করিয়া উৎসদ-নামক ষোলটা উপনরক। কাজেই সমস্ত নরক সংখ্যা ৮+৪×৪×৮=১৩৬।

† মূলে 'ভূণহনো' আছে। টীকাকার বলেন অত্তানা বড্ঢিয়া হতত্তা 'ভূণহনো'। পাঠান্তর 'গুণহনো'—ঋষিদের গুণঘ্ন অর্থাৎ অপভাষী বা পরীবাদকারী।

খণ্ডবিখণ্ডিত মৎস্য পক্ব যথা হয়
কটাহে, তেমতি এরা কোটিকল্পকাল
দারুণ যন্ত্রণা পায় নরক জ্বালায়।

২২। অন্তরে বাহিরে সদা দহ্যমান দেহে
ছুটাছুটি করে পাপী পলায়ন তরে,
নির্গমের পথ কিন্তু কোথাও না পায়।

২৩। ধায় তারা পূর্ব্বদিকে, কভু বা পশ্চিমে,
উত্তরে, দক্ষিণে আর; কিন্তু সর্ব্বদ্বারে
বাধা দেন দেবগণ। পলাইতে নারে।

২৪। এরূপে বসতি করে নরকে পাতকী
অনেক সহস্র বর্ষ; পেয়ে দুঃখ ঘোর
বাহুতুলি আর্ত্তনাদ করে অবিরত।

২৫। উগ্রবীর্য্য, ক্রুদ্ধ আশীবিষের সমান
দুর-অতিক্রম তপোধন ঋষিগণ,
যদিও সংযতেন্দ্রিয় সাধুশীল তাঁরা।
কায়ে কিংবা বাক্যে, তাই, ঘুণাক্ষরে যেন
অপমান তাঁহাদের কোরোনা কখনো।

২৬। অতিকায়, মহেষ্বাস কেককাধিপতি
অর্জ্জুন সহস্রবাহু * বিনষ্ট হইল
বিষদিগ্ধ শল্যে বিদ্ধি ঋষি গৌতমকে। †

২৭। কবিল দণ্ডকী রাজা রজঃ বিকিরণ
মস্তকে অরজঃ ‡ কৃশবৎস তপস্বীর,
ছিন্নমূল তালসম তাই সে পাতকী
রাজ্য-রাজ্যবাসি-সহ পাইল বিনাশ।

২৮। করি আক্রমণ ক্রুদ্ধ মেধ্য-অধীশ্বর
যশস্বী মাতঙ্গ তপোধনের উপর,
অমাত্যগণের সহ পাইল বিনাশ। §

২৯। আছিল অন্ধকবৃষ্ণি নামে দুর্ব্বিনীত
রাজপুত্রগণ, করি অপমান তারা
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তপস্বীর পুরাকালে
বিনাশিল পরস্পরে মুষল-আঘাতে;
গেল সবে এইরূপে শমনসদনে। ¶

৩০। চেদিরাজ পুরাকালে ঋদ্ধির প্রভাবে
চরিতেন অন্তরীক্ষে অবলীলাক্রমে;
মিথ্যাবাক্যে কপিলের করি অপমান
হীনত্ব গেলেন তিনি; হলেন পতিত

---

* টীকাকার 'সহস্রবাহু' এই বিশেষণের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "পঞ্চহি ধনুগ্গহসতেহি বাহসহস্সেন আরোপেতব্বং ধনুং আরোপণসমত্থবাহু।"

† শরভঙ্গ-জাতক (৫২২) দ্রষ্টব্য। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হৈহয়দিগের রাজা; নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী মাহিষ্মতী নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। কিন্তু পালি গ্রন্থকারেরা বলেন, তিনি মহিংশক রাজ্যে কেক নগরে রাজত্ব করিতেন।

‡ অরজঃ=নিষ্পাপ। § মাতঙ্গ জাতক (৪৯৭) ¶ ঘট-জাতক (৪৫৪)।

ভূগর্ভে অবীচিমধ্যে অভিশাপে তাঁর। *

৩১। বিপুপরায়ণ যারা, অগতির দাস,
প্রাজ্ঞের প্রশংসা তারা পায়না ক কভু,
পুণ্যাত্মা, নির্ম্মলচেতা ভ্রমেও কখন
সত্য ভিন্ন মিথ্যা না করেন উচ্চারণ। †

৩২। সুবিদ্বান্‌, সদাচার মুনিগণে যেই
দুষ্টমনে তুচ্ছজ্ঞান করে, সে পামর
অধস্তম নরকেতে পড়িবে নিশ্চয়।

৩৩। বয়োবৃদ্ধে, জ্ঞানবৃদ্ধে পরুষবচনে
মিথ্যা নিন্দা করে যারা, সে পাপের ফলে
নির্ব্বংশ হইবে তারা, হইবে বিনষ্ট
ছিন্নমূল তালতরুকাণ্ড যে প্রকার।

৩৪। প্রব্রজ্যা লইয়া যিনি ব্রত তাপসের
পালেন একাগ্রচিত্তে, হেন মহর্ষিকে
বধিলে হন্তার হয় কালসূত্রে গতি,
করে সে সেখানে ভোগ অনন্ত যন্ত্রণা।

৩৫। চরিয়া অধর্ম্মপথে, জানপদগণে
উৎপীড়ন করে যদি রাজা মূঢ়মতি, ‡
রাজ্য হয় ছারখার; জীবনাবসানে
তপনে পামর পায় নিজ কর্ম্মফল।

৩৬। নরকের অগ্নিশিখা জ্বলে অবিরত
বেষ্টিয়া শরীর তার; এরূপ যন্ত্রণা
পায় সেই দিব্য শত সহস্র বৎসর। §

৩৭। শরীর হইতে তার নিঃসরে সতত
প্রখর অগ্নির শিখা; গাত্র, রোম, নখ—
সর্ব্বাঙ্গ অনলময়, দেখিতে ভীষণ।
অগ্নিই কেবল সেথা খাদ্য অভাগার।

৩৮। অন্তরে, বাহিরে সদা দহ্যমানদেহে,
মহাদুঃখে অভিভূত হইয়া সে পাপী
করে আর্ত্তনাদ সদা, হায়রে যেমতি
অঙ্কুশ-আঘাতে করী করে আর্ত্তনাদ।

৩৯। লোভে কিংবা দ্বেষবশে বধে যে পিতারে,
মহাঘোর কালসূত্রে সেই নরাধম
পতিত হইয়া পায় দুঃখ চিরদিন।

৪০। যমকিঙ্করেরা তারে লৌহকুম্ভে ফেলি
দেয় জ্বাল, তাহা হ'তে করি উত্তোলন
শক্তিদ্বারা করে বিদ্ধ, সর্ব্বাঙ্গ পাপীর
এরূপে নিশ্চর্ম্ম হয়, করে তার পর

* চেদি-জাতক (৪২২)। † এই গাথাটী চেদি জাতকেও আছে। ‡ মূলে 'যো চ রাজা অধম্মট্‌ঠো রট্‌ঠবিদ্ধংসনো মগো'...আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন 'And if a wicked Mago king...! মগ=মৃগ=নির্ব্বোধ ব্যক্তি। § দেবতাদের একদিন=মনুষ্যদিগের এক বৎসর।

চক্ষুদুটী উৎপাটন ; শেষ মুখে পুরি
উত্তপ্ত বিমূত্র, নাই তাতেও নিস্তার,
ডুবায়ে তাহারে শেষে রাখে ক্ষারজলে।

৪১। আসিছে খাইতে দিতে লৌহের বর্ত্তুল
প্রতপ্ত, দেখিয়া পাপী বন্ধ যদি করে
মুখ, যাক্ষসেরা তবে করে আনয়ন
দীর্ঘ লৌহফাল, যাহা ছিল বহুক্ষণ
প্রখর অগ্নির মধ্যে, আনে রজ্জু আর,
ব্যাদান করায় মুখ রজ্জু আর ফালে,
অয়ঃপিণ্ড মুখমধ্যে দেয় শেষে ফেলি।

৪২। শ্যামবর্ণ, রক্তবর্ণ গৃধ্র নানাজাতি,
অধোমুখ পক্ষী কত, কাকোল, শ্বাপদ
খণ্ড খণ্ড করি কাটে রসনা পাপীর,
সরক্ত ভক্ষণ করে সেই খণ্ড সব,—
ছিন্ন, তবু কম্পমান্ যেন যাতনায়।

৪৩। জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গদগ্ধ, ছিন্নভিন্নদেহ
পাপীদের পিঠ খায় রাক্ষসেরা সদা,
মড়ার উপরে খাড়া হানে বার বার।
রাক্ষসেরা ইহাতেই বড় প্রীতি পায়,
মরণের বেশী দুঃখ কিন্তু পাতকীর।
ইহলোকে পিতৃহত্যা করিয়াছে যারা,
এরূপ যন্ত্রণা পায় নরকে তাহারা।

৪৪। মাতৃহত্যা করে যারা, যমলোকে গিয়া
আত্মকর্ম্মফলরূপ যে দুঃখ ভীষণ
পায় তারা নিরন্তর, বলিতেছি শুন :—

৪৫। মহাবল দৈত্যগণ মাতৃঘাতকেরে
অয়োময় ফালে দীর্ণ করে বার বার।

৪৬। যে রক্ত নিঃসৃত হয় দেহ হ'তে তার,
দৈত্যগণ করে গাঢ় উত্তাপ সংযোগে,
দ্রবীভূত তাম্র যথা ; করায় তাহাই
পাতকীরে পান তারা জানালে পিপাসা।

৪৭। গলিত শবের ন্যায় পূতিগন্ধময়,
পুরীষকর্দ্দমে পূর্ণ, বিকটদুর্গন্ধ,
প্রগাঢ় শোণিতবৎ রক্তবর্ণ হ্রদে
নিমজ্জিত করি দেহ মাতৃহন্তা রয়।

৪৮। অতিকায়, অয়োমুখ কৃমিগণ সেথা
দংশি তার দেহ খায় মাংস ও শোণিত
অবিরত, তবু হায়, বুভুক্ষা তাদের
অণুমাত্র নিবৃত্ত না হয় কোন কালে!

৪৯। শতব্যাম নিয়ে সেই হ্রদের ভিতরে
থাকে মগ্ন মাতৃহন্তা, চৌদিকে তাহার

তারই মত পূতিগন্ধযুক্ত শব কত
শতৈক যোজন ব্যাপি রয়েছে সেখানে।

৫০। ছিল তার চক্ষু হায়, এ দুর্গন্ধে এবে
অন্ধ হইয়াছে তাহা। এতই যাতনা
মাতৃহন্তা করে ভোগ নরকে, রাজন্।

৫১। গর্ভপাতিনীর শাস্তি বলিতেছি এবে :—
পড়ে তারা ক্ষুরধার-নামক নিরয়ে,
দুর-অতিক্রম যাহা। যদিও বা কেহ
চলি যায় সেথা হ'তে, পড়িবে নিশ্চয়
বৈতরণীগর্ভে সেই, এড়াইতে যাহা
কস্মিন্‌কালও নাহি পারে পাতকীরা।

৫২। রয়েছে উভয় তটে সে ঘোরা নদীর
বিশাল শাল্মলি বৃক্ষ, কণ্টক যাদের
ষোড়শ অঙ্গুলি দীর্ঘ, লৌহ-বিনির্ম্মিত।

৫৩। যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ সে সব শাল্মলি
নিয়ত আদীপ্ত থাকে অগ্নির সংযোগে।
কাণ্ডবিনিঃসৃত অর্চ্চিঃপ্রভায় তাহারা
অগ্নির স্তম্ভের মত দূরতঃ দেখায়।

৫৪। শাল্মলি-বৃক্ষের তীক্ষ্ণ প্রতপ্ত কণ্টকে
আবদ্ধ হইয়া ঝুলে ব্যভিচারিণীরা,
পরদারসেবী আর পুরুষ সকল।

৫৫। নরকপালেরা করে হেন অবস্থায়
পুনঃ পুনঃ কশাঘাত; পড়ে অধোমুখে
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে পাপী ঘূরিতে ঘূরিতে।
পড়িয়া নরকতলে করে হাহাকার,
নিশিতে নিমেষ তরে নিদ্রা নাই তার।

৫৬। প্রভাতা হইলে রাত্রি পর্ব্বতপ্রমাণ
লৌহকুম্ভ মধ্যে পশে পাতকীরা সব,
অগ্নিসম তপ্ত জলে পরিপূর্ণ যাহা।

৫৭। দুশ্চরিত্র মূঢ়গণ ভুঞ্জে অবিরত—
দিবারাত্র—এইরূপে স্বকর্ম্মের ফল—
স্বীয় স্বীয় দুষ্কৃতির ঘোর পরিণাম।

৫৮। ধন দিয়া করি ক্রয় আনিয়াছে যারে, *
সে ভার্য্যা পতির যদি করে অপমান,
শ্বশুর, শাশুড়ী আর ননদ প্রভৃতি
পতিগৃহে থাকে অন্য গুরুজন যারা,
না সেবি তাদের যদি করে অনাদর,
নরকপালেরা টানি বজ্র ও বড়িশে
করিবে বাহির তার জিহ্বাটা নিশ্চয়।

---

* প্রাচীনকালে বিবাহের জন্য সাধারণতঃ পণ দিয়া কন্যা আনয়ন করা হইত।

৫৯। ব্যাম-পরিমিত দীর্ঘ কৃমি সে দেখিবে
নিজের জিহ্বার মধ্যে, নারিবে বলিতে
ভীষণ যাতনা কত করিতেছে ভোগ।
এইরূপে দুশ্চরিত্রা নারী আছে যত
তপন নরকে পায় দুঃখ অবিরত।

৬০। গো-মেষ-শূকরঘাতী, চৌর ও ধীবর,
মৃগয়াব্যসনাসক্ত, ব্যাধগণ, আর
করে যারা মিথ্যা দ্বারা দিনকেও রাত, *

৬১। শক্তি-লৌহময়ীগদা-খড়্গ-শরাঘাতে
আহত হইয়া তারা পড়ে অধঃশিরে
নরকের মহাঘোরা ক্ষারনদীজলে। †

৬২। মিথ্যা-মকদ্দমা যারা করে ইহলোকে,
নরকে প্রহৃত তারা হয় রাত্রিদিন
লৌহময় ভয়ঙ্কর গদার আঘাতে।
আঘাতে দুরাত্মগণ বমন যা করে,
পরস্পর তাই সেথা খেতে তারা পায়।

৬৩। শৃগাল, কাকোল, কাক, শকুনি প্রভৃতি
অযোমুখ প্রাণী সেথা খায় অবিরত
কম্পমান্ পাতকীর মাংস ও শোণিত।

৬৪। পশুদ্বারা পশুবধ করে যেই জন,
পক্ষীদ্বারা পক্ষীমারা ব্যবসায় যার,
এই সব ক্রূর-কর্ম্মা ত্যজি ইহলোক
ভীষণ যাতনা পায় উৎসদ নরকে। ‡

মহাসত্ত্ব এইরূপে নরকসমূহ বর্ণনা করিয়া অতঃপর দেবলোক উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক রাজাকে দেবলোক দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন :—

৬৫। ইহলোকে পুণ্যকর্ম্ম করি সম্পাদন জীবনাবসানে যান স্বর্গে সাধুগণ;
তার সাক্ষী ইন্দ্রআদি দেব-ব্রহ্মগণ পেয়েছেন স্ব স্ব পদ পুণ্যের কারণ।

৬৬। তাই বলি, মহারাজ, ধর্ম্মপথে চর, এরূপে সতত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর,
যেন পরলোকে সেই সুকৃতির বলে হইতে না হয় দগ্ধ অনুতাপানলে।

মহাসত্ত্বের মুখে এই সকল ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা তখন হইতে আশ্বাস লাভ করিলেন মহাসত্ত্বও কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থিতি করিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি অজাতশত্রুকে আশ্বাস দিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন অজাতশত্রু ছিলেন সেই রাজা, বুদ্ধের অনুচরেরা ছিলেন সেই ঋষিগণ, এবং আমি ছিলাম সংকৃত্য পণ্ডিত।]

---

* মূলে 'অবন্নে বঞ্চকারকা' আছে। ইহাতে জালিয়াৎ প্রভৃতি প্রতারকদিগকে বুঝায়।

† টীকাকার বলেন, ক্ষারনদী বৈতরণীর নামান্তর।

‡ পশুদ্বারা পশু মারা—যেমন কুকুর, চিতা প্রভৃতির সাহায্যে শিকার করা। পক্ষীদ্বারা পক্ষীমারা—যেমন শিক্ষিত বাজ পাখী দিয়া অন্য পাখী মারা।

জাতক

সপ্ততি নিপাত

৫৩১—কুশ জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার কালে কোন অলঙ্কৃতা রমণীকে প্রেমের চক্ষে দেখিয়া কামাভিভূত হইয়াছিলেন এবং অন্য সর্ব্ববিষয়ে অনভিরত হইয়া দিন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার কেশ ও নখ দীর্ঘ হইল, শরীর কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইল, ধমনীগুলি ফুটিয়া উঠিল, তিনি মলিনবস্ত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেবপুত্রগণের দেবলোক হইতে বিচ্যুত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পঞ্চবিধ নিমিত্তদ্বারা তাহা সূচিত হয়,—তাঁহাদের মালা ও বস্ত্র ম্লান হইয়া যায়, শরীর বিবর্ণ হয়, তাঁহাদের উভয় কক্ষ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে থাকে, তাঁহারা দেবাসনে থাকিয়াও স্বস্তি পান না। সেইরূপ, উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুদিগেরও বুদ্ধশাসনচ্যুতির পাঁচটী পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দেয়। তাঁহাদের শ্রদ্ধারূপ পুষ্প ও শীলরূপ বস্ত্র মলিন হয়, হৃদয়ে অসন্তোষ ও বাহিরে অযশ, এই উভয় কারণে তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠবের হানি ঘটে, তাঁহাদের শরীর হইতে ক্লেশরূপ স্বেদ নির্গত হইতে থাকে, তাঁহারা আরণ্যবৃক্ষমূলরূপ শূন্যাগারে থাকিয়াও তৃপ্তি লাভ করেন না। ভিক্ষুদিগের শাসনচ্যুতি এই পঞ্চ নিমিত্ত দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে।

একদিন লোকে এই অসন্তুষ্ট ভিক্ষুকে শাস্তার নিকটে লইয়া বলিল, "ভদন্ত, ইনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে, এ কথা সত্য কি?" ভিক্ষু নিজের অপরাধ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "দেখ, কোন মতেই কামপরবশ হইও না; ঐ রমণী পাপিষ্ঠা; উহার প্রতি তোমার যে আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা দমন কর, বুদ্ধশাসনে আনন্দ লাভ কর। তেজস্বী প্রাচীন পণ্ডিতেরাও রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া তেজ হারাইয়াছিলেন এবং দুঃখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন —]

পুরাকালে মল্লরাজ্যের রাজধানী কুশাবতী * নগরে ইক্ষ্বাকু নামক এক রাজা যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী ছিল, শীলবতী নাম্নী রমণী ইহাদের মধ্যে অগ্রমহিষীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা কি পুত্র, কি কন্যা কোন সন্তান লাভ করেন নাই। পৌর ও জানপদবর্গ রাজভবনদ্বারে সমবেত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "মহারাজ, এই রাজ্য বিনষ্ট হইল।" রাজা বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার রাজত্বে কেহই অধর্ম্মাচরণ করে না; তথাপি তোমরা আমার দোষ দিতেছ কেন?" প্রজারা বলিল, "আপনার রাজত্বে কেহ অধর্ম্মাচরণ করে না, ইহা সত্য বটে; কিন্তু আপনার বংশরক্ষার জন্য পুত্র জন্মিতেছে না; কাজেই অন্য কেহ এই রাজ্য অধিকার করিয়া ইহার সর্ব্বনাশ করিবে। এজন্য আপনি এমন একটী পুত্র প্রার্থনা করুন যিনি যথাধর্ম্ম এই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র প্রার্থনা করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?" "মহারাজ, আপনি প্রথমে এক সপ্তাহকাল

---

* কুশিনগরের প্রাচীন নাম।

আপনার অন্তঃপুরচারিণীদিগের মধ্য হইতে অল্পসংখ্যক কয়েকজনকে 'ধর্ম্মনাটক'-ভাবে * রাস্তায় ছাড়িয়া দিন, ইহাতে যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ পুত্র লাভ করেন ত উত্তম; নচেৎ ক্রমে মধ্যম নাটক এবং জ্যেষ্ঠ নাটকও ছাড়িতে হইবে, এতগুলি রমণীর মধ্যে কোন না কোন পুণ্যবতী নিশ্চিত পুত্র লাভ করিবেন।

প্রজাদিগের কথায় রাজা ঐরূপ ব্যবস্থাই করিলেন এবং সাত সাত দিন অন্তর এক একটী 'নাটক' পাঠাইতে লাগিলেন। রমণীরা যথাসুখ পুরুষসংসর্গ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ পুত্র লাভ করিলে কি?" তাঁহারা সকলেই বলিতেন, "না, মহারাজ।" তাঁহার ভাগ্যে পুত্রলাভ নাই মনে করিয়া রাজা বিষণ্ণ হইলেন। নাগরিকেরাও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অসন্তোষ বিজ্ঞাপন করিল। রাজা বলিলেন, "তোমরা আমাকে দোষ দিতেছ কেন? আমি তোমাদের কথামত একে একে তিনটী নাটক প্রেরণ করিলাম; কিন্তু রমণীদিগের মধ্যে কেহই পুত্রবতী হইলেন না। আমি আর কি করিতে পারি?" প্রজারা বলিল, "মহারাজ, এই সকল রমণী, বোধ হয়, দুঃশীলা ও নিষ্পুণ্যা। ইঁহারা কেহই পুত্রলাভের উপযোগী পুণ্য করেন নাই। ইঁহারা পুত্রলাভ করিলেন না বলিয়াই আপনি নিরুৎসাহ হইবেন না। আপনার অগ্রমহিষী শীলবতী দেবী শীলসম্পন্না, এখন আপনি তাঁহাকেই প্রেরণ করুন; তাঁহার গর্ভে নিশ্চয় পুত্র উৎপন্ন হইবে।" "বেশ, তাহাই করিব" বলিয়া রাজা ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে রাজা শীলবতী দেবীকে ধর্ম্মনাটকে প্রেরণ করিবেন; পুরুষেরা যেন ঐ সময়ে সমবেত হয়।" অনন্তর, সপ্তম দিনে রাজা শীলবতীকে নানা আভরণে সজ্জিত করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতারণপূর্ব্বক রাজাঙ্গণের বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন।

শীলবতীর শীলতেজে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল, শক্র ইহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দেবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, শীলবতীকে পুত্র দান করা কর্ত্তব্য। দেবলোকে শীলবতীর উপযুক্ত কোন পুত্র আছেন কি না, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন। বোধিসত্ত্ব না কি তখন ত্রয়স্ত্রিংশভবনে আয়ুষ্কাল শেষ করিয়া ঊর্দ্ধতন দেবলোকে জন্মান্তরলাভের অভিলাষ করিতেছিলেন। শক্র তাঁহার বিমানদ্বারে গমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, 'মারিষ, আপনাকে মনুষ্যলোকে গিয়া ইক্ষ্বাকু রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন শক্র অন্য এক জন দেবপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনিও ঐ মহিষীর পুত্র হইবেন।" অনন্তর, পাছে কেহ শীলবতীর শীলভঙ্গ করে, এই আশঙ্কায় শক্র বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

* মূলে 'চুল্লনাটকং ধর্ম্মনাটকং কত্বা বিসজ্জেথ' আছে। 'চুল্লনাটক' বলিলে, বোধ হয়, নর্ত্তকীদিগের অল্প কয়েকজন, অথবা যাহারা তত সুন্দরী নহে, অথবা যাহাদের বংশগৌরব তত বেশী নয়, তাহাদিগকে বুঝায়। ইহার পর ক্রমে 'মজ্‌ঝিম নাটকং' এবং 'জেট্‌ঠ নাটকং'এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ 'চুল্ল', 'মধ্যম' ও 'জ্যেষ্ঠ' এই বিশেষণ তিনটী নর্ত্তকীদিগের সংখ্যা, বা রূপযৌবন, বা বংশমর্য্যাদা-জ্ঞাপক। এই নর্ত্তকীগণ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কিয়দ্দিনের জন্য অবাধভাবে ইন্দ্রিয় সেবা করিত এবং কেহ কেহ এই সুযোগে গর্ভবতীও হইত। রমণীদিগকে এইরূপে অবাধভাবে পুংসংসর্গ করিতে দিয়া বংশরক্ষা করা ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া গণ্য ছিল; কাজেই কেহ ইহা দোষাবহ মনে করিত না। বহুরমণীসেবারত অনেক পুরুষের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি থাকেনা, এই জন্যই, বোধ হয়, কোন কোন রাজা নিঃসন্তান হইতেন এবং উক্তরূপে ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করিয়া বংশরক্ষা করিতেন।

এদিকে বহুলোকেও স্নান করিয়া ও সুভূষিত হইয়া রাজদ্বারে গমন করিল। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিল, আমিই মহিষীকে গ্রহণ করিব। তাহারা শক্রকে দেখিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, "তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, ঠাকুর?" শক্র উত্তর দিলেন, "আমায় নিন্দা করিতেছ কেন? আমার শরীর জীর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু কামপ্রবৃত্তি ত জীর্ণ হয় নাই; যদি শীলবতীকে পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া যাইব। এই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি।" তিনি নিজের অনুভাববলে সকলের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন; তাঁহার তেজোবলে অন্য কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। মহিষী যেমন সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রাজভবনের বাহিরে আসিলেন, অমনি শক্র তাঁহার হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "দেখ ত বুড়া বামণটার কাণ্ড! এমন সুন্দরী রমণীকে লইয়া যাইতেছে; নিজের কি করা উচিত, বুড়াটার সে জ্ঞান নাই!" একজন বৃদ্ধ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া মহিষীর মনেও যুগপৎ দুঃখ, ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। মহিষীকে কে গ্রহণ করে, ইহা দেখিবার জন্য রাজা বাতায়নের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনিও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন।

শক্র মহিষীকে লইয়া নগরদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তাঁহার অনুভাববলে দ্বারসমীপে একখানি গৃহ নির্ম্মিত হইল, উহার দরজা খোলা ছিল এবং ভিতরে কাষ্ঠের আস্তরণ ছিল। মহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি আপনার বাড়ী?" শক্র বলিলেন, "হাঁ, ভদ্রে, এতদিন আমি একা ছিলাম, এখন আমরা দুই জন হইলাম। আমি ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া তণ্ডুলাদি আনয়ন করিতেছি; তুমি এই কাষ্ঠাস্তরণের উপর শুইয়া থাক।" অনন্তর তিনি হস্তদ্বারা মৃদুভাবে মহিষীর অঙ্গস্পর্শ করিলেন; দিব্যস্পর্শে মহিষীর সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িলেন, দিব্যস্পর্শজ আনন্দে তাঁহার সংজ্ঞা অন্তর্হিত হইল। তখন শক্র অনুভাববলে তাঁহাকে ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে লইয়া গেলেন এবং সুসজ্জিত দিব্যশয্যায় শোওয়াইয়া রাখিলেন। সপ্তম দিনে মহিষী প্রবুদ্ধা হইলেন; এবং শয়নকক্ষের দিব্যশ্রী দেখিয়া বুঝিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনুষ্য নহেন, ছদ্মবেশী শক্র। ঐ সময়ে শক্র মন্দারমূলে * দেবকন্যা-পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের নৃত্য দেখিতেছিলেন। মহিষী শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শক্র বলিলেন, "দেবি, আমি তোমাকে বর দিব; তুমি বর প্রার্থনা কর।" মহিষী বলিলেন, "তবে, আমাকে একটী পুত্র দিন।" "দেবি, একটী কেন, আমি তোমাকে দুইটী পুত্র দিব। তাহাদের এক জন প্রজ্ঞাবান্ হইবে, কিন্তু রূপবান্ হইবে না, অপর জন রূপবান্ হইবে, কিন্তু প্রজ্ঞাবান্ হইবে না। ইহাদের মধ্যে প্রথমে তুমি কোনটী পাইতে ইচ্ছা কর?" 'যেটী প্রজ্ঞাবান্ হইবে, প্রভু।" শক্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে কুশতৃণ, দিব্যবস্ত্র, দিব্যচন্দন, মন্দারপুষ্পমালা, এবং কোকনদ-নামক বীণা† দান করিলেন, তাঁহাকে লইয়া রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক রাজার সহিত একশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার নাভি স্পর্শ করিলেন। বোধিসত্ত্বও তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শক্র স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

* মূলে 'পারিচ্ছত্তকমূলে' আছে। পারিচ্ছত্রক দেবতরু বিশেষ।

† পারিচ্ছত্রক বৃক্ষের পুষ্পকেও 'কোকনদ' বলা যায়।

শীলবতী বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে, তিনি গর্ভধারণ করিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাকে লইয়া গিয়াছিল, বল ত?" মহিষী বলিলেন, "দেবরাজ শক্র।" "আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমাকে লইয়া যাইতেছে; আমাকে বঞ্চনা করিতেছ কেন?" "বিশ্বাস করুন, মহারাজ; শক্রই আমাকে গ্রহণ করিয়া দেবলোকে লইয়া গিয়াছিলেন।" "না, দেবি; আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।" তখন মহিষী রাজাকে শক্রদত্ত কুশতৃণ দেখাইয়া বলিলেন, "এখন বিশ্বাস করুন, মহারাজ।" রাজা ভাবিলেন, 'কুশতৃণ ত যেখানে সেখানেই পাওয়া যায়', কাজেই তিনি বিশ্বাস করিলেন না। অনন্তর মহিষী তাঁহাকে দিব্যবস্ত্রগুলি দেখাইলেন; তখন রাজার বিশ্বাস হইল। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, শক্র ত তোমাকে লইয়া গিয়াছিলেন; তুমি পুত্রলাভ করিয়াছ কি?" "করিয়াছি, মহারাজ; আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।" রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া মহিষীর গর্ভরক্ষার জন্য সংস্কারাদি সম্পাদন করাইলেন। দশ মাস গর্ভধারণের পর মহিষী এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই শিশুর অন্য কোন নাম রাখা হইল না; কুশতৃণের নামানুসারেই নামকরণ হইল।

কুশকুমার যখন হাঁটিতে শিখিলেন, তখন অপর দেবপুত্র মহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল জয়ম্পতি। কুমারদ্বয় সাতিশয় আদরযত্নের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন, তিনি আচার্য্যের উপদেশ বিনাই নিজের প্রজ্ঞাবলে সর্ব্ববিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিলেন। তাঁহার বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন রাজা তাঁহাকে রাজ্য দান করিবার অভিপ্রায়ে মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার পুত্রকে রাজ্যদান করিব এবং তদুপলক্ষ্যে নাট্যাভিনয়াদি উৎসব করাইব। আমাদের জীবদ্দশাতেই তাহাকে রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করি। সমস্ত জম্বুদ্বীপের যে কোন রাজার কন্যাকে ইচ্ছা কর, আনয়ন করিয়া তাহাকে তোমার পুত্রের অগ্রমহিষী করিব। তুমি তোমার পুত্রের মন জানিতে চেষ্টা কর—সে কোন্ রাজকন্যা লাভ করিতে চায় তাহা জান।" মহিষী বলিলেন "যে আজ্ঞা, মহারাজ।" তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া একজন পরিচারিকাকে বলিলেন, "কুমারকে এই সংবাদ দিয়া তাহার কি ইচ্ছা, জানিতে চেষ্টা কর?" পরিচারিকা গিয়া কুমারকে সংবাদ দিল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি কুরূপ; কোন রূপবতী রাজকন্যাকে এখানে আনয়ন করিলেও সে আমাকে দেখিবামাত্র ভাবিবে, আমি এমন কুরূপ স্বামী লইয়া কি করিব? সে নিশ্চয় পলাইয়া যাইবে। সেরূপে ঘটিলে আমাদের বড় লজ্জার কারণ হইবে। আমার গৃহবাসে কি প্রয়োজন? যত দিন মাতাপিতা জীবিত থাকিবেন, তত দিন তাঁহাদের সেবা করিব; তাঁহাদের মৃত্যু হইলে প্রব্রজ্যা লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইব।' তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, "আমার রাজ্যে বা নাট্যাভিনয় প্রভৃতি আমোদপ্রমোদে কোন প্রয়োজন নাই; আমি মাতাপিতার দেহান্তে প্রব্রাজক হইব।" পরিচারিকা গিয়া মহিষীকে এই উত্তর জানাইল। ইহাতে রাজা বড় দুঃখিত হইলেন, তিনি কয়েকদিন পরে কুমারের নিকট আবার ঐ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন; কুমার এবারেও তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। বার বার তিন বার এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিয়া চতুর্থবারে কুমার ভাবিলেন, 'মাতাপিতার সঙ্গে একান্ত প্রতিপক্ষভাবে চলা অকর্ত্তব্য। কোন একটা উপায় করিতে হইবে।' তিনি প্রধান

কর্ম্মকারকে ডাকাইয়া তাহাকে বহু স্বুবর্ণ দিয়া বলিলেন, "তুমি ইহা দিয়া একটী স্ত্রীমূর্ত্তি গঠন কর।" কর্ম্মকার চলিয়া গেলে তিনি আবও স্বুবর্ণ লইয়া নিজেই এক স্ত্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। বোধিসত্ত্বদিগেব অভিপ্রায় কখনও অসম্পন্ন থাকে না। কুশকুমাব যে স্ত্রীমূর্ত্তি গঠন করিলেন, তাহাব রূপবর্ণনা কবা জিহ্বাব সাধ্যাতীত। তিনি এই মূর্ত্তিটীকে ক্ষৌমবস্ত্র পরাইয়া নিজেব শয়নপ্রকোষ্ঠে বাখিয়া দিলেন। এদিকে সেই প্রধান কর্ম্মকাবও মূর্ত্তি লইয়া আসিল। মহাসত্ত্ব তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'মূর্ত্তিটা ভাল হয় নাই। আমার শয্যাপ্রকোষ্ঠে যে মূর্ত্তিটা আছে, তুমি গিয়া তাহা লইয়া আইস।" কর্ম্মকাব শয়নগর্ভে গিয়া সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিল, 'কুমাবেব সঙ্গে কেলি কবিবার জন্য বুঝি কোন অপ্সবা আসিয়াছেন।' সে হস্ত প্রসারণ কবিতে অসমর্থ হইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক কুমারকে বলিল, "দেব, আপনার শয়নকক্ষে এক আর্য্যা দেবদুহিতা বহিয়াছেন; আমি তাঁহাব নিকটে যাইতে পারিলাম না।" কুমার বলিলেন, "ভয় কি, বাপু? উহা সোণাব মূর্ত্তি; তুমি লইয়া এস।" ইহা বলিয়া তিনি কর্ম্মকাবকে পাঠাইয়া মূর্ত্তিটী আনয়ন কবিলেন। অতঃপব তিনি কর্ম্মকার-নির্ম্মিত মূর্ত্তিটা শয়নকক্ষে নিক্ষেপ কবাইয়া স্বনির্ম্মিত মূর্ত্তিটীকে সাজাইলেন এবং বথেব উপব চাপাইয়া উহা মাতার নিকট পাঠাইয়া বলিলেন, "এইরূপ পাত্রী পাইলে তাহাকে গ্রহণ কবিব।"

মহিষী অমাত্যদিগকে আহ্বান কবিয়া বলিলেন, "বাপু সকল, আমাব পুত্র শক্রদত্ত, সে মহাপুণ্যবান্, সে নিশ্চয় নিজেব উপযুক্ত কুমাবী লাভ কবিবে। তোমবা এই মূর্ত্তিটী আবৃতযানে লইয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপ পবিভ্রমণ কব; যে বাজাব কন্যাকে এই মত রূপবতী দেখিবে, তাঁহাকে ইহা দান কবিয়া বলিবে, 'মহাবাজ ইক্ষ্বাকু আপনাব কন্যাব সহিত তাঁহার পুত্রেব বিবাহ * দিবেন।' অতঃপব বিবাহেব দিন স্থিব কবিয়া এখানে ফিবিবে।" অমাত্যেবা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঐ মূর্ত্তি লইয়া বহু অনুচরসহ যাত্রা কবিলেন। তাঁহাবা যে যে বাজধানীতে যাইতেন, সেই সেই নগবেই সায়াহ্নে মূর্ত্তিটীকে বস্ত্রপুষ্পালঙ্কাবে বিভূষিত করিয়া স্বুবর্ণ-শিবিকায় স্থাপনপূর্ব্বক বহুলোকসমাগম-স্থানে, ঘাটেব পথেব ধাবে, বাখিয়া দিতেন এবং নিজেবা একটু ফিবিয়া গিয়া গতাগত লোকদিগেব কথা শুনিবার জন্য একান্তে অবস্থিতি কবিতেন। লোকে দেখিয়া উহা যে স্বুবর্ণময়ী ইহা জানিতে পাবিত না; তাহাবা বলিত, "ইনি মানবী হইয়াও দেবকন্যাব ন্যায় কি অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না। ইনি এখানে বহিয়াছেন কেন? কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন? আমাদেব নগবে ত এমন সুন্দবী নাবী নাই।" এইরূপ বর্ণনা কবিতে কবিতে তাহাবা চলিয়া যাইত। তাহা শুনিয়া অমাত্যেবা বুঝিতেন, 'যদি এখানে এমন কন্যা থাকিত, তাহা হইলে ইহাবা বলিত, অমুক রাজকন্যা কিংবা অমুক অমাত্যকন্যা এতাদৃশী সুন্দবী। অতএব নিশ্চয় এ নগরে এমন কোন কন্যা নাই।' তখন তাঁহাবা মূর্ত্তিটী লইয়া নগবান্তবে যাইতেন। এইরূপে বিচরণ কবিতে কবিতে পরিশেষে তাঁহাবা মদ্ররাজ্যেব বাজধানী শাকল নগবে † উপস্থিত হইলেন।

---

* মূলে 'আবাহং করিস্সতি' আছে। আবাহ=পুত্রের বিবাহ; বিবাহ—কন্যাব বিবাহ। অশোকের ১ম শিলালিপি এবং জাতকের নানা স্থানে এইরূপ অর্থে শব্দদ্বয়েব ব্যবহাব দেখা যায়।

† বর্ত্তমান 'শিয়ালকোট।'

মদ্ররাজের সাতটী পরমসুন্দরী দেবকন্যা সদৃশী কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রভাবতীর দেহ হইতে প্রাতঃসূর্য্যের আভার ন্যায় আভা নিঃসরণ হইত। ঘোর অন্ধকারেও তাঁহার কক্ষে চতুর্হস্ত পরিমিত স্থানে প্রদীপের কোন প্রয়োজন ছিল না, সমস্ত কক্ষ সমরূপ উদ্ভাসিত হইত। প্রভাবতীর এক কুব্জা ধাত্রী ছিল। সে প্রভাবতীকে ভোজন করাইয়া তাহার মাথা ধুইবার জন্য আটজন বারাঙ্গনার কক্ষে আটটী কলসী দিয়া সন্ধ্যাকালে জল আনিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঘাটের পথে অবস্থিত সেই রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে প্রভাবতী মনে করিল এবং ভাবিল 'প্রভাবতী ত বড় দুর্ব্বিনীতা। সে মাথা ধুইব বলিয়া আমাদিগকে জল আনিতে পাঠাইল, কিন্তু নিজেই আগে আসিয়া ঘাটের পথে দাঁড়াইল।' সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'অরে কুলকলঙ্কিনী। তুমি আগেই আসিয়া এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিস্। রাজা জানিলে ত আমাদের রক্ষা নাই।" ইহা বলিয়া সে মূর্ত্তিটীর গণ্ডে চপেটাঘাত করিল, কিন্তু ইহাতে তাহার নিজেরই করতল যেন ভাঙ্গিয়া গেল, এইরূপ বোধ হইল। তখন সে বুঝিতে পারিল যে, মূর্ত্তিটী সোণার। সে হাসিয়া বারাঙ্গনাদিগের নিকটে গিয়া বলিল, 'দেখিলি আমার কাণ্ড! আমার মেয়ে মনে করিয়া আমি মূর্ত্তিটার গালে চড় দিলাম। আমার মেয়ের তুলনায় এ মূর্ত্তি কি ছার। লাভের মধ্যে কেবল নিজের হাতেই ব্যথা পাইলাম।" ইহা শুনিয়া রাজদূতেরা তাহাকে ধরিয়া বসিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "বাছা, তুমি বলিতেছ যে, তোমার কন্যা এই মূর্ত্তির অপেক্ষাও সুন্দরী। তুমি কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিলে, তাহা শুনিতে চাই।" ধাত্রী উত্তর দিল, "আমি মদ্ররাজকন্যা প্রভাবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি। তাহার তুলনায় এ মূর্ত্তির মূল্য ষোল ভাগের এক ভাগও নয়।" ইহা শুনিয়া দূতেরা তুষ্ট হইলেন এবং রাজদ্বারে গিয়া প্রতিহারী দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন, "রাজা ইক্ষ্বাকুর দূতেরা দ্বারদেশে উপস্থিত।" মদ্ররাজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আজ্ঞা দিলেন, 'তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আন।" দূতগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের রাজা আপনার আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।" রাজা তাঁহাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনারা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?' দূতেরা বলিলেন, 'আমাদের রাজার পুত্র সিংহবিক্রম কুশকুমার। রাজা তাঁহাকে রাজ্য দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং সেইজন্য আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের কুশ-কুমারের হস্তে আপনার প্রভাবতী-নাম্নী দুহিতাকে সম্প্রদান করিতে হইবে। পণস্বরূপ আপনি এই স্বর্ণমূর্ত্তি গ্রহণ করুন।" ইহা বলিয়া অমাত্যেরা মদ্ররাজকে সেই স্বর্ণমূর্ত্তিটী দান করিলেন। ইক্ষ্বাকুর ন্যায় মহারাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং বিবাহ কালে নানারূপ উৎসব হইবে, ইহা ভাবিয়া মদ্ররাজ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

অনন্তর দূতেরা মদ্ররাজকে বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারিব না, আমরা যে আপনার কন্যাকে লাভ করিলাম, রাজাকে গিয়া এখন এই সংবাদ দিব, রাজা নিজে আসিয়া প্রভাবতীকে লইয়া যাইবেন।" "তাহাই হউক," এই উত্তর দিয়া মদ্ররাজ দূতদিগকে বিদায় দিলেন, তাঁহারা গিয়া ইক্ষ্বাকু ও তাঁহার মহিষীকে এই শুভসংবাদ দিলেন। ইক্ষ্বাকু বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া কুশাবতী হইতে যাত্রা করিলেন

এবং যথাসময়ে শাকল নগরে উপস্থিত হইলেন। মদ্ররাজ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং সেখানে মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। শীলবতী দেবী বুদ্ধিমতী ছিলেন; 'কি জানি কি ঘটিবে' ভাবিয়া তিনি দুই এক দিন পরে মদ্ররাজকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কন্যাকে আমাদের পুত্রবধূরূপে দান করুন।" মদ্ররাজ বলিলেন, "দান করিতেছি।" তিনি প্রভাবতীকে আনয়ন করিতে বলিলেন। প্রভাবতী সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা ও ধাত্রীগণপরিবৃতা হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্বশ্রূকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শীলবতী ভাবিলেন, 'কুমারী পরমসুন্দরী, কিন্তু আমার পুত্র কুরূপ। এ যদি আমার পুত্রকে দেখে, তবে আমাদের গৃহে একদিনও না থাকিয়া পলায়ন করিবে। অতএব পূর্ব্ব হইতে একটা উপায় দেখিতে হইতেছে।' তিনি মদ্ররাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আমার পুত্রবধূ সর্ব্বাংশে আমার পুত্রের উপযুক্ত; কিন্তু আমাদের বংশে পুরুষপরম্পরায় একটা রীতি চলিয়া আসিতেছে; যদি কন্যা সেই রীতি পালন করেন, তাহা হইলেই আমরা ইহাকে লইয়া যাইতে পারি।" মদ্ররাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কুলপ্রথাটী কি?" "আমাদের বংশে একবার গর্ভধারণ না করা পর্যান্ত দিনমানে স্বামীর মুখ দেখিতে নাই যদি প্রভাবতী এই নিয়ম স্বীকার করেন তবেই আমরা ইঁহাকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে পারি।" মদ্ররাজ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি এই নিয়ম পালন করিতে পারিবে ত?" প্রভাবতী বলিলেন, "পারিব, বাবা।" তখন ইক্ষ্বাকু রাজা মদ্ররাজকে বহু ধন দিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন। মদ্ররাজও বহু অনুচর সঙ্গে দিয়া প্রভাবতীকে কুশাবতীতে প্রেরণ করিলেন।

ইক্ষ্বাকু কুশাবতীতে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন; সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিলেন, পুত্রকে রাজপদে এবং প্রভাবতীকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন, "এখন হইতে কুশরাজের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।" জম্বুদ্বীপের যে সকল রাজার কন্যা ছিল, তাঁহারা তাঁহাদিগকে কুশরাজের নিকট পাঠাইলেন, যাঁহাদের পুত্র ছিল, তাঁহারাও কুশরাজের মিত্রতাকামনায় স্ব স্ব পুত্রকে তাঁহার উপস্থাপকভাবে পাঠাইলেন। বোধসত্ত্বের নর্ত্তকীসংখ্যাও বহু ছিল। তিনি মহাসমারোহে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিনমানে তিনি প্রভাবতীকে কিংবা প্রভাবতী তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না। কেবল রাত্রিকালেই তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার হইত। তখন প্রভাবতীর দেহ হইতে অসাধারণ লাবণ্যচ্ছটা নির্গত হইত। বোধিসত্ত্ব রাত্রি থাকিতেই শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইতেন। তিনি কয়েকদিন পরে দিনমানে প্রভাবতীকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া মাতাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু মাতা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তিনি বলিলেন, "তুমি এ ইচ্ছা করিও না; যতদিন একটী পুত্র না না জন্মে, ততদিন অপেক্ষা কর।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, শীলবতী অগত্যা বলিলেন, "তবে তুমি হস্তিশালায় গিয়া সেখানে মাহুতের বেশে অপেক্ষা কর; আমি প্রভাবতীকে সেখানে লইয়া যাইব; তখন তুমি তাহাকে যত ইচ্ছা, চক্ষু পুরিয়া দেখিবে; কিন্তু সাবধান, যেন আত্মপরিচয় না দেও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ অতি উত্তম পরামর্শ।" তিনি ছদ্মবেশে হস্তিশালায় গমন করিলেন। রাজমাতা

হস্তিমঙ্গলোৎসবের আয়োজন করাইয়াছিলেন, তিনি প্রভাবতীকে বলিলেন, "চল, আমরা আজ তোমার স্বামীর হস্তীগুলি দেখি গিয়া।" তিনি প্রভাবতীকে সেখানে লইয়া এই হস্তীর অমুক নাম, এই হস্তীর অমুক নাম, ইহা বলিয়া হস্তীগুলি দেখাইতে লাগিলেন। প্রভাবতী রাজমাতার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিলেন। রাজা হস্তীর একটা মলপিণ্ড লইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন। প্রভাবতী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রাজাকে বলিয়া তোর হাত কাটাইব।" তাঁহার কথা শুনিয়া রাজমাতা একটু অসন্তুষ্ট হইলেন; তিনি প্রভাবতীর পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিলেন। আর এক দিন প্রভাবতীকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া রাজা অশ্বপালের বেশে অশ্বশালায় ছিলেন এবং অশ্বমলপিণ্ডদ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রভাবতী ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শ্বাশুড়ী পূর্ব্বের মত তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। ইহার পর একদিন প্রভাবতীই মহাসত্ত্বকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া শ্বাশুড়ীকে নিজের অভিলাষ জানাইলেন। শ্বাশুড়ী বলিলেন, "এ ইচ্ছা করিও না, মা।" কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও প্রভাবতী নিজের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। শীলবতী নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "বেশ, আগামী কল্য আমার পুত্র নগর প্রদক্ষিণ করিবে, তুমি জানালা খুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইবে।" ইহা বলিয়া তিনি পরদিন নগর সুসজ্জিত করাইলেন, এবং জয়ম্পতিকুমারকে রাজবেশ পরাইয়া হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। তিনি প্রভাবতীকে লইয়া বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা, তোমার স্বামীর শ্রীসৌভাগ্য দর্শন কর।" নিজের উপযুক্ত পতি লাভ করিয়াছেন ভাবিয়া প্রভাবতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ দিন মহাসত্ত্ব হস্তিপালকের বেশে জয়ম্পতির পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। তিনি মনের সাধ মিটাইয়া প্রভাবতীকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নানারূপ হস্ত সঞ্চালন দ্বারা নিজের আনন্দ জানাইলেন। হস্তীগুলি চলিয়া গেলে রাজমাতা প্রভাবতীকে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে, স্বামী দেখিলে ত?" "দেখিলাম, মা। কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে হস্তিপালক বসিয়াছিল, সে অতি দুর্বিনীত, সে আমাকে নানারূপ হস্তভঙ্গী দেখাইয়াছে। এরূপ লক্ষ্মীছাড়াকে রাজার পশ্চাতে বসিতে দেওয়া হইল কেন?" "মা, রাজার পশ্চাতে ত একজন দেহরক্ষক রাখা চাই।" প্রভাবতী ভাবিলেন, 'এই হস্তিপালক অতি নির্ভয়, রাজাকেও রাজা বলিয়া মানে না। তবে এই ব্যক্তিই কি কুশ রাজা? তিনি নিশ্চিত অতি কুরূপ, এই জন্যই ইহারা আমাকে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে দেয় না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কুব্জার কাণে কাণে বলিলেন, "মা, তুমি গিয়া জান, কে রাজা,—যিনি সম্মুখের আসনে বসিয়াছেন তিনি, না যিনি পশ্চাতের আসনে বসিয়াছেন তিনি।" ধাত্রী বলিল, "আমি কিরূপে জানিব, মা?" "যিনি রাজা, তিনিই প্রথমে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবেন। এই সঙ্কেত দ্বারাই তুমি জানিতে পারিবে।" ইহা শুনিয়া ধাত্রী গিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল এবং দেখিল যে, প্রথমে মহাসত্ত্ব তাহার পর জয়ম্পতি অবতরণ করিলেন। মহাসত্ত্ব ইতস্ততঃ অবলোকনপূর্ব্বক কুব্জাকে দেখিতে পাইয়া, কি কারণে সে ওখানে আসিয়াছে তাহা অনুমান করিলেন এবং তাহাকে ডাকাইয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "সাবধান, এই রহস্য প্রকাশ করিও না।" ইহা বলিয়া তিনি কুব্জা ধাত্রীকে বিদায় দিলেন। সে গিয়া প্রভাবতীকে বলিল, "যিনি সম্মুখের আসনে বসিয়াছিলেন, তিনিই প্রথমে অবতরণ করিয়াছেন।" প্রভাবতী তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন।

অতঃপর রাজা আবার প্রভাবতীকে দেখিবার জন্য মাতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। শীলবতী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি অজ্ঞাতবেশে উদ্যানে গমন কর।" রাজা উদ্যানে গিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে গলপ্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া একটী পদ্মপত্রে মস্তক এবং একটী প্রস্ফুটিত পদ্মে মুখ আবৃত করিয়া রহিলেন। শীলবতীও প্রভাবতীকে লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং এই গাছগুলি দেখ, এই পাখীগুলি দেখ, এই হরিণগুলি দেখ বলিয়া লোভ দেখাইতে দেখাইতে তাঁহাকে ঐ পুষ্করিণীর তীরে লইয়া গেলেন। পঞ্চবিধ পদ্মসুশোভিত পুষ্করিণী দেখিয়া তাহাতে স্নান করিবার অভিপ্রায়ে প্রভাবতী পরিচারিকাদের সহিত উহাতে অবতরণ করিলেন, এবং ক্রীড়া করিতে করিতে সেই পদ্মটী দেখিয়া উহা গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। তখন রাজা পদ্মপত্রটী অপসারিত করিয়া, "আমিই কুশ রাজা" বলিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া প্রভাবতী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং "আমাকে যক্ষে ধরিয়াছে" বলিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন রাজা তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিলেন। সংজ্ঞালাভের পর প্রভাবতী ভাবিলেন, 'লোকে বলিতেছে কুশরাজই আমার হাত ধরিয়াছিলেন। ইনিই আমাকে হস্তিশালায় হস্তীর মলপিণ্ডদ্বারা এবং অশ্বশালায় অশ্বের মলপিণ্ডদ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, ইনিই সে দিন হস্তীর পৃষ্ঠে পশ্চাতের আসনে বসিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। এরূপ কদাকার দুর্ম্মুখ পতি লইয়া আমি কি করিব? যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে অন্য পতি গ্রহণ করিব।' মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহার সঙ্গে যে সকল অমাত্য আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমার যানবাহনাদি সজ্জিত করুন; আমি আজই প্রস্থান করিব।" অমাত্যেরা কুশরাজকে এই আদেশ জানাইলেন। কুশ ভাবিলেন, 'যদি যাইতে না পারে, তবে উহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। এখন যেতে ইচ্ছা করে যাউক, ইহার পর আমি আত্মবলেই উহাকে আনয়ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রভাবতীর গমন অনুমোদন করিলেন। প্রভাবতী তাঁহার পিতার রাজধানীতেই ফিরিয়া গেলেন। মহাসত্ত্বও উদ্যান হইতে নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক অলঙ্কৃত প্রাসাদে আরোহণ করিলেন।

[পূর্ব্বজন্মকৃত কোন প্রার্থনাবিশতঃই প্রভাবতী বোধিসত্ত্বকে পতিভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না; পূর্ব্বজন্মকৃত কোন কর্ম্মবশেই বোধিসত্ত্বও এইরূপ কদাকার হইয়াছিলেন। পুরাকালে নাকি বারাণসী নগরের দ্বারসন্নিহিত কোন গ্রামে উপরিভাগের ও নিম্নভাগের দুইটী রথ্যের ধারে দুইটী ভদ্র পরিবার বাস করিতেন। এক পরিবারে দুইটী পুত্র এবং এক পরিবারে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বোধিসত্ত্ব ছিলেন ছোট। ঐ কন্যাটীর সহিত বোধিসত্ত্বের অগ্রজের বিবাহ হইয়াছিল; বোধিসত্ত্ব অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহার অগ্রজের সহিত বাস করিতেন। এক দিন এই বাড়ীতে অতি রসযুক্ত পিষ্টক পাক হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব তখন বনে গিয়াছিলেন। পরিবারের লোকে তাঁহার জন্য এক খানি পিষ্টক রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত ভাগ করিয়া খাইয়াছিল। ঐ সময় এক জন প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষার জন্য দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্বের ভ্রাতৃজায়া সেই পিষ্টকখানি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন, দেবরের জন্য অন্য পিষ্টক পাক করিব। ঠিক ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব বন হইতে ফিরিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের ভ্রাতৃজায়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর পো, ব্যাজার হইও না, তোমার ভাগ প্রত্যেক-বুদ্ধকে দিয়াছি।" ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন, "নিজের ভাগ খাইলে, আমার ভাগ দান করিলে। আরও কি না করিবে?" তিনি ক্রোধবশে প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র হইতে পিষ্টক তুলিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর উক্ত রমণী মাতার গৃহ হইতে সদ্যোজাত চম্পকপুষ্পবর্ণাভ ঘৃত আনয়ন করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।

* অথবা 'নিতান্ত বালক ছিলেন বলিয়া।' 'অদারা হরণে' ও 'দারকভাবেন', এই দুই পাঠ দেখা যায়।

ঐ ঘৃত হইতে আভা নিঃসৃত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া উক্ত রমণী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, আমি যেখানেই জন্মান্তর লাভ করি না কেন, আমার শরীর হইতে যেন আভা নির্গত হয়; আমি যেন পরমসুন্দরী হই; আর এই রূপ দুষ্টলোকের সঙ্গে যেন আমাকে এক স্থানে থাকিতে না হয়।" পূর্ব্বজন্মকৃত এই প্রার্থনার বলে প্রভাবতী বোধিসত্ত্বকে এখন পতিরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। বোধিসত্ত্বও সেই পিষ্টকখানি পুনর্ব্বার প্রত্যেক-বুদ্ধের পাত্রে নিক্ষিপ্ত করিবার কালে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, এই রমণী শতযোজন দূরে থাকিলেও আমি যেন ইহাকে আনয়ন করিয়া আমার পাদচারিকা করিতে পারি।" তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পিষ্টক গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পূর্ব্বকর্ম্মফলে এ জন্মে এমন কদাকার হইয়াছিলেন।]

প্রভাবতী প্রস্থান করিলে কুশ রাজা এমন শোকাভিভূত হইলেন যে, তাঁহার অন্য পত্নীরা নানাপ্রকার পরিচর্য্যা করিয়াও তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। প্রভাবতী বিনা রাজভবন তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। প্রভাবতী এতক্ষণে শাকলনগরে পৌঁছিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তিনি প্রত্যূষে জননীর নিকটে গিয়া বলিলেন, "মা, আমি প্রভাবতীকে আনিব। আমার অনুপস্থিতি-কালে তুমি এই রাজ্য শাসন কর।

১। পঞ্চরাজচিহ্নযুক্ত, সর্ব্বকাম্যদ্রব্যোপেত,
ধনবাহনাদি পূর্ণ এ রাজ্য এখন
সমর্পিনু হস্তে তব; কর, মা, শাসন।
প্রভাবতী অতি প্রিয়া; হইতেছে দগ্ধ হিয়া
বিরহে তাহার, তাই করিব গমন
যেখানে তাহার আমি পাব দরশন।"

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া শীলবতী বলিলেন, "বেশ, যাও, কিন্তু সাবধান থাকিবে। রমণীরা শুদ্ধাশয়া নয়।" অনন্তর একটী সুবর্ণপাত্র নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্যে পূর্ণ করিয়া তিনি পুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, "পথে এই সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিও।" মহাসত্ত্ব উহা গ্রহণ করিয়া মাতাকে প্রণাম ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং "যদি বাঁচিয়া থাকি ত আবার দেখা হইবে," ইহা বলিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক পঞ্চবিধ আয়ুধ গ্রহণ করিলেন, একটা থলির মধ্যে ভোজনপাত্রসহ সহস্র কার্ষাপণ পূরিলেন এবং এই সমস্ত ও কোকনদ বীণাটী লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি মহাবল ও মহাবীর্য্যবান্ ছিলেন, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে না হইতে তিনি পঞ্চাশ যোজন অতিক্রম করিলেন, অনন্তর অন্ন আহার করিয়া অবশিষ্ট দিবাভাগে আরও পঞ্চাশ যোজন গেলেন। এইরূপে এক দিনেই শতযোজন চলিয়া তিনি সন্ধ্যাকালে স্নান করিলেন এবং শাকল নগরে প্রবেশ করিলেন।

মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার তেজে প্রভাবতী শয্যোপরি তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তিনি শয্যা হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। বোধিসত্ত্ব পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়া এক রমণী ডাকিয়া নিজের গৃহে লইয়া গেল এবং তাঁহাকে বসাইয়া ও তাঁহার পা ধুইয়া দিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল। তিনি নিদ্রিত হইলে সে অন্ন প্রস্তুত করিল এবং তাঁহাকে জাগাইয়া উহা খাওয়াইল। ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া মহাসত্ত্ব তাহাকে সেই সুবর্ণপাত্রসহ সহস্র কার্ষাপণ দান করিলেন। তাঁহার পঞ্চবিধ আয়ুধও তিনি ঐ রমণীর গৃহে রাখিয়া দিলেন এবং

* টীকাকার বলেন, কোন পুরুষের হাতে শাসনভার দিলে পুনর্ব্বার রাজ্য গ্রহণ করা অযুক্ত, এই জন্য কুশ পিতা ও সহোদরকে শাসনক্ষমতা না দিয়া শীলবতীকেই রাজ্যশাসনে নিযুক্ত করিলেন।

'আমাকে এক যায়গায় যাইতে হইবে' বলিয়া বীণাটী লইয়া হস্তিশালায় গেলেন। সেখানে তিনি হস্তিপালকদিগকে বলিলেন, "আজ আমাকে এখানে থাকিতে দাও; আমি তোমাদিগকে গান, বাজনা শুনাইব।" হস্তিপালকেরা তাঁহাকে থাকিতে বলিলে তিনি এক পাশে গিয়া শুইলেন। অনন্তর পথক্লান্তি দূর হইলে তিনি উঠিয়া আবরণ হইতে বীণা বাহির করিলেন এবং নগরবাসী সকলেই শুনিতে পায়, এই ভাবে বাজাইতে ও গাইতে লাগিলেন। প্রভাবতী ভূতলে শুইয়াছিলেন। তিনি ঐ শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন, 'ইহা অন্য কাহারও বীণার শব্দ নয়; নিশ্চয় কুশ রাজা আমার জন্য এখানে আসিয়াছেন।' মদ্ররাজও ঐ বীণার ঝঙ্কার শুনিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'কি মধুর বাদ্যই বাজাইতেছে! কাল লোকটাকে ডাকাইয়া আমার গন্ধর্ব্বের পদে নিযুক্ত করিব।' বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'এ অস্থান; এখানে থাকিয়া প্রভাবতীর দর্শনলাভ হইবে না।' তিনি প্রাতঃকালেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময়ে যে গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন, সেখানে প্রাতরাশসমাপনপূর্ব্বক বীণাটী রাখিয়া রাজকুম্ভকারের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে তিনি কুম্ভকারের অন্তেবাসিক হইলেন। তিনি এক দিনের মধ্যেই ভাণ্ডাদি-গঠনোপযোগী মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া তাহার গৃহ পূর্ণ করিয়া বলিলেন, "আচার্য্য, আমি ভাণ্ড প্রস্তুত করিব কি?" কুম্ভকার বলিল, "বেশ ত, তুমি ভাণ্ড প্রস্তুত কর।" তখন বোধিসত্ত্ব চাকের উপর এক তাল মাটি রাখিয়া উহা ঘুরাইয়া দিলেন। তিনি এক বারমাত্র ঘুরাইলেই চাকটা মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল। তিনি প্রথমে ছোট বড় বহুবিধ পাত্র গড়িলেন, তাহার পর প্রভাবতীর জন্য একটা ভাণ্ড গঠন করিলেন। উহার বহিঃপৃষ্ঠে তিনি নানারূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সর্ব্বত্রই সিদ্ধি লাভ করে। কুশরাজ ইচ্ছা করিলেন যে, কেবল প্রভাবতীই যেন ঐ সকল মূর্ত্তি দেখিতে পান। তিনি ভাণ্ডগুলি শুকাইয়া ও পোড়াইয়া কুম্ভকারের গৃহ পূর্ণ করিলেন। কুম্ভকার নানাবিধ ভাণ্ড লইয়া রাজবাড়ীতে গেল। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এগুলি কে গড়িয়াছে?" কুম্ভকার বলিল, "আমি গড়িয়াছি, মহারাজ।" "আমি বেশ জানি, তুমি এ সব গড় নাই; সত্য বল, কে গড়িয়াছে?" "আমার অন্তেবাসী গড়িয়াছে, মহারাজ।" "সে তোমার অন্তেবাসী নয়, সে তোমার আচার্য্য। তুমি তাহার কাছে শিল্প শিক্ষা করিও। সে এখন হইতে আমার কন্যাদের জন্য ভাণ্ড প্রস্তুত করিবে। এই সহস্র মুদ্রা লও; তাহাকে দিবে।" ইহা বলিয়া রাজা কুম্ভকারের হস্তে সহস্র মুদ্রা দেওয়াইলেন এবং বলিলেন, "এই ক্ষুদ্র ভাণ্ডগুলি আমার মেয়েদিগকে দিয়া যাও।" কুম্ভকার কুমারীদিগের নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ এই ক্ষুদ্র ভাণ্ডগুলি আপনাদের খেলার জন্য পাঠাইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া কুমারীরা তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। মহাসত্ত্ব প্রভাবতীর জন্য যে ভাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কুম্ভকার সেটী তাঁহাকেই দিল। প্রভাবতী ভাণ্ডটী লইয়া তাহার বহিঃপৃষ্ঠে নিজের ও কুব্জার ছবি দেখিয়া বুঝিলেন, কুশ রাজা ভিন্ন অন্য কেহ উহা নির্ম্মাণ করে নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি ইহা চাই না, যে চায়, তাহাকে দাও।" তাঁহার ভগিনীরা তাঁহার ক্রোধের ভাব বুঝিয়া পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি কি ভাবিয়াছ যে, ইহা কুশ রাজা গড়িয়াছেন? ইহা তিনি গড়েন নাই, কুম্ভকার গড়িয়াছে; তুমি ইহা লও।" কুশ রাজাই যে উহা গড়িয়াছেন এবং তিনি যে শাকল নগরে আসিয়াছেন, প্রভাবতী

ভগিনীদিগকে এ কথা বলিলেন না। কুম্ভকার গৃহে ফিরিয়া বোধিসত্ত্বের হস্তে রাজদত্ত সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিল, "বাপু, রাজা তোমার উপর বড় খুসী হইয়াছেন। এখন হইতে তোমাকে রাজকন্যাদের জন্য খেলনা গড়িতে হইবে। আমি সেগুলি তাঁহাদের কাছে লইয়া যাইব।" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, "এখানে থাকিলেও প্রভাবতীর দেখা পাইব না।" তিনি কুম্ভকারকেই ঐ সহস্র মুদ্রা দান করিলেন এবং রাজভৃত্য এক নলকারের নিকটে গিয়া তাহার অন্তেবাসী হইলেন। সেখানে তিনি প্রভাবতীর জন্য একখানি তালবৃন্ত প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে একটী শ্বেতচ্ছত্র অঙ্কিত করিয়া আপানভূমিকে বস্তুরূপে * কল্পনা করিয়া সেখানে অন্যান্য ছবির সহিত প্রভাবতীর দণ্ডায়মানা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। নলকার এই তালবৃন্ত এবং মহাসত্ত্ব-নির্ম্মিত আরও অনেক দ্রব্য লইয়া রাজবাড়ীতে গেল। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ সব কে প্রস্তুত করিয়াছে?" অনন্তর পূর্ব্ববৎ তাহাকেও সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "এই সব বাঁশের খেলনা আমার মেয়েদিগকে দাও গিয়া।" বোধিসত্ত্ব প্রভাবতীর জন্য যে তালবৃন্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নলকার সেখানি তাঁহাকেই দিল। তালবৃন্তের মূর্ত্তিগুলিও অন্যের দৃষ্টির অগোচর ছিল; প্রভাবতী কিন্তু সেগুলি দেখিয়াই বুঝিলেন, কুশ রাজাই ঐ তালবৃন্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। "যার ইচ্ছা হয়, সে লউক' ইহা বলিয়া তিনি ক্রোধসহকারে উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার ভগিনীরা পূর্ব্ববৎ পরিহাস করিলেন। নলকার গৃহে গিয়া বোধিসত্ত্বকে সেই সহস্র মুদ্রা দিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, ইহাও আমার বাসের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান নয়। তিনি নলকারকেই সেই সহস্র মুদ্রা দান করিলেন এবং রাজমালাকারের নিকটে গিয়া তাহার অন্তেবাসী হইলেন। তিনি নানাবিধ মালা গাঁথিয়া প্রভাবতীর জন্য একটী বড় মালা গাঁথিলেন, এবং তাহাতে নানারূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। মালাকার মালাগুলি লইয়া রাজভবনে গেল। রাজা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গাঁথিয়াছে?" মালাকার বলিল, "আমি গাঁথিয়াছি, মহারাজ।" "তুই যে গাঁথিস নাই, তা আমি বেশ জানি। সত্য বল্, কে গাঁথিয়াছে?" "আমার অন্তেবাসী গাঁথিয়াছে।" "সে তোর অন্তেবাসী নয়, সে তোর আচার্য্য। তাহার কাছে এখন শিল্প শিক্ষা করিস্। সে এখন হইতে আমার মেয়েদের জন্য মালা গাঁথিবে। তাহাকে এই সহস্র মুদ্রা দিস্।" ইহা বলিয়া রাজা তাহার হস্তে সহস্র মুদ্রা দিলেন এবং বলিলেন, "এই মালাগুলি আমার মেয়েদিগকে দিয়া যা।" বোধিসত্ত্ব প্রভাবতীর জন্য যে বড় মালাটী গাঁথিয়াছিলেন, মালাকার সেটী প্রভাবতীরেই দিল। তিনি উহাতেও নিজের ও কুশের প্রতিমূর্ত্তির সহিত আরও নানা প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মালাটী ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার ভগিনীরা পূর্ব্ববৎ পরিহাস করিলেন। মালাকার রাজদত্ত সহস্র মুদ্রা লইয়া গিয়া বোধিসত্ত্বকে দিল এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, মালাকারের গৃহও তাঁহার বাসের উপযোগী নহে। তিনি ঐ সহস্র মুদ্রা তাহাকে দিয়া রাজার সূপকারের নিকটে গেলেন এবং তাহার অন্তেবাসী হইলেন। এক দিন সূপকার রাজার জন্য নানারূপ ভোজ্যদ্রব্য লইবার সময়ে নিজের আহারার্থ বোধিসত্ত্বকে একখণ্ড মাংসযুক্ত অস্থি পাক করিতে দিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব উহা এমন সুন্দররূপে পাক করিলেন যে, উহার গন্ধে সমস্ত নগর আমোদিত হইল। রাজা ঘ্রাণ পাইয়া

* বস্তু—প্রতিপাদ্য বিষয়।

সূপকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পাকশালায় আরও মাংস পাক করিতেছ কি?' "মাংস ত নাই, মহারাজ। তবে আমার অন্তেবাসীকে একখণ্ড মাংসযুক্ত অস্থি দিয়াছিলাম। এ, বোধ হয়, তাহারই গন্ধ।" রাজা উহা আনাইলেন এবং উহার এক টুকরা জিহ্বাগ্রে দিলেন। অমনি তাঁহার দেহস্থ সপ্তসহস্র রসগ্রাহী স্নায়ু অপূর্ব্ব স্বাদ পাইয়া উত্তেজিত ও স্পন্দিত হইল। তিনি সুস্বাদের লোভে এমন মুগ্ধ হইলেন যে, সূপকারকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "এখন হইতে তোমার অন্তেবাসী দ্বারা আমার ও আমার মেয়েদের খাদ্য পাক করাইবে। আমার খাদ্য আনিয়া তুমি পরিবেষণ করিবে, তোমার অন্তেবাসী আমার মেয়েদের নিকট খাদ্য লইয়া যাইবে।" সূপকার গিয়া বোধিসত্ত্বকে এই আদেশ জানাইল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এতদিনে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল; এখন আমি প্রভাবতীর দর্শন লাভ করিব।' তিনি তুষ্ট হইয়া সেই সহস্র মুদ্রা সূপকারকেই দান করিলেন এবং পরদিন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাজার ভোজ্যপাত্রসমূহ প্রেরণপূর্ব্বক নিজে রাজকন্যাদিগের ভোজ্যদ্রব্য বাঁকে তুলিয়া প্রভাবতীর প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। তিনি বাঁক ঘাড়ে করিয়া উঠিতেছেন দেখিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'এই লোকটী নিজের অনুপযুক্ত দাসভৃত্যাদির কর্ম্ম করিতেছে। আমি যদি এখন নীরব থাকি, তাহা হইলে এ মনে করিবে যে, আমি বুঝি ইহাকে পছন্দ করিয়াছি; তখন এ আর অন্য কোথাও যাইবে না, এখানে বাস করিয়াই আমার দিকে তাকাইতে থাকিবে। অতএব এখনই ইহাকে এমন ভাবে গালি দিব ও দুর্ব্বাক্য বলিব যে, মুহূর্ত্তকালও ইহাকে এখানে তিষ্ঠিতে দিব না, এ পলাইয়া যাইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দ্বারটী অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া এক হস্ত কবাটে রাখিয়া এবং অপর হস্তে অর্গল ঠেলিয়া ধরিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

২। দিনমানে, রাত্রিকালে, নিশীথ সময়ে
এ ভার বহন তব পক্ষে অসঙ্গত।
যাও শীঘ্র ফিরি, কুশ, কুশাবতী ধামে।
অতি কদাকার তুমি, উপস্থিতি তব
এখানে না ইচ্ছা করি মুহূর্ত্তের তরে।

প্রভাবতী তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলেন, ইহাতে মহাসত্ত্ব অতি-সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনটী গাথায় নিজের মনোভাব জানাইলেন: -

৩। কুশাবতী ধামে আমি ফিরিব না আর, প্রলুব্ধ হয়েছি, ধনি, রূপেতে তোমার।
মদ্ররাজধানী এই অতি মনোহর, এখানেই সুখে আমি রব নিরন্তর।
ত্যজি নিজ রাজ্য, তব রূপ নিরীক্ষণ করিব আনন্দে আমি ভরি দুনয়ন।

৪। প্রলুব্ধ হয়েছি, ধনি, রূপেতে তোমার; কামবশে ঘটিয়াছে বুদ্ধির বিকার।
হয়েছি উন্মত্ত আমি, কুরঙ্গনয়নে, ঘুরিতেছি দেশে দেশে তোমারই কারণে।
কোথা মোর দেশ, আসিয়াছি কোথা হ'তে জানিলেও ইচ্ছা আর নাই ফিরে যেতে।

৫। পরিহিত বস্ত্র তব সুবর্ণে খচিত; হেমমেখলায় চারু নিতম্ব শোভিত।
সুশ্রোণি, তোমারই আমি ভালবাসা চাই, রাজ্যে ও ঐশ্বর্য্যে মোর প্রয়োজন নাই।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে প্রভাবতী ভাবিলেন, 'অনুতাপ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে ইহাকে কত ধিক্কার দিলাম, অথচ এ আমার মনস্তুষ্টির জন্যই কথা বলিতেছে; 'আমি কুশরাজা,' ইহা বলিয়া যদি এ আমার হাত ধরে, তবে কে ইহাকে বারণ করিবে? যদি কেহ আমাদের

এই কথাবার্ত্তা শুনিতে পায়, তবেই বা কি হইবে?" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিলেন এবং খিল লাগাইয়া ভিতরে রহিলেন। মহাসত্ত্ব ভোজ্যদ্রব্যের বাঁক আনিয়া অন্য রাজকন্যাদিগকে খাওয়াইলেন। প্রভাবতী কুব্জাকে বলিলেন, "কুশরাজা যে খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তুমি গিয়া তাহা লইয়া এস।" কুব্জা উহা আনিয়া বলিল, "খাও।" 'কুশরাজা যাহা রান্ধিয়াছেন, আমি তাহা খাইব না। উহা তুমি খাও; তুমি নিজে যে চাল পাইয়াছ, তাহা পাক করিয়া আন। কুশরাজা যে এখানে আসিয়াছেন, এ কথা কাহাকেও বলিও না।" ইহার পর কুব্জা প্রভাবতীর অংশ আনিয়া নিজে খাইতে লাগিল; নিজে যে খাদ্য পাইত, তাহা প্রভাবতীকে দিতে লাগিল। কাজেই কুশ রাজা প্রভাবতীকে দেখিবার আর সুযোগ পাইলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার প্রতি প্রভাবতীর মনে স্নেহ আছে কি না আছে, পরীক্ষা করা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে, এক দিন রাজকন্যাদিগের ভোজন সমাপন করিয়া তিনি ভোজ্য দ্রব্যের বাঁক লইয়া বাহির হইবার কালে প্রভাবতীর গৃহদ্বারের নিকট গিয়া ভূতলে পদাঘাত করিলেন এবং ভোজনপাত্রগুলি ঝনাৎকারে ফেলিয়া দিয়া, গোংড়াইতে গোংড়াইতে অজ্ঞানবৎ উবুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার গোংড়ানি শুনিয়া প্রভাবতী দ্বার খুলিলেন এবং তিনি বাঁকের নীচে পড়িয়া আছেন দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই রাজা জম্বুদ্বীপের সকল রাজার অগ্রগণ্য; অথচ আমার নিমিত্ত দিবারাত্র কষ্টভোগ করিতেছেন। ইঁহার সুকুমার দেহ এখন বাঁকে চাপা পড়িয়াছে। ইনি বাঁচিয়া আছেন ত?' তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিলেন এবং বোধিসত্ত্ব নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন কি না, জানিবার জন্য গ্রীবা প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাসত্ত্ব এক মুখ থুথু ফেলিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিলেন। ইহাতে প্রভাবতী তাঁহাকে গালি দিলেন এবং কক্ষে প্রবেশ করিয়া অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া বলিলেন:—

৬। না করে তোমায় ইচ্ছা পাইতে যে জন, ইচ্ছা যদি কর তারে পাইতে, রাজন্,
হবে না মঙ্গল কভু। পাও পেতে তারে, চায় না যে কোন কালে পাইতে তোমারে।
কুৎসিত যে, লভিবে সে ভার্য্যা রূপবতী। বিচারিয়া দেখ ইহা অসম্ভব অতি।

প্রভাবতীর প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ, তিরস্কৃত ও ভর্ৎসিত হইয়াও, মহাসত্ত্ব ক্রুদ্ধ হইলেন না, তিনি বলিলেন,

৭। চায় বা না চায়, ইহা না বিচারি মনে, প্রিয় যাহা, ছুটে লোক তার অন্বেষণে,
ধন্য সেই, প্রিয় লাভ করে যেই জন, অলাভে অশেষ দুঃখে দগ্ধ হয় মন।*

মহাসত্ত্বের এই উত্তর শুনিয়াও প্রভাবতীর মন নরম হইল না। তিনি মহাসত্ত্বকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে বলিলেন,

৮। কর্ণিকারযষ্টি দিয়া করিছ খনন কঠিন পাষাণ তুমি, বল কি কারণ?
জাল দিয়া চাও তুমি বান্ধিতে বাতাস, তোমায় চায়না, তারে পেতে কর আশ।

*তুঃ—ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
সুধামুখে মধুর হাসি দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে।
রামনিধি বসু।

ইহার উত্তরে কুশরাজা তিনটী গাথা বলিলেন :—

৯। সত্যই পাষাণ দিয়া বিধি নিরদয় গড়িলেন, হংসপদে, তোমার হৃদয়।
রাজ্যান্তর হতে হেথা করি আগমন না লভিনু তব ঠাঁই প্রীতি-সম্ভাষণ।

১০। ভ্রূকুটিকুটিলনেত্রে যদি নিরীক্ষণ কর মোরে, রাজপুত্রি, তুমি অনুক্ষণ,
মদ্ররাজ-অন্তঃপুরে হয়ে সূপকার করিব যাপন, ভদ্রে, জীবন আমার।

১১। কিন্তু যদি স্মিতমুখে চাও মোর পানে, সূপকারবেশে আর না রব এখানে,
হইব তখন রাজা—জানিবে সকলে আমি সেই কুশ রাজা খ্যাত ধরাতলে।

প্রভাবতী দেখিলেন, কুশ রাজা নিতান্ত নাছোড়ভাবে কথা বলিতেছেন। তিনি তাঁহাকে মিথ্যা কথা শুনাইয়া তাড়াইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

১২। দৈবজ্ঞগণের বাণী সত্য যদি হয়, কুশ, তুমি পতি মোর হবে না নিশ্চয়।
সপ্তধা খণ্ডিত যদি হয় মম কায়, তবু না বরিব আমি পতিত্বে তোমায়।

রাজা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমিও আমার রাজ্যের দৈবজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহারা গণিয়া বলিয়াছেন, সিংহনাদ কুশ ভিন্ন অন্য কেহ তোমার পতি হইবে না। আমিও নিজে আত্মজ্ঞান-প্রদর্শিত নিমিত্তসমূহ দেখিয়া তাহাই বলিতেছি।

১৩। অন্যের, আমার আর ভবিষ্যতী বাণী সত্য যদি হয়, তবে তুমি পাটরাণী
সিংহনাদ কুশ ভিন্ন অপর কাহার হবে না, হবে না কভু, জানিয়াছি সার।"

ইহা শুনিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'আমি কিছুতেই ইহাকে লজ্জা দিতে পারিতেছি না। এ পলাইয়া যাউক বা না যাউক, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি?' তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন; নিজে আর দেখা দিলেন না। মহাসত্ত্বও বাঁক ঘাড়ে করিয়া লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি আর প্রভাবতীর দর্শন লাভ করিলেন না। তিনি পাচকের কাজ করিতে করিতে নিতান্ত ক্লান্ত হইলেন। তিনি প্রাতরাশান্তে কাঠ চিরিতেন বাসন ধুইতেন, বাঁকে করিয়া জল আনিতেন, শুইতে হইলে শস্যের গাদার উপর শুইতেন, ভোরে উঠিয়া যবাগূ ইত্যাদি পাক করিতেন, তাহা পরিবেষণের জন্য লইয়া যাইতেন, রাজকন্যাদিগকে খাওয়াইতেন। প্রভাবতীর প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি এত কষ্ট স্বীকার করিতেন। এক দিন কুব্জাকে পাকশালার দরজার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন। সে প্রভাবতীর ভয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিল না; তাহার যেন কতই তাড়া আছে, এই ভাবে চলিতে লাগিল। তখন মহাসত্ত্ব ছুটিয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "কুব্জে!" সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং বলিল, "কে তুমি? আমি তোমার কোন কথা শুনিব না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন "তুমি ও তোমার মনিব, দুই জনেই বড় একগুঁয়ে। এতকাল তোমাদের কাছে আছি; তোমরা ভাল আছ কি না, এ খবরটা পর্য্যন্ত পাই না।" "আমাকে কি দিবে বল।" "যদি দেই, তবে তুমি আমার প্রতি প্রভাবতীর মন নরম করিয়া তাহাকে আমায় দেখাতে পারবে ত?" "ঠিক পারব" বলিয়া সে সম্মতি জানাইল। তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, "যদি তুমি প্রভাবতীকে আমায় দেখাইতে পার, তবে আমি কুঁজ ভাল করিয়া তোমাকে সোজা করিব এবং গলায় পরিবার গহনা দিব।" কুব্জাকে প্রলোভন দেখাইয়া মহাসত্ত্ব পাঁচটী গাথা বলিলেন :—

১৪। নিষ্কে* হেমবতী, কুব্জে, কবিব তোমার গ্রীবা, গৃহে ফিরি যাইব যখন,
কবিকরোপম-উরু প্রভাবতী যদি মোরে প্রীতিভরে করে নিরীক্ষণ।
১৫। নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে কবিব তোমার গ্রীবা গৃহে ফিরি যাইব যখন,
কবিকরোপম-উরু প্রভাবতী যদি করে মোর সনে প্রীতিসম্ভাষণ।
১৬। নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে, কবিব তোমার গ্রীবা, গৃহে ফিরি যাইব যখন,
কবিকরোপম-উরু প্রভাবতী যদি মোরে স্মিতমুখে করে নিরীক্ষণ।
১৭। নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে, কবিব তোমার গ্রীবা, গৃহে ফিরি যাইব যখন,
কবিকরোপম-উরু প্রভাবতী হাসে যদি পাইয়া আমার দরশন।
১৮। নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে, কবিব তোমার গ্রীবা, গৃহে ফিরি যাইব যখন,
কবিকরোপম-উরু প্রভাবতী যদি করে হস্তে মোর অঙ্গ পরশন

রাজার কথা শুনিয়া কুব্জা বলিল, "মহারাজ, আপনি যান, আমি কয়েক দিনের মধ্যেই প্রভাবতীকে আপনার বশ করিব। আমার কি ক্ষমতা, দেখুন।" অনন্তর কুব্জা নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিল এবং প্রভাবতীর নিকটে গিয়া তাহার ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল, পায়ে লাগিতে পারে এমন একটা কাঁকরও কোথাও রহিল না, ঘরের মধ্যে যে পাদুকা ছিল, তাহা পর্য্যন্ত বাহির করিয়া সমস্ত ঘর সুন্দররূপে পরিষ্কার করিল। অতঃপর সে দরজার গোবরাটের বাহিরে একখানি উচ্চাসন এবং প্রভাবতীর জন্য আস্তরণ পাতিয়া একখানা নিম্নাসন আনিয়া রাখিল, "আয় মা, তোর মাথার উকুন মারি" ইহা বলিয়া প্রভাবতীকে বসাইল, নিজের উরুদ্বয়ের মধ্যে তাঁহার মাথা রাখিল, উহা একটু চুলকাইয়া 'ইস্, তোর মাথায় কত উকুন" বলিতে বলিতে নিজের মাথা হইতে উকুন লইয়া প্রভাবতীর মাথায় দিতে লাগিল, এবং শেষে সেগুলি দেখাইয়া বলিল, 'ছাখ, তোর মাথায় কত উকুন।" এইরূপে প্রভাবতীকে মিষ্ট কথা শুনাইয়া সে শেষে মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক একটী গাথা বলিল :—

১৯। কুশরাজে, রাজপুত্রি, প্রণয়ের চিহ্ন তব অণুমাত্র দেখিতে না পাই,
মহাবল, পরাক্রান্ত বিখ্যাত ভূপতি তিনি, কিছুরই অভাব তাঁর নাই।
সামান্য বেতনে তবু পাচকের কার্য্যে ব্রতী; ভোজ্যদ্রব্য করেন বহন
কেবল তোমার তরে তবু তুমি তাঁর প্রতি এমন নিষ্ঠুর কি কারণ?

ইহাতে কুব্জার উপর প্রভাবতীর বড় ক্রোধ হইল। তখন কুব্জা গলা ধরিয়া প্রভাবতীকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল এবং নিজে বাহির হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া কবাট টানিবার দড়ি[1] ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভাবতী তাহাকে ধরিতে না পারিয়া দ্বারমূলে থাকিয়া নিম্নলিখিত গাথায় তাহাকে গালি দিলেন :—

২০। বড় যে আস্পর্দ্ধা তোর! বলিলি আমায় দুর্ব্বাক্য, যা দাসীমুখে শুনা নাহি যায়।
তীক্ষ্ণশস্ত্রে জিহ্বা তোর করি দ্বিখণ্ডিত দিব কুব্জে এর আমি দণ্ড সমুচিত।

* নিষ্ক—সুবর্ণনির্ম্মিত আভরণ বিশেষ ইহা স্ত্রীলোকে গলদেশে পরিত। বোধ হয় ইহা বর্ত্তমানকালের হাঁসুলি বা চিকের ন্যায় কোন অলঙ্কার হইবে।

1 মূলে 'আবিঞ্জন রজ্জু' আছে। ইহা কি বাহিরের শিকলের কাজ করিত? ইহা রাজবাড়ীর উপযুক্ত সরঞ্জামই বটে।

কুব্জা সেই বজ্র ধবিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নিপুণ্যে! দুর্ব্বিনীতে! তোব রূপে কি হইবে বল্ ত? আমবা কি তোব রূপ খাইয়া কাল কাটাইব না কি?" অতঃপব সে তেবটী গাথায় কুব্জাসুলভ কর্কশস্বরে মহাসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন কবিল :—

২১।	রূপে, কিদেহেব দৈর্ঘ্যে	কবিওনা, প্রভাবতি,	গুণের বিচার ;
	তিনি অতি মহাশয়,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কব প্রিয় তাঁব।
২২।	রূপে, কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	করিওনা, প্রভাবতি,	গুণেব বিচাব,
	তিনি মহাধনবান্,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কব প্রিয় তাঁব।
২৩।	রূপে কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	কবিওনা, প্রভাবতি,	গুণেব বিচাব,
	তিনি মহাবলবান্	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কব প্রিয় তাঁব।
২৪।	রূপে, কি দেহের দৈর্ঘ্যে	করিওনা, প্রভাবতি,	গুণের বিচাব,
	তিনি মহারাজ্যেশ্বর,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কর প্রিয় তাঁব।
২৫।	রূপে, কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	কবিওনা, প্রভাবতি,	গুণেব বিচাব,
	বাজবাজেন্দ্র তিনি,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কব প্রিয় তাঁর।
২৬।	রূপে, কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	কবিওনা, প্রভাবতি,	গুণেব বিচার,
	সিংহনাদ সে ভূপতি,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কর প্রিয় তাঁব।
২৭।	রূপে, কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	করিওনা, প্রভাবতি,	গুণেব বিচার,
	তিনি অতি প্রিয়ভাষী,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কব প্রিয় তাঁব।
২৮।	রূপে, কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	কবিওনা, প্রভাবতি,	গুণের বিচাব।
	তিনি সুগম্ভীবভাষী,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কর প্রিয় তাঁব।
২৯।	রূপে, কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	কবিওনা, প্রভাবতি,	গুণেব বিচাব,
	তিনি অতি মিষ্টভাষী,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কব প্রিয় তাঁর।
৩০।	রূপে, কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	কবিওনা, প্রভাবতি,	গুণেব বিচাব ;
	তিনি সুমধুবভাষী,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কব প্রিয় তাঁব।
৩১।	রূপে, কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	কবিওনা, প্রভাবতি,	গুণেব বিচাব ;
	শতবিদ্যাপটু তিনি	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কব প্রিয় তাঁব।
৩২।	রূপে, কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	কবিওনা, প্রভাবতি,	গুণেব বিচাব ;
	তিনি ক্ষাত্রকুলাগ্রণী,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কর প্রিয় তাঁব।
৩৩।	রূপে, কি দেহেব দৈর্ঘ্যে	কবিওনা, প্রভাবতি,	গুণের বিচাব ;
	তিনি সেই কুশরাজ,	এই জ্ঞানে সম্পাদন	কব প্রিয় তাঁব।

ইহা শুনিয়া প্রভাবতী তর্জ্জন কবিয়া বলিলেন, 'কুব্জে, তুই যে বড়ই গর্জ্জন কবিতেছিস্। এক বাব ধবিতে পাবিলে, কে মনিব, কে দাসী বুঝাইয়া দিব।' কুব্জাও ভয় দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তোকে বক্ষা কবিতে গিয়া আমি এতদিন তোব বাপকে জানাই নাই যে, মহাবাজ কুশ এখানে আসিয়াছেন। যা হবাব তা হইয়াছে ; আজি গিয়া তাঁহাকে এ কথা বলিতেছি।" পাছে কেহ শুনে, এই ভয়ে প্রভাবতী ক্রোধ সংববণ কবিলেন। ক্রমাগত সাত মাস কদর্য্য অন্ন খাইয়া ও কদর্য্য আসনে শুইয়া বোধিসত্ত্ব ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বমণীব দ্বাবা আমাব কি উপকাব হইবে? এখানে সাত মাস থাকিয়া ইহাব দর্শন পর্য্যন্ত লাভ কবিতে পাবিলাম না। এ নিতান্ত নিষ্ঠুবা ও রূঢ়স্বভাবা। আমি এখন ফিবিয়া মাতাপিতাব চবণ দর্শন কবি গিয়া।'

এই সময়ে শক্র উল্লিখিত ঘটনাব বিষয় চিন্তা কবিয়া বোধিসত্ত্বেব উৎকণ্ঠাব কাবণ বুঝিতে

পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই রাজা সাত মাসেও প্রভাবতীর দর্শন পাইলেন না। যাহাতে ইনি প্রভাবতীকে পাইতে পারেন, তাহা করিতে হইবে।' তিনি মদ্ররাজের দূত সাজাইয়া সাত জন দেবপুত্রকে সাত জন রাজার নিকট এই সংবাদ দিলেন যে "প্রভাবতী কুশরাজকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, আপনি আসিয়া প্রভাবতীকে গ্রহণ করুন।" তিনি প্রত্যেক রাজাকে পৃথগ ভাবে এই সংবাদ পাঠাইলেন। রাজারা বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া মদ্ররাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কেহই অপর সকলের আগমনের কারণ জানিতেন না, পরে যখন "আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?" এই প্রশ্ন করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন, তখন বলাবলি করিতে লাগিলেন "মেয়ে নাকি একটী, অথচ তাহাকে দান করা হইবে সাত জনকে। দেখ ত কি অনাসৃষ্টি ব্যবহার। 'প্রভাবতীকে গ্রহণ কর' ইহা বলিয়া মদ্ররাজ আমাদিগকে পরিহাস করিতেছেন বৈ ত নয়।" অনন্তর তাঁহারা নগর পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মদ্ররাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় আমাদের সকলকেই প্রভাবতীকে দান কর, নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" রাজাদিগের আদেশ শুনিয়া মদ্ররাজ মহা ভয় পাইলেন, তিনি অমাত্যদিগকে আহ্বান করিয়া কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, এই সাত জন রাজাই প্রভাবতীকে পাইবার জন্য আসিয়াছেন, যদি আমরা প্রভাবতীকে না দেই, তবে ইঁহারা প্রাকার ভেদপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিবেন এবং আমাদের প্রাণনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিবেন। অতএব, প্রাকার ভগ্ন হইবার পূর্ব্বেই প্রভাবতীকে প্রেরণ করা যাউক।

৩৪। এই সব গজগণ, এই রাজগণ
বর্শাধারী, বলদৃপ্ত, দিল এসে থানা
নগরের চতুর্দ্দিকে, প্রাকার ভাঙ্গিয়া
ইহাদের পশিবার পূর্ব্বেই, রাজন্,
কন্যাকে এদের ঠাঁই করুন প্রেরণ।"

ইহা শুনিয়া মদ্ররাজ ভাবিলেন, 'আমি যদি এই সকল রাজার মধ্যে কেবল এক জনের নিকট প্রভাবতীকে প্রেরণ করি, তাহা হইলে অবশিষ্ট ছয় জনও যুদ্ধ করিবেন। কাজেই আমি কেবল এক জনকে দান করিতে পারি না। জম্বুদ্বীপের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান রাজা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার ফল দুর্ব্বৃত্তা এখন ভোগ করুক। আমি তাহার প্রাণবধ করিয়া এবং দেহটা সাত টুকরা করিয়া সাতজন রাজার নিকট পাঠাইব।

৩৫। বধিতে আমায় যত ক্ষত্রিয় ভূপতি এসেছেন এ নগরে হয়ে ক্রুদ্ধমতি।
সপ্তধা ছেদন করি দেহটী কন্যার প্রতিজনে তাঁ-সবায় দিব উপহার।'

রাজার এই প্রতিজ্ঞা নগরবাসীদিগের কর্ণগোচর হইল। পরিচারিকা গিয়া প্রভাবতীকে বলিল, "রাজা নাকি তোমাকে কাটিয়া সাত টুকরা সাত জন রাজার নিকট পাঠাইবেন।" প্রভাবতী মরণভয়ে ভীত হইয়া তখনই আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভগিনীগণ-পরিবৃতা হইয়া মাতার শয়নকক্ষে গমন করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৬। কৌবেরবদন-পদ্মা রাজপুত্রী শ্যামা *
আসন হইতে উঠি চলিলা তখন।
ঝরিল নয়ন হ'তে অশ্রুধারা বেগে;
যাইতে লাগিল অগ্রে অগ্রে দাসীগণ।]

প্রভাবতী মাতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পরিবেদন করিতে লাগিলেন :—

৩৭। রঞ্জিত বিবিধ চূর্ণে; † প্রতিবিম্ব যার
গজদন্তময়ৎসরু-শোভিত দর্পণে
হেরি আমি প্রতিদিন, সুন্দর, সুনেত্র,
সুবিমল, সুপবিত্র সে মুখ আমার
ফেলি দিবে বনে ছুড়ি রাজারা সুণার।
৩৮। ঘনকৃষ্ণ, কুঞ্চিতাগ্র কেশরাজি মম
চন্দনের তৈলে লিপ্ত, অতি সুকোমল,
আমক শ্মশানে যবে নিক্ষিপ্ত হইবে,
গৃধ্রগণ পাদনখে টানিবে, ছিঁড়িবে।
৩৯। চন্দনের তৈলে লিপ্ত, সুকোমল লোমে
আচ্ছাদিত এই সুকুমার বাহুদ্বয়,
রঞ্জিত লোহিত বর্ণে নখরাজি যার ‡—
দেহ হতে করি ছেদ নরপতিগণ
ফেলি দিবে বনে; বৃক করিয়া গ্রহণ
যেথা ইচ্ছা যাবে তাহা করিতে ভক্ষণ।
৪০। তালফলাকার লম্বমান স্তনদ্বয়
চন্দনের সূক্ষ্মচূর্ণে সুগন্ধ সতত; §
শৃগাল ঝুলিবে, হায়, ধরি তাহা মুখে
ঝুলে যথা শিশুপুত্র জননীর বুকে।
৪১। সুগঠিত, সুবিশাল নিতম্ব আমার,
কাঞ্চন-মেখলা শোভে বেষ্টিয়া যাহায়,—
ঘৃণাভরে রাজগণ দিবে ইহা ফেলি
বনমাঝে; বৃকগণ করিয়া গ্রহণ
যেথা ইচ্ছা যাবে, মাগো, করিতে ভক্ষণ।

* 'শ্যামা' তি সুবর্ণবর্ণা'—টীকা। "শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে তু সুখশীতলা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে।"

† মূলে 'কল্কপনিসেবিতং' আছে। কল্ক (সংস্কৃত 'কল্ক') = মুখচূর্ণ। টীকাকার বলেন সর্ষপচূর্ণ, লবণচূর্ণ, মৃত্তিকাচূর্ণ, তিলচূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ এই পঞ্চবিধ মুখচূর্ণ।

‡ ইহাতে বোধ হয়, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বেও 'হেনা' বা তৎসদৃশ অন্য কোন দ্রব্যদ্বারা এদেশের সীমন্তিনীরা নখ রঞ্জিত করিতেন।

§ মূলে 'কাসিকচন্দনেন নিসেবিতে' আছে। টীকাকার কাসিকচন্দনের অর্থ করিয়াছেন 'সূক্ষ্ম চন্দন'। বোধ হয়, কাশীতে চন্দন পিষিয়া এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রস্তুত হইত।

৪২। শৃগাল, কুক্কুর, বৃক হিংস্র জন্তু আছে যত আর,
অজর অমর হবে করি মাংস প্রভার আহার।
৪৩। মাংস যদি লয়ে যান দূরাগত রাজারা সবাই,
মাগিয়া লইবে মোর অস্থিগুলি তাঁহাদের ঠাঁই।
ছোট পথ, বড় পথ* এ দুয়ের মাঝে যেই স্থান,
সেই অস্থি পোড়াইতে হয় যেন আমার শ্মশান।
৪৪। কেয়াড়ি করিয়া সেথা কর্ণিকার করিও রোপণ,
হিমাত্যয়ে পুষ্পোদ্গম হবে, মা গো, তাহাতে যখন
দেখিয়া স্মরণ করো অভাগিনী মেয়েরে তোমার,
বলিও, "এমনি ছিল সমুজ্জ্বল বরণ প্রভার।"

প্রভাবতী মরণভয়ে ভীত হইয়া মাতার নিকট এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে মদ্ররাজ আজ্ঞা দিলেন 'ঘাতক পরশু ও ধর্ম্মগণ্ডিকা লইয়া আসুক।' ঘাতক যে আসিয়াছে, রাজভবনের সকলেই ইহা জানিল। ঘাতক আসিয়াছে শুনিয়া প্রভাবতীর মাতা আসন হইতে উঠিয়া শোকার্ত্তমনে রাজার নিকট গমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৪৫। ক্ষত্রিয়া জননী তাঁর, দেবকন্যাসমরূপবতী,
আসন হইতে উঠি চলিলেন দ্রুতবেগে অতি।
পরশু, গণ্ডিকা আদি অন্তঃপুরে হয়েছে আনীত,
দেখিয়া বিলাপ তিনি করিলেন হ'য়ে মহাভীত :—
৪৬। "সুগঠিতা, সুমধ্যমা দুহিতারে করিতে নিধন
করিলেন মদ্ররাজ হেথা এই সব আনয়ন।
সপ্তধা ছেদন করি সুকুমার দেহখানি তার
তুষিবেন দিয়া তাহা মন সব ক্ষত্রিয় রাজার।"

রাজা মহিষীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "দেবি, তুমি কি বলিতেছ? যিনি জম্বুদ্বীপের রাজগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, তোমার কন্যা সেই কুশকে কদাকার দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যে পথে গিয়াছিল, তাহার পদাঙ্কগুলি বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নিজের ললাটে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা লেখাইয়া সেই পথে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার রূপের জন্য যে ঈর্ষ্যা জন্মিয়াছে, এখন তাহার ফলভোগ করুক।" রাজার কথা শুনিয়া মহিষী প্রভাবতীর নিকটে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

৪৭। বলিলাম যাহা, বৎসে, হিততরে, না শুনিলি কাণে;
রক্তাক্ত শরীরে তাই যাবি আজ শমন-সদনে।
৪৮। হিতকামী, অর্থদর্শী বন্ধুবাক্য না শুনে যে জন,
ঈদৃশ, ইহারও চেয়ে ঘোর, তার ঘটে রে ব্যসন।
৪৯। কুশের আশ্রিত কোন রূপবান্ রাজার কুমারে—
বিভূষিত দেহ যার মাণিক্যখচিত হেমহারে—
বরিলে হইতি তুই জ্ঞাতিদের সম্মানভাজন,
যেতে না হইত, প্রভা, তোরে আজ শমনসদন।

---

* মূলে 'অনুপথে দহাথ' আছে। টীকাকার 'অনুপথে' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'জঙ্ঘমগ্গ-মহামগ্গানং অন্তরে'।

৫০। যে রাজভবনে ভেরী বাজে অনুক্ষণ, বণগজগণ যথা করয়ে বৃংহণ,
তদপেক্ষা সুখকর অন্য কোন স্থান ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষে নাই বিদ্যমান।
৫১। অশ্ব করে হ্রেষা যথা, বন্দী স্তুতি গান, তার চেয়ে নাই, ভদ্রে, সুখকর স্থান।
৫২। ময়ূরক্রৌঞ্চের রব, পিকের কূজন মুখরিত করে সদা যে রাজভবন,
তদপেক্ষা সুখকর অন্য কোন স্থান ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষে নাই বিদ্যমান।

মহিষী এই সকল গাথায় প্রভাবতীর নিকট মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া ভাবিলেন, 'হায়, আজ যদি কুশরাজা এখানে থাকিতেন, তবে এই সাত জন রাজাকে বিতাড়িত করিয়া আমার মেয়েকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতেন এবং তাহাকে লইয়া যাইতেন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৫৩। কোথা তুমি, অরিন্দম, পররাজ্যপ্রমর্দ্দন মহাপ্রজ্ঞাবান্,
রাজকুলশ্রেষ্ঠ কুশ! দুঃখ হ'তে আমাদের কর পরিত্রাণ।'

ইহা শুনিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'কুশের গুণকীর্ত্তন, দেখিতেছি, মায়ের মুখে ধরে না! তিনি যে এখানে থাকিয়া পাচকের কাজ করিতেছেন, মাকে এ কথা বলি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন

৫৪। সেই অরিন্দম, পররাজ্যবিমর্দ্দন,
মহাপ্রাজ্ঞ কুশরাজ আছেন হেথায়;
তিনিই অরাতি সব করিয়া নিধন
সাধিবেন আমাদের রক্ষার উপায়।

প্রভাবতীর কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা ভাবিলেন, 'আহা, মেয়ে আমার মরণভয়ে প্রলাপ করিতেছে।' তিনি বলিলেন,

৫৫। হলি কি পাগল তুই? বুদ্ধি হ'ল হত, বলিলি যা'মুখে এল নির্ব্বোধের মত!
কুশ যদি আসিতেন এ রাজধানীতে, পারিতাম না কি তাহা আমরা জানিতে?

মহিষীর কথা শুনিয়া প্রভাবতী ভাবিলেন, 'মা আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, কুশ যে এখানে আসিয়া সাত মাস বাস করিতেছেন, ইহাও জানেন না। আমি মাকে কুশরাজাকে দেখাইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি মাতার হাত ধরিয়া প্রাসাদবাতায়ন উন্মুক্ত করিলেন এবং হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক কুশরাজাকে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,

৫৬। কুমারীর পুরীমধ্যে পাচক যে জন দৃঢ়ভাবে কচ্ছ বান্ধি করেন ধোবন
জলকুম্ভ, উনি, মা গো, কুশ মহীপতি; করিছেন মোর তরে দুঃখভোগ অতি।

কুশ নাকি ভাবিতেছিলেন, 'আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে; মরণভয়ে কাতর হইয়া প্রভাবতী আজ নিশ্চয় আমার আগমনবার্ত্তা প্রকাশ করিবে। আমি বাসনগুলি ধুইয়া সরাইয়া রাখি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি জল আনিয়া বাসন ধুইতে লাগিলেন। এদিকে মহিষী প্রভাবতীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,

৫৭। বেণুকার চণ্ডালের কুলে কি জনম লভিলি, কুলদূষিকে? দাস যেই জন,
নিজের প্রণয়প্রার্থী তাহারে বলিলি! মদ্ররাজকুলে, হায়, কালী তুই দিলি!

প্রভাবতী ভাবিলেন, ইনি যে আমার জন্য এরূপভাবে বাস করিতেছেন, মা, দেখিতেছি, তাহা জানেন না।' তিনি বলিলেন

৫৮। বেণুকার চণ্ডালের কুলেতে জনম হয় নি, আমি না কুলদূষিকা কখন।
উনিই ইক্ষ্বাকুপুত্র কুশ মহাশয়, নিযুক্ত দাসের বর্গে স্বেচ্ছায় হেথায়।
দাস বলি ওঁকে কভু করিও না মনে, উঁহার কৃপায় সুখী হবে সর্ব্বজনে।

অতঃপর কুশের কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া প্রভাবতী আবার বলিলেন :—

৫৯।	বিংশতি সহস্র বিপ্র	ভোজন করান নিত্য	ইক্ষ্বাকুনন্দন,
	হোক, মাগো, ভাল তব,	দাস বলি তুচ্ছ এঁবে	ভেব না কখন।
৬০।	বিংশতি সহস্র গজ	সদা থাকে সুসজ্জিত	ইক্ষ্বাকুপুত্রের,
	হোক, মাগো, ভাল তব,	দাস বলি করিওনা	অনাদর এঁর।
৬১।	বিংশতি সহস্র অশ্ব	সদা থাকে সুসজ্জিত	ইক্ষ্বাকুপুত্রের,
	হোক, মাগো, ভাল তব,	দাস বলি করিওনা	অনাদর এঁর।
৬২।	বিংশতি সহস্র রথ	সদা থাকে সুসজ্জিত	ইক্ষ্বাকুপুত্রের ;
	হোক, মাগো, ভাল তব,	দাস বলি করিওনা	অনাদর এঁর।
৬৩।	বিংশতি সহস্র বৃষ	সদা থাকে সুসজ্জিত	ইক্ষ্বাকুপুত্রের,
	হোক, মাগো, ভাল তব,	দাস বলি করিওনা	অনাদর এঁর।
৬৪।	বিংশতি সহস্র ধেনু	সদা করে দুগ্ধ দান	ইক্ষ্বাকুনন্দনে,
	হোক, মাগো, ভাল তব,	দাস বলি ভাবিও না	তুচ্ছ হেন জনে।

প্রভাবতী এইরূপে ছয়টী গাথায় মহাসত্ত্বের কীর্ত্তি বর্ণন করিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতা ভাবিলেন, 'প্রভাবতী যেমন নির্ভয়ে বলিতেছে, তাহাতে, মনে হয়, ইহার কথা নিশ্চয় সত্য।' তিনি নিজে বিশ্বাস করিয়া রাজার নিকটে গেলেন এবং প্রভাবতী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিবেদন করিলেন। রাজা ছুটিয়া প্রভাবতীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সত্যই কি কুশরাজ এখানে আসিয়াছেন?" প্রভাবতী বলিলেন, "সত্য, বাবা। তিনি সাত মাস আপনার মেয়েদের পাচকের কাজ করিতেছেন।" প্রভাবতীর কথা বিশ্বাস না করিয়া রাজা কুব্জাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,

৬৫। বড়ই অন্যায়, মূঢ়ে, করিয়াছ কাজ, রয়েছেন হেথা মহাবল কুশরাজ,
মণ্ডূকের বেশে, হায়, গজেন্দ্র যেমন, একথা আমায় তুমি বলনি কখন।

কন্যাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া তিনি দ্রুতবেগে কুশের নিকটে গেলেন এবং অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন,

৬৬। এসেছ অজ্ঞাতবেশে হেথা, রথিবর, চিনি নাই, অপরাধ ক্ষমা এবে কর।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমি পরুষ উত্তর দিলে ইঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইবে। অতএব ইঁহাকে আশ্বস্ত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বাসনগুলির মধ্যে থাকিয়াই বলিলেন,

৬৭। ছদ্মবেশে সম্পাদন পাচকের কাজ অনুচিত মোর পক্ষে, সত্য, মহারাজ।
ইহাতে তোমার কিন্তু দোষ কিছু নাই, তুমিই প্রসন্ন হও, এই আমি চাই।

মহাসত্ত্বের মুখে এইরূপ প্রীতিসম্ভাষণ শুনিয়া রাজা প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাবতীকে আহ্বান করিয়া তাঁহা দ্বারা কুশের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইবার জন্য বলিলেন,

৬৮। যাও, মূঢে, চাও ক্ষমা কুশরাজে করি নমস্কার,
পাও যদি ক্ষমা তাঁর রক্ষা হবে জীবন তোমার।

পিতার আদেশ শুনিয়া প্রভাবতী ভগিনী ও পরিচারিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া কুশরাজের নিকটে গেলেন। কুশরাজ তখনও দাসের বেশেই ছিলেন, প্রভাবতী তাঁহার নিকটে আসিতেছেন জানিয়া ভাবিলেন, "আজ মান ভাঙ্গিয়া ইহাকে আমার পাদমূলে লুণ্ঠিত করাইব।" ইহা স্থির করিয়া, তিনি নিজে যত জল আনিয়াছিলেন, সমস্ত ঢালিয়া খলমণ্ডল-পরিমিত স্থান মর্দ্দন করিয়া, কর্দ্দমময় করিলেন। প্রভাবতী নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন এবং কর্দ্দমের উপর শুইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৬৯। পিতার বচন শুনি দেবকন্যাসমা প্রভাবতী
মহারাজ কুশপদে শীঘ্র গিয়া করেন প্রণতি।

প্রভাবতী বলিলেন,

৭০। তোমার সংসর্গ ত্যজি বহু রাত্রি করিয়াছি আমি অতিক্রম,
প্রণমি চরণে এবে, করিও না ক্রোধ তুমি দোষ মোর ক্ষম।
৭১। করিনু প্রতিজ্ঞা সত্য, দয়া করি, মহারাজ, কর হে শ্রবণ
তোমার অপ্রিয় আর করিব না এ জীবনে আমি কদাচন।
৭২। দাসীর এ ভিক্ষা যদি দয়া করি, মহারাজ, প্রদান না কর,
এখনি বধিয়া মোরে শবটা ভূপতিগণে দিবে উপহার।

ইহা শুনিয়া কুশ ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি যে, তোমার ভাগ্যে কি আছে না আছে, তাহা তুমিই জানিবে, তবে ইহার বুক ফাটিয়া যাইবে অতএব ইহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৭৩। চাহিলা কাতরস্বরে যে ভিক্ষা, কল্যাণি, তুমি, না দেওয়া কি যায়?
নাই ক্রোধ তব প্রতি, ত্যজ ভয়, প্রভাবতি, রক্ষিব তোমায়।
৭৪। আমিও প্রতিজ্ঞা সত্য করিলাম, রাজপুত্রি, করগো শ্রবণ,
তোমার অপ্রিয় আর করিব না এ জীবনে আমি কদাচন।
৭৫। তোমায় যে ভাল বাসি সে হেতু, সুশ্রোণি, আমি সহিলাম এত দুঃখ হায়।
নতুবা নিহত করি বহু মদ্রকুল আমি যাইতাম লইয়া তোমায়।

দেবরাজ শক্রের পরিচারিকার ন্যায় সুন্দরী রমণীকে নিজের পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া কুশের মনে ক্ষত্রিয়জনোচিত গর্ব্ব জন্মিল। "কি! আমি জীবিত থাকিতে অন্যে আমার ভার্য্যাকে লইয়া যাইবে।" বলিতে বলিতে তিনি রাজাঙ্গণে সিংহের ন্যায় বিজৃম্ভণ করিতে লাগিলেন; তিনি উল্লম্ফন, বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "নগরবাসী সকলে জানুক যে, আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি এখনই বিপক্ষরাজদিগকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিতেছি। তোমরা রথাদি সজ্জিত কর।

৭৬। সুশিক্ষিত অশ্ব সব সুচিহ্নিত রথ হবা কবচ যোচন,
অরাতিবিধ্বংসে কত পরাক্রম আছে মোর দেখিবে তখন।

শত্রুদিগকে বন্দী করিবার ভার আমার থাকিল। তুমি গিয়া স্নান কর এবং অলঙ্কার পরিধান করিয়া প্রাসাদে আরোহণ কর", ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব প্রভাবতীকে বিদায় দিলেন। এদিকে মদ্ররাজও মহাসত্ত্বের সম্মান সৎকারার্থ অমাত্যদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সেই পাকশালার দ্বারেই পর্দা খাটাইয়া নাপিত ডাকাইলেন। নাপিত আসিয়া মহাসত্ত্বের দাড়ি কামাইল ও মাথা ধুইল, তিনি সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া অমাত্যগণসহ প্রাসাদে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক করতালি দিলেন। তিনি যে যে স্থানে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই সেই স্থান কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এখন তোমরা আমার পরাক্রম দেখ।"

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৭। মদ্ররাজ অন্তঃপুরে দেখিলা রমণীগণ কুশনরপতিরে তখন
উত্তেজিত সিংহবৎ দ্বিগুণ উৎসাহে নিজ বাহুদ্বয় করিতে স্ফোটন।

অতঃপর মদ্ররাজ মহাসত্ত্বের জন্য একটী সুসজ্জিত হস্তী পাঠাইলেন। উহা এমনভাবে শিক্ষিত হইয়াছিল যে যুদ্ধকালে চালকের ইচ্ছামত নিশ্চল হইয়া থাকিত। * ঐ হস্তীর পৃষ্ঠোপরি শ্বেতচ্ছত্র উচ্ছ্রিত হইল, মহাসত্ত্ব হস্তিস্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাবতীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। তিনি প্রভাবতীকে নিজের পশ্চাতে বসাইলেন, চতুরঙ্গিণী সেনাপরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং শত্রুসেনার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তিন বার সিংহনাদে বলিলেন, "আমি কুশরাজা, যাহারা প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, তাহারা পেটের উপর ভর দিয়া শুইয়া পড।" অতঃপর তিনি শত্রু মথন করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,—

৭৮। গজস্কন্ধে উঠিলেন কুশ নরপতি, পশ্চাতে বসেন তাঁর দেবী প্রভাবতী।
পশেন সংগ্রামে রাজা করি সিংহনাদ, শুনিয়া নৃপতি সব গণে পরমাদ।

৭৯। সিংহের গর্জ্জন শুনি অন্যমৃগগণ যেমন চৌদিকে ছুটি করে পলায়ন,
তেমনি, হুঙ্কার কুশ ছাড়িলা যখন, শুনি তাহা পলায়ন করে রাজগণ।

৮০। গজসাদি অশ্বারোহ-রথি-পত্তিগণ, শরীররক্ষক আর ছিল যতজন,
সকলে হইয়া ভীত কুশের হুঙ্কারে পলায় ভাঙ্গিয়া ব্যূহ যে দিকে যে পারে।

৮১। সংগ্রামের পুরোভাগে কুশের বিক্রম দেখিয়া দেবেন্দ্র হন অতি হৃষ্টমন।
বিরোচন নামে এক মহার্হ রতন কুশে পুরস্কার তিনি দিলেন তখন।

৮২। লভিয়া বিজয়লক্ষ্মী মণি বিরোচন মদ্রপুরে ফিরে গেলা নৃমণি তখন

---

* মূলে 'কতআনন্ন কারণং বারণং' আছে। কতআনন্নকারণং' বিশেষণটী মৃদুপাণি জাতক (২৬২) প্রভৃতি আরও কয়েকটী জাতকে পাওয়া গিয়াছে।

৮৩। করিয়াছিলেন বন্দী জীবিতাবস্থায় শত্রুরাজগণে, বান্ধি শৃঙ্খলে সবায়।
শ্বশুরের হস্তে এবে করেন অর্পণ, বলেন, 'ইঁহারা, দেব, তব শত্রুগণ।

৮৪। সকলেই এঁরা এবে বশগত তব, পরাভূত হইয়াছে রণে শত্রু সব।
যাহা ইচ্ছা কর তুমি—এই শত্রুগণে দাও মুক্তি, কিংবা বধ করহ পরাণে।"

মদ্ররাজ বলিলেন,

৮৫। ইহারা তোমরাই শত্রু, শত্রু এঁরা নহেন আমার,
তুমি প্রভু আমাদের, ছাড়, মার, যে ইচ্ছা তোমার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'ইহাদিগকে মারিলে কি লাভ হইবে? ইহাদের আগমনও যাহাতে নিরর্থক না হয়, তাহা করা কর্তব্য। মদ্ররাজের আরও সাতটী কন্যা আছেন, * তাঁহারা প্রভাবতীর অনুজা। এই রাজাদিগকে সেই সকল কন্যা সম্প্রদান করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি মদ্ররাজকে বলিলেন,

৮৬। এই সপ্ত কন্যা তব, শুভা, সুলক্ষণা সবে, দেবকন্যা সম রূপবতী;
একটী একটী দিয়া তোমার জামাতৃপদে বর এই সপ্ত নরপতি।

মদ্ররাজ বলিলেন,

৮৭। আমাদের, ইহাদের সকলের প্রভু তুমি, তুমি রাজগণের প্রধান,
আমার দুহিতৃগণে এই সপ্ত নৃপতিরে ইচ্ছামত কর তুমি দান।

তখন কুশ সেই সাত কন্যাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া রাজাদিগের এক এক জনকে একটী দান করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,—

৮৮। সিংহস্বর কুশরাজ করিলা তখন প্রত্যেক রাজাকে এক কন্যা সমর্পণ।
৮৯। কন্যালাভে পরিতুষ্ট রাজারা হইল, কুশের ঔদার্য্যে সবে সন্তোষ পাইল।
নবপরিণীতা ভার্য্যা সঙ্গে লয়ে তবে আপন আপন রাজ্যে ফিরি গেল সবে।
৯০। প্রভাবতী ভার্য্যা, আর মণি বিরোচন লয়ে কুশ করে কুশাবতীতে গমন।
৯১। এক রথে আরোহিয়া চলিল দুজনে, প্রবেশিল রাজপুরে হরষিত মনে।
বিরোচন মণির কি প্রভাব অদ্ভুত' বর বধূ দুই এবে তুল্যরূপযুত।
প্রভাবতী রূপবতী, কুশ রূপবান্, সৌন্দর্য্যে প্রভেদ আর নাই বিদ্যমান্'
৯২। মাতা কোলে লইলেন পুত্রকে আবার, নবদম্পতীর সুখ হইল অপার।
হইল সকল রাজ্য পূর্ণ ধনে জনে, করিলেন ভোগ দোঁহে আনন্দিত মনে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন রাজকুলের মাতা পিতা ছিলেন কুশের মাতাপিতা, আনন্দ ছিলেন কুশের অনুজ, কুব্জোত্তরা ছিলেন সেই কুব্জা, বাহনমাতা ছিলেন প্রভাবতী, বুদ্ধশিষ্যগণ ছিলেন অন্যান্য লোক এবং আমি ছিলাম মহারাজ কুশ।

* পূর্ব্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে, মদ্ররাজের সর্ব্বশুদ্ধ সাতটী কন্যা ছিল। লিপিকারের অসাবধানতাবশত এই অসঙ্গতি ঘটিয়াছে।

৫৩২—শোণনন্দ জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু শ্যাম-জাতক (৫৪০)-বর্ণিত বর্তমান বস্তুর ন্যায়। শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইওনা। প্রাচীন পণ্ডিতেরা সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াও উহা গ্রহণ করেন নাই; মাতাপিতার পোষণেই নিরত ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীর নাম ব্রহ্মবর্দ্ধন ছিল। সেখানে মনোজ-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। বারাণসীতে অশীতি কোটি বিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ মহাসার অপুত্রক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণীকে পুত্র প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী পুত্র প্রার্থনা করিলে বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া তাঁহার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম রাখা হইল শোণকুমার। তিনি যখন পায়ে চলিতে শিখিলেন, তখন আরও এক দেবতা ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণীর গর্ভেই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলেন। নামকরণ-দিবসে তাঁহার নাম হইল নন্দকুমার। কুমারদ্বয় বেদাধ্যয়নের পর সর্ব্বশিল্পে পারদর্শী হইলেন। তাঁহাদের রূপসম্পত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভবতি, তোমার পুত্র শোণকুমারকে গার্হস্থ্য বন্ধনে বদ্ধ করিব।' ব্রাহ্মণী "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং শোণকুমারকে ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় জানাইলেন। শোণকুমার বলিলেন, "মা, আমার গৃহবাসে প্রয়োজন নাই। আমি যাবজ্জীবন তোমাদের সেবা করিব এবং তোমাদের দেহাত্যয় ঘটিলে হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইব।" ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে এই কথা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহারা দুই জনে পুনঃ পুনঃ বলিয়াও শোণকুমারের সম্মতি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা নন্দকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার অগ্রজ কিছুতেই বিবাহ করিতে চায় না, অতএব তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হও।" নন্দকুমার বলিলেন, 'দাদা যাহা নিষ্ঠীবনের ন্যায় ত্যাগ করিলেন, আমি তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিব না। আমিও তোমাদের মৃত্যুর পর দাদার সঙ্গেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" তখন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ভাবিলেন, 'ইহারা যুবক হইয়াও কাম পরিহার করিতেছে; আমাদের সকলেরই ত এজন্য আরও আগ্রহ-সহকারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।' এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা বলিলেন, "তোমরা আমাদের মৃত্যুর পর প্রব্রজ্যা লইবে কেন; এস, আমরা সকলেই প্রব্রজ্যা লই।" অনন্তর তাঁহারা রাজাকে জানাইয়া সমস্ত ধন ধর্ম্মার্থ উৎসর্গ করিলেন; দাসদিগকে স্বাধীনতা দিলেন,* জ্ঞাতিজনকে যাহা দান করা উচিত, তাহা দিলেন; চারিজনে এক সঙ্গে ব্রহ্মবর্দ্ধন নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক হিমালয়ে এক পঞ্চবিধপদ্ম-শোভিত সরোবরের নিকটে রমণীয় বনভূমিতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রব্রজ্যা লইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। শোণ ও নন্দ, দুই সহোদরেই মাতাপিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে মাতাপিতাকে দন্তকাষ্ঠ এবং মুখ প্রক্ষালনের জল দিতেন, পর্ণশালা ও পরিবেণ সম্মার্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পানীয় জল দিতেন, বন হইতে মধুর ফল আনয়নপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন, ঋতুভেদে কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল জলে স্নান করাইতেন, তাঁহাদের জটা পরিষ্কার করিয়া দিতেন, পা টিপিতেন এবং আরও নানাপ্রকারে

* মূলে 'দাসজনং ভুজিস্সং কত্বা' আছে। ভুজিস্য = দাসত্বমুক্ত ব্যক্তি (freed or manumitted slave)।

সেবা করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে নন্দ ভাবিলেন, 'আমি যে ফল আনিব, তাহাই মাকে ও বাবাকে খাওয়াইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া, তিনি পূর্ব্বদিন, কিংবা তাহারও পূর্ব্বদিন * যে সকল স্থান হইতে ফল আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান হইতে, প্রাতঃকালে সাধারণ রকমের যে ফল পাইতেন, আনয়ন করিয়া মাতাপিতাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ঐ সকল ফল খাইয়া মুখ ধুইয়া পোষধ গ্রহণ করিতেন। শোণ পণ্ডিত দূরে গিয়া যে সকল সুপক্ক ও মধুর ফল আনিতেন, মাতাপিতাকে সেগুলি খাইতে দিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "বাবা, তোমার ছোট ভাই যে ফল আনিয়াছিল, আমরা প্রাতঃকালে তাহা খাইয়াই পোষধ গ্রহণ করিয়াছি। এখন আর আমাদের ফলে প্রয়োজন নাই।" কাজেই শোণ পণ্ডিত যে ফল আনিতেন, তাহা কাহারও ভোগে না লাগিয়া নষ্ট হইত। প্রথমে এক দিন, তাহার পর এক দিন এইরূপে প্রতিদিনই ইহা ঘটিতে লাগিল। শোণ পণ্ডিত পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাবলে † বহুদূরে গিয়া যে সকল ফল আহরণ করিতেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সেগুলিও আহার করিতেন না। এই জন্য মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার মাতাপিতার সুকুমার দেহ, নন্দ যে সে অপক্ক ও অর্দ্ধপক্ক বন্য ফল আনিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেছে। এরূপ করিলে ইঁহারা বেশী দিন বাঁচিবেন না; আমার ভাইকে নিষেধ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নন্দ পণ্ডিতকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'নন্দ, এখন হইতে তুমি বন্য ফল ইত্যাদি আনিবার পর আমার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিও, আমরা দুই জনে একত্র হইয়া মাকে ও বাবাকে খাওয়াইব।" শোণ এইরূপ বলিলেও নন্দ নিজেই সমস্ত পুণ্য অর্জ্জন করিবেন, এই প্রত্যাশায় সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'নন্দ আমার কথা না রাখিয়া অন্যায় করিতেছে, ইহাকে আশ্রম হইতে দূর করিতে হইতেছে।' তিনি একাকীই মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, এই সঙ্কল্পে নন্দকে বলিলেন, "ভাই, তুমি উপদেশ মানিয়া চল না, পণ্ডিতজনের কথায় কর্ণপাত কর না। আমি জ্যেষ্ঠ, মাতাপিতার সেবাশুশ্রূষা আমারই কর্ত্তব্য, আমিই ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তোমার এখানে বাস করা হইবে না, তুমি অন্যত্র যাও।" ইহা বলিয়া তিনি নন্দের মুখের দিকে অঙ্গুলি ছোটন করিলেন।

অগ্রজকর্ত্তৃক বিদূরিত হইয়া নন্দ আর তাঁহার সম্মুখে থাকিতে পারিলেন না তিনি অগ্রজকে প্রণাম করিয়া মাতাপিতার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাদিগকে অগ্রজের আদেশ জানাইয়া নিজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে কৃৎস্ন পর্য্যবলোকন করিয়া তিনি সেই দিনই পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, আমি সুমেরুর পাদদেশ হইতে রত্নচূর্ণ আনিয়া অগ্রজের পর্ণশালা-পরিবেণে বিকিরণপূর্ব্বক তাঁহার ক্ষমা পাইতে পারি, ইহাতে যদি তাঁহার মন নরম না হয়, তবে অনবতপ্ত হ্রদ হইতে জল আনিয়া তাঁহার ক্ষমা চাহিতে পারি, ইহাতেও যদি ক্ষমা না পাই, এবং আমার অগ্রজ দেবতাদিগের অনুরোধে ক্ষমা করিবেন এরূপ বুঝি, তবে চতুর্ম্মহারাজ এবং শক্রকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা আমাকে ক্ষমা করাইব, তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে

* মূলে পরসহ' আছে, সম্ভবতঃ ইহা 'পরাহ'। জাতকের কোথাও কোথাও দেখা যায়, পরাহ বলিলে কাল যে দিন হইবে, তাহার পরদিন বুঝায়। কাল', 'পরশ্ব' এবং পালি' হিয্যো' শব্দও কখনও অতীত, কখনও ভবিষ্যৎকাল-নির্দ্দেশক।

† অভিজ্ঞা সাধারণতঃ ছয়টী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু কোথাও কোথাও পঞ্চ অভিজ্ঞারও উল্লেখ দেখা যায়।

আমি জম্বুদ্বীপের রাজাগ্রগণ্য মনোজ এবং অন্যান্য রাজাদিগকে আনিয়া ক্ষমা লাভ করিব। এরূপ করিলে আমার অগ্রজের সুযশ সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইবে; উহা চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় প্রকটিত হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে ব্রহ্মবর্দ্ধন নগরে গমনপূর্ব্বক রাজভবনের দ্বারদেশে অবতরণ করিলেন এবং রাজার নিকট সংবাদ দিলেন, 'একজন তাপস আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চান।' রাজা ভাবিলেন, 'প্রব্রাজক আমার সঙ্গে দেখা করিয়া কি ফল পাইবে? সম্ভবতঃ আহারার্থ আসিয়াছে।' এই বিশ্বাসে তিনি দেখা না দিয়া অন্ন পাঠাইয়া দিলেন। নন্দ অন্ন গ্রহণ করিলেন না, তখন রাজা একে একে তণ্ডুল, বস্ত্র, মূল প্রভৃতি পাঠাইলেন; কিন্তু নন্দ সে সমস্ত গ্রহণ করিলেন না। পরিশেষে রাজা দূত-দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইলেন, "কি উদ্দেশ্যে আপনি এখানে আসিয়াছেন?" নন্দ বলিলেন "আমি রাজাকে সেবা করিবার জন্য আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার বহু সেবক আছে। আপনি নিজের তপস্যাধর্ম্ম পালন করুন গিয়া।" নন্দ উত্তর দিলেন, "আমি আত্মবলে সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজত্ব গ্রহণ করিয়া তোমাদের রাজাকে দান করিব।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, "প্রব্রাজকেরা না কি পণ্ডিত, হয় ত এ ব্যক্তি কোন উপায় জানে।" তিনি নন্দকে ডাকাইয়া বসিবার আসন দিলেন, এবং প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আপনি নাকি সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে দান করিবেন?" নন্দ বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "কিরূপে গ্রহণ করিবেন?" "মহারাজ, ক্ষুদ্র একটী মক্ষিকায় যে পরিমাণ পান করিতে পারে, তত টুকু রক্তও পাত না করিয়া এবং আপনার ধনের কিঞ্চিন্মাত্র অপচয় না ঘটাইয়া আমি নিজ ঋদ্ধিবলে সমস্ত জয় করিব এবং আপনাকে দিব। কালক্ষেপ না করিয়া অদ্যই আপনাকে রাজধানী হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে হইবে।" নন্দের কথা বিশ্বাস করিয়া রাজা চতুরঙ্গিণী সেনাসহ যাত্রা করিলেন। যখন যোদ্ধারা গরম বোধ করিত, তখন নন্দ পণ্ডিত ঋদ্ধিবলে ছায়া উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতেন; যখন বৃষ্টি হইত, তখন নন্দ সেনাকটকের উপর বর্ষণ হইতে দিতেন না. তিনি কাহারও গায়ে গরম বাতাস লাগিতে দিতেন না। তাঁহার ইচ্ছায় পথ হইতে পাথর, কাঠের টুকরা, কাঁটা ইত্যাদি সর্ব্ববিধ অসুবিধা অন্তর্হিত হইল, সমস্ত পথ কৃৎস্ন-মণ্ডলের* ন্যায় সমান হইল। তিনি আকাশে চর্ম্মবিস্তার-পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কবন্ধনে আসীন হইয়া সেনার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন।

সেনাসহ এইরূপে যাইতে যাইতে তাঁহারা ক্রমে কোশল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নগরের অবিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক দূতমুখে কোশলরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় যুদ্ধ দিন, নয় বশ্যতা স্বীকার করুন।" কোশলরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি, আমি কি রাজা নই? আমি যুদ্ধই দিতেছি।" তিনি সেনা লইয়া নগরের বাহিরে আসিলেন। উভয় পক্ষের সেনা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, নন্দ দুই সেনার মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া নিজে যে অজিনাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা বর্দ্ধিত করিয়া উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত শরসমূহ চর্ম্ম দ্বারা ধরিতে লাগিলেন। এই জন্য উভয় পক্ষের এক জন যোদ্ধাও শরবিদ্ধ হইল না। যখন তাহাদের হস্তস্থিত শরগুলি নিঃশেষ হইল, তখন দুই দলের লোকই নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তদনন্তর, নন্দ পণ্ডিত "কোন ভয় নাই, মহারাজ" এই আশ্বাস দিয়া কোশলরাজের

* পৃথিবী-কৃৎস্নে কতিপয় অঙ্গুলি ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তাকার মৃন্ময় চক্র ব্যবহার করিতে হয়। এখানে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, ভয় পাইবেন না; আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; আপনার রাজ্য আপনারই থাকিবে; আপনি কেবল মনোজ রাজার বশ্যতা স্বীকার করুন।" ইহা শুনিয়া কোশলরাজ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন নন্দ কোশলরাজকে মনোজের নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, কোশলরাজ আপনার বশবর্ত্তী হইলেন; ইঁহার রাজ্য ইঁহারই থাকুক।" এই প্রস্তাব উত্তম বলিয়া মনোজ ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি কোশলরাজকে নিজের বশে আনিয়া উভয় সেনাসহ অঙ্গরাজ্যে গমন করিলেন; অঙ্গরাজ্য জয় করিয়া মগধে উপস্থিত হইলেন এবং মগধও জয় করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমে জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজাকে নিজের বশবর্ত্তী করিলেন এবং ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মবর্দ্ধন নগরে ফিরিয়া গেলেন। এই সকল রাজার রাজ্য জয় করিতে তাঁহার সাত বৎসর, সাত মাস, সাত দিন লাগিয়াছিল। তিনি প্রত্যেকের রাজধানী হইতে নানাপ্রকার খাদ্য ভোজ্য আনয়ন করিলেন এবং এক শত এক জন রাজার সঙ্গে সপ্তাহকাল মহাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দ পণ্ডিত ভাবিলেন, 'রাজা সপ্তাহকাল ঐশ্বর্য্যসুখ অনুভব করিবেন; ইহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখা দিব না।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি উত্তরকুরুতে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া সপ্তাহকাল হিমালয়স্থ কাঞ্চনগুহাদ্বারে বাস করিলেন।

সপ্তম দিনে মনোজ নিজের বিপুল শ্রীসম্পত্তি দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই সৌভাগ্য আমার মাতাপিতা বা অন্য কেহ দেন নাই; ইহা নন্দ তাপসের অনুগ্রহেই লাভ করিয়াছি। আজ এক সপ্তাহকাল তাঁহার দেখা পাই নাই; আমার সৌভাগ্যদাতা সেই বন্ধু নন্দ এখন কোথায়?' এইরূপে তিনি নন্দকে স্মরণ করিলেন। রাজা যে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন, নন্দ তাহা জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া তাঁহার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিতি করিলেন। মনোজ ভাবিলেন, 'আমি জানিনা, এই তপস্বী দেবতা, কি মানব: ইনি যদি মনুষ্য হন, তাহা হইলে সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য ইঁহাকেই প্রদান করিব; আর যদি ইনি দেবতা হন, ইঁহাকে দেবযোগ্য ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত পূজা করিব।' তিনি প্রথম গাথায় নন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন:—

১। দেবতা, গন্ধর্ব্ব তুমি, কিংবা শক্র পুরন্দর,
ঋদ্ধিমান্ নর কিংবা? কে তুমি, তাপসবর?

ইহার উত্তরে নন্দ দ্বিতীয় গাথায় আত্ম-পরিচয় দিলেন;—

২। দেবতা, গন্ধর্ব্ব নই, নই শক্র পুরন্দর,
ঋদ্ধিমান্ নর বলি জেন মোরে, নৃপবর *।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি মনুষ্য, ইনি আমার বহু উপকার করিয়াছেন। বহুসম্মান দ্বারা ইঁহাকে পরিতৃপ্ত করিব।' তিনি বলিলেন,

৩। করিয়াছ আমাদের বহু উপকার; হতেছিল যে সময়ে প্লাবন বর্ষার,
দিলা না পড়িতে তুমি বিন্দুমাত্র বারি যাত্রাকালে আমাদের কা'রো শির'পরি।

* মূলে 'ভারত' আছে। ভরতের বংশধরেরা ভারত। কিন্তু পালি টীকাকার ইহার এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "রট্‌ঠভার ধারিতায় (রাজ্যভার ধারণের জন্য) নং এবং আলপি।"

৪। সুশীতল ছায়া তুমি করি উৎপাদন নিবারিলা বাতাসের উত্তাপ ভীষণ।
শত্রুমধ্যে রক্ষিলা সবায় তা'র পর ধরি নিজে, যত তারা নিক্ষেপিল শর।

৫। করিলে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য কত শত নিজ শক্তিবলে মোর করতলগত।
এক শত এক জন রাজা যে আমায় সেবে এবে, তা'ও, প্রভু, তোমারি দয়ায়।

৬। হয়েছি সন্তুষ্ট মোরা তব ব্যবহারে, কি বরপ্রদানে, বল, তুষিব তোমারে?
যা' চাও তাহাই দিব,- রম্য বাসস্থান, তুরগবাহিত রথ, কিংবা হস্তিযান।

৭। অঙ্গ, বা মগধ, কিংবা অবন্তী, অশ্বক— যে রাজ্য তোমার বল হয় আবশ্যক,
তাহাই প্রদান আমি করিব তোমায় হৃষ্টান্তঃকরণে, ইথে নাহিক সংশয়।

৮। কিংবা যদি অর্দ্ধরাজ্য মোর তুমি চাও, সর্ব্বান্তঃকরণে দান করিব তাহাও।
রাজত্বে তোমার যদি থাকে প্রয়োজন, কি চাও, বলিলে তাহা করিব অর্পণ।

নন্দ নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য বলিলেন,

৯। "রাজ্যে, ধনে, নগরে না আছে প্রয়োজন কিংবা কোন জনপদে আমার, রাজন।

আমার প্রতি যদি আপনার স্নেহ থাকে, তবে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করুন:—

১০। এ রাজ্যে, অরণ্যে এক শান্ত তপোবনে, মাতা পিতা মোর বাস করেন দুজনে।

১১। সেবিতে সে বৃদ্ধ মহাগুরু দুই জন, সেবায় তাঁদের পুণ্য করিতে অর্জ্জন
পারি না ক আমি, ভবাদৃশ জনে তাই সঙ্গে ল'য়ে ক্ষমা পেতে যাব শোণ ঠাঁই।"

তখন রাজা বলিলেন,

১২। বলিলে যা, বিপ্র, তুমি নিশ্চয় করিব, শোণ পাশে গিয়া ক্ষমা এখনই চাহিব।
সঙ্গে মোর লব আর কোন্ কোন্ জন ক্ষমাপ্রার্থনার তরে, বল, হে ব্রাহ্মণ।

নন্দ পণ্ডিত বলিলেন,

১৩। শতাধিক জানপদ, আঢ্য বিপ্র আর, এই সব অনুগামী, রাজা, আপনার,
সুবিখ্যাত কুলে জাত যাঁরা কীর্ত্তিমান্— এই সব সঙ্গে লয়ে নিজে যদি যান
আপনি মনোজরাজ সেই তপোবনে, যাচকের অভাব না হবে কোন ক্রমে।

ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ দিলেন,

১৪। হস্তী, অশ্ব সুসজ্জিত কর হে সত্বর; রথিগণ, রথসব সুসজ্জিত কর;
আবশ্যক দ্রব্য যত, করহ গ্রহণ, ধ্বজদণ্ড হ'তে ধ্বজা কর উত্তোলন;
যাইব আশ্রমে আমি, কৌশিক* যেথায় আছেন প্রশান্ত ভাবে রত তপস্যায়।

১৫। চতুরঙ্গ বল ল'য়ে রাজা তা'র পর আশ্রমের অভিমুখে হন অগ্রসর।
সে আশ্রমপদ শান্ত রমণীয় অতি, যেখানে কৌশিক ঋষি করেন বসতি।

এইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

যে দিন নন্দ পণ্ডিত এইভাবে আশ্রমে উপনীত হইলেন, সেই দিন শোণ পণ্ডিত ভাবিতেছিলেন, 'আজ সাত বৎসর, সাত মাস সাত দিনেরও অধিক হইল, আমার অনুজ

* শোণ, নন্দ ও তাঁহাদের পিতা কৌশিক গোত্রজ ছিলেন ইহা বুঝিতে হইবে।

এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, সে এখন সম্ভবতঃ কোথায় আছে?' অনন্তর দিব্যচক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, নন্দ এক শত এক জন রাজা ও চতুর্বিংশতি অক্ষৌহিণী অনুচর লইয়া তাঁহারই ক্ষমা লাভের জন্য আসিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার অনুজ নিশ্চয় এই সকল রাজাকে ও এই সকল লোককে অনেক অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়াছে। ইহারা আমার অনুভাব জানেনা, ভাবিয়াছে যে আমি কূটতপস্বী, নিজের ওজন না বুঝিয়া ইহাদের গুরুর সহিত প্রতিযোগিতা করি। ইহারা আমাকে এইরূপ সগর্ব্ব ঘৃণা করিয়া নরকে যাইবার উপক্রম করিয়াছে। আমিও ইহাদিগকে ঋদ্ধিবলে অলৌকিক কিছু দেখাইব।' তিনি নিজের স্কন্ধ হইতে চতুরঙ্গুল ব্যবধানে আকাশে কাচ স্থাপন করিলেন এবং অনবতপ্ত হ্রদ হইতে জল আনিবার নিমিত্ত মনোজ রাজার অবিদূরে আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া নন্দ পণ্ডিত নিজে দেখা দিতে সাহস করিলেন না, তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন সেখান হইতেই অন্তর্হিত হইলেন এবং পলায়নপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। মনোজ রাজা কিন্তু শোণকে রমণীয় ঋষিবেশে আসিতে দেখিয়া বলিলেন,

১৬। কদম্বকাষ্ঠের কাচ স্কন্ধোপরি দেখা যায়
স্কন্ধের সহিত কাচ অথচ সংলগ্ন নয়!
রহিয়াছে ব্যবধান চতুরঙ্গুলি প্রমাণ,
কিরূপে রয়েছে কাচ বিনা কোন অধিষ্ঠান?
কে তুমি আকাশপথে জল আহরণ তরে
যাইতেছ দ্রুতবেগে? পরিচয় দাও মোরে।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন:—

১৭। শোণ আমি, মহারাজ, ঋষি শীলপরায়ণ,
অতন্দ্রিত ভাবে পুষি মাতা, পিতা অনুক্ষণ।
১৮। পেয়েছি যে উপকার পূর্ব্বে তাঁহাদের ঠাঁই,
তাঁহাদের স্নেহ, দয়া, কিছু আমি ভুলি নাই,
বন হ'তে ফলমূল করি তাই আহরণ
পুষিতেছি মাতা, পিতা হইয়া একাগ্রমন।

ইহা শুনিয়া রাজা শোণের সহিত মিত্রতা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

১৯। যেখানে কৌশিক ঋষি করেন বসতি, যেতে সেথা আমাদের ইচ্ছা বলবতী।
বল, শোণ, কোন্ পথে করিলে গমন পাইব আশ্রমে গিয়া তাঁহার দর্শন?

মহাসত্ত্ব নিজের অনুভাববলে তৎক্ষণাৎ আশ্রমে যাইবার জন্য একটী পথ সৃষ্টি করিয়া বলিলেন,

২০। "এই একপদী পথে করহ গমন, অই দেখা যায় দূরে সুনীলবরণ
কোবিদার বৃক্ষে ঘেরা আশ্রম সুন্দর, বাস যেথা করেন কৌশিক মুনিবর।"
২১। রাজগণে এইরূপে পথ প্রদর্শিয়া অন্তরীক্ষপথে ঋষি গেলেন চলিয়া
সত্বর অনবতপ্তে জল তুলি ল'য়ে ফিরেন মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের আলয়ে।
২২। স্বহস্তে আশ্রম সেই করি সমার্জ্জন উপবেশনের তরে স্থাপিয়া আসন,
করিলা প্রবেশ পর্ণশালার ভিতর জাগাইলা সেথা জনকেরে তার পর।

২৩। "আসিছেন ঐই, পিতঃ, বহুরাজগণ, যশস্বী, সদ্বংশজাত, কুলের ভূষণ,
আপনার দরশন পাইবার তরে, বসুন আসনে পর্ণশালার বাহিরে।"
২৪। শুনিয়া শোণের বাক্য মহর্ষি ত্বরিতে করিলেন নিষ্ক্রমণ কুটীর হইতে,
হইলেন উপবিষ্ট পর্ণশালাদ্বারে দিতে দরশন সেই রাজা সবাকারে।

এই চারিটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

বোধিসত্ত্ব যখন অনবতপ্ত হ্রদের জল লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, নন্দ পণ্ডিতও সেই সময়ে রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং আশ্রমের অবিদূরে স্কন্ধাবার করাইলেন। অনন্তর রাজা স্নান করিলেন, সর্ব্বাভরণে মণ্ডিত হইলেন এবং একাধিক শতরাজ-পরিবৃত হইয়া নন্দ পণ্ডিতের সহিত মহা আড়ম্বরে বোধিসত্ত্বের ক্ষমালাভার্থ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্বের পিতা নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, বোধিসত্ত্বও সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

[শাস্তা এই সকল প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে সুব্যক্ত করিলেন :—

২৫। জলন্ত অগ্নির মত মহাদীপ্তিমান
কাশী নরেশ্বর যবে রাজগণসহ
আশ্রমের অভিমুখে চলিলা, তখন
হেরি তাঁরে শুধাইলা কৌশিক তাপস :—

২৬। "বাজিছে মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব, ডিণ্ডিম
কা'র পুরোভাগে ঐই? কোন্ রথিবরে
তুষিতে বাদ্যের হেন হইয়াছে ঘটা?

২৭। কে ঐই যুবক, শিরে উষ্ণীষ যাহার
হেমসূত্র-বিনির্ম্মিত, বিদ্যুদ্বরণ,
তূণীর সংলগ্ন পৃষ্ঠে? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ করিয়া উজ্জ্বল?

২৮। অহো কিবা আভাময় সুচারু বদন।
স্বর্ণকার-মূষিকায়* প্রতপ্ত কাঞ্চন,
অথবা খদিরাঙ্গার জ্বলন্ত যেমন।
ঝলসে নয়ন হেরি, কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ করিয়া উজ্জ্বল?

২৯। সুন্দর, শলাকাযুক্ত ছত্র সমুচ্ছ্রিত
নিবারিছে রৌদ্র কা'র? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ করিয়া উজ্জ্বল?

৩০। কে ঐই পরমপ্রাজ্ঞ, গজস্কন্ধারূঢ়
আসিছে এ দিকে বল? সুচারু চামর
দুলিয়া দুপাশে কা'র মক্ষিকা তাড়ায়।

৩১। আজানেয় অশ্বগণ, বর্ম্মাবৃত সবে—
শ্বেতচ্ছত্র শোভা পায় আরোহিগণের

---

* মূষিকা (crucible)—ইহা হইতে আমাদের 'মুচী' শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে।

মস্তক উপরি তাপ নিবারণ তরে—
বেষ্টিয়া আসিছে কা'রে? কি নাম উহার,
রূপে, বেশে, চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল যার?

৩২। শতাধিক বীর্য্যবান্ ভূপাল কাহারে
বেষ্টিয়া আসিছে হেথা? কি নাম উহার,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জ্বল যার?

৩৩। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি—চতুরঙ্গ বল
বেষ্টিয়া আসিছে কা'রে? কি নাম উহার,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জ্বল যার?

৩৪। ও মহতী সেনা কা'র আসিছে পশ্চাতে
অক্ষুব্ধ, গণনাতীত সাগরোর্ম্মি যথা?"

৩৫। "উনি রাজ-অধিরাজ নৃপেন্দ্র মনোজ
মনুজকুলেষু শ্রেষ্ঠ, বাসব যেমন
শ্রেষ্ঠ সদা জয়শীল অমর সমাজে।
নন্দকে লইয়া সঙ্গে আসিছেন উনি
এ আশ্রমে, ক্ষমা মোর লভিবার তরে।

৩৬। ও মহতী সেনা তাঁর(ই) আসিছে পশ্চাতে—
অক্ষুব্ধ গণনাতীত সাগরোর্ম্মি যথা।"

শাস্তা বলিলেন,

৩৭। চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, বস্ত্র কাশীজাত
পরিহিত সবাকার—হেন ভূপগণ
কৃতাঞ্জলিপুটে গেলা ঋষিদের পাশে।

অনন্তর মহারাজ মনোজ ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইয়া অভিভাষণ-পূর্ব্বক বলিলেন,

৩৮। কুশল ত? আছেন ত অনাময়ে সবে? *
উঞ্ছের প্রাপ্তির তরে আছে ত সুবিধা?
নাই ত এ বনে ফলমূলের অভাব?

৩৯। দংশ-মশকের কোন উৎপাত ত নাই?
ভুজগাদি সরীসৃপ অল্প ত এখানে?
শ্বাপদ-সঙ্কুল এই অরণ্য মাঝারে
হয়না ত উপদ্রব ভুগিতে কখন?

ইহার পর ঋষিদিগের ও মনোজ রাজার উত্তর-প্রত্যুত্তর নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে প্রদত্ত হইল :—

---

* মনুসংহিতানুসারে (২।১২৭) 'ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ং বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেবচ।' কুল্লুক বলেন, 'কুশলক্ষেমশব্দয়োরনাময়ারোগ্যপদয়োশ্চ সমানার্থত্বাচ্ছব্দবিশেষোচ্চারণমেব বিবক্ষিতং।'

৪০। "সর্ব্বথা কুশল, ভূপ, আছি অনাময়ে,
উঞ্ছের প্রাপ্তির তরে অসুবিধা নাই।
বহু ফলমূল পাওয়া যায় এই বনে।

৪১। দংশ-মশকের হেথা নাই উপদ্রব;
ভুজগাদি সরীসৃপ বিরল এখানে,
যদিও শ্বাপদ বহু আছে এই বনে,
করে না অনিষ্ট তারা কভু আমাদের।

৪২। ফলে এই তপোবনে গুবাক প্রচুর,
তাপসগণের সেব্য, হয় নি এখানে
উৎকট ব্যাধির কোন কভু প্রাদুর্ভাব।

৪৩। কৃতার্থ হইনু মোরা আগমনে তব,
মহাবাহু। বসুধা-ঈশ্বর তুমি, দেব,
ভাগ্যবলে আমাদের হেথা উপস্থিত।
আগমন কি কারণ, বল দয়া করি। *

৪৪। তিন্দুক, পিয়াল আদি সুমধুর ফল
আছে হেথা, খাও বাছি উত্তম উত্তম। *

৪৫। পানার্থ কন্দর হ'তে এনেছি আমরা
এই সুশীতল জল; ইচ্ছা যদি হয়,
পান করি কর, ভূপ, তৃষ্ণা নিবারণ।" *

৪৬। "দিলেন যা' দয়া করি, করিনু গ্রহণ,
করিলেন আপনারা আমা সবাকার
অভ্যর্থনা সমুচিত। বক্তব্য নন্দের
আছে কিছু, হো'ক আজ্ঞা শুনিতে তা' এবে।

৪৭। এসেছি আমরা সবে ভবৎসকাশে
নন্দের হইয়া ক্ষমা মাগিবার তরে।
দয়া করি কথা তার করুন শ্রবণ।"

এই রূপে আদিষ্ট হইয়া নন্দ পণ্ডিত আসন হইতে উঠিয়া মাতা, পিতা ও ভ্রাতাকে প্রণাম করিলেন এবং সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

৪৮। শতাধিক জানপদ, বিপ্রমহাসার,
যশস্বী সৎকুলজাত এই রাজগণ,
মনোজ্ঞ ভূপাল আর, দয়া করি সবে
করুন অনুমোদন বচন আমার।

৪৯। সমবেত এ আশ্রমে যক্ষ যে সকল,
ভূতভব্য অশরীরী সত্ত্ব † যত হেথা,
করুন শ্রবণ সবে আমার বচন।

৫০। নমি সকলের পদে করি নিবেদন
সুব্রত অগ্রজ মোর শোণকের ঠাঁই;—

* এই তিনটী গাথা শক্তিগুল্ম-জাতকেও (৫০৩) আছে।

† মূলে 'ভূতভব্যানি'। টীকাকার বলেন ভূতগণ বৃদ্ধিমর্য্যাদাপ্রাপ্ত এবং ভব্যগণ তরুণ দেবত॥

অনুজ সোদর আমি তব, ঋষিবর,
দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সদা সেবারত।

৫১। মাতাপিতৃসেবারূপ পুণ্য-উপার্জ্জনে
নিতান্ত বাসনা মোর জানা আছে তব।
করো না নিষেধ মোরে, ওহে মহাভাগ।

৫২। মাতাপিতৃসেবারূপ পরম ধর্ম্মের
প্রশংসা করেন নিত্য সাধুসুধীগণ।
করিয়াছ বহুদিন পরিচর্য্যা তুমি
সযতনে তাঁহাদের, এবে সেই ভার
নিক্ষেপি আমার স্কন্ধে অবসর মোরে,
দাও তুমি, স্বর্গ পেতে জীবনাবসানে।

৫৩। গুরুজন সেবারূপ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য
জানে অন্যে, জান তুমি, শোণক, যেমন,
ইহাই যাইতে স্বর্গে সুপ্রশস্ত পথ।

৫৪। সেবা-শুশ্রূষায় তৃপ্তি মাতার, পিতার
সাধিতে আমার ইচ্ছা বলবতী অতি।
নিজে পুণ্যবান্ যিনি, তিনি কিন্তু, হায়,
অর্জ্জিতে এ মহাপুণ্য না দেন আমায়।

নন্দকর্ত্তৃক এইরূপ অনুযুক্ত হইয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনারা নন্দের কথা শুনিলেন, এখন আমার বক্তব্য শুনুন :—

৫৫। আমার ভ্রাতার সঙ্গে এসেছেন যাঁরা
করুন শ্রবণ এবে উত্তর আমার :—
কুলের প্রাচীন প্রথা করি পরিহার
যে হয় অধর্ম্মচারী বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতি,
নিশ্চিত নরকে তার হইবে বসতি।

৫৬। প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞ সচ্চরিত্র যেই জন,
দুর্গতি ভুঞ্জিতে তাঁরে না হয় কখন।

৫৭। মাতা, পিতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, জ্ঞাতি বন্ধুদের
জ্যেষ্ঠের উপরে আছে ভার পালনের।

৫৮। জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি, তাই এই গুরুভার
করিব বহন, যথা নাবিক নিপুণ,
সোৎসাহে বাহিয়া যায় পোত মহার্ণবে।
অপ্রমত্তভাবে ধর্ম্ম পালিব আমার।"

ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকল রাজাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠ পুত্রই যে বংশের অপর সকলের রক্ষার ভার গ্রহণ করিবে, আমরা আজ ইহা জানিতে পারিলাম।' তাঁহারা নন্দ পণ্ডিতের পক্ষ পরিহার করিয়া মহাসত্ত্বেরই প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং তাঁহার স্তুতিসূচক দুইটী গাথা বলিলেন :—

৫৯। ছিনু মোরা এত দিন অজ্ঞান-তিমিরে,
জ্ঞানরূপ অগ্নিশিখা করি উৎপাদন
বিনাশিল কৌশিকের বচন'স্রে তমঃ।

৬০। সাগরের পৃষ্ঠোপরি যবে প্রভাকর
করে প্রভা বিকিরণ, প্রাণীরা যেমন
পরিদৃষ্ট হয় সবে নিজ নিজ রূপে—
কেহ বা সুন্দরমূর্ত্তি, কেহ কদাকার—
সেইরূপ কৌশিকের বচনচ্ছটায়
প্রকটিত হ'ল পাপ-পুণ্যের স্বরূপ।

রাজারা এতকাল নন্দ পণ্ডিতের অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন, কিন্তু মহাসত্ত্ব এখন জ্ঞানবলে তাঁহাদের সেই শ্রদ্ধা দূর করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, রাজারা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন; সকলেই উপদেশ পাইবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া নন্দ ভাবিলেন, 'আমার ভ্রাতা পণ্ডিত, জ্ঞানী ও ধর্ম্মজ্ঞ। ইনি রাজাদের মন পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের পক্ষভুক্ত করিলেন। ইনি ভিন্ন আমার আর কোন শরণ নাই। আমি ইঁহার নিকটে নিজের প্রার্থনা জানাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৬১। যাচিনু যা' তব ঠাঁই কৃতাঞ্জলিপুটে,
নাহি যদি দাও, প্রভো, নিজ দাস করি
লও মোরে দয়াবশে, সদা সযতনে
সেবিব চরণ তব যাবজ্জীবন।

মহাসত্ত্ব স্বভাবতঃ নন্দ পণ্ডিতের প্রতি রুষ্ট বা বৈরভাবাপন্ন ছিলেন না। নন্দ নিতান্ত একগুঁয়ের মত কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার আস্পর্দ্ধা দূর করিবার জন্য মহাসত্ত্ব এইরূপ নিগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন নন্দের বিনীত বাক্যে তিনি সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই, আমি এখন তোমাকে ক্ষমা করিলাম, এখন হইতে তুমি মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাইবে।" তিনি নন্দের গুণবর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত গাথা চারিটী বলিলেন:—

৬২। শিক্ষা দেন যে সদ্ধর্ম্ম সাধুরা সতত, সংক্ষেই, নন্দ, তুমি আছ অবগত।
সুন্দর প্রকৃতি তব, আচার সুন্দর, তোমা হতে নয় কেহ মম প্রিয়তর।
৬৩। শুন পিতঃ, শুনঃ মাতঃ, মোর নিবেদন, ভার বলি মনে আমি করি নি কখন
পরিচর্য্যা তোমাদের; সদা হৃষ্টমনে সেবিয়াছি যথাসাধ্য তোমা দুইজনে।
৬৪। জনক জননী মোর সুখী যাতে হন করি আমি সযতনে তাহা সর্ব্বক্ষণ।
তথাপি একান্ত ইচ্ছা হয়েছে নন্দের নিজে সে করিবে সেবা পদ তোমাদের।
৬৫। উভয়েই পুত্র মোরা তোমা দুজনার, উভয়েই ব্রহ্মচারী, বল ত, কাহার
কে চাও পাইতে সেবা? নন্দে যে চাহিবে, তাহার(ই) সেবায় নন্দ নিরত রহিবে।

এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মাতা আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "বৎস শোণ পণ্ডিত, তোমার কনিষ্ঠ বহু দিন বিদেশে ছিল; সে এত কাল পরে ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহার নিকট কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে আমাদের সাহস হইতেছে না, কারণ আমরা সেবাশুশ্রূষার জন্য তোমার উপরেই নির্ভর করিয়া আছি। তবে তুমি যখন অনুমতি দিতেছ, তখন আমি নন্দকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে চাই।

৬৬। তুমি অবলম্ব, শোণ, আমা দুজনার, যদি পাই, বৎস, আমি সম্মতি তোমার,
করিয়া নন্দের আমি মস্তক আঘ্রাণ বহুদিন পরে আজ জুড়াইব প্রাণ।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তোমার যদি এই ইচ্ছা হয়, তবে, মা, আমি সম্মতি দিলাম। তুমি গিয়া তোমার পুত্র নন্দকে আলিঙ্গন কর ও তাহার মস্তক আঘ্রাণ কর। তাহাকে চুম্বন করিয়া তোমার হৃদয়নিহিত শোক দমন কর।" বৃদ্ধা তখন নন্দের নিকটে গেলেন, সভামধ্যেই তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। এইরূপে শোকাপনোদন করিয়া তিনি মহাসত্ত্বকে বলিলেন,

৬৭। কাঁপে যথা অশ্বত্থের নব কিসলয়	বায়ুবেগে, সেই মত কাঁপিছে হৃদয়,
শোণক, আমার আজ মহানন্দভরে	পাইয়া নন্দের দেখা এত কাল পরে।
৬৮। নিদ্রিত হইয়া যদি দেখি রে স্বপন—	আসিয়াছে ফিরি মোর নন্দ বাছাধন,
আনন্দে বিভোর হ'য়ে শয্যা তেয়াগিয়া,	"এসেছে আমার নন্দ" বলি চেঁচাইয়া।
৬৯। কিন্তু হায়, জাগি যবে না দেখি বাছারে	দ্বিগুণিত শোকে প্রাণ ধড়ফড় করে।
৭০। সত্যই সে নন্দ আজ, এত কাল পরে	জুড়াতে আমার প্রাণ আসিয়াছে ঘরে।
পিতামাতা, উভয়ের নয়নের মণি	কুটীরে প্রবেশ, বাছা, করুক এখনি।
৭১। পিতারও সুপ্রিয় পুত্র অনুজ তোমার ;	ঘরে যেতে বাধা তারে দিও না ক আর
দাও অনুমতি তারে করিতে যা' চায়,	হো'ক নন্দ রত এবে আমার সেবায়।

"তাহাই হউক" বলিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার মাতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, জ্যেষ্ঠের যাহা নিজস্ব, আজ তুমি তাহার অংশ পাইলে। মাতার মত হিতকারিণী আর কেহই নাই। তুমি অপ্রমত্তভাবে ইঁহার সেবাশুশ্রূষা করিবে।" নন্দকে এই উপদেশ দিয়া তিনি দুইটী গাথায় মাতার মহিমা কীর্ত্তন করিলেন :—

৭২। পারি কি মায়ের দয়া করিতে বর্ণন ?	সন্তানের একমাত্র মাতাই শরণ।
স্তন্য দিয়া শিশুকালে বাঁচালেন প্রাণ ;	মাতৃসেবা আমাদের স্বর্গের সোপান।
ধন্য নন্দ ! হল তব সার্থক জীবন ;	করিবেন সেবা তব জননী গ্রহণ।
৭৩। শৈশবে বাঁচালে মাতা করি স্তন্য দান,	রক্ষেন বিপদ্ হ'তে সন্তানের প্রাণ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তিনি, কল্যাণকারিণী,	স্বর্গের প্রশস্ত মার্গ, পুণ্যপ্রদায়িনী।
ধন্য নন্দ ! হ'ল তব সার্থক জীবন ;	করিবেন সেবা তব জননী গ্রহণ।

মহাসত্ত্ব এইরূপে দুইটী গাথায় মাতার গুণ বর্ণনা করিলেন। অনন্তর তাঁহার মাতা আবার গিয়া আসন গ্রহণ করিলে তিনি নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই নন্দ, তোমার জননী তোমার জন্য কতই দুঃখভোগ করিয়াছেন! এই মাতার ভরণপোষণের ভার আজ তুমি লাভ করিলে। মাতা আমাদের দুই জনকে কত কষ্টে বড় করিয়াছেন তাহা আর কি বলিব? তুমি অপ্রমত্তভাবে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ কর ; কদাপি তাঁহাকে অমধুর বন্যফল খাওয়াইও না।" মাতা সন্তানের জন্য কত দুঃখ করেন, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি অতঃপর সেই সভামধ্যে নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

৭৪। পুত্ররূপ ফললাভ করিয়া কামনা
করেন জননী কত দেবে নমস্কার ;
দৈবজ্ঞের কাছে গিয়া করান গণনা,
দীর্ঘায়ুঃ, অল্পায়ুঃ কিংবা হইবে কুমার।
জন্মনক্ষত্রের যোগে, জন্মঋতু-ফলে
অথবা নিজের বয়ঃপরিমাণ-বলে,

"নাই ত বাছার বিষ্টি শুধান তাহায়
কাঁপে বুক সদা অমঙ্গল আশঙ্কায়।*

৭৫। ঋতুস্নান অন্তে হয় গর্ভের সঞ্চার, তাহা হতে জন্মে ক্রমে দোহদ মাতার।
দোহদ হইতে হয় স্নেহ আবির্ভাব, গর্ভস্থ সন্তান সেই স্নেহ করে লাভ।

৭৬। এক বর্ষ, কিংবা কিছু ন্যূন কাল তার গর্ভিণী রক্ষেন যত্নে গর্ভ আপনার।
অনন্তর যথাকালে সন্তান প্রসবি লভেন সৌভাগ্যবতী 'জননী' পদবী।

৭৭। কান্দিয়া উঠিলে শিশু স্তন দিয়া মুখে গান গেয়ে, কোলে লয়ে, ঢাকি তারে বুকে
সস্নেহে করেন শান্ত আনন্দদায়িনী। কি দুঃখ তাহার যার আছেন জননী?

৭৮। অবোধ সন্তান পাছে কষ্ট কোন পায় উগ্রবাতাতপে তাই রক্ষিতে তাহায়
জননী সতত ব্যস্ত, তাঁহার মতন দয়াময়ী ধাত্রী আর আছে কোন জন?

৭৯। নিজের যে ধন আছে, স্বামীর যে ধন, অতি সাবধানে মাতা করেন রক্ষণ।
পেয়ে ইহা সুখী বাছা পারিবে হইতে এ আশায় অপচয় না দেন ঘটিতে।

৮০। ভাগ্যদোষে পুত্র যদি হয় মতিহীন অসীম উদ্বেগে কাটে জননীর দিন।
'ইহা কর, বাছাধন, এইভাবে চল', অনুক্ষণ মুখে, তাঁর এ কথা কেবল।
পরদারসেবী যদি হয় সে যৌবনে নিশীথ পর্য্যন্ত থাকে অন্যের ভবনে,
'সন্ধ্যা হ'ল ফিরিল না' এই দুশ্চিন্তায় পথপানে চান মাতা করি হায় হায়।

৮১। এত কষ্টে পালিত যে যদি সেই জন মোহবশে জননীরে না করে পালন
মাতৃদ্রোহী নরাধম সেই পাপাত্মার ঘটিবে যন্ত্রণাভোগ নরকে অপার।

৮২। এত কষ্টে পালিত যে যদি সেই জন মোহবশে জনকেরে না করে পালন,
পিতৃদ্রোহী নরাধম সেই পাপাত্মার ঘটিবে যন্ত্রণাভোগ নরকে অপার।

৮৩। মাতৃসেবা না করিলে, শুনি, লোকে কয়, ধনশালী পুরুষের হয় ধনক্ষয়।
মাতার যে পরিচর্য্যা না করে দুর্ম্মতি, ধননাশ হেতু দুঃখ পায় সেই অতি।

৮৪। পিতৃসেবা না করিলে, শুনি লোকে কয়, ধনশালী পুরুষের হয় ধনক্ষয়।
পিতার যে পরিচর্য্যা না করে দুর্ম্মতি, ধননাশ হেতু দুঃখ পায় সেই অতি।

৮৫। আনন্দ, প্রমোদ, হাস্য ক্রীড়া, এ সকল লভ্য সদা সেই সুধীজনের কেবল,
ইহামুত্র, যিনি নিত্য অতি সযতনে রত হন জননীর সুখ সম্পাদনে।

৮৬। আনন্দ, প্রমোদ, হাস্য ক্রীড়া এ সকল লভ্য সদা সেই সুধীজনের কেবল,
ইহামুত্র, যিনি নিত্য অতি সযতনে রত হন জনকের সুখ-সম্পাদনে।

৮৭। মাতাপিতা যখন যে দ্রব্য পেতে চান, তখনি তনয় তাহা করিবেক দান।
প্রিয়ভাষে তুষিবে সে তাঁহাদের মন করিবে তাঁদের সেবা যত্নে অনুক্ষণ।
গৃহে, আর সভা-মধ্যে, সর্ব্বত্র সমান যথাযোগ্য তাঁহাদের করিবে সম্মান।

৮৮। দান, প্রিয় বাক্য, সেবা, বৃদ্ধের সম্মান সমাজরক্ষার হেতু উপায় প্রধান।
না চলে সমাজযন্ত্র বিনা এ সকল, আণী না থাকিলে রথ যেমন অচল।
এ সব পাইতে আশা যদি না থাকিত, পুত্রবতী হ'তে তবে কেহ কি চাহিত?

৮৯। জনক সতত পূজ্য জননীর সহ, সেবে যে তাঁহা'র উক্ত প্রকারে সতত,
সুপুত্র বলিয়া খ্যাতি লভে সেই জন, সমাদর করে তারে সদা সুধীগণ।

৯০। পুত্রের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা পূর্ব্বাচার্য্যদ্বয় মাতা আর পিতা, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
যে করে তাঁদের সেবা, ধন্য সেই জন, নরশ্রেষ্ঠ, সকলের প্রশংসা ভাজন। †

---

* গাথার এই অংশে, অমুক নক্ষত্রে, অমুক ঋতুতে বা মাতার অমুক বয়সে জন্মিলে সন্তান দীর্ঘায়ুঃ বা অল্পায়ুঃ হয়, ইত্যাদি ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য হইয়াছে।

† মনে ৮৮ম হইতে ৯০ম গাথা যথাযথভাবে মুদ্রিত হয় নাই কাজেই দুরন্বয় দোষ ঘটিয়াছে। এক

৯১। দয়া মায়া তাঁহাদের সদা রাখি মনে সুপুত্র করিবে সেবা অতি সযতনে,
নমিবে তাঁদের পায়ে শত শত বার, ভক্তিভরে তাঁহাদের করিবে সৎকার

৯২। অন্ন, পান, অর্থ, বস্ত্র, শয্যা তৃপ্তিকর দিয়া সদা তুষিবেক তাঁদের অন্তর।
করিবে সুগন্ধ তৈলে শরীর মর্দন, করাইবে স্নান, পাদ করিবে ধোবন।

৯৩। অপ্রমত্ত হয়ে নিত্য সুপুত্র সে জন এইরূপে করে মাতা-পিতার অর্চ্চন।
সকলের প্রশংসা সে ইহ লোকে পায়, ভুক্তিতে অপার সুখ স্বর্গে শেষে যায়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে ধর্ম্মদেশন সমাপন করিলেন,—মনে হইল যেন তিনি সুমেরু পর্ব্বতকে ওলট-পালট করিলেন।* তাঁহার উপদেশগুলি ভূপতিগণ এবং তাঁহাদের সৈন্যসামন্ত সকলেই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং 'অপ্রমত্তভাবে দানাদির অনুষ্ঠান করুন' এই উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারা সকলে যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে দেবনগর পূর্ণ করিলেন, শোণ পণ্ডিত এবং নন্দ পণ্ডিতও যাবজ্জীবন মাতাপিতার পরিচর্য্যাপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকবাসী হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহের ব্যাখ্যা এবং জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—তখন মহারাজকুলের মাতা পিতা ছিলেন সেই মাতা পিতা; আনন্দ ছিলেন নন্দ পণ্ডিত, সারিপুত্র ছিলেন মনোজ রাজা; অশীতি মহাস্থবির ও অন্যান্য স্থবিরেরা ছিলেন সেই এক শত এক রাজা। বুদ্ধের শিষ্যগণ ছিল তাঁহাদের চতুর্ব্বিংশতি অক্ষৌহিণী, এবং আমি ছিলাম শোণ পণ্ডিত।]

জন সুপণ্ডিত পালি অধ্যাপকের মতে ৮৮ম গাথার শেষে পূর্ণচ্ছেদ হইবে না, ইহার সঙ্গে ৮৯ম গাথার প্রথম চরণ যোগ করিয়া অন্বয় করিতে হইবে, ৮৯ম গাথার দ্বিতীয় চরণ এবং ৯০ম গাথার প্রথম চরণ এক সঙ্গে অন্বিত, ইহার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী গাথার অন্বয় নাই। উক্ত অনুমানবলে গাথা তিনটীর অনুবাদ এইরূপ হইতে পারে:—

৮৮-৮৯১। দান, প্রিয় বাক্য, সেবা, বুদ্ধের সম্মান সমাজরক্ষার হেতু উপায় প্রধান।
না চলে সমাজযন্ত্র বিনা এ সকল, আণী না থাকিলে রথ যেমন অচল।

৮৯২-৯০১। না থাকিলে এই চারি ধর্ম্ম বিদ্যমান লভিতে না পারিতেন পূজা ও সম্মান
পুত্রের নিকটে মাতা, পিতাও তেমতি যাপিতেন দিন গৃহে অনাদরে অতি।
সমাজরক্ষার হেতু প্রধান সহায় যেহেতু এ চারিধর্ম্ম সুধীগণে কয়
সে কারণ, করে যারা এ সব পালন, তাহারাই ধন্য, তারা প্রশংসা ভাজন।

৯০২। পুত্রের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা, পূর্ব্বাচার্য্যদ্বয় মাতা আর পিতা, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

কিন্তু গাথা তিনটীর একপ ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নহে. সম্ভবতঃ ইহাদের পাঠ নিতান্ত ভ্রমদূষিত।

* 'সিনেরুং পবট্টেন্তো বিয়' এই উৎপ্রেক্ষার সার্থকতা কি, বুঝা কঠিন। প্রতিপাদ্য বিষয়টীর গুরুত্ব সুমেরুর গুরুত্বের সমান, সম্ভবতঃ ইহাই লেখকের অভিপ্রায়।

জাতক

অশীতি নিপাত

৫৩৩ - চুল্লহংস-জাতক।*

[আয়ুষ্মান্ আনন্দ শাস্তার প্রাণরক্ষার্থ নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধার্থ ধানুষ্কদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, সে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "ভদন্ত, আমি ভগবানের প্রাণবধ করিতে পারিব না; তিনি মহর্দ্ধি ও মহানুভাব।" দেবদত্ত বলিল, "দরকার নাই, তুমি শ্রমণ গৌতমের প্রাণবধ নাই করিলে। আমি নিজেই গিয়া তাঁহার জীবনান্ত করিব।" তখন পশ্চিম দিকে গৃধ্রকূটের ছায়া পড়িয়াছিল, এবং শাস্তা ঐ ছায়ায় পা-চারি করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া দেবদত্ত গৃধ্রকূটের শিখরে আরোহণ করিল, এবং এমন বেগে এক খণ্ড শিলা ফেলিয়া দিল যে, বোধ হইল উহা কোন যন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দেবদত্ত মনে করিল যে, সেই শিলার আঘাতেই শ্রমণ গৌতমের জীবনান্ত হইবে। কিন্তু ঐ সময়ে দুইটী পর্ব্বতশৃঙ্গ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই শিলার গতি রোধ করিল; কেবল একটা টুকরা উর্দ্ধে ছুটিয়া পুনর্ব্বার অধোদিকে গিয়া ভগবানের পাদে আঘাত করিল। আহত স্থান হইতে রক্ত বাহির হইল, ভগবান্ অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর জীবক শস্ত্র দ্বারা ক্ষতস্থান চিরিলেন, কুরক্ত বাহির করিলেন, পচামাংস তুলিয়া ফেলিলেন এবং ঔষধের প্রলেপ লাগাইলেন। ইহাতে শাস্তা নীরোগ হইলেন, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া আবার মহতী বুদ্ধলীলায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবদত্ত ভাবিল, 'শ্রমণ গৌতমের অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন কলেবর অবলোকন করিলে প্রকৃতই কোন মানুষ (শত্রুভাবে) তাঁহার সমীপে যাইতে পারে না। রাজার নালাগিরি নামক একটা অতি উগ্রস্বভাব দুষ্ট হস্তী আছে, বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের যে কি মাহাত্ম্য, সে কিছু তাহা জানে না। সেই হাতীটাই শ্রমণ গৌতমের প্রাণবধ করিবে।' ইহা ভাবিয়া দেবদত্ত রাজাকে তাহার অভিসন্ধি জানাইল। রাজা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং মাহুতকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্র, কাল নালাগিরিকে মাতাল করিবে এবং শ্রমণ গৌতম যে পথে যাতায়াত করেন, প্রাতঃকালে তাহাকে সেই পথে ছাড়িয়া দিবে।' দেবদত্ত মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিল 'অন্যান্য দিনে হাতীটা কি পরিমাণ মদ খায়?" মাহুত বলিল, "আট ঘট।" 'কাল ইহাকে ষোল ঘট পান করাইবে এবং যাহাতে শ্রমণ গৌতমের অভিমুখে ছুটে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।' মাহুত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি জানাইল।

এদিকে রাজা ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, "কাল নালাগিরিকে মাতাল করিয়া নগরের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। নগরবাসীরা যেন প্রাতঃকালেই স্ব স্ব কার্য্য শেষ করে এবং রাস্তায় বাহির না হয়।" দেবদত্তও রাজভবন হইতে অবতরণপূর্ব্বক হস্তিশালায় গিয়া হস্তিপালকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার কথা শুন, আমি উচ্চস্থানীয়কে নিম্নস্থানীয় করিতে পারি, যদি তোমরা ভাল চাও, তবে প্রাতঃকালেই নালাগিরিকে ষোল ঘট তীক্ষ্ণসুরা পান করাইবে, শ্রমণ গৌতম যখন বাহির হইবে, তখন অঙ্কুশে বিদ্ধ করিয়া হাতীটাকে ক্রুদ্ধ করিবে; সে হস্তিশালা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িলে, যে পথে শ্রমণ গৌতম আসিবেন, সেই পথে তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। এইরূপ তোমাদিগকে শ্রমণ গৌতমের প্রাণনাশ করিতে হইবে।" হস্তিপালেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

এই ষড়্‌যন্ত্র অচিরে সমস্ত নগরবাসীর কর্ণগোচর হইল। যে সকল উপাসক বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অনুরক্ত, তাহারা শাস্তার নিকটে গিয়া বলিল, "ভদন্ত, দেবদত্ত রাজার সঙ্গে যোগ দিয়া, কাল আপনি যে পথে যাইবেন,

---

* এই জাতকের এবং ইহার পরবর্ত্তী জাতকের অতীত বস্তুর সহিত চতুর্থখণ্ডের হংস-জাতকের (৫০২) অতীত বস্তু এবং জাতক-মালার হংস-জাতক (২২) তুলনীয়।

সেই পথে নালাগিরিকে ছাড়িয়া দেওয়াইবে। কাল আপনি ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিবেন না; এখানেই থাকিবেন আমরা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের খাদ্য বিহারেই আনিয়া দিব।" "আমি কাল ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিব," শাস্তা একথা না বলিয়া উত্তর দিলেন, "কাল আমি একটী অলৌকিক ঘটনা দেখাইব। আমি নালাগিরিকে দমন করিব, তীর্থিকদিগকে মর্দ্দিত করিব, রাজগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা না করিয়াই ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বেণুবনে যাইব। রাজগৃহবাসীরা প্রচুর ভক্ষ্যপাত্র লইয়া সেখানে উপস্থিত হইবে, এইরূপে বিহারেই উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা হইবে।" শাস্তা উক্তরূপে উপাসকদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। উপাসকেরা মনে করিল, তথাগত তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাহারা ভক্ষ্যপাত্র লইয়া যাত্রা করিল এবং ভাবিল, বিহারে গিয়াই ভক্ষ্য দান করিব।

ক্রমে রাত্রি হইল, শাস্তা প্রথম যামে ধর্ম্মদেশন করিলেন, দ্বিতীয় যামে দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন, শেষ যামের প্রথম ভাগে সিংহশয্যায়* শয়ন করিলেন, দ্বিতীয় ভাগে ফলসমাপত্তির আনন্দভোগ করিলেন, তৃতীয় ভাগে মহাকরুণাদ্র হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং তাঁহার বান্ধবদিগের মধ্যে কে কে বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেন। তিনি দেখিলেন, নালাগিরিকে দমন করিলে চতুরশীতি সহস্র জীব সদ্ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল তিনি শরীরকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক আয়ুষ্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, রাজগৃহের চতুর্দ্দিকে যে অষ্টাদশ বিহার আছে তাহাদের সমস্ত ভিক্ষুকে বল, আজ আমার সঙ্গে রাজগৃহে প্রবেশ করিতে হইবে।" স্থবির ভিক্ষুদিগকে এই আদেশ জানাইলেন, সমস্ত ভিক্ষু বেণুবনে সমবেত হইলেন। শাস্তা এই মহাভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

হস্তিপালেরা যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই কাণ্ড দেখিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইল। যাহাদের চিত্ত বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন হইয়াছিল, তাহারা ভাবিল, 'আজ বুদ্ধনাগের সহিত পশুনাগের সংগ্রাম হইবে অনুপম বুদ্ধলীলায় পশুনাগের দমন হইবে, ইহা আমরা দেখিতে পাইব।' তাহারা প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া অবস্থিতি করিল। যাহারা বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাহীন, সেই মিথ্যাদৃষ্টিকেরা ভাবিল "নালাগিরি চণ্ডস্বভাব, ও অতি নিষ্ঠুর, সে বুদ্ধের গুণ জানে না, সে আজ শ্রমণ গৌতমের হেমবর্ণ দেহ বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার জীবনান্ত করিবে। আমরা আজ আমাদের শত্রুর পৃষ্ঠ দেখিতে পাইব (অর্থাৎ আজ আমাদের শত্রু নাশ হইবে)। এই বিশ্বাসে তাহারাও প্রাসাদাদির উপরে উঠিয়া দেখিতে লাগিল।

ভগবান অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া নালাগিরি জনসমূহের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক গৃহ সকল ধ্বংস করিতে করিতে, শকটসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করিতে করিতে শুণ্ড তুলিয়া, কর্ণ ও পুচ্ছ তুলিয়া পতনশীল সর্ব্বসংহারক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ঐ নালাগিরি চণ্ড, পরুষ ও মনুষ্যঘাতক; ও এই পথেই ছুটিয়া আসিতেছে, ও নিশ্চয় বুদ্ধাদির মাহাত্ম্য জানে না। অতএব, হে ভগবন্, আপনি ফিরুন; হে সুগত, আপনি ফিরুন।" শাস্তা বলিলেন, "কোন ভয় নাই, ভিক্ষুগণ। নালাগিরিকে দমন করিবার জন্য যে বল আবশ্যক তাহা আমার আছে।" আয়ুষ্মান্ সারিপুত্র শাস্তার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, পিতার সেবার জন্য যদি কোন কার্য্য করিতে হয়, তবে সে ভার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরই পড়ে। আমি নালাগিরিকে দমন করিতেছি।' শাস্তা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "সারিপুত্র, বুদ্ধের বল একপ্রকার, শ্রাবকের বল অন্যপ্রকার। তুমি বিরত হও।" অতঃপর অশীতি মহাস্থবিরদিগের প্রায় সকলেই সারিপুত্রের ন্যায় ঐরূপ প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু শাস্তা তাঁহাদের সকলকেই নিবৃত্ত করিলেন।

কিন্তু শাস্তার প্রতি আয়ুষ্মান্ আনন্দের অপরিসীম স্নেহ ছিল। তিনি শাস্তার এই সঙ্কল্প সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভাবিলেন, 'হস্তীটা প্রথমে আমাকে মারুক।' তিনি তথাগতকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া শাস্তা বলিলেন, "সরিয়া যাও, আনন্দ; আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিও না।" আনন্দ বলিলেন, "ভদন্ত, এই হস্তী চণ্ড, পরুষ, মনুষ্যঘাতী, প্রলয়াগ্নিকল্প, এ প্রথমে আমাকে মারুক, তাহার পর আপনার নিকটে আসুক।" শাস্তা আনন্দকে তিন বার সরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু আনন্দ পূর্ব্ববৎ তাঁহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেখান হইতে প্রতিবর্ত্তন করিলেন না। তখন ভগবান্ তাঁহাকে ঋদ্ধিবলেই সরাইয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে স্থাপন করিলেন।

* অর্থাৎ দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া।

এই সময়ে এক নারী নালাগিরিকে দেখিয়া মরণভয়ে এমন ভীত হইল যে, পলাইবার কালে অঙ্কস্থিত পুত্রটীকে নালাগিরি ও তথাগতের মধ্যবর্ত্তী পথে ফেলিয়া রাখিয়া গেল। নালাগিরি ঐ নারীকে তাড়া করিয়া যাইতেছিল, সে এখন ছেলেটীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেটী মহা চীৎকার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শাস্তা নালাগিরিকে মৈত্রীভাবে প্লাবিত করিয়া সুমধুর ব্রহ্মস্বরে বলিলেন "ভো নালাগিরে, তোমাকে যে ষোড়শ ঘট সুরাপান করাইয়া মত্ত করিয়াছে, তাহা আমাকে বধ করাইবার জন্য অন্য কাহারও বধের জন্য নহে। তুমি ছুটাছুটি করিয়া অকারণে শ্রান্ত হইও না, আমার দিকে অগ্রসর হও।"

শাস্তার বচন শুনিয়া নালাগিরি চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক তাঁহার রূপশ্রীসম্পন্ন দেহ অবলোকন করিল, অমনি তাহার মনে বড় উদ্বেগ জন্মিল। বুদ্ধের তেজে সুরামত্ততা অন্তর্হিত হইল। সে শুণ্ড অবনত করিয়া কর্ণ সঞ্চালন করিতে করিতে শাস্তার পাদমূলে পতিত হইল। তখন শাস্তা বলিলেন, 'নালাগিরে তুমি পশুযোনিজ বারণ, আমি বুদ্ধ বারণ। এখন হইতে তুমি আর চণ্ড পরুষ ও মনুষ্যঘাতক হইও না, চিত্তে মৈত্রীভাব পোষণ কর।' এই উপদেশ দিয়া তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া নালাগিরির কুম্ভে বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিলেন,

এ কুঞ্জরে আক্রমণ করিও না হে কুঞ্জর
এ কুঞ্জরে আক্রমিলে পাবে দুঃখ ভয়ঙ্কর।
বধ যদি এ কুঞ্জরে মৃত্যু তব হবে যবে,
পরলোকে গিয়া তুমি দুর্গতি দারুণ পাবে।
হইয়ো না কখনো মত্ত প্রমত্ত হবোনা আর,
প্রমত্ত যে, কোনকালে সুগতি হয় না তার।
সেই কর্ম্ম ইহলোকে কর তুমি অনুষ্ঠান,
যার বলে পরলোকে লভিবে উত্তম স্থান।

নালাগিরির সর্ব্বশরীর প্রীতিবিস্ফুরিত হইল। সে যদি তির্য্যগ্‌যোনিজ না হইত, তবে ঐ সময়েই সে স্রোতাপত্তিফল লাভ করিতে পারিত। দর্শকবৃন্দ এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে কোলাহল করিতে লাগিল, করতালি দিতে লাগিল এবং সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া নালাগিরির উপর এত আভরণ নিক্ষেপ করিল যে, তাহাতে ঐ হস্তীর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হইল। এই কারণে উক্ত সময় হইতে নালাগিরি "ধনপাল" এই আখ্যা পাইল।

ধনপালকের সমাগমে ঐ সময়ে চতুরশীতি সহস্র জীব নির্ব্বাণামৃত পান করিল। শাস্তা ধনপালককে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, সে শুণ্ডদ্বারা ভগবানের পদরজঃ গ্রহণ করিয়া তাহা নিজের মস্তকে বিকিরণ করিল, অবনতদেহে প্রতিবর্ত্তনপূর্ব্বক যতক্ষণ পর্য্যন্ত দশবলকে দেখা গেল, এক স্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। অতঃপর সে প্রতিগমনপূর্ব্বক হস্তিশালায় প্রবেশ করিল এবং তখন হইতে এমন শান্তশিষ্ট হইল যে, আর কাহারও কোন অনিষ্ট করিল না।

শাস্তা নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া আদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি ধনপালের উপর যে ধন নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই ধন তাহারই হইবে। তিনি ভাবিলেন, 'আমি অদ্য এক দুষ্কর অলৌকিক কার্য্য করিয়াছি। এই নগরে এখন পিণ্ডচর্য্যা করা বিসদৃশ হইবে।' এইজন্য, তীর্থিকদিগের মর্দ্দনের পর তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া রণজয়ী রাজার ন্যায় নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক বেণুবনে চলিয়া গেলেন। নগরবাসীরাও বহু অন্নপানীয় লইয়া বিহারে গিয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইল।

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভা পূর্ণ করিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখিলে ভাই, আয়ুষ্মান্ আনন্দ তথাগতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে গিয়া কি দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন! নালাগিরিকে দেখিয়া শাস্তা তাঁহাকে তিন বার সরিয়া যাইতে বলিলেও তিনি সরিয়া যান নাই। অহো! স্থবির আনন্দ অতি দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন। শাস্তা গন্ধকুটীরে থাকিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মসভায় আনন্দের গুণসম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছে, তিনি ভাবিলেন, সেখানে আমার উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য। তিনি গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মসভায় গেলেন এবং প্রশ্নদ্বারা ভিক্ষুদিগের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "কেবল এখন নহে, আনন্দ পূর্ব্বকালে যখন তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়াছিলেন, তখনও আমার জন্য নিজের প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন]

পুরাকালে মহিংশক রাজ্যে শকুলনগরে শকুলনামক এক রাজা যথাধর্ম রাজত্ব করিতেন। ঐ নগরের অদূরে এক নিষাদগ্রামবাসী নিষাদ পাশবিস্তার-পূর্ব্বক পক্ষী ধরিয়া নগরে আনিয়া বিক্রয় করিত এবং ইহাতেই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। শকুলনগরের নিকটে দ্বাদশ যোজন পরিধিবিশিষ্ট মানুষিক-নামক এক পদ্ম-সরোবর ছিল। উহা পঞ্চবিধ পদ্ম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত। সেখানে নানা জাতীয় পক্ষী বিচরণ করিত এবং উক্ত নিষাদ তাহাদিগকে ধরিবার জন্য যথেচ্ছভাবে পাশ বিস্তার করিত।

ঐ সময়ে ধৃতরাষ্ট্র-হংসকুলের রাজা ষণ্নবতিসহস্র হংস-পরিবৃত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে সুবর্ণগুহায় বাস করিতেন। তাঁহার সেনাপতির নাম ছিল সুমুখ। এক দিন সেই হংসযূথ হইতে কতিপয় সুবর্ণহংস মানুষিক সরোবরে গিয়াছিল এবং সেই প্রভূতখাদ্যসম্পন্ন জলাশয়ে যথাসুখ ভোজন করিয়া বিচিত্র চিত্রকূটে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্ররাজকে বলিয়াছিল, "মহারাজ, লোকালয়ে মানুষিক নামে এক পদ্ম-সরোবর আছে; তাহা প্রচুর খাদ্যে পরিপূর্ণ, আমরা ভোজনার্থ সেখানেই যাইব।" ধৃতরাষ্ট্ররাজ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন; তিনি বলিলেন, "লোকালয় শঙ্কাক্রান্ত, অতএব সেখানে যাইতে যেন তোমাদের অভিলাষ না হয়।" কিন্তু তাহারা নিষিদ্ধ হইয়াও পুনঃ পুনঃ ঐ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। তখন হংসরাজ বলিলেন, "বেশ; তোমাদের যদি ইহাই রুচি হয়, তবে আমিও সেই সরোবরে যাইব।" অনন্তর তিনি পরিজনসহ মানুষিক সরোবরে গমন করিলেন। কিন্তু আকাশ হইতে অবতরণ করিবার কালেই তিনি পাশের মধ্যে পা দিলেন। ঐ পাশ লোহার কাঁচির মত দৃঢ়ভাবে তাঁহার পা আটকাইয়া ধরিল। তিনি উহা ছিঁড়িবার জন্য পা টানিতে লাগিলেন; ইহাতে প্রথমে আবদ্ধ স্থানের চর্ম্ম, দ্বিতীয় বারে মাংস, তৃতীয় বারে স্নায়ু কাটিয়া পাশরজ্জু শেষে অস্থিতে গিয়া ঠেকিল। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ছুটিল; দুঃসহ বেদনা জন্মিল। হংসরাজ ভাবিলেন, 'আমি যে বদ্ধ হইয়াছি, যদি ইহা জানাইবার জন্য রব করি, তবে আমার জ্ঞাতিগণ ভয় পাইয়া আহার গ্রহণ না করিয়াই ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় পলায়ন করিবে এবং দুর্ব্বলতাবশতঃ সমুদ্রে পড়িয়া মরিবে।' এই জন্য তিনি বেদনা সহ্য করিয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার জ্ঞাতিরা যখন আহার শেষ করিয়া হংসকেলি আরম্ভ করিল, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বন্ধনরব করিলেন। উহা শুনিবামাত্র হংসগণ মরণভয়ে চিত্রকূটাভিমুখে ধাবিত হইল।

হংসগণের প্রস্থান করিবার কালে হংস-সেনাপতি সুমুখ ভাবিলেন, 'এই বন্ধনরব ত আমাদের মহারাজের বিপত্তির সূচক নহে? প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা জানিতে হইতেছে।' তিনি বেগে ধাবিত হইয়া পুরোগামী হংসদিগের নিকটে গেলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন না। যে সকল হংস পলায়মান যূথের মধ্যভাগে ছিল, তিনি তাহাদের মধ্যেও মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন যে, হংসরাজেরই নিশ্চয় বিপদ্ ঘটিয়াছে। তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া যাইবার কালে দেখিলেন, মহাসত্ত্ব পাশবদ্ধ হইয়া পঙ্কপৃষ্ঠে পড়িয়া আছেন। তাঁহার দেহ রক্তাক্ত এবং বেদনায় অবসন্ন। তিনি বলিলেন, "ভয় পাইবেন না, মহারাজ! আমি নিজের প্রাণ দিয়াও আপনাকে পাশমুক্ত করিব।" ইহা বলিতে বলিতে সুমুখ অবতরণ করিলেন এবং পঙ্কপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া মহাসত্ত্বকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন:—

২০। কে ইনি তোমার হন? কি সম্বন্ধ তোমাদের? মুক্তে করে বন্ধের শুশ্রূষা।
ছাড়ি এরে পলায়ন করিল বিহগগণ, একাকী তোমার এ দুর্দ্দশা।"
২১। ধৃতরাষ্ট্র হংসদের রাজা ইনি, হে নিষাদ! সখা মোর প্রাণের সমান,
এ বিপদে ফেলি এঁরে যাব না কোথাও আমি, যতদিন দেহে রবে প্রাণ।"
২২। "রাজা ইনি, তবে কেন দেখিতে না পাইলেন এ বিস্তৃত পাশ, খগবর?
জ্ঞানী, বলী নেতা যাঁরা, বিপত্তি কোথায় ঘটে, ভাবি তাহা হন অগ্রসর।"
২৩। "বিনাশের কাল যবে হয়, ব্যাধ, সমাগত, আয়ুর যখন ঘটে ক্ষয়,
সম্মুখে বিস্তৃত আছে পাশ, জাল, তবু তাহা দেখিতে শকতি নাহি রয়।"*
২৪। "সত্য বটে, বলিলে যা', ওহে মহাপুণ্যবান্† বহুবিধ পাতি আমি পাশ,
তার মধ্যে গূঢ় যেটা, তাহাতে সে পড়ে আসি হয় যার আসন্ন বিনাশ।"

এইরূপ আলাপের দ্বারা সুমুখ ব্যাধের চিত্তমোদনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথায় মহাসত্ত্বের জীবন ভিক্ষা করিলেন:—

২৫। সঙ্গে তব এতক্ষণ হইল যে সম্ভাষণ
শুভফলপ্রদ তাহা হবে ত নিশ্চয়?
পেলেন কি অনুমতি চলি যেতে হংসপতি?
নাই ত মোদের এবে জীবনের ভয়?

সুমুখের মধুর বাক্যে ব্যাধের হৃদয় বিগলিত হইল। সে বলিল,

২৬। তুমি নও বধ্য মোর, তোমায় না চাই হে বধিতে।
যেথা ইচ্ছা যাও চলি চিরসুখে জীবন যাপিতে।

ইহার পর সুমুখ চারিটী গাথা বলিলেন:—

২৭। চাই না ক ইহা আমি, ইঁহার জীবন ভিন্ন অন্য কিছু নাহি আমি চাই,
এ কে যদি হও তুষ্ট, দাও ছাড়ি হংসরাজে; বধি মোরে মাংস খাও, ভাই।
২৮। দৈর্ঘ্যে আর স্থূলতায় উভয়েই সমকায়, সমবয়া আমরা দুজন,
এঁর বিনিময়ে যদি করহ আমাকে বধ, নাই তব ক্ষতির কারণ।
২৯। ভাবি ইহা কর শীঘ্র আমাতেই লোভ তব চরিতার্থ, নিষাদনন্দন,
অগ্রে কর মোরে বধ, পশ্চাতে বন্ধন হ'তে হংসরাজে করহ মোচন।
৩০। খাইবে আমার মাংস, রাখিবে প্রার্থনা মম, এ লাভ ত কম নয়, ভাই;
আজীবন মৈত্রীপাশে ধৃতরাষ্ট্র-হংসগণ আবদ্ধ থাকিবে তব ঠাঁই।

সুমুখের ধর্ম্মদেশনে ব্যাধের হৃদয় তৈলে নিক্ষিপ্ত কার্পাস তূলার ন্যায় কোমল হইল। লোকে যেমন দাসকে দাসস্বামীর হস্তে সমর্পণ করে, সেও সেইরূপ মহাসত্ত্বকে সুমুখের হস্তে সমর্পণ করিবার কালে বলিল,

৩১। হংসসঙ্ঘ সুবিশাল করুক দর্শন— মিত্রামাত্য, দারাসুত, ভৃত্য, বন্ধুগণ—
তোমারই চরিত্রবলে মুক্তি লভি আজ এস্থান হইতে চলি যান হংসরাজ।
৩২। এমন সৌভাগ্যবান্ আছে কয় জন, পায় যারা মিত্র, ভদ্র, তোমার মতন?
প্রাণসাধারণ সখা তব হংসপতি; রক্ষিতে ইঁহারে নিজে না চাও মুকতি!
৩৩। হংসরাজে মুক্তি তাই করিলাম দান; অনুগামী হয়ে তব করুন প্রস্থান।
যাও শীঘ্র, আছে যেথা জ্ঞাতির সমাজ; তাহাদের মধ্যে গিয়া করহ বিরাজ।

* ১৩শ গাথা মহাহংস-জাতকের (৫৩৪) ১০ম গাথা; ২০শ, ২১শ ও ২৩শ গাথা যথাক্রমে হংস-জাতকের (৫০২) ১০ম, ১১শ ও ৭ম গাথা।

† মূলে 'মহাপুঞ্ঞ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'অহংমনে' এই পাঠান্তরও দেখা যায়।

ইহা বলিয়া নিষাদপুত্র প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে মহাসত্ত্বের নিকটে গেল, বন্ধন ছেদন করিয়া করিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া সরোবর হইতে উপরে আনিল, এবং তীরস্থ তরুণ দর্ভতৃণের উপর রাখিল, পরে সে অতি সাবধানে, অথচ যত শীঘ্র পারিল, তাহার পদবন্ধনটা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। মহাসত্ত্বের প্রতি তাহার মনে প্রগাঢ় স্নেহ জন্মিল, সে মৈত্রীপূর্ণচিত্তে জল আনিয়া রক্ত ধুইল, এবং ক্ষত স্থানে পুনঃ পুনঃ হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার মৈত্রীর প্রভাবে বোধিসত্ত্বের পাদস্থ ক্ষত যুড়িয়া গেল, শিরার সঙ্গে শিরা, মাংসের সঙ্গে মাংস, চর্ম্মের সঙ্গে চর্ম্ম মিলিল, নূতন চর্ম্ম জন্মিল, তাহার উপর নূতন পালক দেখা দিল। ফলতঃ বোধিসত্ত্বের পাদ এমন হইল, যেন ইহা পাশবদ্ধ হয় নাই। তিনি পরমসুখে পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক ভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মহাসত্ত্ব এইরূপ সুখভাজন হইলেন দেখিয়া সুমুখ অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি নিষাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৪। প্রভুভক্ত বক্রগ্রীব প্রভুর মুক্তিতে সুখ পায়,
বলিয়া মধুর কথা নিষাদের শ্রবণ জুড়ায় :—

৩৫। "মুক্ত দেখি হংসরাজে সে আনন্দ হইল আমার,
তুমিও স্বজনসহ ভুঞ্জ সেই আনন্দ অপার।*

এইরূপে ব্যাধের স্তুতি করিয়া সুমুখ মহাসত্ত্বকে বলিলেন, "মহারাজ, এই ব্যক্তি আমাদের মহা উপকার করিয়াছে। এ যদি আমাদের কথা না শুনিয়া আমাদিগকে ক্রীড়ার্থ পুষিয়া ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগকে দিত, তাহা হইলে প্রচুর ধনলাভ করিতে পারিত; আমাদিগকে মারিয়া মাংস বিক্রয় করিলেও ইহার অর্থাগম হইত। কিন্তু এ নিজের জীবিকার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমাদের কথা রক্ষা করিয়াছে। ইহাকে রাজার নিকটে লইয়া, যাহাতে ইহার সুখে জীবিকানির্ব্বাহ হয়, তাহা করা আবশ্যক। মহাসত্ত্ব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। সুমুখ নিজের ভাষার মহাসত্ত্বকে এই কথা বলিয়া মনুষ্যভাষায় ব্যাধপুত্রকে সম্বোধন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন "সৌম্য, তুমি কি নিমিত্ত জাল পাত ?" ব্যাধ বলিল, "ধনের জন্যই আমাকে এ কাজ করিতে হয়।" "তবে আমাদিগকে লইয়া নগরে প্রবেশ কর এবং রাজার নিকটে চল। তোমাকে বহু ধন দেওয়াইব।

৩৬। এস, ব্যাধ, বলি শুন একটী উপায়,
যাহাতে ঘটিবে বহু ধনলাভ তব।
ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজ না করেন কভু
হেন কাজ, পাপের সংস্পর্শ আছে যাতে।

৩৭। লও তুমি বাঁক কান্ধে, অবদ্ধাবস্থায়
রাজাকে, আমাকে তার বসাও দুপাশে,
বসি যথা স্বভাবতঃ অরণ্যে আমরা।
এই ভাবে চল লয়ে, যত শীঘ্র পার,
রাজ-অন্তঃপুরে, সেথা দেখাও রাজারে।

---

* হংস-জাতকের (৫০২) ১৩শ গাথা।

৩৮। বল তাঁরে, 'মহারাজ, আনিয়াছি আমি
ধৃতরাষ্ট্রকুলোত্তম এ দুই বিহঙ্গ।
ইনি হংসরাজ, ইনি হংস-সেনাপতি।'

৩৯। হংসরাজে বিলোকন করিয়া ভূপতি
নিশ্চয় পরমা প্রীতি পাইবেন মনে।
তোমাকেও বহু বিত্ত করিবেন দান।"

ইহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, "প্রভু, আপনারা রাজদর্শনের ইচ্ছা ত্যাগ করুন। রাজারা অব্যবস্থিত চিত্ত; রাজা আপনাদিগকে কেলিহংস করিয়া রাখিতে পারেন, বধ করিতেও পারেন।" সুমুখ ব'ললেন, "তুমি ভয় পাইও না, সৌম্য। আমি তোমার মত পরুষ, রক্তকলুষিতহস্ত ব্যাধের হৃদয় ধর্ম্মকথা দ্বারা কোমল করিয়া তোমাকে আমার পদানত করিয়াছি। রাজারা সাধারণতঃ পুণ্যবান্ ও প্রজ্ঞাবান্; তাঁহারা সুভাষিত ও দুর্ভাষিতের প্রভেদ জানেন। তুমি শীঘ্র আমাদিগকে লইয়া রাজাকে দেখাও।" ব্যাধ বলিল, "বেশ, তাহাই করিতেছি। আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। আপনারা যখন ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আমি আপনাদিগকে রাজ-সকাশেই লইয়া যাইতেছি।" অনন্তর সে দুইটী হংসকেই বাঁকের দুই প্রান্তে বসাইয়া রাজভবনে গেল এবং রাজাকে হংস দুইটী দেখাইল। রাজা তাহাকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জানাইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন:—

৪০। হংসদের কথামত করে ব্যাধ কাজ;
বসিল বাঁকের দুই প্রান্তে হংসদ্বয়
অবদ্ধ, যেমন তারা বসে স্বভাবতঃ।
লয়ে তাহা স্কন্ধে ব্যাধ রাজ-অন্তঃপুরে
প্রবেশিল, প্রদর্শন করিল রাজারে।

৪১। বলে, "ভূপ, আনিয়াছি দিতে উপহার
ধৃতরাষ্ট্রকুলোত্তম এ দুই বিহঙ্গ।
ইনি হংসরাজ, ইনি হংস সেনাপতি।"

৪২। "ধৃতরাষ্ট্র হংসগণ শ্রেষ্ঠ হংসকুলে;
রাজা, আর সেনাপতি ইঁহারা তাদের।
তব হস্তে বন্দী এঁরা হলেন কিরূপে?
কিরূপে ধরিলে, ব্যাধ, এই হংসদ্বয়ে?'

৪৩। "যেখানে সুবিধা দেখি পাখী মারিবার—
পল্বলে পল্বলে আমি রাখি, মহারাজ,
পাশ বিস্তারিয়া, এই জীবিকা আমার।

৪৪। হলেন তাদৃশ পাশে বদ্ধ হংসরাজ;
যদিও অবদ্ধ নিজে, তবু সেনাপতি
ছিলেন বিষণ্ণমুখে প্রভুপার্শ্বে বসি।
সেনাপতিসহ মোর হ'ল সম্ভাষণ।

৪৫। অনার্য্যের পক্ষে যাহা নিতান্ত দুষ্কর,
হেন উচ্চাশয় মনে করেন পোষণ
হংস-সেনাপতি এই; হিতার্থে প্রভুর
আত্মবিসর্জ্জনরূপ ধর্ম্মে মহাবল।

৪৬। জীবিতার্হ এই সেনাপতি মহাশয়
বর্ণিয়া প্রভুর গুণ, করিয়া বিলাপ
মাগিলেন ভিক্ষা এঁর প্রভুর জীবন,
নিজের জীবন তার দিয়া বিনিময়ে।

৪৭। হইনু প্রসন্নচিত্ত, করিনু মোচন
পাশ হতে হংসরাজে, দিনু অনুমতি
যথাসুখে চিত্রকূটে করিতে প্রস্থান।

৪৮। মুক্তি লভি প্রভুভক্ত বক্রাঙ্গ প্রভুর
পাইলা পরমা প্রীতি, কর্ণসুখকর
মধুর বচনে তুষ্ট করিলা আমায় :—

৪৯। 'হংসরাজে মুক্ত দেখি যে আনন্দ আজ
পাইনু, নিষাদ, আমি জ্ঞাতিগণসহ
সে আনন্দ ভোগ তুমি কর চিরকাল।

৫০। এস, ব্যাধ, বলি শুন একটী উপায়,
যাহাতে ঘটিবে বহু ধনলাভ তব।
ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজ না করেন কভু
হেন কাজ, পাপের সংস্পর্শ আছে যাতে।

৫১। লও তুমি বাঁক কান্ধে, অবদ্ধাবস্থায়
রাজাকে, আমাকে আর বসাও দুপাশে,
বসি যথা স্বভাবতঃ অরণ্যে আমরা।
এইভাবে চল ল'য়ে, যত শীঘ্র পার,
রাজ-অন্তঃপুরে, সেথা দেখাও রাজারে।

৫২। বল তাঁরে, "মহারাজ, আনিয়াছি আমি
ধৃতরাষ্ট্র-কুলজাত এ দুই বিহঙ্গ,
ইনি হংসরাজ, ইনি হংস-সেনাপতি।"

৫৩। হংসরাজে বিলোকন করিয়া ভূপতি
নিশ্চয় পরমা প্রীতি পাইবেন মনে।
তোমাকেও বহুবিত্ত করিবেন দান।'

৫৪। পেয়ে এই আজ্ঞা করিয়াছি আনয়ন
হংসরাজে, আর সেনাপতিকে এখানে।
বন্দী নন এঁরা মোর, অনুমতি আমি
দিয়াছি, পারেন এঁরা যেথা ইচ্ছা যেতে।

৫৫। বলিলাম, মহারাজ, কিরূপে এ দশা
পেলেন বিহঙ্গ এই পরম ধার্ম্মিক।
ধন্য ইনি, মোর মত নিষ্ঠুর ব্যাধের
চিত্তকে দয়ার্দ্র ইনি করিলেন আজ।

৫৬। করিনু প্রদান, ভূপ, এই খগোত্তম
উপহাররূপে আসি, নিষাদের গ্রামে
কুত্রাপি ঈদৃশ পক্ষী দেখা নাহি যায়।
পরীক্ষা করুন, আছে কি গুণ ইঁহার।"

রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্যাধ এইরূপে সুমুখের গুণকীর্ত্তন করিল। তখন রাজা হংসরাজকে মহার্হ আসন এবং সুমুখকে সুবর্ণভদ্রপীঠ দেওয়াইলেন, তাঁহারা উপবেশন করিলে সুবর্ণপাত্রে লাজ, মধু, গুড় প্রভৃতি আনাইলেন এবং তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাসত্ত্বের নিকট ধর্ম্মকথা প্রার্থনাপূর্ব্বক নিজেও সুবর্ণ-পীঠে আসীন হইলেন। রাজার অনুরোধে মহাসত্ত্ব তাঁহার সহিত প্রীতিসম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫৭। শুভস্বর্ণপীঠাসীন দেখিয়া রাজারে
বলিল বক্রাঙ্গ শ্রুতিসুমধুর বাণী :--

৫৮। "কুশল ত, ভূপ, তব? আপৎ ত নাই?
রাজ্য ত সমৃদ্ধিশালী? যথাধর্ম্ম তুমি
পালন ত করিতেছ পৌরজানপদে?"

৫৯। "সর্ব্বতঃ কুশল মম, নিরাপৎ আমি,
রাজ্যও সমৃদ্ধিশালী? ধর্ম্ম অনুসরি
পালিতেছি সদা পৌরজানপদগণে।"

৬০। "তোমার অমাত্যগণ নির্দ্দোষ ত সবে?
সাধিতে তোমার কার্য্য, তব হিত তরে
জীবন পর্য্যন্ত পণ করে ত তাহারা?"

৬১। "অমাত্য আমার সব বিশ্বাসভাজন,
অম্লানবদনে তারা, করি প্রাণপণ,
সতত আমার হিত করে সম্পাদন।"

৬২। "ভার্য্যা ত সদৃশী তব বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল অন্তরে আজ্ঞাবহনতৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী?"

৬৩। "সদৃশী আমার ভার্য্যা বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল অন্তরে আজ্ঞাবহনতৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী।"

বোধিসত্ত্ব রাজাকে এইরূপে প্রীতিসম্ভাষণ করিলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন,

৬৪। মহাশক্র নিষাদের হস্তগত হ'য়ে
পেলে কি দারুণ দুঃখ সে বিপত্তিকালে?

৬৫। দণ্ডহস্তে ধেয়ে গিয়া দারুণ প্রহারে
দিল কি যাতনা এই পামর তোমায়?
এই সব পাষণ্ডের নাই দয়ামায়া,
নিষ্ঠুরতা ইহাদের প্রকৃতি-সুলভ।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৬৬। বিপৎ ঘটিয়াছিল সত্য, মহারাজ ;
কিন্তু অমঙ্গল কিছু ঘটেনি আমার।
করেনি আমার প্রতি নিষাদনন্দন
কোনরূপ ব্যবহার শত্রুর মতন।

৬৭। কম্পমান দেহে ব্যাধ নিজেই প্রথমে
করেছিল সম্ভাষণ আমা দুই জনে।
পণ্ডিত সুমুখ পরে হইলা প্রবৃত্ত
কথোপকথনে তা'র সঙ্গে, নরবর।

৬৮। শুনি সুমুখের বাণী প্রসন্ন অন্তরে
করিল বন্ধনমুক্ত নিষাদ আমায় ;
দিল অনুমতি মোরে যেতে যথাসুখে।

৬৯। নিষাদ লভুক ধন, এই ইচ্ছা করি
সুমুখ(ই) উপায় এক চিন্তিলেন মনে ;
এসেছি সেহেতু মোরা তোমার সকাশে।

রাজা বলিলেন,

৭০। স্বাগত, বিহগবর, তোমা দোঁহাকার ;
পাইলাম প্রীতি আগমনে তোমাদের ;
নিষাদ(ও) লভুক ধন যত ইচ্ছা তার।

ইহা শুনিয়া রাজা জনৈক অমাত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতে হইবে, মহারাজ?" "এই নিষাদের কেশ ও শ্মশ্রু ছাঁটাইবার ব্যবস্থা করুন; তাহার পর ইহাকে স্নান করাইয়া গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত করিবার আদেশ দিন। শেষে ইহাকে সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করাইয়া এখানে আনয়ন করুন।" নিষাদ অমাত্যকর্তৃক উক্তরূপে আনীত হইলে রাজা তাহাকে একখানি গ্রাম, একটী বাসভবন, একখানি উৎকৃষ্ট রথ এবং সুবর্ণাদি অন্যান্য বহু ধন দান করিলেন। গ্রামখানির বার্ষিক আয় লক্ষ মুদ্রা ছিল; বাসভবনটীর দুই দিক্ দিয়া ছিল দুইটী রাস্তা।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭১। তুষিলেন ব্যাধে রাজা দিয়া বহু ধন ; তুষিলেন হংসে বলি মধুর বচন।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজার নিকট ধর্ম্মদেশন করিলেন। ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল; তিনি ধর্ম্মকথকের প্রতি সম্মান দেখাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে শ্বেতচ্ছত্র ও রাজ্য দান করিবার কালে বলিলেন,

৭২। ধর্ম্মানুমোদিত দ্রব্য যে আছে আমার,
যা' কিছু আমার বলি—সমস্ত ঐশ্বর্য্য
তোমাদের সেবাহেতু হ'ল নিয়োজিত ;
আজ্ঞা দাও, কি লইতে ইচ্ছা তোমাদের।

৭৩। দান হেতু, কিংবা ভোগ করিবার তরে
যাহা চাও, তাহা লও, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য
সমর্পিনু সমুদায় তোমাদের করে।

রাজা যে শ্বেতচ্ছত্র দান করিলেন, মহাসত্ত্ব তাহা তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'আমি ত হংসরাজের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিলাম; এই সুমুখ মধুরভাষী; ব্যাধপুত্র ইহা বার বার মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছে। ইহারও মুখে ধর্ম্মকথা শুনিব।' এই অভিপ্রায়ে তিনি সুমুখকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

৭৪। সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ সুমুখ আমায়
দয়া করি ইচ্ছামত কিছু উপদেশ
দেন যদি, শুনি তাহা পাব বড় সুখ।

সুমুখ বলিলেন,

৭৫। তুমি নরনাথ, আর হংসনাথ ইনি;
পর্ব্বতবিবর-গত নাগরাজ সম
মধ্যে আমি তোমাদের; সাধ্য মোর নাই
অবিনয় দেখাইতে বলি কোন কথা।

৭৬। রাজা ইনি আমাদের হংস-কুলোত্তম,
মনুজেন্দ্র তুমি ভূপ; বিবিধ কারণে
পূজনীয় আমাদের তোমরা দুজনে।

৭৭। হেন শ্রেষ্ঠ সত্ত্বদ্বয় নিবিষ্ট যেখানে
গুরুতর নানা বিষয়ের সমাধানে,
সেবক যে, তার পক্ষে অতি অসঙ্গত
কোন কথা বলা, ভূপ, দেখহ বিচারি।

সুমুখের কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "নিষাদ বলিয়াছে, সুমুখের মত মধুরধর্ম্মকথক আর কেহ নাই।

৭৮। পণ্ডিত বলিয়া এই বিহগবরের
দিয়াছে যে পরিচয় নিষাদনন্দন,
সত্য তাহা, হেন প্রজ্ঞা দেখা নাহি যায়
মিত্রদ্রোহী অবিনয়ী প্রাণীর কথন।

৭৯। যত দূর দেখিয়াছি এ জীবনে আমি,
নির্ম্মলস্বভাব হেন, হেন শ্রেষ্ঠ জীব
কুত্রাপি হয় নি মম নয়নগোচর।

৮০। মধুর প্রকৃতি, আর বাক্য সুমধুর
তোমা দোঁহাকার মম হরিয়াছে মন।
একান্ত বাসনা তাই, যেন চিরদিন
দরশন তোমাদের ঘটে ভাগ্যে মোর।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজার প্রশংসা করিয়া কয়েকটী গাথা বলিলেন :—

৮১। পরম বন্ধুর প্রতি কৃত্য যাহা আছে।
আমাদের প্রতি, ভূপ, করেছ সে সব।
ভক্তি, প্রীতি সুপ্রচুর পেয়েছি আমরা
তোমার নিকটে, ইহা জানিবে নিশ্চয়।

৮২। আমাদের অদর্শনে জ্ঞাতিগণ মাঝে
যে স্থান হয়েছে শূন্য, অতি বড় তাহা।
হইয়াছে হংসগণ নিতান্ত দুঃখিত।

৮৩। তাই তুমি, অরিন্দম, দাও অনুমতি,
প্রদক্ষিণ করি মোরা দুজনে তোমায়
জ্ঞাতিদের শোক-অপনোদনের তরে
যাই এবে জ্ঞাতিগণে দেখিতে সত্বর।

৮৪। পেয়েছি বড়ই প্রীতি দর্শনে তোমার,
আশ্বাসপ্রদানে সুখী করা জ্ঞাতিগণে—
ইহাও উদ্দেশ্য মহা সম্প্রতি মোদের।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে রাজা তাঁহাদের গমন অনুমোদন করিলেন। মহাসত্ত্ব রাজাকে পঞ্চবিধ দুঃশীলের দুঃখকর পরিণাম ও পঞ্চশীলের গুণ বুঝাইলেন; বলিলেন, "মহারাজ, যথাধর্ম্ম রাজত্ব করুন এবং চতুর্ব্বিধ সংগ্রহবস্তু * দ্বারা প্রজাদিগের অনুরাগভাজন হউন।" অনন্তর তিনি চিত্রকূটে চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৮৫। নৃপতিকে এইরূপে করি সম্ভাষণ
ধৃতরাষ্ট্রহংসরাজ গেলা মহাবেগে
যেখানে চরিতেছিল জ্ঞাতিগণ তাঁর।

৮৬। রাজা, সেনাপতি, দু'য়ে অক্ষতশরীরে
ফিরিলেন দেখি তারা মহা কেকারবে
নিনাদিত দশদিক্ করিল সকলে।

৮৭। বন্ধন-বিমুক্ত হ'য়ে এসেছেন তাঁরা,
এ আনন্দে প্রভুভক্ত বিহঙ্গমগণ
উড়িতে লাগিল সবে চৌদিকে তাঁদের।
ছিল নিরাশ্বাস, এবে আশ্বাস পাইল।

হংসরাজকে পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে যাইতে যাইতে হংসেরা জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আপনি কি উপায়ে মুক্তি লাভ করিলেন?" মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি সুমুখের গুণেই মুক্ত হইয়াছেন। অনন্তর, শকুনরাজ ও ব্যাধপুত্রের সঙ্গে তাঁহাদের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি সমস্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া হংসগণ সন্তুষ্ট হইল এবং "সেনাপতি সুমুখ, রাজা ও ব্যাধপুত্র যেন কোন দুঃখ না পাইয়া পরমসুখে চিরজীবী হন" ইহা বলিয়া তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন:—

৮৮। মৈত্রীভাবে পরিপূর্ণ যাহার হৃদয়, সকল অভীষ্ট তার সদা সিদ্ধ হয়;
ধৃতরাষ্ট্রহংসগণ ইহার প্রমাণ, জ্ঞাতিমধ্যে পেল পুনঃ নিজ নিজ স্থান।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ আমার জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সমবধান—তখন ছন্ন ছিলেন সেই নিষাদ, সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা, আনন্দ ছিলেন সুমুখ, বুদ্ধসেবকেরা ছিল সেই নবতিসহস্র হংস এবং আমি ছিলাম সেই হংসরাজ।]

---

* সংগ্রহবস্তু চতুর্ব্বিধ—দান, প্রিয়বাক্য, তথার্থচর্য্যা, সমানসুখদুঃখতা।

৫৩৪—মহাহংস-জাতক।*

[এই আখ্যায়িকাও শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতকালে স্থবির আনন্দের আত্মজীবনোৎসর্গ-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকের বর্ত্তমানবস্তুসদৃশ। এ ক্ষেত্রে শাস্তা অতীত কথাটী নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ সংযমের† ক্ষেমানাম্নী অগ্রমহিষী ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব নবতি সহস্র হংসপরিবৃত হইয়া চিত্রকূটে বাস করিতেন। একদা ক্ষেমা দেবী প্রত্যূষ-কালে স্বপ্ন দেখিলেন, কয়েকটী সুবর্ণবর্ণ হংস আসিয়া রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক মধুর স্বরে ধর্ম্মকথা বলিতেছে; তিনি সাধুকার দিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন, কিন্তু শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রজনী প্রভাতা হইল; হংসগুলি ধর্ম্মকথা বলিয়া প্রাসাদ-বাতায়নপথে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া "ধর, ধর, হংসগুলি পলায়ন করিতেছে" বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেবীর কথা শুনিয়া পরিচারিকারা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "হংস কোথায়?" এই সময়ে দেবীর জ্ঞান হইল যে, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'যাহা নাই বা ছিল না, আমি কখনও তাহা দেখি নাই। নিশ্চয় এই পৃথিবীতে সুবর্ণবর্ণ হংস আছে। যদি রাজাকে বলি যে, আমি সুবর্ণহংসদিগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে অভিলাষ করিয়াছি, তবে তিনি উত্তর দিবেন যে, তিনি পূর্ব্বে কখনও সুবর্ণহংস দেখেন নাই; হংসেরা যে ধর্ম্ম কথা বলে, ইহাও অসম্ভব। ইহা বলিয়া তিনি আমার ইচ্ছাপূরণের জন্য কোন চেষ্টাই করিবেন না। কিন্তু যদি বলি যে, আমার দোহদ উৎপন্ন হইয়াছে, তবে তিনি যে কোন উপায়েই হউক, অনুসন্ধান করিবেন, আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।' মনে মনে ইহা স্থির করিয়া মহিষী পীড়ার ভাণ করিলেন, এবং পরিচারিকাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, মহিষীর আগমনবেলায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষেমা দেবী কোথায়?" পরিচারিকারা বলিল, "তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" তখন রাজা ক্ষেমার নিকটে গিয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন এবং তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার না কি অসুখ করিয়াছে?" ক্ষেমা বলিলেন, "মহারাজ, কোন অসুখ করে নাই; কিন্তু আমার একটা দোহদ জন্মিয়াছে।" "বল, প্রিয়ে, তুমি কি পাইতে ইচ্ছা কর। আমি শীঘ্রই তাহা আনয়ন করিতেছি।" "মহারাজ, আমি একটী সুবর্ণহংসকে শ্বেতচ্ছত্রের নীচে রাজ-পল্যঙ্কে বসাইয়া ও গন্ধমালাদি দ্বারা পূজা করিয়া সাধুকার দিতে দিতে তাহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। এই অভিলাষ যদি পূর্ণ হয়, তবেই আমার মঙ্গল; নচেৎ আমার প্রাণ রক্ষা হইবে না।" "মনুষ্যলোকে যদি এরূপ হংস থাকে, তবে নিশ্চয় তুমি পাইবে; তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" মহিষীকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া রাজা শ্রীগর্ভ হইতে

---

* তু°—খুল্লহংসজাতক (৫৩৩), হংস-জাতক (৫০২) এবং জাতকমালা, ২২। ফলতঃ মহাহংস-জাতকটী হংস ও খুল্লহংস-জাতকের সমষ্টি।

† রাজার নাম কোন কোন পুস্তকে 'সেয্যস্স', কোন কোন পুস্তকে 'সংযমস্স' দেখা যায়। ইহার কোনটীই সংস্কৃত নামানুযায়ী নয়। পরে দেখা যাইবে যে, ইঁহার নাম সংযম।

নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "ভো অমাত্যগণ, ক্ষেমাদেবী বলিতেছেন যে সুবর্ণহংসের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে পাইলে প্রাণ রাখিবেন; নচেৎ তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন; কোথাও সুবর্ণহংস আছে কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা কখনও সুবর্ণহংস কেমন, তাহা দেখি নাই, শুনিও নাই।" "কাহারা জানিতে পারে, বলুন ত।" "ব্রাহ্মণেরা, মহারাজ।" রাজা ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "আচার্য্যস্থানীয় * সুবর্ণ হংস কোথাও আছে কি?" "হাঁ, মহারাজ, পুরুষপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি যে, কোন কোন জাতীয় মৎস্য, কর্কট, কচ্ছপ, মৃগ, ময়ূর ও হংস, এই সকল তির্য্যগ্‌গণ সুবর্ণবর্ণ। তন্মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র-কুলজাত হংসগণ না কি সুপণ্ডিত ও জ্ঞানবান্। মনুষ্য লইয়া এই সপ্তবিধ জীব সুবর্ণবর্ণ।" রাজা ব্রাহ্মণদিগের কথায় প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র হংসাচার্য্যগণ কোথায় থাকে?" ব্রাহ্মণেরা উত্তর দিলেন, "জানি না, মহারাজ।" "কাহারা জানিতে পারে?" "ব্যাধেরা।" রাজা তখন ব্যাধদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু সকল, ধৃতরাষ্ট্র-কুলজাত হংসেরা কোথায় বাস করে?" একজন ব্যাধ বলিল, "কুলপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, তাহারা না কি হিমালয়স্থ চিত্রকূট পর্ব্বতে থাকে।" "তাহাদিগকে কি উপায়ে ধরা যাইতে পারে, তাহা জান কি?" "না মহারাজ, তাহা জানি না।"

রাজা আবার পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শুনিলাম, সুবর্ণহংসেরা চিত্রকূটে বাস করে। কি উপায়ে তাহাদিগকে ধরা যাইতে পারে, তাহা আপনারা জানেন কি?" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন "মহারাজ, সেখানে গিয়া ধরিবার প্রয়োজন কি, তাহাদিগকে এই নগরের নিকটে আনিয়াই ধরিব।" "তাহার উপায় কি, বলুন।" "মহারাজ, আপনি নগরের উত্তরে ত্রি-গব্যূতপ্রমাণ ক্ষেম নামক একটী সরোবর খনন করাইবার ব্যবস্থা করুন, উহা জলে পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে নানা জাতীয় ধান্য রোপণ করা হউক, উহার জলরাশি পঞ্চ বর্ণের পদ্মে সমাচ্ছন্ন করাইবার আদেশ দিন। এক জন বুদ্ধিমান্ ব্যাধের হস্তে ঐ সরোবরের রক্ষাবেক্ষণের ভার দিন; কোন লোক যেন উহার নিকটে যাইতে না পায়। উহার চারি কোণে লোক অবস্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রাণীর অভয় ঘোষণা করুক। অভয়বাণী শুনিলে বহু পক্ষী ঐ সরোবরে অবতরণ করিবে; ধৃতরাষ্ট্র হংসেরাও পক্ষিমুখ-পরম্পরায় উহার নিরাপদ্‌ভাব শুনিতে পাইয়া ওখানে আসিবে, তাহাদিগকে রোম-নির্ম্মিত পাশে আবদ্ধ করাইবেন।"

ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে রাজা উক্ত স্থানে ঐরূপ সরোবর খনন করাইলেন, এবং এক জন সুনিপুণ নিষাদকে ডাকাইয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা দানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি আজ হইতে ব্যাধবৃত্তি ছাড়িয়া দাও, আমিই তোমার স্ত্রী-পুত্রের পোষণ করিব, তুমি সাবধানে ক্ষেম সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ কর, কোন মানুষ সে দিকে অগ্রসর হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবে, চারি কোণে লোক রাখিয়া অভয় ঘোষণা করাইবে এবং যে সকল পক্ষী সেখানে যাতায়াত করিবে, আমাকে তাহাদের নাম জানাইবে। যখন সেখানে সুবর্ণ-হংসগণ আসিতে থাকিবে, তখন তুমি প্রচুর পুরস্কার পাইবে।" এইরূপে উৎসাহিত করিয়া রাজা ঐ ব্যাধকে ক্ষেম সরোবরের রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন; সেও ঐ দিন হইতে, রাজা যেরূপ

* পাঠান্তরে, 'হে আচার্য্যগণ!'

বলিলেন, সেইভাবে উহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। ক্ষেম সরোবরের রক্ষক হইল বলিয়া তাহার নাম হইল 'ক্ষেম নিষাদ।'

অতঃপর নানা জাতীয় পক্ষী ঐ সরোবরে অবতরণ করিতে লাগিল। সেখানে কোন ভয়ের কারণ নাই, পক্ষিমুখপরম্পরায় এই ঘোষণা শুনিয়া নানারূপ হংসও আসিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে দেখা দিল তৃণহংস। * তাহাদের কথা শুনিয়া আসিল পাণ্ডুহংস; এইরূপে যথাক্রমে মনঃশিলাহংস, শ্বেতহংস, পাকহংস আসিয়াও ঐ সরোবরে চরিতে লাগিল। তখন ক্ষেমক গিয়া রাজাকে জানাইল, "মহারাজ, এখন পঞ্চবর্ণের পঞ্চবিধ হংস আসিয়া সরোবরে চরিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাকহংসেরা আসিয়াছে দেখিয়া, মনে হয়, কয়েকদিনের মধ্যে সুবর্ণহংসেরাও দেখা দিবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "দেখ, অন্য কেহ যেন ক্ষেম সরোবরে না যাইতে পারে। তিনি ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন, "কেহ সেখানে গেলে তাহার হাত পা কাটিয়া ফেলা হইবে, ঘরবাড়ী লুঠ করা হইবে।" এই আজ্ঞা শুনিয়া কেহই ঐ সরোবরের ত্রিসীমায় পা দিত না।

পাকহংসেরা চিত্রকূটের অবিদূরে কাঞ্চনগুহায় বাস করে। তাহারাও মহাবল; তবে তাহাদের বর্ণ ধৃতরাষ্ট্র-হংসদিগের বর্ণ হইতে পৃথক্‌। কিন্তু পাকহংসরাজের কন্যা হেমবর্ণা ছিল, সে ধৃতরাষ্ট্র-হংসরাজের অনুরূপা ইহা মনে করিয়া পাকহংসরাজ তাহাকে ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজের পত্নী হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। এই হংসী ধৃতরাষ্ট্রপতির প্রিয়া ও মনোরমা হইয়াছিল, এবং এই নিমিত্ত পাকহংস ও ধৃতরাষ্ট্র-হংসদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল।

একদিন বোধিসত্ত্বের অনুচর হংসেরা পাকহংসদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আজকাল কোথায় চরায় যাও?" তাহারা বলিল, "আমরা বারাণসীর নিকটে ক্ষেম সরোবরে চরিতে যাই, তোমরা কোথায় যাও, বল ত?" তাহারা উত্তর দিল, 'অমুক স্থানে'। "তোমরা ক্ষেমসরোবরে যাও না কেন? সেই সরোবর অতি রমণীয়, নানাজাতীয় পক্ষিসমাকীর্ণ, পঞ্চবর্ণের পদ্মশোভিত, বহুবিধ ফলশস্যসম্পন্ন ও বিবিধভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত। তাহার চতুষ্কোণে প্রত্যহ অভয় ঘোষিত হইতেছে; কোন লোকের সাধ্য নাই যে, তাহার নিকটে যায়; সেখানে কোন উপদ্রব করা ত দূরের কথা। তাহা এমনই সুন্দর সরোবর।" পাকহংসেরা এইরূপে ক্ষেমসরোবরের মনোহারিতা বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র-হংসেরা সুমুখের নিকট গিয়া বলিল, "বারাণসীর নিকটে না কি এবংবিধ সর্ব্বাংশে সুবিধাজনক এক সরোবর আছে, পাকহংসেরা সেখানে গিয়া চরিতেছে; আপনি ধৃতরাষ্ট্রহংসপতিকে এই সংবাদ দিন; তিনি অনুমতি দিলে আমরাও সেখানে গিয়া চরিতে পারি।" সুমুখ হংসরাজকে তাহাদের প্রার্থনা জানাইলেন। হংসরাজ ভাবিলেন, 'মানুষ নানা মায়া জানে; নানা কৌশল অবলম্বন করে, সম্ভবতঃ আমাদিগকে ধরিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়া থাকিবে।' তিনি সুমুখকে বলিলেন, 'সেখানে যাইতে যেন তোমার অভিরুচি না হয়; মানুষে সদ্ধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়া যে এই সরোবর খনন করিয়াছে, তাহা নয়; আমাদিগকে ধরিবার জন্যই তাহারা এই কৌশল করিয়াছে। মানুষ অতি নিষ্ঠুর ও উপায়কুশল; তোমরা নিজ গোচরক্ষেত্রেই চরিতে থাক।'

* সুত্রনিপাতের অর্থকথায় বুদ্ধঘোষ হরিৎ, তাম্র, ক্ষীর, কাল, পাক ও সুবর্ণ, এই ছয় প্রকার হংসের উল্লেখ করিয়াছেন। তৃণহংস ও হরিৎহংস, বোধ হয়, এক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

সুবর্ণহংসেরা কিন্তু এ কথায় নিবৃত্ত হইল না, তাহারা আবার সুমুখকে বলিল, "আমাদের বড় ইচ্ছা যে, ক্ষেমসরোবরে চরিতে যাই।" সুমুখ মহাসত্ত্বকে এই কথা জানাইলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার জন্য জ্ঞাতিদের মনঃকষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে; কাজেই আমাকেও সেখানে যাইতে হইবে।' তিনি নবতিসহস্র হংসপরিবৃত হইয়া ক্ষেমসরোবরে গমন করিলেন এবং সেখানে চরিয়া হংসকেলি সমাপনপূর্ব্বক চিত্রকূটে ফিরিয়া গেলেন। সুবর্ণহংসগণ বিচরণান্তে প্রস্থান করিলে ক্ষেমক গিয়া রাজাকে তাহাদের আগমনবৃত্তান্ত জানাইল। এই সংবাদে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি ইহাদের একটী বা দুইটী ধরিতে চেষ্টা কর, আমি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিব।" অনন্তর তিনি তাহাকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। ক্ষেমক সরোবরে গিয়া একটা জালার মত খাঁচার মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া হংসদিগের বিচরণস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্বেরা নির্লোলুপ। কাজেই মহাসত্ত্ব যেখানে অবতরণ করিতেন, সেই স্থান হইতে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে শালি ভক্ষণ করিতেন, অন্য হংসেরা কিন্তু কখনও এখানে, কখনও সেখানে যাইয়া বিচরণ করিত। ইহা দেখিয়া ব্যাধ ভাবিল, 'এই হংসটী নির্লোলুপ-ভাবে চরে, ইহাকেই পাশবদ্ধ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া, পরদিন হংসেরা সরোবরে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, সে বোধিসত্ত্বের বিচরণ-স্থানে গিয়া নিকটে সেই খাঁচার মধ্যে লুকাইয়া রহিল এবং উহার একটা ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাসত্ত্ব নবতি সহস্র হংসপরিবৃত হইয়া দেখা দিলেন, পূর্ব্বদিন যেখানে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেখানেই অবতরণ করিলেন, এবং পূর্ব্বদিন যে স্থানের ধান্যাদি খাইয়াছিলেন, তাহার শেষ সীমায় গিয়া ভোজন আরম্ভ করিলেন। ব্যাধ পঞ্জরের ছিদ্র দিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া ভাবিল, 'এই হংসটীর দেহ শকটপ্রমাণ বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় পীতোজ্জ্বল, ইহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া তিনটী রক্তবর্ণ রেখা; সেখান হইতে আবার তিনটী রেখা অধোদিকে নামিয়া উদরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং আর তিনটী রেখা পৃষ্ঠদেশকে সুশোভিত করিয়াছে। এ রক্তকম্বলসূত্র-প্রলম্বিত কাঞ্চনখণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। এ নিশ্চয় এই সকল হংসের রাজা, ইহাকেই ধরিতে হইবে।'

হংসরাজ সেদিনও বহুক্ষণ বিচরণ করিয়া জলকেলি সমাপনান্তে হংসগণসহ চিত্রকূটে প্রতিবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে একে একে ছয়দিন অতীত হইল। সপ্তমদিনে ক্ষেমক কৃষ্ণবর্ণ অশ্বলোমের দৃঢ় ও বৃহৎ রজ্জু প্রস্তুত করিল, উহা যষ্টিতে বান্ধিল এবং পরদিন হংসরাজ কোথায় অবতরণ করিবেন, তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া সেখানেই যষ্টিপাশ বিস্তার করিল।

হংসরাজ পরদিন যেন পাশের মধ্যে নিজের পা প্রবেশ করাইয়াই অবতরণ করিলেন। লৌহপট্টের ন্যায় দৃঢ় সেই পাশ তাঁহার পা কষিয়া ধরিল। তিনি উহা ছিঁড়িবার জন্য যথাসাধ্য বলপ্রয়োগে পা টানিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উহাতে আঘাত করিলেন। প্রথম বারে তাঁহার স্বর্ণবর্ণ চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল, দ্বিতীয় বারে কম্বলবর্ণ মাংস কাটিল; তৃতীয় বারে স্নায়ু ছিঁড়িল; চতুর্থ বারে পা খানিও* ছিঁড়িয়া যাইত; কিন্তু রাজাদের পক্ষে অঙ্গহীনতা অশোভন বলিয়া মহাসত্ত্ব আর টানাটানি করিলেন না। তিনি ক্ষতস্থানে অত্যন্ত বেদনা

* মূলে 'পাদা' আছে। কিন্তু হংসটীর এক খানি পাই পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল।

অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি বদ্ধ হইয়াছি,' যদি এইভাবে রব করি, তবে জ্ঞাতিরা মহাভীত হইয়া আহার গ্রহণ না করিয়াই পলায়ন করিবে এবং পেটে ক্ষুধা থাকিবে বলিয়া তাহারা পলায়নকালে সমুদ্রে পড়িয়া মরিবে।' কাজেই তিনি বেদনা সহ্য করিয়া রহিলেন এবং পাশবশগত হইয়াও এমনভাব দেখাইলেন, যেন তিনি শালিই ভক্ষণ করিতেছেন। অনন্তর, যখন হংসেরা যত ইচ্ছা ভোজন করিয়া কেলি আরম্ভ করিল, তখন তিনি মহাশব্দে বদ্ধরাব * করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে (খুল্লহংস-জাতকে) এখনও হংসেরা ইহা শুনিয়া সেইরূপে পলায়ন করিল। সুমুখও পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া তিন দলেই অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও মহাসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া স্থির করিলেন যে, তিনিই বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি ফিরিয়া মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, মহারাজ; আমি নিজের প্রাণ দিয়াও আপনাকে মুক্ত করিব।" অবতরণের সময় মহাসত্ত্বকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া সুমুখ পঙ্কের উপর উপবিষ্ট হইলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, নবতিসহস্র হংস আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল: কেবল এই একটী ফিরিয়া আসিল। যখন ব্যাধ আসিবে, তখন সুমুখ পলাইবেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সেই রক্তাক্ত পাশযষ্টির প্রান্ত হইতে প্রলম্বমান অবস্থাতেই তিনটী গাথা বলিলেন :—

১। অই দেখ, ভয় পেয়ে কিরূপে বক্রাঙ্গগণ করে পলায়ন।
পীতপত্র, হেমবর্ণ সুমুখ! তুমিও কর যথেচ্ছ গমন

২। একাকী ফেলিয়া মোরে পাশবদ্ধ অবস্থায় জ্ঞাতিগণ যায়
না ভাবি আমার দশা; তুমি একা, বল কেন রহিবে হেথায়?

৩। যাও উড়ি, খগবর, বন্ধুত্ব বন্দীর সঙ্গে বিফল নিশ্চয়;
মুক্তির সুযোগ তুমি ছেড়না; চলিয়া যাও যেথা ইচ্ছা হয়।†

ইহা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, 'এই হংসরাজ আমার মনের ভাব জানেন না; ইনি মনে করিয়াছেন আমি ইঁহার চাটুবাদী মিত্র; আমি যে ইঁহাকে কত ভালবাসি, তাহা বুঝাইতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চারিটী গাথা বলিলেন :—

৪। যতই বিপদ্ হোক্, ধৃতরাষ্ট্র, ফেলি তোমা যাব না কখন,
জীবন, মরণ মম হইবে তোমারি সাথে, এই মোর পণ।

৫। যতই বিপদ্ হোক্, ধৃতরাষ্ট্র, ফেলি তোমা যাইব না আমি,
করো না প্রবৃত্ত মোরে অনার্য্য-উচিত কার্য্যে, ওহে হংসস্বামী।

৬। আশৈশব আমি তব মিত্র, সখা প্রিয়তম, একচিত্তমন;
হংসদের সেনাপতি বলিয়া আমার খ্যাতি, ওহে হংসোত্তম!

৭। কোন্ মুখে হেথা হ'তে জ্ঞাতিগণ মাঝে আমি যাইব ফিরিয়া?
তুমি বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ; এ বিপদে ফেলি তোমা বলিব কি গিয়া?
ত্যজিব এখানে প্রাণ; করিতে অনার্য্য কর্ম্ম নাহি চায় হিয়া।

সুমুখ সিংহনাদে এই চারিটী গাথা বলিলে মহাসত্ত্ব তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন,

৮। যে আর্য্য সঙ্কল্প তুমি করেছ, সুমুখ, তাই ধর্ম্ম সনাতন।
প্রভু-সখা আমি তব, চাও না ত্যজিতে মোরে তুমি সে কারণ।

৯। পেয়ে তব দরশন কিছুমাত্র ভয় মোর হয় না উদয়;
যদিও হয়েছি বন্দী, তবু তুমি প্রাণ মোর বাঁচাবে নিশ্চয়।

* অর্থাৎ যে রব করিলে তিনি পাশবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা বুঝায়।

† ৪র্থ খণ্ডের হংস-জাতকের (৫০২) প্রথমেও এই গাথা তিনটী আছে।

হংসরাজ ও সুমুখ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এদিকে সরোবরের এক প্রান্তে অবস্থিত নিষাদনন্দন দেখিতে পাইল, হংসগণ তিন দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সে যেখানে পাশ বিস্তার করিয়াছিল, সেই দিকে তাকাইল এবং দেখিতে পাইল, বোধিসত্ত্ব পাশযষ্টির অগ্রভাগ হইতে ঝুলিতেছেন। ইহাতে আনন্দিত হইয়া সে পরিকর বদ্ধ করিয়া ও মুদ্গর হস্তে লইয়া ছুটিয়া গেল এবং পার্ষ্ণিদ্বয় কর্দ্দমে প্রোথিত করিয়া হংসদ্বয়েরও ঊর্দ্ধে নিজের মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভীতি বিস্তার করিতে করিতে অবস্থিত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১০। করিতেছে হংসদ্বয় আর্য্যবৃত্তি, মহাশয়, কথোপকথন,
হেনকালে দণ্ড লয়ে ত্বরা মহাবল ব্যাধ দিল দরশন।
১১। আসিতে দেখিয়া তাকে উচ্চৈঃস্বরে সেনাপতি বলে, "কি বা ভয়?"
ব্যথিতে আশ্বাস দিয়া পুরোভাগে গিয়া তাঁর দাঁড়াইল রয়।
১২। "কি ভয়, বিহগবর? ত্বাদৃশ বিজ্ঞের পক্ষে ভয় অশোভন,
ধর্ম্মানুমোদিত বীর্য্যে করিতেছি উপযুক্ত উপায় এমন,
যে সাধু উপায়ে তুমি এখনি বন্ধনমুক্ত হইবে, রাজন্।"

সুমুখ মহাসত্ত্বকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া ব্যাধের নিকটে গেলেন এবং মধুর মানুষী বাণী নিঃসারণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য, তোমার নাম কি?" ব্যাধ বলিল, 'সুবর্ণ-হংসরাজ, আমার নাম ক্ষেমক।" 'সৌম্য ক্ষেমক, তুমি যে রোমপাশ বিস্তার করিয়াছ, মনে করিও না যে, তাহাতে যে সে একটা সামান্য হংস আবদ্ধ হইয়াছে। যিনি নবতিসহস্র হংসের অধিপতি, সেই ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজ তোমার পাশে বন্দী। ইনি জ্ঞানবান্, শীলাচার-সম্পন্ন, চতুর্ব্বিধ সংগ্রহবস্তু-প্রয়োগে সর্ব্বজনপ্রিয়, ইঁহার প্রাণবধ কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। ইনি তোমার যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন, আমিই তাহা করিতেছি। ইনি সুবর্ণবর্ণ, আমিও সুবর্ণবর্ণ; আমি ইঁহার জীবনরক্ষার্থে আত্মজীবন ত্যাগ করিতেছি। তুমি যদি ইঁহার পক্ষগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে তদ্বিনিময়ে আমার পক্ষগুলিই গ্রহণ কর, যদি চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি প্রভৃতির কোন একটা তোমার লইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা আমার শরীর হইতেই লও। ইঁহাকে পুষিয়া যদি ক্রীড়া করিতে চাও, তবে আমার দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর, আমাকে জীবিত অবস্থায় বিক্রয় কর। অথবা যদি ধনার্জ্জনই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে আমাকে বিক্রয় করিয়া ধন লাভ কর। ইনি নানা গুণালঙ্কৃত; ইঁহাকে বধ করিও না। ইঁহাকে বধ করিলে তুমি নরকাদি অপায় হইতে মুক্তি পাইবে না।" সুমুখ ব্যাধকে নরকের ভয় দেখাইয়া এবং নিজের মধুর কথা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া পুনর্ব্বার হংসরাজের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ব্যাধ ভাবিতে লাগিল, "যাহা মানুষে করিতে পারে না, এই পক্ষী তির্য্যগ্‌যোনিজ হইয়াও তাহা করিল। মানুষেও এমন ভাবে মিত্রধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে না। অহো! এই পক্ষী কিরূপ জ্ঞানী, কিরূপ মধুরভাষী, কিরূপ ধার্ম্মিক!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে সর্ব্বাঙ্গে প্রীতিরসে পূর্ণ হইল, তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল; সে দণ্ড ত্যাগ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্ব্বক, যেন সূর্য্যকে প্রণাম করিতেছে এই ভাবে, সুমুখের গুণ কীর্ত্তন করিল।

এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১৩। সুমুখের সুভাষিত বাক্য শুনি নিষাদের হইল বিস্ময়,
রোমাঞ্চিত দেহে সেই করিল প্রণাম তাঁরে যুড়ি করদ্বয়।
১৪। "অদৃষ্ট ! অশ্রুতপূর্ব্ব ! পক্ষী হয়ে বলে কথা মানুষের মত !
মানুষী ভাষায় হংস বলে মহাধর্ম্মকথা এ বড় অদ্ভুত !
১৫। কে হন তোমার ইনি ? অবদ্ধ, অথচ তুমি আছ বদ্ধপাশে !
সব পক্ষী গেছে ছাড়ি, রয়েছ একাকী হেথা তুমি কোন্ আশে ?

ক্রুরমনা ব্যাধ সুমুখকে এই কথা বলিলে তিনি ভাবিলেন, 'ইহার মন একটু নরম হইয়াছে; আমি যে ইহার অন্তঃকরণ পূর্ণরূপে করুণার্দ্র করিতে পারি, এখন আমার সেই গুণের পরিচয় দিতে হইতেছে।' তিনি বলিলেন,

১৬। রাজা ইনি আমাদের, আমি সেনাপতি এঁর, পক্ষিনিসূদন !
ত্যজিতে বিহগরাজে এ ঘোর বিপদে মোর নাহি চায় মন।
১৭। বহু অনুচর এঁর : একাকী কি হেতু তবে হবেন বিপন্ন ?
তাই, সৌম্য, হয় মোর প্রভুর নিকটে থাকি চিত্ত সুপ্রসন্ন।

সুমুখের ধর্ম্মসঙ্গত মধুর বচনে ব্যাধের চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল, সে পুলকিত দেহে ভাবিতে লাগিল, 'শীলাদিগুণযুক্ত এই হংসরাজকে বধ করিলে আমি কখনও চতুর্ব্বিধ অপায় হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। আমার সম্বন্ধে রাজা যাহা ইচ্ছা করুন; আমি এই হংসরাজকে পাশমুক্ত করিয়া সুমুখকে দান করিব।' সে বলিল,

১৮। পালিলে মিত্রের ধর্ম্ম, অন্নদাতা যিনি, তাঁর রাখিলে সম্মান,
তোমার প্রভুকে, হংস, দিনু ছাড়ি, যথা ইচ্ছা এবে তিনি যান।

ইহা বলিয়া সেই নিষাদ সদয়হৃদয়ে মহাসত্ত্বের নিকটে গেল, যষ্টি নামাইয়া তাঁহাকে কর্দ্দমের উপর বসাইল, পাশ হইতে যষ্টিখানি খুলিয়া ফেলিল, মহাসত্ত্বকে লইয়া তীরে উঠিল, তাঁহাকে নবদর্ভতৃণের উপর রাখিল এবং অতি সাবধানে পাদসংলগ্ন পাশ মোচন করিল। এই সময়ে তাহার মনে মহাসত্ত্বের প্রতি প্রবল স্নেহ সঞ্জাত হইল, সে মৈত্রীভাবপূর্ণচিত্তে জল আহরণ করিয়া রক্ত ধুইল এবং পুনঃ পুনঃ জল দিয়া ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিল। তাহার মৈত্রীভাবে শিরার সহিত শিরা, মাংসের সহিত মাংস, চর্ম্মের সহিত চর্ম্ম সংযুক্ত হইল; বোধিসত্ত্বের পাখানি স্বাভাবিক অবস্থা পাইল, তাঁহার অপর পাখানির সহিত ইহার কোনই প্রভেদ থাকিল না। তিনি পরমসুখে স্বাভাবিকরূপে আসীন হইলেন। 'আমারই চেষ্টায় রাজা আবার সুখী হইলেন', ইহা ভাবিয়া সুমুখের মহা আনন্দ হইল; তিনি ভাবিলেন, এই ব্যাধ আমাদের মহা উপকার করিল, কিন্তু আমরা ইহার কোন প্রত্যুপকার করি নাই। এ যদি রাজা কিংবা মহামাত্রদিগের জন্য হংসরাজকে ধরিয়া থাকে, তবে আমাদিগকে তাঁহাদের নিকট লইয়া গেলে বহু ধন পাইত; নিজের জন্য ধরিয়া থাকিলেও আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া ধনলাভ করিতে পারিত। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই চিন্তা করিয়া তিনি ব্যাধের উপকার করিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

১৯। করে থাক যদি তুমি নিজ প্রয়োজনহেতু বাগুরা বিস্তার,
অকুণ্ঠিত চিত্তে, সৌম্য, নইতে আমরা পারি এ দয়া তোমার।
২০। অন্যের আজ্ঞায় কিন্তু বাগুরা বিস্তার তুমি করে থাক যদি,
বিনা অনুমতি তাঁর দিলে মুক্তি, হবে তুমি চৌর্য্যে অপরাধী।

ইহা শুনিয়া নিষাদ বলিল, "আমি নিজের কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য আপনাদিগকে ধরি নাই; বারাণসীরাজ সংযমই আপনাদিগকে ধরাইয়াছেন।" অতঃপর, সে দেবীর স্বপ্নদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা হংসদিগের আগমন-সংবাদ পাইয়া যে বলিয়াছিলেন,—"সৌম্য ক্ষেমক, তুমি একটী বা দুইটী হংস ধরিতে চেষ্টা কর; তুমি প্রচুর পুরস্কার পাইবে", এবং ইহা বলিয়া তাহাকে যে পাথেয় দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন,—এই সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। ইহা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, 'এই নিষাদ নিজের জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আমাদিগকে যে ছাড়িয়া দিতেছে, ইহা অতি দুষ্কর কর্ম্ম; আমরা এখান হইতেই চিত্রকূটে চলিয়া গেলে ধৃতরাষ্ট্ররাজের পুণ্যভাব এবং আমার মিত্রধর্ম্ম, সমস্তই অপ্রকট থাকিবে; এই ব্যাধপুত্র ধনলাভ করিতে পারিবে না, রাজা পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত হইবেন না, রাজ্ঞীর মনোরথও পূর্ণ হইবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "সৌম্য, তুমি যাহা বলিলে, যদি তাহাই হয়, তবে আমাদিগকে ছাড়িতে পার না; তুমি আমাদিগকে লইয়া রাজাকে দেখাও; তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, আমাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবেন।

এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২১। যে রাজার ভৃত্য তুমি, অবিলম্বে কর, ব্যাধ, অভিলাষ পূরণ তাঁহার:
নিজের প্রাসাদে পেয়ে সংযম মোদের প্রতি করুন যথেচ্ছ ব্যবহার।

ক্ষেমক বলিল, "ভদন্তগণ, আপনারা রাজদর্শনের ইচ্ছা করিবেন না। রাজারা অতি ভয়ঙ্কর জীব। আমাদের রাজা হয় ত আপনাদিগকে কেলিহংস করিয়া রাখিবেন, নয় বধ করিবেন।" সুমুখ বলিলেন, "সৌম্য ব্যাধ, আমাদের জন্য কোন চিন্তা করিও না। আমি তোমার মত ক্রূরমতি ব্যাধকেও ধর্ম্মকথা দ্বারা করুণার্দ্র করিয়াছি; রাজাকেও কেন সেরূপ করিতে পারিব না? রাজারা সুপণ্ডিত; তাঁহারা সৎকথার গুণ গ্রহণ করিতে জানেন। তুমি শীঘ্র আমাদিগকে রাজসকাশে লইয়া চল; লইবার সময়ে আমাদিগকে বদ্ধ রাখিও না; আমাদিগকে পুষ্পপঞ্জরে বসাইয়া লইয়া যাও। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের জন্য একখানি বৃহৎ পঞ্জর প্রস্তত করিয়া তাহা শ্বেতপদ্মে আচ্ছাদিত কর; আমার জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একখানি পঞ্জর প্রস্তত করিয়া তাহা রক্তপদ্মে আচ্ছাদিত কর; ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে এবং আমাকে তাঁহার পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে বসাও। আমাদিগকে এইভাবে লইয়া শীঘ্র রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করাও।" সুমুখের কথায় ব্যাধ ভাবিল, 'ইনি রাজদর্শন করিয়া হয় ত আমাকে মহা ধন দেওয়াইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।' এই বিশ্বাসে সে বড় আনন্দিত হইল, কোমল লতাদ্বারা দুই খানি পঞ্জর প্রস্তুত করিয়া পদ্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিল এবং উক্তরূপে হংসদ্বয়কে লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২২। শুনি ইহা, দুই হাতে হেমবর্ণ, পীতবর্ণ হংসদ্বয়ে করি উত্তোলন,
লইতে রাজার ঠাঁই, পঞ্জরের মধ্যে ব্যাধ সাবধানে করিল স্থাপন।
২৩। হংসরাজ, সেনাপতি হইলেন পঞ্জরস্থ, উভয়েরি বরণ ভাস্বর,
তুলি নিজ স্কন্ধোপরি এ দুই বিহগবরে চলে ব্যাধ রাজার গোচর।

ব্যাধ যখন এইরূপে তাঁহাদিগকে রাজসকাশে লইয়া যাইতেছিল, তখন ধৃতরাষ্ট্র-হংস নিজের ভার্য্যা সেই পাকরাজহংসকন্যাকে স্মরণ করিয়া সুমুখকে সম্বোধনপূর্ব্বক কামবশে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৪। রাজপাশে নীয়মান ধৃতরাষ্ট্র-হংস বলে সুমুখে করিয়া সম্বোধন,
"বড় ভয় পাই মনে, শ্যামাঙ্গী মহিষী মোর,— উরুদ্বয় যার সুলক্ষণ—
পতির নিধনবার্ত্তা শুনি, সেই শোকে পাছে করে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন।
২৫। সুহেমা * আমার, হায়, পীতোজ্জ্বল ত্বক যার, পাকহংসরাজের দুহিতা,
কান্দিতেছে বুঝি এবে, একাকিনী, সিন্ধুতীরে পতিহীনা ক্রৌঞ্চী কান্দে যথা।"

ইহা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, 'এই হংস অন্যকে উপদেশ দিতে যাইতেছে, অথচ নিজেই একটা রমণীর জন্য কামবশে বিলাপ করিতেছে! অহো! ইহার মন যেন উত্তপ্ত জলের ন্যায় টগ্‌বগ্ করিতেছে, বৃতি হইতে উড়িয়া পাখীরা শস্যক্ষেত্রে শস্য খাইবার কালে যা' তা' রব করে, এও সেইরূপ করিতেছে! আমি আত্মবলে স্ত্রীজাতির দোষ দেখাইয়া ইহার চৈতন্য সম্পাদন করিব।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

২৬। অপ্রমেয় গুণোপেত তুমি হংস-কুলশ্রেষ্ঠ, মহাহংসসঙ্ঘের নায়ক,
তোমা হেন পুণ্যাত্মার এক স্ত্রীর হেতু শোক হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যসূচক।
২৭। সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, দুই সমীরণ নির্ব্বিশেষে সদা যথা করে আহরণ,
সুপক্ব, অপক্ব কিংবা, না বিচারি বালকেরা ফল যথা করয়ে ভক্ষণ,
লোলুপ অন্ধেরা যথা বিচার না করি মনে ভালমন্দ সবই মাংস খায়,
রমণীর হেতু তব বিলাপ তাদেরি মত অজ্ঞানজনিত মনে হয়।†
২৮। কি করিলে আত্মহিত সাধিত হইতে পারে, ম-- তাহা করিতে বিচার
আছে কি না বুদ্ধি তব, এ ঘোর সন্দেহ, প্রভু, হইয়াছে অন্তরে আমার।
এ আপৎকালে তুমি দেখিতেছ স্পষ্টরূপে প্রত্যাসন্ন হয়েছে মরণ,
তবু কৃত্যাকৃত্যজ্ঞান পেয়েছে তোমার লোপ! ইহা বড় দুঃখের কারণ।
২৯। রমণী যে শ্রেষ্ঠবস্তু, এ প্রলাপ কর তুমি অর্দ্ধমত্ত হইয়া নিশ্চয়,
সাধারণ-ভোগ্যা তারা, শৌণ্ডিকের পানাগার যথা সর্ব্ব-অধিগম্য হয়।
৩০। মায়া তারা, মরীচিকা; রোগ-শোক-উপদ্রব— সর্ব্ববিধ অশান্তিনিদান,
প্রখরা, পাপের পঙ্ক বান্ধে তারা জীবগণে, তাহা হ'তে নাই পরিত্রাণ।
লেহরূপ গুহামধ্যে মৃত্যুপাশসমা তারা; পদে পদে বিপদ ঘটায়।
এহেন রমণীগণে যে জন বিশ্বাস করে, নরকুলাধম সে নিশ্চয়।

* হংসরাজীর নাম 'সুহেমা'।

† টীকাকার শেষ চরণের পরিবর্ত্তে এই অর্থ করিয়াছেন:—রমণীরা সেই মত, না বিচারি পাত্রাপাত্র, সকলেরই সমভোগ্যা হয়।

ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত রমণীগণে আসক্ত ছিল; এইজন্য তিনি সুমুখকে বলিলেন, "তুমি স্ত্রীজাতির গুণ জান না; কিন্তু পণ্ডিতেরা জানেন। স্ত্রীজাতিকে এরূপ নিন্দা করা অসঙ্গত।" এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য তিনি আবার বলিলেন,

৩১। জ্ঞানবৃদ্ধগণ যাহা জেনেছেন সত্য বলি, নিন্দিতে তা' সাধ্য আছে কার?
নানাগুণে গুণবতী সত্যই রমণীজাতি, কল্পাবর্ত্তে আদ্যা সৃষ্টি যার।

৩২। কেলি, রতি আদি নানা প্রাণীদের সুখ যত, সকলেরই রমণী নিদান;
গর্ভে থাকি তাহাদের বীজ হয় অঙ্কুরিত; লভে জীব নিজ নিজ প্রাণ;
প্রাণ-প্রদায়িনী যারা, এমন রমণীগণে কে করিতে পারে হীন জ্ঞান?

৩৩। স্মরি দেখ, হে সুমুখ, অন্যে নয়, তুমি নিজে স্ত্রী-জাতিতে আসক্ত কেমন;
মরণের ভয়ে বুঝি নিন্দিতে রমণীগণে মতি তব হয়েছে এখন?

৩৪। থাকুক অন্যের কথা, ভীরুও আপৎকালে সংবরণ করে নিজ ভয়;
মহানর্থ-প্রতীকার করে বিজ্ঞ প্রাণপণে, ভয়ে কভু কাতর না হয়।

৩৫। এ কারণ রাজগণ মন্ত্রিরূপে নিয়োজন করে শৌর্য্যবীর্য্যশালী জনে,
ঘটিলে বিপদ্ যারা সুমন্ত্রণা করি দান সমর্থ সর্ব্বথা সংরক্ষণে।

৩৬। বাঁশের বিনাশ ঘটে, জন্মে যদি কোনকালে ফল তাহাদের; *
হেমবর্ণ পক্ষদ্বয় হতে পারে বিনাশের হেতু আমাদের।
উপায় চিন্তিয়া দেখ, রাজার পাচকগণ লয়ে মহানসে
আমাদের দু'জনাকে খণ্ড খণ্ড করি কাটি আজ না বিনাশে।

৩৭। হয়েছিলে মুক্ত, তবু বদ্ধ হলে স্ব-ইচ্ছায়; † চেলে না উড়িতে,
রাজদর্শনের হেতু পড়িলাম এবে মোরা ঘোর বিপত্তিতে।
হয়েছি সঙ্কটাপন্ন: দেখ চিন্তি, পরিত্রাণ পাব কি উপায়ে,
স্ত্রী-জাতির নিন্দা দ্বারা কেন মুখ কলুষিত কর এ সময়ে?

মহাসত্ত্ব এইরূপে স্ত্রীজাতির গুণবর্ণনা করিলে সুমুখ নীরব হইলেন। তিনি দুঃখিত হইয়াছেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার মনস্তুষ্টি-সম্পাদনের জন্য বলিলেন,

৩৮। বলেছিলে পূর্ব্বে যাহা, ধর্ম্মানুমোদিত কোন করহ উপায়,
তব বীর্য্যবলে যেন আমার, সুমুখ, আজ প্রাণরক্ষা পায়।

সুমুখ ভাবিলেন, 'হংসরাজ মরণভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। ইনি আমার বল জানেন না, রাজার সঙ্গে দেখা হইলে এবং দুই চারিটা কথা বলিবার অবসর পাইলে, কি করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিয়া লইব; এখন ত ইঁহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৩৯। ভয় নাই, মহারাজ; ত্বাদৃশ বিজ্ঞের পক্ষে ভয় অশোভন;
ধর্ম্মানুমোদিত বীর্য্যে করিতেছি উপযুক্ত উপায় এমন,
যে সাধু উপায়ে তুমি এখনি বন্ধনমুক্ত হইবে, রাজন্।

---

* কোন কোন সময়ে বাঁশের ফুল ও ফল হয়। ফলগুলি তণ্ডুলের মত। ঐ ফল পাকিলে বাঁশ মরিয়া যায়। হংসের হেমবর্ণ পক্ষ বাঁশের ফলের মত প্রায়ই দেখা যায় না। ইহার লোভে লোকে হংসদ্বয়কে মারিতে পারে।

† বাধ ত ছাড়িয়াই দিয়াছিল। তুমিই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পঞ্জরস্থ হইলে।

হংসরাজ ও হংসসেনাপতি পক্ষিভাষায় এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, ব্যাধ তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। সে কেবল তাঁহাদিগকে বাঁকে তুলিয়া লইয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিল। নগরবাসীরা এই অপূর্ব্ব হংসদ্বয় দেখিয়া বিস্মিত হইল; এবং বহু লোকে কৃতাঞ্জলিপুটে ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ব্যাধ রাজদ্বারে গিয়া রাজাকে নিজের আগমন-সংবাদ জানাইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৪০। বাঁকে তুলি হংসদ্বয়ে উপনীত হ'ল ব্যাধ অবিলম্বে রাজার আলয়ে,
বলিল দ্বারীকে, "যাও, রাজাকে সংবাদ দাও, আসিয়াছি ধৃতরাষ্ট্রে লয়ে।"

দৌবারিক গিয়া রাজাকে এই সংবাদ দিল রাজা মহানন্দে আদেশ দিলেন, "সে শীঘ্র আসুক।" অনন্তর তিনি অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্রের তলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এবং ক্ষেমককে হাঁসের বাঁক লইয়া মহাতলে উঠিতে দেখিয়া ও হেমবর্ণ হংসদ্বয় অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, "এত দিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।" তিনি ব্যাধকে যে পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা দিবার জন্য অমাত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪১। প্রত্যক্ষ পুণ্যের মূর্ত্তি সর্ব্বসুলক্ষণযুত হংসদ্বয় করি বিলোকন
সুপ্রসন্ন মনে রাজা অমাত্যগণের প্রতি এই আজ্ঞা দিলেন তখন :—

৪২। বস্ত্র, ভোজ্য সুপ্রচুর, পানীয় অতি মধুর দাও ব্যাধে বিলম্ব না করি,
সুবর্ণ করক পূর্ণ আজ এর মনোরথ, যত ইচ্ছা লয়ে যা'ক চলি।

এইরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া প্রীতিপ্রসাদে উৎসাহিত হইয়া রাজা আবার বলিলেন, "যাও, এই ব্যাধকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া আনয়ন কর।" অমাত্যেরা তাহাকে রাজভবন হইতে অবতরণ করাইলেন, তাহার শ্মশ্রু ও কেশ কাটাইয়া ছাটাইয়া দিলেন, তাহাকে স্নান করাইলেন এবং অনুলেপ দেওয়াইলেন, এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেলেন। তখন রাজা তাহাকে বার্ষিক ষষ্টিসহস্রমুদ্রা আয়ের দ্বাদশখানি গ্রাম, আজানেয়অশ্বযুক্ত একখানি রথ, একটী বৃহৎ সুসজ্জিত প্রাসাদ ইত্যাদি মহাপুরস্কার দান করিলেন। বহু ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া, ব্যাধ নিজে যে কত বড় কাজ করিয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য বলিল "মহারাজ, আমি যে সে হংস ধরি নাই; ইনি নবতিসহস্র হংসের রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর ইনি হংসসেনাপতি সুমুখ।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "সৌম্য, তুমি কি উপায়ে ইঁহাদিগকে ধরিলে?"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৩। সন্তুষ্ট হইল ব্যাধ; অতঃপর কাশীরাজ জিজ্ঞাসেন তারে,
"বহু হংসে পরিপূর্ণ, ক্ষেমক, সে সরোবর; বল কি প্রকারে

৪৪। সুদর্শন হংসগণে বেষ্টিয়া আছিল যাঁরে, তাঁহাকে চিনিলে?
পাশহস্তে গিয়া তুমি মধ্যমে, অধমে ছাড়ি উত্তমে ধরিলে?

ইহার উত্তরে ব্যাধ বলিল,

৪৫। ছয় রাত্রি, ছয় দিন খাঁচায় লুকায়ে থাকি অতি সাবধানে
করিলাম লক্ষ্য আমি ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজ চরে কোন্ স্থানে।

৪৬। বুঝিনু নিশ্চয় আজ কোন্ স্থানে হংসরাজ করে বিচরণ;
বিস্তারিনু পাশ সেথা, এইরূপে হংসরাজে করিনু গ্রহণ।

রাজা ভাবিলেন, 'ব্যাধ যখন দ্বারে দাঁড়াইয়া হংসগ্রহণের বৃত্তান্ত বলিয়াছিল, তখন এ কেবল ধৃতরাষ্ট্রের আগমন-বৃত্তান্তই কহিয়াছিল, এখনও বলিতেছে যে, কেবল একটা হাঁস ধরিয়াছে। ইহার কারণ কি?' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ব্যাধকে বলিলেন,

৪৭। এনেছ দুইটী হংস, একটীর মাত্র তুমি দিলে পরিচয়,
হয়েছে কি ভুল? কিংবা দ্বিতীয় হংসটী দিতে অন্যে ইচ্ছা হয়?

ব্যাধ বলিল, "মহারাজ, আমার ভুল হয় নাই। দ্বিতীয় হংসটীকেও অন্য কাহাকে দিতে ইচ্ছা করি নাই। আমি যে জালবিস্তার করিয়াছিলাম, তাহাতে একটী হংসই আবদ্ধ হইয়াছিল।" এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার জন্য সে বলিল,

৪৮। হেমপ্রভ, সুলোহিত রেখাত্রয় শোভা পায় গ্রীবা হ'তে বক্ষোঽবধি যাঁর,
ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজ সেই, কাশীনাথ, পাশে বদ্ধ হয়েছিলেন আমার।

৪৯। এই সমুজ্জলকায় বিহগ, অবদ্ধ নিজে, তবু আর্ত্ত বন্ধুমিত্রপাশে
বসিয়া আশ্বাস দান করিতেছিলেন তাঁরে সুমধুর মানুষের ভাষে।

ধৃতরাষ্ট্র পাশবদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া ইনি প্রতিবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এবং আমাকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন করিয়া আকাশে অবস্থিত হইয়াই আমাকে মধুর প্রীতিসম্ভাষণ করিয়াছিলেন। ইনি মানুষীভাষায় ধৃতরাষ্ট্রের গুণকীর্ত্তনদ্বারা আমার হৃদয় করুণার্দ্র করিয়াছিলেন এবং তাহার পর আবার ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে গিয়া অবস্থিত হইয়াছিলেন। সুমুখের সুমধুর বাক্যে প্রসন্ন হইয়া আমি ধৃতরাষ্ট্রকে পাশমুক্ত করিয়াছিলাম। ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের পাশমুক্তির বৃত্তান্ত। আমি যে হংস দুইটীকে লইয়া এখানে আসিয়াছি, তাহাও সুমুখের ইচ্ছাবশতঃ।" ব্যাধ এইরূপে সুমুখের গুণকীর্ত্তন করিলে রাজা সুমুখের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এদিকে ব্যাধকে পুরস্কারাদি দি-[illegible] দিতে সূর্য্যাস্ত হইল, লোকে প্রদীপ জ্বালিল, রাজভবনে ক্ষত্রিয়াদি বহুজন সমবেত হইল, ক্ষেমা দেবী বিবিধ নর্ত্তক সঙ্গে লইয়া রাজার দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, রাজা সুমুখের দ্বারা কথা বলাইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,

৫০। কেন, হে, সুমুখ, এবে রয়েছ বসিয়া, বদ্ধ করি মুখ তব,
আসি এ রাজসভায় পেয়েছ কি ভয়, তাই হয়েছ নীরব?

সুমুখ যে ভয় পান নাই, ইহা জানাইবার জন্য বলিলেন,

৫১। আসিয়া সভায় তব পাই নাই, কাশীপতি, কিছু মাত্র ভয়।
অবকাশ পাই যদি, ভয়েতে নীরব আমি রব না নিশ্চয়।

সুমুখের দ্বারা আরও কিছু বলাইবার উদ্দেশ্যে রাজা নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে তাঁহাকে পরিহাস * করিলেন:—

* আমি 'পরিভাসং' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'পরিহাসং' এই পাঠ গ্রহণ করিলাম।

৫২। দেখি না, সুমুখ, হেথা বক্ষাহেতু আছে তব রথী কিংবা পদাতিকগণ ;
নাই অসি, নাই চর্ম্ম, বর্ম্মী, ধনুর্দ্ধর কেহ করেনা ক তোমার রক্ষণ

৫৩। সুবর্ণাদি ধন, কিংবা সুনির্ম্মিত পুরী নাই ; চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত
নাই ত সুদৃঢ় দুর্গ, অট্টালকে, কোষ্ঠে যাহা অনুক্ষণ থাকে সুরক্ষিত ;
যার বলে, কিংবা যেথা প্রবেশি সুমুখ নিজে মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।

রাজা এইরূপে সুমুখের অভয়ের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সুমুখ বলিলেন,

৫৪। শরীররক্ষকে ধনে, সুদৃঢ়নগরে কিংবা আমাদের নাই প্রয়োজন ;
ব্যোমচর মোরা, যেথা তোমরা না পাও পথ, সেইখানে করি বিচরণ।

৫৫। শুনেছ, পণ্ডিত মোরা ; হিতাহিত প্রদর্শিতে আমাদের আছে নিপুণতা ;
সত্যে যদি প্রতিষ্ঠিত হও তুমি, নরপতি, শুনাইব অর্থবতী কথা।

৫৬। কিন্তু যদি মিথ্যাবাদী, অনার্য্য, অসত্যে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও, নরবর,
ব্যাধের হৃদয়স্পর্শী বাক্য শুনি প্রসন্নতা না লভিবে তোমার অন্তর।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, "তুমি আমাকে অনার্য্য ও মিথ্যাবাদী বলিতেছ কেন? আমি কি করিয়াছি?" সুমুখ উত্তর দিলেন, "বলিতেছি, মহারাজ; শ্রবণ করুন :—

৫৭। শুনি ব্রাহ্মণের কথা ক্ষেমনামে সরোবর করাইলে তুমি হে খনন,
করাইলে দশদিকে তত্রগামী পক্ষীদের সর্ব্ববিধ অভয় ঘোষণ।

৫৮। পবিত্র প্রসন্ন জলে অবগাহি পক্ষিগণ পায় সেথা প্রচুর আহার ;
আদেশে তোমার, ভূপ, সাধ্য নাই করে কেহ তাহাদের প্রতি অত্যাচার।

৫৯। পক্ষিমুখে এই বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ মোরা এসেছিনু সেই সরোবরে,
তোমারি আদেশে এবে হইলাম পাশ বদ্ধ! মিথ্যাবাদী বলে আর কারে?

৬০। মিথ্যার আশ্রয় লয়ে পাপ লোভ, পাপ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে যে চায়,
নরযোনি, দেবযোনি, উভয়ই পরিহরি দেহ-অন্তে নরকে সে যায়।"

সুমুখ সভামধ্যে রাজাকে এইরূপে লজ্জা দিলেন? রাজা বলিলেন, "সুমুখ তোমাদিগকে মারিয়া মাংস খাইব, এ ইচ্ছায় আমি তোমাদিগকে ধরাই নাই। তোমরা, শুনিয়াছি, সুপণ্ডিত; তোমাদিগের মুখে সৎকথা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়েই ধরাইয়াছি।

৬১। সুমুখ, নির্দোষ আমি, লোভবশে পাশবদ্ধ করাই নি তোমা দুই জনে,
শুনেছি, তোমরা বিজ্ঞ ; সুশিক্ষা করিতে দান পার হিতাহিত-প্রদর্শনে।

৬২। তোমরা আসিয়া হেথা বল যদি ধর্ম্মকথা, উপকৃত হইব নিশ্চয়,
এ আশায়, ব্যাধে, সৌম্য ধরিতে সুবর্ণহংসে দিনু আজ্ঞা, অন্য হেতু নয়।"

ইহা শুনিয়া সুমুখ বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বিজ্ঞের মত কাজ করেন নাই।

৬৩। এখনি জীবন যাবে, মরণ আসন্ন অতি, এই ভয়ে কম্পিত যে জন,
অর্থবতী কথা সেই দেখ ভাবি, কাশীপতি, বলিতে কি পারে হে তখন?

৬৪। পশুদিয়া বধে পশু পক্ষী দিয়া পক্ষী মারে, করি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দান
ধার্ম্মিকে যে করে বন্দী, কে বল দুরভিসন্ধি আছে, ভূপ, তাহার সমান?

৬৫। মুখে সদা মিষ্টবাণী, অথচ অনার্য্য কর্ম্মে অভিরতি যার অনুক্ষণ,
ইহলোক, পরলোক, উভয়ই নষ্ট তার নিশ্চয় হইবে সে কারণ।

৬৬। সৌভাগ্যেতে অপ্রমত্ত সঙ্কটেতে নির্ব্বিকার, উদ্যোগী কর্ত্তব্যসম্পাদনে
হইয়া ধার্ম্মিকগণ রত হন অনুক্ষণ নিজ নিজ দোষাপনয়নে।

৬৭। চরি হেন ধর্ম্মপথে জ্ঞানবৃদ্ধ নর যাঁরা, জীবনের হলে অবসান,
ছাড়ি এ নশ্বর দেহ সহাস্যবদনে, ভূপ, ত্রিদিবেতে করেন প্রয়াণ।

৬৮। শুনি কাশীপতি এই সনাতন ধর্ম্মকথা আত্মধর্ম্ম করহ পালন,
ধৃতরাষ্ট্র হংসরাজে— হংসগণোত্তম যিনি— অবিলম্বে করহ মোচন।

ইহা শুনিয়া রাজা ভৃত্যদিগকে বলিলেন

৬৯। পাদ্য অর্ঘ্য, মাল্য আর মহার্হ আসন সত্বর তোমরা হেথা কর আনয়ন।
বন্দী এ ধৃতরাষ্ট্রে পঞ্জর হইতে দিনু মুক্তি যেথা ইচ্ছা সেথানে যাইতে

৭০। সেনাপতি তাঁর যিনি ধীর, প্রজ্ঞান্বিত,
হিতাহিত নির্দ্ধারিতে সুনিপুণ অতি
প্রভুর সুখেতে সুখী দুঃখেতে দুঃখিত,
তাঁহাকেও এবে আমি দিলাম মুকতি

৭১। প্রভুর খাদ্যের মত খাদ্য পাইবার যথোক্ত সর্ব্বভোগেতে এঁর অধিকার
রাজার বান্ধব ইনি জীবনে মরণে হইলেন রাজবৎ পূজ্য সে কারণে।

রাজার আজ্ঞা শুনিয়া রাজভৃত্যগণ আসনাদি আনয়ন করিল, হংসদ্বয় উপবিষ্ট হইলে গন্ধোদক দ্বারা তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিল এবং তাঁহাদের পায়ে শতপাক তৈল মাখাইয়া দিল।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন।

৭২। সর্ব্বাংশে স্বর্ণনির্ম্মিত সুসজ্জিত, অষ্টপদ কাশীজাত বস্ত্রে আচ্ছাদিত
মনোরম পীঠোপরি ধৃতরাষ্ট্র হংসপতি হইলেন সুখে অবস্থিত

৭৩। সর্ব্বাংশে স্বর্ণনির্ম্মিত ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত মনোহর কোচ্ছের* উপর
প্রবেশি, প্রভুর পাশে হইলেন সমাসীন সেনানী সুমুখ হংসবর

৭৪। আনালেন কাশীরাজ বিবিধ সুস্বাদ খাদ্য হংসদ্বয়ে দিতে উপহার
শত শত কাশীবাসী তুলিয়া সুবর্ণ পাত্রে আনিল সে দ্রব্যের সম্ভার।

ভৃত্যগণ উক্তরূপে উপহার আনয়ন করিলে হংসদ্বয়ের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ কাশীরাজ নিজেও একটী সুবর্ণপাত্র বহন করিয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিলেন। হংসদ্বয় তাহা হইতে মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করিয়া সুমিষ্ট জল পান করিলেন। অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজদত্ত উপহার এবং রাজার চিত্তপ্রসাদ দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন

৭৫। কাশীরাজদত্ত সেই বিবিধ সুস্বাদ
খাদ্য বিলোকন করি প্রহৃষ্ট অন্তরে
ক্ষাত্রধর্ম্ম বিশারদ হংসকুলেশ্বর
জিজ্ঞাসিলা নরনাথে মধুর বচনে

---

*কোচ্ছ—ভদ্রপীঠ ইহা মোড়ার মত একপ্রকার আসন। টীকাকার বলেন যে মাঙ্গলিক দিবসে অগ্রমহিষী এই আসন গ্রহণ করিতেন।

৭৬। "কুশল ত, ভূপ, তব ? আপৎ ত নাই ?
রাজ্য ত সমৃদ্ধিশালী ? যথাধর্ম্ম তুমি
পালন ত করিতেছ পৌর-জানপদে ?"

৭৭। "সর্ব্বতঃ কুশল মম, নিরাপৎ আমি,
রাজ্যও সমৃদ্ধিশালী, ধর্ম্ম অনুসরি
পালিতেছি সদা পৌর-জানপদগণে।"

৭৮। "তোমার অমাত্যগণ নির্দ্দোষ ত সবে ?
সাধিতে তোমার কার্য্য, তব হিততরে
জীবনপর্য্যন্ত পণ করে ত তাহারা ?"

৭৯। "অমাত্য আমার সব বিশ্বাসভাজন,
অম্লানবদনে তারা, করি প্রাণপণ
সতত আমার হিত-অনুষ্ঠানে রত।"

৮০। "ভার্য্যা ত সদৃশী তব বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল-অন্তরে আজ্ঞাবহন-তৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী ?"

৮১। "সদৃশী আমার ভার্য্যা বংশে আর গুণে,
প্রফুল্ল অন্তরে আজ্ঞাবহন-তৎপরা,
ছন্দানুবর্ত্তিনী সদা, মধুরভাষিণী,
চরিত্রে বিশুদ্ধা, পুত্রবতী, রূপবতী।"

৮২। "হয় না ত রাজ্যে তব প্রজার পীড়ন ?
উপদ্রব কোনরূপ ঘটে না ত কভু ?
বিনা অত্যাচারে, আর বিনা পক্ষপাতে
যথাধর্ম্ম শাসন ত করিতেছ তুমি ?"

৮৩। "হয় না আমার রাজ্যে প্রজার পীড়ন,
উপদ্রব কোনরূপ ঘটে না কখনো,
বিনা অত্যাচারে, আর বিনা পক্ষপাতে
যথাধর্ম্ম করি আমি রাজ্যের শাসন।"

৮৪। "সাধুদের সমুচিত কর ত সম্মান ?
অসাধুসংসর্গ ত্যাগ করেছ ত তুমি ?
কিংবা ধর্ম্ম-পথ তুমি করি পরিহার
কেবল অধর্ম্মপথে কর বিচরণ ?"

৮৫। "সাধুদের সমুচিত রাখি আমি মান,
অসাধুসংসর্গ আমি করিয়াছি ত্যাগ;
ধর্ম্মপথে বিচরণ করি অনুক্ষণ;
ভ্রমেও অধর্ম্মমার্গে চরি না কখন।"

৮৬। "জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, ভাব ত সতত ?
মাতিয়া ঐশ্বর্য্যমদে পরলোক-ভয়
মন হ'তে অপনীত কর নি ত তুমি ?"

* ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০ ও ৮১ চিহ্নিত গাথাগুলি যথাক্রমে খুল্লহংস-জাতকের ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২ ও ৬৩ চিহ্নিত গাথা।

৮৭। "জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, জানি বিলক্ষণ ;
দশবিধ রাজধর্ম্মে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত
পরলোক-ভয়ে আমি হই না কম্পিত।
৮৮। দান, শীল, পরিত্যাগ, আর্জ্জব, মার্দ্দব,
অক্রোধ, অহিংসা, তপঃ, ক্ষান্তি, অবিরোধ,— *
এই দশ রাজধর্ম্ম পালি আমি সদা।
৮৯। এ সব কুশলপ্রদ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছি, ভাবি ইহা, পাই আমি মনে
অপার আনন্দ, আত্মপ্রসাদ প্রচুর।
৯০। বিচার না করি মোর আছে কিবা গুণ,
চিত্ত যে নির্দ্দোষ মোর, ইহাও না ভাবি,
সুমুখ বলিল। অতি পরুষ বচন।
৯১। অকারণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলিলেন তিনি
পরুষ বচন ; কবিলেন অপরাধী
সেই দোষে, নাই যাহা স্বভাবে আমার।
এ নয় প্রাজ্ঞের পক্ষে কার্য্য সমুচিত।"

রাজার কথা শুনিয়া সুমুখ ভাবিলেন, "আমি এই গুণবান্ রাজাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছি ; ইনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ইহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা যাউক।" ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৯২। ধৃতরাষ্ট্রে পাশবদ্ধ দেখি পাইলাম দুঃখ ;
না ভাবিয়া না চিন্তিয়া, তাই, মহারাজ,
কি বলিতে কি বলিনু চিত্তের আবেগে আমি,
ভাবি তাহা এবে মনে পাই বড় লাজ।
৯৩। পুত্রের যেমন পিতা, জীবের ধরিত্রী যথা
আশ্রয়স্থানীয় হয়ে সহে অত্যাচার,
তুমিও, নৃমণি তথা মোদের আশ্রয়দাতা ;
দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার।

রাজা সুমুখকে আলিঙ্গন করিয়া সুবর্ণপীঠে বসাইয়া তাঁহার দোষস্বীকারোক্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক বলিলেন,

৯৪। ধন্য তুমি, বিহঙ্গম, চাও না ক তুমি
আত্মমনোগতভাব করিতে গোপন।
আত্মদোষ-স্বীকারে না কর ইতস্ততঃ।
স্বভাব সরল তব, করিলাম ক্ষমা।

রাজা এই কথা বলিলেন। তিনি মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথায় এবং সুমুখের সরলতায় প্রসন্ন হইয়া ভাবিলেন, "আমি যখন প্রসন্ন হইয়াছি, তখন ইহাদিগকে প্রসাদের চিহ্নস্বরূপ উপযুক্ত দান করা কর্ত্তব্য।" ইহা চিন্তা করিয়া তিনি হংসদ্বয়কে নিজের রাজকীয় ঐশ্বর্য্য দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,

* তপঃ = পোষধপালন।

৯৫। কাশীরাজ-গৃহে আছে রত্নরাজি যত—
সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, বৈদূর্য্য প্রচুর,

৯৬। দক্ষিণ-আবর্ত্ত শঙ্খ,* মণি নানাবিধ,
বস্ত্রাজীন, গন্ধদ্রব্য হরিচন্দনাদি,
গজদন্ত, তাম্র, লৌহ বহুপরিমাণ,
এই সব, আর এই রাজত্ব আমার
ভোগহেতু তোমাদের করিলাম দান।

ইহা বলিয়া রাজা শ্বেতচ্ছত্র দান করিয়া দুইটী হংসেরই পূজা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজ্য দান করিলেন। অতঃপর মহাসত্ত্ব রাজার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন :—

৯৭। সৎকার, সম্মান বহু পাইলাম তব ঠাঁই ;
এবে কিন্তু নিবেদন আমরা করিতে চাই,—
প্রজ্ঞাবলে তুমি, ভূপ, আমাদের শ্রেষ্ঠতর,
মোদের আচার্য্য হয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দান কর।

৯৮। পেয়ে আচার্য্যের আজ্ঞা, প্রদক্ষিণ করি তাঁরে
আমরা যাইতে চাই জ্ঞাতিগণে দেখিবারে।

রাজা তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মকথা বলিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন ; পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হইল।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৯৯। যাপিলা সমস্ত রাত্রি কাশীনরপতি
হংসরাজসহ বহুবিধ সদালাপে,
নিগূঢ় তত্ত্বের কত করিলা বিচার।
দিলা শেষে উভয়কে যাইতে বিদায়।

রাজার অনুমতি লাভ করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, অপ্রমত্তভাবে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করুন।" অনন্তর তিনি রাজাকে পঞ্চশীলে সুপ্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রাজাও আবার তাঁহাদিগের জন্য কাঞ্চনপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজ ও সুমধুর জল আনাইলেন এবং তাঁহাদের আহার শেষ হইলে গন্ধমালাদিদ্বারা পূজা করিয়া বোধিসত্ত্বকে স্বহস্তেই কাঞ্চন চঙ্গোটকে† তুলিলেন ; ক্ষেমাদেবী সুমুখকে তুলিলেন, এবং প্রাসাদবাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক সূর্য্যোদয়কালে, "মহাভাগদ্বয়, আপনারা যথারুচি চলিয়া যান" বলিয়া তাঁহারা উভয়কে বিদায় দিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০০। রজনী প্রভাতা হল, উদিতে না উদিতে তপন
হংসেরা উড়িয়া গেল, কাশীরাজ করে বিলোকন।

---

* দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ একমুখী রুদ্রাক্ষের ন্যায় অতি বিরল ; লোকে এই দুই বস্তুকে সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করে।

† চঙ্গোটক—ছোট ঝুড়ি। বোধ হয়, বাঙ্গালা চাঙ্গাড়ি শব্দটী 'চঙ্গোটক' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

হংসদ্বয়ের মধ্যে মহাসত্ত্ব সুবর্ণচন্দোটক হইতে উৎপতনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, কোন চিন্তা করিবেন না; অপ্রমত্তভাবে আমাদের উপদেশ পালন করিয়া চলিবেন।" রাজাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া তিনি সুমুখকে লইয়া সোজাসুজি চিত্রকূটে গমন করিলেন। সেই নবতিসহস্র হংস কাঞ্চনগুহা হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বততলে অবস্থিতি করিতেছিল, রাজা ও সেনাপতিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল; ধৃতরাষ্ট্র ও সুমুখ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া চিত্রকূটতলে প্রবেশ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০১। রাজা, সেনাপতি, দু'য়ে অক্ষতশরীরে
ফিরিলেন দেখি তারা মহা কেকারবে
নিনাদিত দশদিক্ করিল সকলে। *

১০২। বন্ধন-বিমুক্ত হ'য়ে এসেছেন তাঁরা,
এ আনন্দে প্রভুভক্ত বিহঙ্গমগণ
উড়িতে লাগিল সবে চৌদিকে তাঁদের।
ছিল নিরাশ্বাস, এবে লভিল আশ্বাস।

এইরূপে রাজার অনুগমন করিবার কালে হংসেরা জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আপনি কি উপায়ে মুক্তি লাভ করিলেন?" কিরূপে সুমুখের গুণে তিনি মুক্ত হইয়াছেন এবং রাজা সংযম ও তাঁহার পুত্রাদি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, মহাসত্ত্ব হংসদিগকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ইহা শুনিয়া হংসেরা পরম প্রীতি লাভ করিল, এবং একবাক্যে বলিল, 'সেনাপতি সুমুখ, রাজা সংযম, ও ব্যাধ, ইঁহারা সকলেই চিরজীবী ও সুখী হউন।"

এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০৩। মৈত্রীভাবে পরিপূর্ণ যাহার হৃদয়, সকল অভীষ্ট তার সদা সিদ্ধ হয়।
ধৃতরাষ্ট্র-হংসগণ তাহার প্রমাণ, জ্ঞাতিমধ্যে গেল পুনঃ নিজ নিজ স্থান।

এ সমস্তই খুল্লহংস-জাতকে সবিস্তার বলা হইয়াছে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান—তখন ছন্ন ছিলেন সেই ব্যাধ; ক্ষেমা ভিক্ষুণী ছিলেন সেই ক্ষেমা রাজ্ঞী; সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন রাজপুরুষগণ, আনন্দ ছিলেন সুমুখ এবং আমি ছিলাম ধৃতরাষ্ট্র।]

৫৩৫—সুধাভোজন-জাতক †

[শাস্তা এক দানশীল ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের কোন ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে শাস্তার মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি প্রসন্নচিত্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং সাতিশয় যত্নসহকারে দশশীলে সুপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। ভিক্ষুজনোচিত সদাচারে কখনও তাঁহার ভ্রম-প্রমাদ ঘটিত না। তিনি ধূতাঙ্গসমূহ পালন করিতেন, সতীর্থগণের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং প্রতিদিন তিন বার

---

* এই গাথা দুইটী খুল্লহংস-জাতকের ৮৬ ও ৮৭ চিহ্নিত গাথা।

† এই জাতকের প্রথমাংশের সহিত ইল্লীস-জাতকের (৭৮) বহু সাদৃশ্য দেখা যায়।

বহু ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পরিচর্য্যা করিতেন। তাঁহার এমনই দানশীলতা ও সৌজন্য ছিল যে কোন দানগ্রহণার্থী উপস্থিত থাকিলে স্বয়ং অনাহারী থাকিয়াও ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতেন। তাঁহার এই অসামান্য দানশীলতা ও দানাভিরতির কথা ক্রমে সঙ্ঘমধ্যে সুবিদিত হইল, এবং এক দিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "দেখ, অমুক ভিক্ষু এমনই দানশীল যে, নিজে অর্দ্ধাঞ্জলি মাত্র * পানীয় প্রাপ্ত হইলেও তাহা নির্ব্বিচারে সতীর্থগণকে দিয়া থাকেন. চিৎসাবৃত্তিতে তিনি বোধিসত্ত্বকল্প।" শাস্তা দিব্যশ্রোত্র দ্বারা ভিক্ষুদিগের এই কথা শুনিতে পাইয়া গন্ধকুটীর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমরা অমুক দানশীল ভিক্ষুর কথা বলিতেছিলাম।" তখন শাস্তা বলিলেন, "দেখ এই ব্যক্তি পুরাকালে নিতান্ত কৃপণ ও দানবিমুখ ছিলেন; ইনি তৃণাগ্রে করিয়াও কাহাকে তৈলবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিতেন না। তখন আমিই ইঁহাকে সৎপথে আনিয়াছিলাম এবং স্বার্থপরতাহীন হইতে শিক্ষা দিয়া ও দানের মহাফল বুঝাইয়া দানশীল করিয়াছিলাম। তজ্জন্য ইনি আমার নিকট এই বর গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, 'অর্দ্ধাঞ্জলিমাত্র জল পাইলেও যেন অপরকে তাহার অংশ না দিয়া পান না করি।' সেই বরের প্রভাবেই ইনি এখন এমন দানপরায়ণ ও দানাভিরত হইয়াছেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

---

(১)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন এক আঢ্য গৃহস্থ ছিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে শ্রেষ্ঠীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজসম্মানে ভূষিত এবং পৌর ও জানপদগণকর্ত্তৃক পূজিত এই গৃহস্থ এক দিন নিজের ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যদি পূর্ব্ব জন্মে আলস্যপরতন্ত্র বা পাপাচারসম্পন্ন হইতাম, তবে কখনও এই বিপুল বিভব লাভ করিতে পারিতাম না। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিই আমার বর্ত্তমান সৌভাগ্যের প্রসূতি। অতএব ভবিষ্যতেও যাহাতে সদ্‌গতি হয়, তাহা করা আবশ্যক।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রেষ্ঠী রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "দেব, আমার গৃহে অশীতি কোটি ধন সঞ্চিত আছে; আপনি তাহা গ্রহণ করুন।" রাজা বলিলেন, "তোমার ধনে আমার প্রয়োজন নাই; আমার নিজের বহু ধন আছে; তাহা হইতে বরং তুমি যত ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার।" "আমি নিজের ধন ইচ্ছামত দান করিতে পারি কি?" "তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।"

রাজার নিকট এই অনুমতি লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠী নগরের চতুর্দ্বারে, মধ্যভাগে ও স্বকীয় বাসভবনের সন্নিধানে ছয়টী দানশালা স্থাপিত করিলেন এবং প্রত্যহ ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ঐ সকল স্থানে মহাদানে ব্রতী হইলেন। এইরূপে যাবজ্জীবন মুক্তহস্তে দান করিয়া তিনি পুত্রকে উপদেশ দিয়া গেলেন, "দেখিও, আমি এত দিন যে দানব্রত পালন করিলাম, এ বংশে যেন তাহার ব্যতিক্রম না ঘটে।" অনন্তর দেহত্যাগ করিয়া তিনি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

কালক্রমে শ্রেষ্ঠীর পুত্র পিতৃবৎ দান করিয়া চন্দ্ররূপে, পৌত্র সূর্য্যরূপে, প্রপৌত্র মাতলিরূপে এবং বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পঞ্চশিখরূপে* শরীর পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার অতি-

---

* 'পসতমত্তম্' = প্রসৃতমাত্র।

* পুরাণে 'পঞ্চশিখ নামে' এক গন্ধর্ব্ব ও শিবের এক অনুচরের উল্লেখ দেখা যায়।

বৃদ্ধপ্রপৌত্রের নাম মৎসরী কৌশিক। ইঁহারও অশীতি কোটি ধন ছিল, কিন্তু ইনি ভাবিতেন, 'আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি নির্ব্বোধ ছিলেন: তাঁহারা কষ্টলব্ধ অর্থ উড়াইয়া গিয়াছেন, আমি এখন হইতে সযত্নে ধন রক্ষা করিব, কাহাকেও কিছু দিব না।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দানশালাগুলি ভাঙ্গিয়া ভস্মীভূত করিলেন, এবং ভয়ানক কৃপণ হইয়া দাঁড়াইলেন। যাচকগণ তাঁহার গৃহদ্বারে সমবেত হইয়া বাহুবিস্তারপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, দান করুন, পিতৃপৈতামহিক প্রথা উচ্ছেদ করিবেন না।" তাহা শুনিয়া সকলেই মৎসরীর নিন্দা আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল, "দেখ, মৎসরী নিজের কুলপ্রথা উঠাইয়া দিলেন।" ইহা শুনিয়া মৎসরীর লজ্জা হইল, দ্বারদেশে আর ভিক্ষার্থী দাঁড়াইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। কাজেই যাচকেরা নিরুপায় হইয়া তাঁহার গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করিতে পারিত না।

মৎসরী অতঃপর ধনসঞ্চয়ে মন দিলেন, কিন্তু ঐ ধন তিনি নিজেও ভোগ করিতেন না, পুত্রকলত্রদিগকেও ভোগ করিতে দিতেন না। তিনি কাঞ্জিকমাত্র উপকরণ সহকারে সকুণ্ডক তণ্ডুলের* অন্ন আহার করিতেন, বৃক্ষমূলাদিজাতসূত্রনির্ম্মিত স্থূলবস্ত্র পরিধান করিতেন, আতপনিবারণার্থ মস্তকের উপর পর্ণনির্ম্মিত ছত্র ব্যবহার করিতেন এবং জরাগ্রস্ত গো-চালিত জীর্ণ শকটে গমনাগমন করিতেন। ফলতঃ এই পুরুষাধমের অর্থরাশি কুক্কুরলব্ধ নারিকেলফলের ন্যায় কাহারও কোন কাজে লাগিত না।

এক দিন মৎসরী রাজদর্শনে যাইবার সময়ে সহকারী শ্রেষ্ঠীকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সহকারী শ্রেষ্ঠী পুত্রকন্যাপরিবৃত হইয়া আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক নবঘৃতপক্ব, মধু ও শর্করাচূর্ণমিশ্রিত পায়স ভোজন করিতেছিলেন। মৎসরীকে দেখিয়া তিনি আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'আসিতে আজ্ঞা হউক, মহাশ্রেষ্ঠিন্! আসুন, এই পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক আমরা পায়স ভোজন করি।" পায়স দেখিয়া মৎসরীর মুখ লালায়িত হইল, ভোজনের জন্য তাঁহার প্রবল লালসা জন্মিল; কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'এখন যদি পায়স খাই, তবে ইনি যখন আমার গৃহে যাইবেন, তখন ইঁহার প্রতিসৎকার করিতে হইবে. তাহা করিলে ত আমার ধনক্ষয় ঘটিবে ' ইহা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "না হে, আমি এখন পায়স খাইব না।" সহকারী শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু "আমি এইমাত্র আহার করিয়া আসিতেছি, উদর পূর্ণ রহিয়াছে" বলিয়া তিনি অনিচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু মুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি মনের লোভ দমন করিতে পারিলেন না। যখন সহকারী শ্রেষ্ঠী পায়স খাইতে লাগিলেন এবং তিনি তাহা দেখিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মুখ বার বার লালায়িত হইতে লাগিল।

সহকারী শ্রেষ্ঠীর ভোজন শেষ হইলে উভয়ে রাজসদনে গেলেন এবং সেখানে কার্য্য শেষ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। গৃহে গিয়া মৎসরীর পায়সভোজন-স্পৃহা অতি বলবতী হইল, কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যদি বলি যে, পায়স খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে, তবে বাড়ীসুদ্ধ লোকেরই এই ইচ্ছা জন্মিবে এবং তণ্ডুলাদি উপকরণের বিস্তর অপচয় ঘটিবে; অতএব কাহাকেও কোন কথা বলা হইবে না।'

মনের ভাব এইরূপে চাপিয়া রাখিলেও মৎসরী দিবারাত্র পায়সের চিন্তাতেই নিমগ্ন

* খাঁকাড়া চাউল।

রহিলেন, তথাপি ধননাশের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু ক্রমাগত দীর্ঘকাল ইচ্ছাদমন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইল তাঁহার শরীর দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল, তথাপি ধনক্ষয়ের ভয়ে তিনি কাহারও নিকট নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। শেষে তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া শয্যা ধরিলেন।

মৎসরীর ভার্য্যা এক দিন তাঁহারা পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনার কি অসুখ করিয়াছে?" মৎসরী বলিলেন, "অসুখ হউক তোমার; আমার কোন অসুখ নাই।" "সে কি বলেন, প্রভু! আপনার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে; তবে, বোধ হয়, আপনার মনে কোন দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। রাজা কি কুপিত হইয়াছেন, ছেলেরা কি আপনার কোন অপমান করিয়াছে, অথবা কোন দ্রব্যের প্রতি কি আপনার লোভ জন্মিয়াছে?" "হাঁ, আমার একটা লোভ জন্মিয়াছে বটে।" "বলুন না, প্রভু!" "কথাটা গোপন রাখিতে পারিবে ত?" "গোপন রাখিবার বিষয় হইলে গোপন রাখিতে পারিব বৈ কি।" কিন্তু এরূপ আশ্বাস পাইলেও ধননাশের আশঙ্কায় মৎসরী সহসা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন তাঁহার ভার্য্যা নিতান্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাকে অগত্যা বলিতে হইল, "ভদ্রে, একদিন সহকারী শ্রেষ্ঠীকে সপি, মধু ও শর্করাচূর্ণযুক্ত পায়স খাইতে দেখিয়া তখন হইতে সেইরূপ পায়স খাইবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া সেই রমণী ক্রোধভরে বলিলেন, "হতভাগ্য, তোমার অভাব কি বল ত? আমি এত পায়স পাক করিয়া দিতেছি যে, তাহাতে সমস্ত বারাণসীবাসীর ভূরি ভোজন হইবে।" এই কথা শুনিয়া মৎসরীর মনে হইল, যেন কেহ তাঁহার মস্তকে দণ্ডাঘাত করিল। তিনি ভার্য্যার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমার যে প্রচুর ধন আছে, তাহা আমার অগোচর নাই; ঐ ধন যদি তোমার পিত্রালয় হইতে আনিয়া থাক, তবে পায়স পাক করিয়া বারাণসীর সমস্ত লোককেই খাওয়াইতে পার।" "আচ্ছা, তাহা না করিলাম; আমি এত পায়স পাক করিয়া দিতেছি যে, তাহাতে এই রাজপথের দুই ধারে যত লোক বাস করে, তাহারা সকলেই ভোজন করিতে পারিবে।" "তাদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক বল ত? তাহারা যে যাহার নিজের দ্রব্য খাউক।" "তবে এখান সেখান হইতে সাত ঘর বাছিয়া তাহাদের উপযুক্ত পায়স প্রস্তুত করা যাউক।" "তাহাদিগকে ইহার মধ্যে জড়াইতেছ কেন?" "তবে নিতান্ত পক্ষে এই বাটীর লোক কয়টীর জন্য ব্যবস্থা করিলেই চলিবে।" "তাহাদের জন্যই বা কেন?" "আচ্ছা, আপনার বন্ধুবর্গের জন্য আয়োজন করি?" "বন্ধুবর্গকে পায়স দিবে কি জন্য?" "বেশ, আজ্ঞা দেন ত, কেবল আপনার এবং আমার জন্যই রন্ধন করি।" "তুমি কে গা? তুমি ত কিছুই পাইতে পার না।" "নাই পাইলাম; শুদ্ধ আপনার জন্যই ব্যবস্থা করিব।" "আমার জন্যও পাক করিও না। গৃহে পাক করিলে বহু লোকে প্রত্যাশা করিবে। তুমি আমাকে আধ আঢা চাউল, * এক পোয়া দুধ, এক

*এক 'পত্থ'। পত্থ=প্রস্থ। মূলে অন্যান্য উপকরণের এইরূপ পরিমাণ দেওয়া আছে:—'চতুর্ভাগ' দুধ; এক 'অচ্ছর' চিনি, এক 'করণ্ড' মধু। অচ্ছর—টিপ, দুই আঙ্গুল দিয়া যতটুকু তোলা যায় (pinch)। করণ্ড=ঝুড়ি বা পেটিকা। কিন্তু ইহা ত দ্রব পদার্থের আধার নহে। শ্রেষ্ঠীর পায়সে ঘৃতের অভাব বোধ হয় লিপিকারের অনবধানতাবশতঃ ঘটিয়াছে। পাঠান্তরে এক করণ্ড সর্পিরও ব্যবস্থা আছে।

টিপ চিনি, এক শিশি মধু এবং পাক করিবার একটা পাত্র দাও, আমি বনে গিয়া পাক করিয়া খাইব।"

গৃহিণী তাহাই করিলেন এবং মৎসরী কৌশিক এই সকল দ্রব্য এক জন চাকরের মাথায় দিয়া বলিলেন, "অমুকস্থানে গিয়া আমার প্রতীক্ষা কর্।" ভৃত্যকে অগ্রে পাঠাইয়া তিনি নিজে অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিয়া অজ্ঞাতবেশে সেখানে গমন করিলেন এবং নদীতীরে এক গুল্মমূলে চুল্লী প্রস্তুত করিয়া জল ও কাষ্ঠ আনাইলেন। তাহার পর তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "তুই পথে গিয়া থাক্, কাহাকেও দেখিলে আমাকে সঙ্কেত করিবি। আমি যখন ডাকিব, তখন আসিবি।" ভৃত্য চলিয়া গেলে মৎসরী আগুন জ্বালিয়া পায়স পাক আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র নিজের অপার ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার অলঙ্কৃতা দেবপুরী দশসহস্রযোজনব্যাপিনী, সুবর্ণমণ্ডিত দেবপথ ষষ্টিযোজন দীর্ঘ; বৈজয়ন্ত প্রাসাদ সহস্রযোজন উচ্চ, সুধর্ম্মনামক সভামণ্ডপ পঞ্চশত যোজনায়তন, পীতমণিময় শিলাসন ষষ্টিযোজন বিস্তৃত, কাঞ্চনমালাশোভিত শ্বেতচ্ছত্র পঞ্চযোজনপরিধিবিশিষ্ট, সার্দ্ধদ্বিকোটি দিব্যাঙ্গনা নিয়ত তাঁহার চিত্তবিনোদনে নিরতা। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কি সুকৃতির ফলে আমি এতাদৃশ শ্রীসম্পন্ন হইলাম?' অতীত জন্মে বারাণসীতে তিনি যে মহাদানব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন মনশ্চক্ষুতে তাহা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 'দেখা যাউক আমার পুত্রপৌত্রাদি এখন কোথায় কি ভাবে জন্মিয়াছে'। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র চন্দ্ররূপে, পৌত্র সূর্য্যরূপে, প্রপৌত্র মাতলিরূপে এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র পঞ্চশিখরূপে স্বর্গলোকে বাস করিতেছেন। এইরূপে বৃদ্ধপ্রপৌত্র পর্য্যন্ত সকলের জন্মান্তরগ্রহণ জানিতে পারিয়া তিনি আবার ভাবিলেন, 'পঞ্চশিখের পুত্র এখন কোথায়?' অমনি অনুভাববলে তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই কুলাঙ্গার কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছে। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'সেই নরাধম কার্পণ্যবশতঃ স্বীয় বিপুল ঐশ্বর্য্য নিজেও ভোগ করিতেছে না, অন্যকেও ভোগ করিতে দিতেছে না। সে কুলকীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে, কাজেই মৃত্যুর পর তাহাকে নরকে যাইতে হইবে। অতএব উপদেশ বলে তাহাকে পুনর্ব্বার কুলধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। তখন সে বুঝিতে পারিবে, লোকে কিরূপে মৃত্যুর পর দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে।'

ইহা স্থির করিয়া শক্র, চন্দ্র প্রভৃতিকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "চল, আমরা নরলোকে যাই। মৎসরী কৌশিক আমাদের কুলকীর্ত্তি নষ্ট করিয়াছে, সে দানশালা দগ্ধ করিয়াছে, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও নিজে কিছু ভোগ করিতেছে না, অপরকেও কিছু দিতেছে না। এই মুহূর্ত্তেই সে পায়স খাইবার অভিপ্রায়ে, পাছে ঘরে পাক করিলে অপরকে দিতে হয়, এ আশঙ্কায়, বনে গিয়া একাকী পাক করিতেছে। চল, তাহার চরিত্র শোধন করিয়া এবং তাহাকে দানফল শিক্ষা দিয়া আসি। আমরা যদি সকলে এক সঙ্গে গিয়া তাহার নিকট পায়স চাই, তবে সে হয় ত বনের মধ্যেই মারা যাইবে। অতএব আমি অগ্রে গিয়া পায়স যাচ্ঞা করি; তাহার পর, আমি যখন উপবেশন করিব, তখন তোমরাও ব্রাহ্মণের বেশে একে একে সেখানে উপস্থিত হইয়া পায়স চাহিবে।"

এই যুক্তি করিয়া শক্র ব্রাহ্মণের বেশে মৎসরীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, বারাণসী যাইবার কোন্ পথ?" মৎসরী কহিলেন, "তুমি পাগল না কি? বারাণসী যাইবার পথটা পর্য্যন্ত জান না? এখানে আসিয়াছ কেন? অন্যত্র চলিয়া যাও।" শক্র যেন তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন না, এই ভাব দেখাইবার জন্য তাঁহার আরও নিকটে গিয়া বলিলেন, "কি বলিলে, বাপু।" মৎসরী বলিলেন, "ভাল ত কালা বামুণ! এদিকে আসিলে কেন? সোজাসুজি চলিয়া যাও না।"

শক্র। এত চেঁচাইয়া কথা বল কেন? ধূম দেখা যাইতেছে, অগ্নি দেখা যাইতেছে। বা! তুমি যে পায়স পাক করিতেছ! ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইতেছে বুঝি? বেশ, বাবা, আমিও তবে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় একটু পায়স পাইব। আমাকে তাড়াইয়া দিচ্ছ কেন, বাবা?

মৎসরী। এখানে ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে না, ঠাকুর। তুমি এখনই দূর হও।

শক্র। চট কেন, বাপ? তুমি যখন খাইবে, তখন আমিও একটু পাইব ত।

মৎসরী। তোমাকে এক গ্রাসও দিব না। যে সামান্য পায়স দেখিতেছ, তাহাতে আমার নিজের পেট ভরাই ভার। তাও আবার ভিক্ষা করিয়া যোগাড় করিয়াছি। তুমি যাও, ঠাকুর; অন্য কোথাও গিয়া খাবার উপায় দেখ।

মৎসরী ভার্য্যার নিকট উপকরণ চাহিয়া আনিয়াছিলেন; মনে মনে তাহা ভাবিয়াই বলিয়াছিলেন, "তাও আবার ভিক্ষা করিয়া যোগাড় করিয়াছি।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

১। কেনাবেচা নয় ব্যবসা আমার, পুঁজি নাই কিছু ঘরে,
বহু কষ্টে এই আধ আচা চাল এনেছি যোগাড় করে।
পূরিবে না বুঝি আমারই উদর, ভাবিতেছি ইহা চিতে,
কুলাইবে কেন এ পায়সটুকু দুজনার মুখে দিতে।

শক্র। আমিও তোমাকে মধুরস্বরে একটী শ্লোক বলিতেছি, শুন।

মৎসরী। আমার শ্লোক শুনিয়া কাজ নাই।

কিন্তু তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও শক্র নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন:—

২। 'দিব না' এ কথা মুখে আনিও না, ভাই
দানের সমান ধর্ম্ম এ জগতে নাই।
অল্প থাকে, অল্প দেয়; যদি মধ্যবিত্ত হয়,
মধ্যম প্রকার দান করিবে সে জন,
বহুদানে ধনী তোষে যাচকের মন।

৩। শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর,
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

শক্রের কথা শুনিয়া মৎসরী বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি অতি উত্তম উপদেশ দিয়াছ, তুমি ব'সো, পায়স পাক হইলে একটু পাইবে।" ইহা শুনিয়া শক্র এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন চন্দ্র পূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইয়া শ্রেষ্ঠীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং শ্রেষ্ঠীর নিষেধ সত্ত্বেও বলিলেন,

৪। বৃথা যজ্ঞ, বৃথা তার ধন উপার্জ্জন,
অতিথি বসিয়া দ্বারে ; বঞ্চিত করিয়া তারে
একাকী আহার করে যে পাষণ্ড জন।
৫। শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত ?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর ;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

মৎসরী অতিকষ্টে ও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "তবে বাপু, তুমিও একটু পাইবে"। এই অনুমতি পাইয়া চন্দ্র শক্রের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার পর সূর্য্য আসিয়া ঠিক ঐ ভাবে আলাপ আরম্ভ করিলেন। মৎসরী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, তথাপি তিনি বলিতে লাগিলেন,

৬। সার্থক যজন তার ধন উপার্জ্জন
অতিথি দেখিলে দ্বারে, খাদ্য দেয় যে তাহারে
একাকী সমস্ত অন্ন না করি ভোজন।
৭। শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত ?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর,
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

এবারও মৎসরী অতিকষ্টে ও অনিচ্ছার সঙ্গে বলিলেন, "তুমিই বা বঞ্চিত হইবে কেন? বাপু, একটু পাইবে।" তখন সূর্য্য গিয়া চন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অতঃপর মাতলি আসিয়া দেখা দিলেন এবং পূর্ব্ববৎ আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া মৎসরীর সনির্ব্বন্ধ নিষেধ না মানিয়া বলিলেন,

৮। নাগ, যক্ষ, ভূত, প্রেত তুষিবার তরে
বহুবিধ জলাশয়ে পূজা দেয় নরে।
গয়াক্ষেত্রে নদীগর্ভে, নানা বলি দেয় সর্ব্বে,
দ্রোণতীর্থে, তিম্বরুতে—বিশাল তটিনী
বহিছে যেখানে অতি খরস্রোতস্বিনী।
৯, ১০। এসব দানের ফল লভে সেই জন,
তার(ই) মনোবাঞ্ছা শুধু হইবে পূরণ,
অতিথি দেখিলে দ্বারে, খাদ্য দেয় যে তাহারে,
একাকী সমস্ত অন্ন না করি ভোজন,
আত্মম্ভরী কোন সুখ পায় না কখন।
শুন, হে কৌশিক তুমি বচন আমার,
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত ?
অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর,
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

লোকের বুকের উপর পাথর চাপা পড়িলে যেমন হয়, এই কথায় মৎসরীর সেইরূপ কষ্টবোধ হইল এবং তিনি বলিলেন, "ব'সো, তুমিও একটু পাইবে।" তখন মাতলি গিয়া সূর্য্যের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বশেষে পঞ্চশিখ আসিয়া ঐরূপ আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মৎসরীর নিষেধ না মানিয়া বলিলেন,

১১, ১২। সূত্রবদ্ধ বড়িশ গিলিয়া লোভবশে
মূঢ় মীনগণ যথা মৃত্যুমুখে পশে,
অতিথি বসিয়া দ্বারে; বঞ্চনা করিয়া তারে
একাকী যে খায় তার(ও) দুর্দ্দশা তেমন;
পাপ-আকর্ষণে করে নরকে গমন।
শুন, হে কৌশিক, তুমি বচন আমার।
দান কর, ভোগ(ও) কর যা আছে তোমার।
দানের মাহাত্ম্য যত, বর্ণন করিব কত?
অর্হত্ব পর্য্যন্ত লভে দানবলে নর;
একাকী ভোজন করা নহে সুখকর।

মৎসরী দুঃখভরে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, "তুমিও ব'সো; পাক হইলে একটু পাইবে।" তখন পঞ্চশিখ গিয়া মাতলির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এইরূপে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট হইবামাত্র পায়স পাক শেষ হইল। মৎসরী তাহা উনান হইতে নামাইয়া বলিলেন, "তোমরা ভোজনের জন্য পাত্র লইয়া আইস।" ব্রাহ্মণবেশধারী দেবগণ স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত না হইয়াই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক হিমালয় হইতে মালুবালতার * পত্র আহরণ করিলেন। তাহা দেখিয়া মৎসরী বলিলেন, "তোমাদের এত বড় পাতায় দিবার পায়স আমার নাই। খদির বা অন্য কোন গাছের ছোট পাতা আন।" দেবতাগণ তাহাই আনিলেন, কিন্তু সেগুলিও ঢালের মত বড় হইল। মৎসরী দর্ব্বীতে তুলিয়া সকলকে একটু একটু পায়স দিলেন, কিন্তু পরিবেষণ করিবার পরেও, ভাণ্ডস্থ পায়স যে কিছুমাত্র কমিয়াছে, এরূপ বোধ হইল না।

পরিবেষণান্তে মৎসরী ভাণ্ডটী লইয়া নিজে আহারে বসিলেন। তখন পঞ্চশিখ আসন হইতে উত্থিত হইয়া কুক্কুরের বেশ ধারণ করিলেন এবং সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মূত্রত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব পায়স পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন; মৎসরী হাত দিয়া ঢাকিয়াছিলেন, এক বিন্দু মূত্র গিয়া তাঁহার হাতে পড়িল।

ব্রাহ্মণবেশী দেবতারা কমণ্ডলুতে করিয়া জল তুলিয়া পায়সে ছিটাইয়া দিলেন এবং যেন উহা খাইতেছেন, এই ভাব দেখাইলেন। মৎসরী বলিলেন, "আমাকেও একটু জল দাও, আমি হাত ধুইয়া খাইব।" তাঁহারা বলিলেন, "তুমি নিজে জল আনিয়া হাত ধোও।" "আমি তোমাদিগকে পায়স দিলাম; তোমরা আমায় একটু জল দিবে না?" "আমরা ভিক্ষাচর্য্যায় কোনরূপ বিনিময় করি না।" † "বেশ, না করিলে, কিন্তু আমার ভাণ্ডটার দিকে লক্ষ্য রাখিও; আমি হাত ধুইয়া আসিতেছি।" ইহা বলিয়া মৎসরী অবতরণ করিলেন; ইত্যবসরে কুক্কুরটা পায়সভাণ্ডটীকে মূত্রপূর্ণ করিল। মৎসরী তাহাকে

---

* এক প্রকার মিষ্ট আলু; ইহার পাতাগুলি বাটীর আকারে গঠিত।

† পিণ্ডপ্রতিপিণ্ডকর্ম্ম। সঙ্ঘে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের বিনিময় নিষিদ্ধ।

প্রস্রাব করিতে দেখিয়া এক প্রকাণ্ড যষ্টি লইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে তাড়া করিলেন। তখন পঞ্চশিখ আজানেয় অশ্বের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মৎসরীর অনুধাবন করিলেন এবং কখনও কৃষ্ণ, কখনও শ্বেত, কখনও পীত, কখনও শবলবর্ণ ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও উচ্চ হইলেন, কখনও নীচ হইলেন এবং এইরূপে নানা ভাবে মৎসরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। মৎসরী তখন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গেলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আকাশে সমাসীন হইলেন। তাঁহাদের এই অলৌকিক ঋদ্ধি দেখিয়া মৎসরী বলিলেন,

১৩। ব্রাহ্মণ তোমরা দিব্যবর্ণ সমুজ্জ্বল। কি হেতু এনেছ সঙ্গে, সত্য করি বল,
কুক্কুরে, যে নানা বর্ণে নানা মূর্ত্তি ধরি ছুটিয়া আসিছে ওই আস্ফালন করি?
কে তোমরা, সত্য বল, এই নিবেদন, স্বরূপ প্রকাশি কর সন্দেহ ভঞ্জন।

ইহা শুনিয়া দেবরাজ শক্র বলিলেন,

১৪। ইনি চন্দ্র, ইনি সূর্য্য, দেবলোক ত্যজি তোমার নিকটে হেথা আসিছেন আজি।
মাতলি ইঁহার নাম, দেবের সারথি, আমি শক্র ত্রিদশআলয়-অধিপতি।
ছুটি যিনি আসিছেন পশ্চাতে তোমার পঞ্চশিখ নামে তিনি খ্যাত চরাচর।

অতঃপর শক্র নিম্নলিখিত গাথায় পঞ্চশিখের গুণ বর্ণনা করিলেন :—

১৫। পাণিস্বর, মৃদঙ্গ, মুরজ, আডম্বর,
এ সব যন্ত্রের বাদ্যে বিনিদ্র হইয়া
প্রভাতে উঠেন যিনি শয্যা তেয়াগিয়া;
মিষ্ট বাদ্য শুনি হন প্রসন্ন অন্তর।

শক্রের কথা শুনিয়া মৎসরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনারা কি পুণ্যের বলে এই বিভূতি লাভ করিয়াছেন, বলুন ত?" শক্র উত্তর দিলেন, "যাহারা কৃপণ ও দানকুণ্ঠ, তাহারা এবং পাপাচারেরা কখনও দেবলোকে যাইতে পারে না; তাহারা গিয়া নরকে জন্মে।"

এই ভাব বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শক্র নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :—

১৬। কৃপণ, কুকার্য্যে রত কায়ে আর মনে, নিরর্থক নিন্দা করে শ্রমণে, ব্রাহ্মণে,
স্থূল শরীরের যবে হয় অবসান, হেন নীচাশয় করে নরকে প্রয়াণ।

পক্ষান্তরে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের স্বর্গপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে শক্র বলিলেন,

১৭। "সদ্‌গতির আশা পোষে হৃদয়ে যে জন, করে সে নিয়ত ধর্ম্মপথে বিচরণ;
সর্ব্বদা সংযমে থাকে, দীনে দেয় দান, দেহান্তে দেবের ধামে করে সে প্রয়াণ।

তুমি মনে করিও না যে, আমরা পরমান্ন-ভোজনের উদ্দেশ্যে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তোমার অধোগতি দেখিয়া আমাদের মনে করুণার সঞ্চার হইয়াছে। অতএব তোমাকে অনুকম্পা করিবার জন্য আমরা আগমন করিয়াছি।" এই ভাব সুব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শক্র নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :—

১৮। পূর্ব্বজন্ম-সম্বন্ধেতে জ্ঞাতি আমাদের; অথচ হয়েছ দাস অনর্থ অর্থের;
কোপনস্বভাব তব, পাপাচারে মতি, অন্তিমে ইহার ফল নরকেতে গতি।
আগমন আমাদের রক্ষিতে তোমায়; ত্যজ পাপ, ভজ ধর্ম্ম থাকিতে সময়।

এই সমস্ত শুনিয়া মৎসরী বিবেচনা করিলেন, 'ইহারা বলিতেছেন যে, ইহারা

আমার শুভাকাঙ্ক্ষী; আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে স্থাপিত করিবার জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন।' এই বিশ্বাসে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন,

১৯। উপদেশে পাতকীরে করিতে উদ্ধার এসেছ তোমরা বুঝিলাম এই সার।
হিতৈষীর আজ্ঞা যত পালিব যতনে, করিনু প্রতিজ্ঞা আমি এই মনে মনে।
২০। আজ হতে কৃপণতা করি পরিহার কোন পাপে লিপ্ত মন হবে না আমার।
অদেয় আমার আর কিছু মাত্র নাই, যা' আমার, অংশ তার পাইবে সবাই।
জলমাত্র থাকে যদি, তার(ও) অংশ দিব; অকাতরে করি দান যাচকে তুষিব।
২১। দান-হেতু ধনক্ষয় ঘটিবে যখন করিব তখন আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
বিষয়-বাসনা যত, পাইবে বিলয়, এই মম বাঞ্ছা, শক্র, কহিনু নিশ্চয়।

এইরূপে মৎসরীকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়া শক্র তাঁহাকে আত্মসংযম শিক্ষা দিলেন, দানফল বুঝাইলেন, সদুপদেশ দিয়া পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং অনুচরগণসহ দেবনগরে ফিরিয়া গেলেন। মৎসরীও নগরে প্রবেশ করিয়া রাজার অনুমতি লইয়া সঞ্চিত ধন বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, যাচকেরা যে, যে পাত্র লইয়া আসিবে, সে তাহাই পূর্ণ করিয়া ধন গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপে সমস্ত ধন নিঃশেষ করিয়া তিনি অবিলম্বে সংসার ত্যাগ করিলেন এবং হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে, এক দিকে গঙ্গা, অন্য দিকে একটী হ্রদ,* এরূপ কোন স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা-গ্রহণানন্তর বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন।

২

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন শক্রের আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী ও হ্রী-নাম্নী চারিটী কন্যা ছিলেন। তাঁহারা এক দিন প্রচুর দিব্যমাল্যগন্ধাদি লইয়া জলকেলি করিবার অভিপ্রায়ে অনবতপ্ত হ্রদে† গমন করিয়াছিলেন। ক্রীড়া শেষ হইলে শক্রকন্যাগণ মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন। সেই মনঃশিলার শিখরদেশে কাঞ্চনগুহায় নারদ-নামক এক ব্রাহ্মণ তপস্বী বাস করিতেন। তিনি ঐ দিন দিবাভাগে বিশ্রাম করিবার জন্য ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে নন্দনবনস্থ চিত্রকূট শিলায় এক লতাকুঞ্জে ক্লান্তি অপনোদনপূর্ব্বক ফিরিবার কালে আতপনিবারণার্থ একটী পারিচ্ছত্রক পুষ্প ‡ লইয়া আসিতেছিলেন। শক্রকন্যাচতুষ্টয় নারদের হস্তে ঐ দিব্য পুষ্প দর্শন করিয়া উহা যাচ্‌ঞা করিলেন।

অনন্তর শাস্তা সমস্ত বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

২২। নগকুলরাজ গন্ধমাদনের সুরম্য শিখরদেশ;
কেলি করে সেথা শক্রকন্যাগণ পরি মনোহর বেশ।
এমন সময়ে দেখা দিলা আসি, দেবতরু-শাখা ল'য়ে,
তাপস নারদ, গমন যাঁহার অবাধ ভুবনত্রয়ে।

---

* জাতস্সর=জাতসরঃ বা দেবখাত, হ্রদ।

† বৌদ্ধ সাহিত্যে হিমালয়স্থ সপ্তমহাসরোবরের অন্যতম।

‡ সংস্কৃতসাহিত্যের 'পারিজাত'। মর্ত্যলোকে এই পুষ্প এদেশে 'পালুটে মান্দার' নামে পরিচিত।

২৩। সে তরুর ফুল সৌরভে অতুল, ত্রিদশগণের ভোগ্য,
অতি রমণীয় দেবরাজপ্রিয় ; অন্যে নর তার যোগ্য।
দানব মানব, সাধ্য কারো নাই করে তাহা দরশন ;
সেবিতে তাহারে না পারে অপরে, বিনা স্বর্গবাসিগণ।

২৪। আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী কনকবরণী, রূপে গুণে অদ্বিতীয়া,
নারদের হাতে দেখি পারিজাতে উঠে সবে দাঁড়াইয়া।
পারিজাত পেলে পরিপাটি বেশ হবে এই ভাবি মনে,
মুনির নিকট করিল প্রার্থনা একবাক্যে চারিজনে—

২৫। "অপর কাহাকে দিবে বলি মনে নাহি যদি অভিপ্রায়,
দয়া করি তবে দেবপুষ্প ওই দাও, তব পড়ি পায়।
বাসব যেমন তুমিও তেমন সদয় মোদের প্রতি ;
সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইবে তোমায়, শুন, ওহে মহামতি।"

২৬। দেবকন্যাগণ করিলা প্রার্থনা পুষ্প পাইবার আশে ;
শুনি তাহা মুনি, ঘটাতে কলহ, কহিলা মধুর ভাষে :—
"নাহি প্রয়োজন এ পুষ্পে আমার, করিলাম আমি দান।"
শ্রেষ্ঠা যেই জন তোমাদের মাঝে, করুক সে পরিধান।

নারদের কথা শুনিয়া দেবকন্যারা বলিলেন :—

২৭। তুমি, মহামুনি, সর্ব্ব জ্ঞানের আধার, যাকে ইচ্ছা তাকে দাও করিয়া বিচার।
তুমি যাকে দিবে পুষ্প, শুন, মহাশয়, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মানি লইব নিশ্চয়।

নারদ উত্তর করিলেন :—

২৮। এ যুকতি ভাল নহে, গো সুন্দরি,*
আমি কেন এই ভার ঘাড়ে ধরি?
ঘটাব কলহ, হইয়া ব্রাহ্মণ।
আমা হতে ইহা হবে না কখন। †
যাও পিতৃপাশে—ভূতনাথ যিনি, ‡
মীমাংসা ইহার করিবেন তিনি।
কে উচ্চ, কে নীচ, জানা আছে তাঁর,
তাঁরি কাছে হবে উচিত বিচার।

[অনন্তর শাস্তা বলিলেন :—]

২৯। যশের গৌরবে মত্তা দেব-কন্যাগণ, নারদের বাক্য শুনি রুষিল তখন।
সহস্রলোচন শক্র বিরাজেন যথা, ত্বরা করি সবে গিয়া উতরিল তথা।
বলে, "পিতঃ, কোন্ কন্যা, বল হে তোমার, গুণগ্রামে শ্রেষ্ঠপদ করে অধিকার?

---

* মূলে 'সুগাত্তে' আছে। চারি জনের সঙ্গে আলাপ করিলেও নারদ এক জনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর দিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

† অতএব দেখা যাইতেছে, এই জাতকের রচনাসময়েও নারদের কলহঘটনপ্রিয়তা জনসাধারণের সুবিদিত ছিল।

‡ পালি সাহিত্যে শক্রই ভূতনাথ বা ভূতপতি নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

শক্রকন্যাগণ এই প্রশ্ন করিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

৩০। উৎকণ্ঠিত মনে কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তরের প্রতীক্ষায়
দাঁড়াইয়া আছে কন্যাচতুষ্টয়, দেখি পুরন্দর * কয়,—
"তুল্য রূপে গুণে তোমরা সকলে, তারতম্য কিছু নাই;
করিল বপন এ কলহবীজ, কে, বল ? শুনিতে চাই।"

দেবকন্যাগণ উত্তর দিলেন,

৩১। সানুদেশে গিরিবর গন্ধমাদনের পাইলাম দেখা মোরা ঋষি নারদের,
সত্যের নির্ণয়ে যাঁর অসীম শকতি, সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে অব্যাহত গতি;
করেন ধর্ম্মের পথে সদা বিচরণ, বলিলেন আমা সবে সেই তপোধন :—
"জানিবারে চাও যদি তোমাদের মাঝে কে উত্তম, কে অধম, পুছ দেবরাজে।"

শক্র ভাবিলেন, 'ইহারা চারি জনেই আমার কন্যা। আমি যদি বলি যে, ইহাদের মধ্যে অমুকা গুণগ্রামে শ্রেষ্ঠা, তবে অপর তিন জন ক্রুদ্ধা হইবে। অতএব এ ক্ষেত্রে কোন মীমাংসা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ইহাদিগকে হিমালয়ে কৌশিক তাপসের নিকট প্রেরণ করা যাউক, তিনিই ইহাদের প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন।' ইহা স্থির করিয়া শক্র বলিলেন, "দেখ, তোমাদের এই বিবাদ আমি মীমাংসা করিতে পারিব না; হিমালয়ে কৌশিক নামক এক তাপস আছেন। আমি তাঁহার নিকট আমার ভোজ্য সুধা প্রেরণ করিতেছি। তিনি অন্যকে না দিয়া কোন দ্রব্য উদরস্থ করেন না; দিবার সময়েও বিচার করিয়া যাহারা গুণবান্, তাহাদিগকেই দিয়া থাকেন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে তাঁহার হস্ত হইতে এই সুধার অংশ পাইবে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইবে। হে বরাঙ্গি,

৩২। মহারণ্যমাঝে তপস্যানিরত আছেন সে মহামুনি;
না দিয়া অপরে কণামাত্র কভু নাহি খান অন্ন তিনি।
উপযুক্ত পাত্রে দান দেন তিনি; অপাত্রে কভু না পায়;
দিবেন যাহারে, তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলি মেন তায়।"

দুহিতাদিগকে এইরূপে কৌশিকের নিকট প্রেরণ করিয়া শক্র মাতলিকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকেও ঐ আশ্রমে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে বলিলেন :—

৩৩। 'হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বেতে
গঙ্গাতীরে দেখিবে যে তাপস-পুঙ্গবে,
কৌশিক তাঁহার নাম; অতি ক্লিষ্ট তিনি
অভাববশতঃ খাদ্য আর পানীয়ের।
অতএব যাও তুমি, হে দেব-সারথে,
দাও গিয়া সুধা তাঁরে ভোজনের তরে

অতঃপর শাস্তা বলিলেন,—

৩৪। আজ্ঞা পেয়ে দেবেন্দ্রের মাতলি তখনি
সহস্রতুরগযুক্ত স্যন্দনে আরোহি
ছুটিলা অশনিবেগে, উত্তরিলা গিয়া
মুনির আশ্রম যেথা, দিলা সুধাভাণ্ড
হস্তে তাঁর, দেখা কিন্তু নাহি দিলা নিজে।

* বৌদ্ধমতে, মানবজন্মে পুরীতে পুরীতে দান করিয়াছিলেন বলিয়া, শক্রের এক নাম পুরন্দর।

কৌশিক সুধাভাণ্ড গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই বলিলেন,—

৩৫। অগ্নি-পরিচর্য্যা করি আসিনু কুটীর-দ্বারে ! তিমিবারি করিতে বন্দন,
হেনকালে কে গো তুমি, বল দেখি কোন্ দ্রব্য হস্তে মোর করিলা অর্পণ ?
এ নহে অন্যের কাজ; বিনা শক্র দেবরাজ এত দয়া কে দেখায় আর ?
সর্ব্বভূতে অতিক্রমি বিরাজ করেন তিনি; ধন্য তাঁর মহিমা অপার !

৩৬। ধবল শঙ্খের মত; সুগন্ধে মানস হরে, হেন দ্রব্য পূর্ব্বে দেখি নাই;
পবিত্র, অদ্ভুত ইহা, দেখিলে জুড়ায় আঁখি, তুলনা ইহার কোথা পাই ?
কোন্ দেব, বল তুমি, অধমেরে দয়া করি করিয়াছ হেথা আগমন ?
নয়ন-মানসহর কি বা অপরূপ দ্রব্য হস্তে মোর করিলা অর্পণ ?

মাতলি উত্তর দিলেন :—

৩৭। মহেন্দ্রের আজ্ঞা পেয়ে আসিয়াছি হেথা ধেয়ে,
তব তরে, মহামুনে, সুধাভাণ্ড লয়ে,
ভোজ্যোত্তম এই সুধা খেয়ে নাশ কর ক্ষুধা
মাতলি আমার নাম, খাও নিঃসংশয়ে।

৩৮। রসোত্তম সুধা এই ভোজন করিবে যেই
দ্বাদশ দুঃখের তার হবে নিবারণ :—
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অসন্তোষ, বৈরভাব, ক্রোধদোষ,
গাত্রব্যথা, ক্লান্তি, তথা কলহে মগন,
শীতগ্রীষ্মে কাতরতা চরিত্রের পিশুনতা,
আলস্য—এসব হতে পাবে অব্যাহতি।
সত্বর ভোজন কর, নিঃসংশয়ে, মুনিবর,
শক্রদত্ত সুধা, যার এমন শকতি।

ইহা শুনিয়া কৌশিক নিজে যে ব্রত পালন করেন, তাহা বুঝাইবার জন্য মাতলিকে বলিলেন,

৩৯। একাকী ভোজন অসঙ্গত ভাবি
ব্রতোত্তম এই করেছি গ্রহণ—
ভোজ্য অংশ কিছু না দিয়া অপরে
করিব না কভু গলাধঃকরণ।
একাকী ভোজন অতি অবিধেয়,
শুনিয়াছি আমি আর্য্যগণমুখে;
না দিয়া অপরে আহার যে করে,
বঞ্চিত সে পাপী সর্ব্ববিধ সুখে।

মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, অপরকে অংশ না দিয়া ভোজন করিলে এমন কি দোষ হয় দেখিয়াছেন যে, আপনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ?"

কৌশিক বলিলেন,

৪০। নারীহন্তা, ব্যভিচারী, মিত্রজনদ্রোহকারী
দানকুণ্ঠ, সাধুদ্বেষী – এই পঞ্চজন
নরাধম বলি খ্যাত; তাই এই দানব্রত,
শুন হে, মাতলে, আমি করেছি গ্রহণ।

৪১। স্ত্রী-পুরুষ এ বিচার নাহিক দানে আমার
পণ্ডিতেরা একবাক্য দানগুণগানে,
করে দান অকাতরে, এ হেন বদান্য নরে
শুচি, সত্যপ্রিয় বলি সকলে বাখানে।

ইহা শুনিয়া মাতলি দৃশ্যমান শরীর পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ে দেবকন্যারাও এক এক জন কৌশিকের এক এক দিকে অবস্থিতি করিলেন। শ্রী রহিলেন পূর্ব্বদিকে, আশা দক্ষিণদিকে, শ্রদ্ধা পশ্চিমদিকে এবং হ্রী উত্তরদিকে।

এই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪২। আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী, কনকবরণী
বাসবনন্দিনী এ চারি ভগিনী
পিতার আদেশে সুধার কারণ
কৌশিক-আশ্রমে দিলা দরশন।

৪৩। চতুরা চারিটী বাসবদুহিতা
চৌদিকে মুনির হ'ল অবস্থিতা,
উজলি চৌদিক অগ্নিশিখাপ্রায়
দিব্যদেহযষ্টি-রূপের ছটায়।
নেহারি সে রূপ পরমপুলকে
জিজ্ঞাসে তাপস মাতলি-সম্মুখে :—

৪৪। "পূরব আকাশে শুকতারাসমা, *
অথবা কনক-লতিকা-উপমা,
দেববালা তুমি; নাম তব বল,
নিবৃত্ত আমার কর কৌতূহল।"

৪৫। "পূজ্যা নরকুলে শ্রী আমার নাম
পুণ্যাত্মায় সদা করি অধিষ্ঠান,
সুধাদানে মোর পূর মনস্কাম;
এসেছি করিতে হেথা সুধাপান।

৪৬। সুখী করিবারে চাই আমি যারে
সর্ব্ব মনোরথ লভিতে সে পারে,
হোতৃশ্রেষ্ঠ তুমি, মহাপ্রজ্ঞাবান্,
শ্রীকে তুষ্ট কর করি সুধাদান।"

ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন,

৪৭। সর্ব্বশিল্পপটু, পরম বিদ্বান্,
পৌরুষসম্পন্ন, অতি বুদ্ধিমান্,
সেও শ্রী তোমার দয়া নাহি পায়
অশেষ কেলেশে দিন তার যায়।
এই কি তোমার সাধু ব্যবহার?
ন্যায়ান্যায়ে তব এই কি বিচার?

---

* 'ওষধিতারবরা'। ওষধিতারা বলিলে শুকতারা বুঝাইবে কি? চন্দ্র কিন্তু ওষধিপতি।

৪৮। দেখি পুনঃ কোন অলস মানব,
উদরসর্ব্বস্ব, নীচকুলোদ্ভব,
অতি কদাকার, প্রসাদে তোমার
ভুঞ্জে নানা সুখ, ঐশ্বর্য্য অপার।
কুলীন-সন্তান দৈন্যের জ্বালায়
দাস হ'য়ে তার(ই) চরণে লুঠায়।

৪৯। পণ্ডিত জনের পীড়নে নিরতা,
মূঢ়া, পাত্রাপাত্র-জ্ঞান-বিরহিতা;
ন্যায়ের মর্য্যাদা নাহি তব ঠাঁই,
তুষিতে তোমায় ইচ্ছা মোর নাই।
সুধা দূরে থাক—উদক, আসন,
তাও শ্রি, তোমায় দিব না কখন।

এই কথা শুনিয়া শ্রী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর কৌশিক আশাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

৫০। চিত্রাঙ্গদা গুরুদতী কে তুমি, কল্যাণি, বিমৃষ্ট-কনকময়কুণ্ডল-ধারিণি?
দিব্য শ্বেত দুকূলেতে গাত্র আচ্ছাদিত, কর্ণিকার, অশোকের মঞ্জরী শোভিত
কর্ণদ্বয়ে দুলে তব, যাহার ছটায় কুশাগ্নির উজ্জ্বলতা মানে পরাজয়।

৫১। যেরূপ ব্যাধের বাণে অবিদ্ধা হরিণী চকিত নয়নে চায় বনবিহারিণী,
সেই মত দৃষ্টি তব, নাহি কি গো ভয় একাকী ভ্রমিতে বনে? কে তব সহায়?

আশা উত্তর দিলেন:—

৫২। সহায় এখানে মোর নাহি কোন জন, অমরাবতীতে* আমি লভেছি জনম,
আশা নাম ধরি আমি, সুধার আশায় এসেছি তোমার পাশে, শুন, মহাশয়।
তাপস কৌশিক তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান্, সুধাদান করি রাখ আমার সম্মান।

ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন, "শুনিতে পাই যে, তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, কেবল তাহারই আশা পূরণ করিয়া তাহার মনে আবার নব নব আশার উৎপাদন করিয়া থাক, কিন্তু যাহাকে অনুগ্রহ কর না, তাহাকে নিয়ত নৈরাশ্যের মধ্যেই রাখ। শেষোক্ত ব্যক্তির কার্য্যসাফল্য সম্পূর্ণরূপে তোমার সাহায্যনিরপেক্ষ।" এই ভাবের বিশদীকরণার্থ তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

৫৩। আশার ছলনে ধন-অন্বেষণে বণিক্ বিদেশে যায়,
পণ্যপরিপূর্ণ পোতে আরোহিয়া সাগর তরিতে ধায়।
দৈবযোগে যদি মগ্ন হয় তরী, ধনে প্রাণে মারা যায়,
বাঁচিলেও প্রাণে, চিরদিন তরে ধননাশে দুঃখ পায়।

৫৪। আশার ছলনে কৃষীবলগণ ক্ষেত্রের কর্ষণ করে,
বপে বীজ তাহে, করে কত শ্রম শস্য লভিবার তরে।
কিন্তু কোন ঈতি† দেখা দেয় যদি, তা হ'লে ত রক্ষা নাই;
ক্ষেত্র ছারখার, অভাগা চাষার সে আশায় পড়ে ছাই।

* মূলে 'মসক্কসার' পদ আছে। পালি টীকাকারের মতে ইহার অর্থ 'ত্রয়স্ত্রিংশভবন।' সংস্কৃতে এই শব্দের কোন প্রতিরূপ দেখা যায় না। সংস্কৃত "মসারক" শব্দ ইন্দ্রনীলমণিবাচক। ইহা হইতেই কি "মসারক শালা" বা 'মসক্কসার' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে?

† অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ, শুকপক্ষী ও প্রত্যাসন্ন রাজা, এই ষড়্‌বিধ শস্যনাশক।

৫৫। আশার ছলনে বিলাসী মানব তুষিতে প্রভুর মন
যায় যুদ্ধক্ষেত্রে পৌরুষ দেখাতে, বল এ কি বিড়ম্বন ?
শত্রুর বিক্রমে ছত্রভঙ্গ শেষে ; যে যাহার প্রাণ লয়ে
কপর্দ্দক মাত্র না লভি সমরে পলায় চৌদিকে ভয়ে।
৫৬। আশার ছলনে স্বর্গলাভ-হেতু জ্ঞাতিজনে করি দান
ধনধান্য আদি সর্ব্বস্ব, বিষয়ী সংসার ছাড়িয়া যান,
কঠোর তপস্যা করি দীর্ঘকাল মার্গ-দোষহেতু, হায়,
অশেষ দুর্গতি লভেন তাঁহারা দেহের হইলে ক্ষয়।
৫৭। কুহকিনি আশে, ত্যজ সুধা-আশা, তোমার মতন যারা,
সুধা ত দুর্লভ, আসন, উদক ইহাও না পায় তারা।

এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া আশাও তন্মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌশিক শ্রদ্ধার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন :—

৫৮। কে তুমি গো যশস্বিনি! আলোকিত করি রূপে
অকল্যাণকরী * দিকে লয়েছ আশ্রয় ?
কাঞ্চনবল্লীর সম দেহ তব অনুপম ;
কোন্ দেবী তুমি মোরে বল ত নিশ্চয়।

ইহার উত্তরে শ্রদ্ধা বলিলেন,

৫৯। নরকুলে পূজ্যা আমি শ্রদ্ধা এই নাম ধরি,
পুণ্যাত্ম-হৃদয় সদা আমার সদন ;
সুধা পাইবার তরে ঘটিয়াছে যে বিবাদ,
তাহার(ই) মীমাংসা-হেতু হেথা আগমন।
পরম পণ্ডিত তুমি মহাপ্রজ্ঞাবান্,
সুধা দিয়ে রক্ষা কর আমার সম্মান।

এই পরিচয় পাইয়া কৌশিক বলিলেন, "মনুষ্যেরা যার তার কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া তদনুসারে পরিচালিত হয় ; এই নিমিত্ত তাহারা কর্ত্তব্য অপেক্ষা অকর্ত্তব্যেরই অধিকতর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই সমস্ত পাপাচারের জন্য তোমাকেই দায়ী বলিতে হয়।

৬০। শ্রদ্ধাবশে হয় লোকে কখনও বা পুণ্যব্রত,
দাতা, দান্ত, ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় ;
কভু বা কুপথে চলি পরপরীবাদ করে,
হয় মিথ্যাবাদী, চৌর্য্যপ্রিয়।
৬১। গৃহে পতিব্রতা নারী, সুশীলা, সদ্বংশজাতা,
রূপে গুণে সদৃশী ভর্ত্তার,
তাহার সংসর্গে থাকি, বাসনা সংযত করি
পারে লোক করিতে সংসার।
কিন্তু বারবনিতার ছলনায় ভুলি নর
হেন ভার্য্যা ত্যাগ করি যায়,
মিটিবে দুধের তৃষ্ণা পঙ্কিল সলিলপানে
এই মূর্খ ভাবে হায়, হায়!

* পশ্চিম দিকে।

৬২। তোমার প্রভাবে, শ্রদ্ধে,   পরদারসেবী নর,
   পুণ্যত্যাগী, পাপপরায়ণ,
সুধা ত দূরের কথা,   কুশাসন পাইবারে
   অযোগ্য, যে তোমার মতন।

এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধাও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌশিক উত্তর দিকে অবস্থিতা হ্রী-দেবীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিয়া দুইটী গাথা বলিলেন :—

৬৩। কে তুমি, কল্যাণি, হোথা ?   দেবতা কিবা অপ্সরী,
   দাঁড়ায়ে রয়েছ রূপে   চৌদিক্ উজ্জ্বল করি ?
   প্রভাতে অরুণোদয়ে   বিচিত্রবসনপরা
   স্মিতমুখে শোভে যেন,   প্রাচীদিক্ মনোহরা ;
৬৪। কিংবা যেন দগ্ধক্ষেত্রে   নবজাতা কালালতা *
   দুলে যবে বায়ুভরে   লোহিতপত্রমণ্ডিতা ?
   নয়নে সলজ্জদৃষ্টি   দেখি তব হয় মনে
   কি যেন বলিতে ইচ্ছা   করিয়াছ, বরাননে।
   অথচ নীরব তুমি   রহিয়াছ কি কারণ ?
   বল সত্য, কি নিমিত্ত   হেথা তব আগমন ?

হ্রী উত্তর দিলেন :—

৬৫। মানবকুলের পূজ্যা   হ্রী দেবী আমার নাম,
   স্পর্শে মম পূত সদা   পুণ্যাত্ম-হৃদয়-ধাম।
   বিবাদ সুধার হেতু,   তাহার মীমাংসা তরে
   এসেছি তোমার কাছে,   কিন্তু বাক্য নাহি সরে।
   নিতান্ত অক্ষমা স্বধা   যাচিতে তোমার ঠাঁই,
   যাচ্ঞাসমা রমণীর   নির্লজ্জতা আর নাই।

ইহার উত্তরে কৌশিক দুইটী গাথা বলিলেন :—

৬৬। সুগাত্রে, তোমার এই সুধা পাইবার   ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ আছে পূর্ণ অধিকার।
   কে বলে চাহিলে শুধু সুধা পাওয়া যায় ?   অযাচিত নিমন্ত্রণ করিনু তোমায়।
   পাবে পূজা, খাবে সুধা কুটীরে আমার,   যার জন্য আগমন এথানে তোমার।
৬৭। অতএব, হে তন্বঙ্গি করি নিমন্ত্রণ,   কর এ আশ্রমে অদ্য আতিথ্য গ্রহণ।
   নানারসযুক্ত খাদ্যে করিব অর্চ্চনা,   আস্বাদে যাহার তৃপ্ত হইবে রসনা।
   যে সুধার তরে তব হেথা আগমন,   তাহাও পাইবে অগ্রে করিতে ভোজন।
   তব ভোজনান্তে যাহা অবশিষ্ট রবে,   তাহাতেই এ দীনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে।

[ইহার পর শাস্তার মুখ হইতে কয়েকটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা বাহির হইল :—

৬৮। দিব্যদ্যুতিবিমণ্ডিতা হ্রীদেবী তখন
   কৌশিকের নিমন্ত্রণে প্রবেশি আশ্রমে
   অপরূপ শোভা তার হেরিলা নয়নে।
   বিরাজে বিটপিরাজী চৌদিকে সেথানে
   ফলভারে অবনত ; কুল কুল ধ্বনি
   শ্রবণে অমৃত বর্ষে গিরিতটিনীর।

* কালা, কলম্বীলতা (?)—Ipomœa coerulia (নীলকলমী)। ইহার বীজ 'কালাদানা' নামে পরিচিত। কিন্তু প্রথমে ইহার পত্রগুলি কি লোহিতবর্ণ থাকে ? বসন্তের শেষে বা গ্রীষ্মারম্ভে কৃষকেরা বনভূমির

শত শত সাধুজনসমাগমে সদা
পবিত্র সে ভূমি, পাপ নাহি পশে সেথা।

৬৯। ঘনসন্নিবিষ্ট তথা নানা তরুলতা—
পিয়াল, পনস, আম্র, অশোক, কিংশুক,

৭০, ৭১। শাল, সৌভাঞ্জন, লোধ্র, পদ্ম, কেক, ভঙ্গ,
তিলক, বরুণ, জম্বু, অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ,
মধুক, বেদিশ, বেণু, তিন্দুক, পাটলি,
সুবর্ণক, সিন্ধুবার, কেতকী, কদলী,
ভূর্জ্জ, মুচকুন্দ আদি কত, কি বলিব ?—
ফলে ফুলে, সৌরভেতে, অথবা ছায়ায়,
যাহার যেমন শক্তি, বিতরি সর্ব্বস্ব, *
পালে অকাতরে এরা পরহিতব্রত।
কোথাও রয়েছে ক্ষেত্র বিবিধ শস্যের—
শ্যামাক, নীবার, ধান্য, তণ্ডুল, চীনক, †
মুদ্গ, মাষ আদি, তথা শিম্বী নানারূপ। ‡

৭২। শোভিছে উত্তর ভাগে দর্পণের মত
সর্ব্বত্র অভগ্নতট দীর্ঘ সরোবর ;
শৈবলাদিবিবর্জ্জিত বারিরাশি তার
দেখিলে জুড়ায় চক্ষু।

বা ক্ষেত্রের শুষ্ক উদ্ভিদ্‌কাণ্ডাদি অগ্নিপ্রয়োগে দগ্ধ করিয়া থাকে। বর্ষাকালে তাহা আবার নবকিসলয়মণ্ডিত তৃণলতাদিতে সুশোভিত হয়।

* এই গাথাগুলিতে বনৌষধিবর্গের নামের ঘটা দেখিয়া ইংরাজী অনুবাদক হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমারও অবস্থা প্রায় তদ্রূপ। অতিকষ্টে যে গুলির স্বরূপ নির্ণয় করি ত পারিয়াছি এবং সে গুলির পারি নাই, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। 'সৌভাঞ্জন' আমাদের সজ্‌না। 'পদ্ম' দ্বারা এখানে স্থলপদ্ম বুঝিতে হইবে। 'কেক' কি বুঝিতে পারি নাই। কেহ কেহ 'কোক' এই পাঠ করেন। কোক=খর্জ্জুর। 'ভঙ্গ' ভাঙ্গ বা 'সিদ্ধি'। তিলক একপ্রকার পুষ্পগুল্ম। শ্বেত ও লোহিত পুষ্পভেদে ইহা না কি দুই প্রকার, কিন্তু ইহা আমি দেখি নাই। 'বেদিশ' কি জানি না। 'সুবর্ণক' সোণালি ; সংস্কৃতে ইহার নামান্তর বাতঘাতক বা কর্ণিকার ; মূলে ইহার পরিবর্ত্তে 'উদ্দালক' শব্দ আছে। পাটলির বর্ণনা অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও পড়িয়াছি, ইহা বোধ হয় পারুল। তিন্দুক' আমাদের গাব (গালব শব্দজ কি ?) বা আবলুশ এবং 'সিন্ধুবার' নিসিন্দা। মূল গাথায় 'অশোক' বৃক্ষের উল্লেখ নাই ; উহা আমি জোর করিয়া বসাইয়াছি। কদলীর উল্লেখ পরবর্ত্তী গাথায় আছে, সঙ্গতির অনুরোধে ইহাকেও আমি স্থানচ্যুত করিয়াছি। মূলে মোচ ও কদলী পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে। পালি টীকাকার বলেন 'মোচ'=অষ্টিকদলী, অর্থাৎ বীচে কলা। ইহা হইতেই কি আমাদের মুখরোচক 'মোচার' উদ্ভব ?

† শ্যামাক—'শামা' ঘাসের বীজ। লোকে ইহার চাষ করিয়া থাকে। নীবার—বনজ ধান্য। 'তণ্ডুলা—নিক্কুণ্ডক-থুসা সয়ংজাত তণ্ডুলসীসানি' অর্থাৎ ইহা কাণ্ড হইতে তণ্ডুলরূপেই বহির্গত হয় ; ইহার গায়ে কুঁড়া বা তুষ কিছুই থাকে না। চীনক—চীনা। ইহা প্রথমে চীনদেশ হইতে আসিয়াছিল কি ? সংস্কৃতে কিন্তু ইহার নাম 'ব্রীহিভেদ'।

‡ মূলে 'হরেণুকা' এই পদ আছে। পালি সাহিত্যে 'হরেণু' বলিলে মুগ, মাষ, তিল, কুলথ, অলাবু ও কুষ্মাণ্ড বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় 'হরেণু' শব্দে এক প্রকার মটর বুঝায়।

১৩। বিচরে নির্ভয়ে
মনের আনন্দে সেথা পাঠীন, শকুল,
শতবক্র, কাকমৎস্য, মবক্র, রোহিত,
কাকির, আলিগর্গর, শৃঙ্গী আদি মৎস্য ,
না ঘটে অভাব কভু খাদ্যের তাদের। *

১৪। প্রচুর খাদ্যের লোভে রহে তার তটে
বিহঙ্গম নানাজাতি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে—
হংস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, ময়ূর, কোকিল,
বহুচিত্রা, জীবগ্রীব, উৎক্রোশ ইত্যাদি। †

১৫, ১৬। বারিপান-হেতু সেই স্বচ্ছ সরোবরে
আসে যায় অবিরত কত শত পশু—
কেহ হিংস্র, কেহ শান্ত ; মাহাত্ম্য এমনি
কিন্তু সেই আশ্রমের, ছাড়িয়াছে এরা
বৈরভাব স্বাভাবিক ! করে বারিপান
সিংহ-ব্যাঘ্র-তরক্ষু-ভল্লুক-কোক-পার্শ্বে
গণ্ডার, গবয়, অশ্ব, মহিষ, বরাহ,
বিড়াল, শশক, আর মৃগ নানাজাতি—
রোহিত, এণক, রুরু, গোকর্ণ, কর্ণিকা, ‡
কদলী প্রভৃতি। পুণ্যক্ষেত্র সে আশ্রম ,

১৭। বিচিত্র কুসুমাকীর্ণ শিলাপট্টাসীন
দ্বিজকণ্ঠ-সমুত্থিত শাস্ত্রবাক্যে সদা
মুখরিত ; সাধুশীল দ্বিজগণ ছাড়া
না করে বসতি সেথা অন্য কোন জন।

ভগবান্ এইরূপে কৌশিকের আশ্রমের বর্ণনা করিলেন। অনন্তর হ্রীদেবীর আশ্রম প্রবেশাদি বলিতে লাগিলেন :—

১৮। তরুর হরিৎশাখে ভর দিয়া চারুগাত্রী কুটীরের দ্বারদেশে যায় ;
নীল মহামেঘ হ'তে ছুটিয়া বিজলী যেন অবতীর্ণা হইল ধরায়।
কুশময় খট্টা এক, শীর্ষ প্রান্তে সুবিন্যস্ত সুগন্ধি উশীর শোভে যায়, §
আনি তাহা মহামুনি অজিনে আস্তৃত করি আসনার্থ দিলেন তাঁহায়।
বলিলেন যুড়ি কর হ্রীদেবীকে অতঃপর, "কর ভদ্রে আসন গ্রহণ ;
তব পাদস্পর্শে, দেবি, পবিত্র আশ্রম এই, অদ্য মোর সফল জীবন।

১৯। হ্রীদেবী বসেন সুখে, জটাজিনধারীমুনি ছুটি সরোবরে চলি যান ;
আনিয়া কমলপত্র, গড়ি পূত পুট তাহে জলসহ করে সুধাদান।

---

* পাঠীন—বোয়াইল মাছ। শকুল—শোল মাছ। শৃঙ্গী—শিঙ্গী মাছ। শতবক্র প্রভৃতি কতকগুলি মাছ যে কি প্রকার, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 'কাকির' কাঁকলে মাছ কি ?

† পক্ষিপর্য্যায়ে মূলে ময়ূর ও শিখণ্ডী উভয় শব্দই দেখা যায়। টীকাকার 'শিখণ্ডী' শব্দে শিখাযুক্ত পক্ষী বুঝিয়াছেন।

‡ কোক—নেকড়ে। রোহিত, এণক, কদলী প্রভৃতি নানাজাতীয় হরিণ।

§ উশীর—বীরণ মূল বা খস্ খস্ (বীরণ=বেণা)।

৮০। দুই হস্তে লয়ে তাহা, পাইয়া পরমা তুষ্টি, হ্রীদেবী মধুর ভাবে কয়
জটাধর মুনিবরে, "তব দয়াহেতু আজ লভিলাম পূজা আর জয়।
আজ্ঞা দেহ এবে তুমি, যাইব ত্রিদশভূমি, যথা শক্র সহস্রলোচন
পথপানে চেয়ে মোর রয়েছেন, মহামুনে, বিলম্ব দেখিয়া এতক্ষণ।"

৮১। লভি আজ্ঞা কৌশিকের, যশের আশায় মত্তা হ্রীদেবী স্বরগে চলি যান,
"বলে, পিতঃ, এই সুধা দেখ লভিয়াছি আমি; জয় মোরে কর এবে দান।"

৮২। শক্র আদি দেবগণ, কৃতাঞ্জলিপুটে সবে সম্মান তখন করে তাঁর;
দেবকন্যাকুলে শ্রেষ্ঠা হ্রীদেবী হইলা তুষ্টা লভি পূজা স্থানে সবাকার।
বিচিত্র নব আসন তাঁর তরে নিয়োজন দিলা করি সহস্রলোচন;
দেবতা, মানব সবে দাঁড়ায়ে তাঁহার পাশে করে হ্রীর মহিমা কীর্তন।

শক্র এইরূপে হ্রীর যথোচিত সম্মান করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কৌশিক অন্য কাহাকেও না দিয়া হ্রীকেই যে সুধা দিলেন, ইহার অর্থ কি?" প্রকৃত কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি মাতলিকে পুনর্ব্বার তাঁহার আশ্রমে পাঠাইলেন।

[এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৮৩। পুনর্ব্বার মাতলিকে করি সম্বোধন সহস্রলোচন ইন্দ্র বলেন বচন :—
যাও কৌশিকের পাশে, শুধাও তাঁহায় হ্রী একা কি হেতু লাভ করিল সুধায়।

মাতলি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বৈজয়ন্তরথে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

[শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা রথের সৌন্দর্য্য এবং মাতলির কৌশিকাশ্রম-গমন বর্ণনা করিলেন :—

৮৪। দেবরথ সুসজ্জিত করিলা মাতলি,
আরোহিলে যায় নাহি হয় অনুভূত
পথক্লান্তি কোনরূপ; অগ্নিশিখা-সমা
উজ্জ্বল তাহার ভাতি নয়ন ঝলসে।
বিচিত্র যেমন রথ, সাজসজ্জাগুলি
তেমনি বিচিত্র সব, ঈষা খানি তার
জাম্বুনদ-বিনির্ম্মিত; * পশুপক্ষী কত
খচিত সর্ব্বাঙ্গে তার বিবিধ রতনে।

৮৫। হেথা নৃত্যশীল শিখী, পুচ্ছে জ্বলে, দেখ,
বিবিধবরণ-মণিবিন্যাস-রচিত
চন্দ্রক-সহস্র অই; নীলকণ্ঠ হোথা;
গো, ব্যাঘ্র, বারণ, দ্বীপী, মৃগ নানাজাতি—
বৈদূর্য্যে রচিত কেহ, কেহ মরকতে।
সকলি জীবন্ত বলি ভ্রম হয় মনে—
যেন সবে নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বিসহ
রণে মত্ত হইয়াছে অরণ্যের মাঝে।

---

* বিশুদ্ধ, রক্তাভ সুবর্ণ। হিমালয়ে যে মহাজম্বুবৃক্ষ আছে (যাহার নাম হইতে জম্বুদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে), তাহার ফল নদীর জলে পড়িয়া ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া স্বর্ণরেণুতে পরিণত হয়, এই বিশ্বাসে বিশুদ্ধ সুবর্ণের 'জাম্বুনদ' নাম হইয়াছে।

৮৬। তরুণ বারণসম অতি বীর্য্যবান্
সহস্র হরিৎ অশ্ব যুজিলা সে রথে
মাতলি সারথিবর, চামীকর জালে
আচ্ছাদিত উরঃস্থল প্রত্যেক অশ্বের,
কর্ণে দুলে কনকের মালা সুশোভন।
এমনি শিক্ষিত তারা, দৃঢ়বদ্ধ কভু
যোত্র দ্বারা করিবারে নাহি প্রয়োজন,
বায়ুবেগে ছুটি যায় শব্দমাত্র শুনি।

৮৭। এ হেন স্যন্দনশ্রেষ্ঠে আরোহি মাতলি
চলিলা ছুটিয়া, নিনাদিয়া দশদিক্
গম্ভীর নির্ঘোষে; কাঁপে নভস্তল,
কাঁপে শৈল, বনস্পতি, সসাগরা ধরা
সে নিনাদ-অভিঘাতে উঠিল্ কাঁপিয়া।

৮৮। উত্তরি অশনিবেগে আশ্রমে মাতলি,
আবরি একটী অংশ প্রাবরে নিজের *
নিবেদন সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে
করেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠে, † যিনি দেবোপম,
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বৃদ্ধ জ্ঞানবলে—

৮৯। "দূত আমি, মহামুনে, শুনাই তোমারে
বাসবের আজ্ঞা যাহা; শুধান দেবেন্দ্র:—
আশা, শ্রদ্ধা, শ্রীকে তুমি লঙ্ঘন করিয়া
কি হেতু করিলা দান সুধা হ্রী দেবীরে?"

মাতলির প্রশ্ন শুনিয়া কৌশিক বলিলেন,

৯০। শ্রীদেবীর দেখি পক্ষপাত-দোষ, শ্রদ্ধার স্থিরত্ব নাই;
আশা কুহকিনী সর্ব্বস্বনাশিনী; সেই নাই সুধা তাই।
আর্য্যগণ যত বিরাজ সতত করে হ্রীদেবীর মনে,
তিনি ভিন্ন সুধা পাইবার যোগ্যা নাহি কেহ ত্রিভুবনে।

অনন্তর তিনি হ্রী দেবীর গুণবর্ণনা করিতে লাগিলেন:—

৯১। রক্ষিতা পিতার গৃহে অদত্তা কুমারী,
বিধবা, সধবা কিংবা যত আছে নারী—
পর পুরুষের সনে মিলন বাসনা মনে
হয় যদি ইহাদের, হ্রী আসি তখন
পাপ পথে বিচরিতে করে নিবারণ।

---

* বৌদ্ধভিক্ষুগণ উত্তরীয় বস্ত্র পরিধানকালে একটী অংশ আবৃত এবং একটী অংশ অনাবৃত রাখেন। ইহার বিপরীতাচরণ অবিনয়ের চিহ্ন।

† কৌশিককে ব্রাহ্মণ বলা হইল কেন? তিনি ত শ্রেষ্ঠি-(সম্ভবতঃ বৈশ্য) কুলে জন্মিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ধর্ম্মপদ (ব্রাহ্মণবগ্গো) দ্রষ্টব্য:—ব্রাহ্মণযোনিজকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না, যিনি ধ্যানশীল, আসক্তি-রহিত, একাকী অবস্থিত, কর্ত্তব্যানুষ্ঠায়ী, পাপবিমুক্ত ও অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি...ইত্যাদি।

৯২। ভীষণ সমরে যবে শক্তিশরাঘাতে
কেহ মরে, কেহ ভয়ে চায় পলাইতে
হ্রী দেবীর শুনি বাণী, নিজপ্রাণ তুচ্ছ মানি
পলায়নপর যারা, যুঝে পুনর্ব্বার,
শক্রহস্ত হতে করে নেতার উদ্ধার।
৯৩। বেলা যথা রুদ্ধ করে বেগ সাগরের,
হ্রী তথা রোধেন দুষ্টবৃত্তি পাপীদের।
সর্ব্বলোকে আর্য্যগণ হ্রীকে পূজে অনুক্ষণ,
বলিও একথা ইন্দ্রে, হে দেবসারথি,
হ্রীর অনুগ্রহে সবে লভেন সুমতি।

ইহা শুনিয়া মাতলি বলিলেন,

৯৪। ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রজাপতি,* কে বল, তাপস, দিয়াছেন তব মনে এহেন বিশ্বাস?
হ্রীদেবী মহেন্দ্রাত্মজা, শুন তপোধন, সুরলোকে শ্রেষ্ঠা বলি অর্চ্চিতা এখন।

মাতলির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কৌশিকের কর্ম্মফল জনিত দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। তখন মাতলি বলিলেন, "কৌশিক, তোমার আয়ুঃ ফুরাইয়াছে, দানধর্ম্মেরও অবসান হইয়াছে। এখন আর মনুষ্যলোকের সহিত তোমার সম্পর্ক কি? চল, আমরা দেবলোকে যাই।"

কৌশিককে দেবলোকে লইয়া যাইবার অভিলাষে মাতলি বলিলেন :—

৯৫। এই প্রিয় রথ মম আরোহণ করি এখনই চল স্বর্গে মর্ত্ত্য পরিহরি।
মহেন্দ্র সগোত্র তব, ইচ্ছা তাঁর মনে, তুমি গিয়া বাস কর তাঁহার ভবনে।
উঠ মুনে যাই মোরা ইন্দ্রের সভায়। অদ্যই সকলে সেথা দেখিবে তোমায়।

মাতলির সহিত এইরূপ আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে কৌশিক ঔপপাতিক দেবপুত্রে† পরিণত হইয়া দিব্যরথে আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং মাতলি তাঁহাকে শক্রের নিকট লইয়া গেলেন। কৌশিককে দেখিয়া শক্র পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং নিজের কন্যা হ্রীকে তাঁহার অগ্রমহিষীর পদে নিয়োজিত করিয়া দিলেন। তিনি প্রভূত স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

"মহাপুরুষদিগের কৃতকার্য্যের এইরূপই বিশুদ্ধীভাব হইয়া থাকে" ইহা বলিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা জাতক সমাপ্ত করিলেন :—

৯৬। পুণ্যাত্মার কর্ম্মে ফলে শুভফল সদা দেখিবারে পাই,
সুকৃতির ফল হয় চিরস্থায়ী বিনাশ তাহার নাই।
কৌশিক আশ্রমে হ্রীকে সুধাদান দেখিল যে সব জন,
দিব্য জ্ঞান লভি ইন্দ্রের সভায় দেহান্তে করে গমন।

---

* ব্রহ্মা ও প্রজাপতি সংস্কৃত ভাষায় একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম। কিন্তু পালি গ্রন্থকার এখানে ইঁহাদিগকে পৃথক্ কল্পনা করিয়াছেন।

† ঔপপাতিক অর্থাৎ শুক্রশোণিত-সংযোগ বিনা জাত। মর্ত্ত্যলোকে জীবোৎপত্তির জন্য স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম আবশ্যক, কিন্তু দেবলোকে সূক্ষ্মশরীরী হইবার জন্য ইহার প্রয়োজন নাই।

[এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্ব এক জন্মেও, যখন এই ভিক্ষু তাদৃশ দানকুণ্ঠ কৃপণাধম ছিল, তখন আমি ইহার মতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম।"

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন হ্রীদেবতা, এই দান-বীর ভিক্ষু ছিল কৌশিক; অনিরুদ্ধ ছিলেন পঞ্চশিখ; আনন্দ ছিলেন মাতলি; কাশ্যপ ছিলেন সূর্য্য, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন চন্দ্র, সারিপুত্র ছিলেন নারদ, এবং আমি ছিলাম শক্র।]

☞ যে সকল জাতক উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সুধাভোজন-জাতক তাহাদের অন্যতম। কৌশিককর্ত্তৃক সুধাদান বৃত্তান্ত পাঠ করিলে গ্রীবৎসরাজার নিকট প্রাধান্যপ্রার্থী শনি ও লক্ষ্মীর, কিংবা ট্রয়রাজপুত্র পারিসের সম্মুখে সুবর্ণ-সেবফলপ্রার্থিনী গ্রীকদেবীত্রয়ের আবির্ভাব-কাহিনী মনে পড়ে। কিন্তু গ্রীকদেবীরা রূপগর্ব্বিতা ও রূপশ্রেষ্ঠতা-পরায়ণা; বৌদ্ধদেবীচতুষ্টয় রূপসম্বন্ধে উদাসীনা, গুণপ্রাধান্যের জন্যই লালায়িতা। হিন্দু ও গ্রীক আখ্যায়িকায় পরাজিত দেবতারা বিচারপতিদিগের চিরশত্রু হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নানারূপ অনিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধদেবীগণ এরূপ নীচতা প্রদর্শন করেন নাই।

আশার সুন্দরী মূর্ত্তি দেখা যায় গ্রীক্ পুরাণবর্ণিত প্যাণ্ডোরার আখ্যায়িকায়। জাতককার আশাকে কুহকিনী মায়াবিনীভাবেই দেখিয়াছেন।

হ্রী=লজ্জা—পাপকার্য্যের বাধাদায়িনী বিবেকবুদ্ধিতা—"ছি! আমি মানুষ হইয়া মানুষের অকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতেছি" এই বুদ্ধি, বিবেচনা বা আত্মধিক্কৃতি। 'শ্রদ্ধা' এই আখ্যায়িকায় অন্ধ বিশ্বাস (credulity) বুঝাইয়াছে।

৫৩৬—কুণাল-জাতক।*

[শাস্তা কুণালহ্রদে অবস্থিতিকালে পঞ্চশত অসন্তোষ পীড়িত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত এই:—শাক্য ও কোলিকগণ কপিলবস্তু নগরের এবং কোলিক নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী রোহিণী নদীতে একটীমাত্র বাঁধ† দিয়াই উভয় তীরে শস্যোৎপাদন করিত। এক বার জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন ক্ষেত্রের শস্য শুকাইতে আরম্ভ করিল, তখন উভয় নগরের অধিবাসীদিগের কৃষাণেরাই (নদীতীরে) সমবেত হইল। কোলিক-বাসীরা বলিল, "এই জল যদি উভয় পারেই লওয়া যায়, তবে তোমাদের বা আমাদের, কাহারও পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে না। এক বার সেচ দিলেই কিন্তু আমাদের ফসল পাকিবে। এজন্য আমাদিগকেই জল ব্যবহার করিতে দাও।" কপিলবস্তুবাসীরা বলিল, "বেশ ত কথা। তোমাদের গোলা শস্যে পূর্ণ হইবে, আর আমরা—খাটি সোণা, পান্না ও তামার কাহণ লইয়া এবং ধামা ও বস্তা হাতে করিয়া তোমাদের দরজায় দরজায় ঘুরিব! ইহা কখনও হইতে পারে না। আমাদের শস্যও এক সেচ পাইলেই পাকিবে, কাজেই আমাদিগকে এই জল ব্যবহার করিতে দাও।" কোলিকেরা বলিল, "আমরা দিব না।" শাক্যেরাও বলিল, "আমরা দিব না।" কথা বাড়িতে বাড়িতে শেষে এক দলের এক জন উঠিয়া অপর দলের এক জনকে প্রহার করিল, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তিকে প্রহার করিল। এইরূপে দুই দলে হাতাহাতি করিতে করিতে পরস্পরের রাজকুলের জাতি উচ্চারণপূর্ব্বক কলহটা আরও পাকাইয়া তুলিল। কোলিক-কৃষাণেরা বলিল, "দূর হ, ব্যাটারা! তোদের কপিলবস্তুতে চলে যা। যাহারা শৃগাল-কুকুরের মত নিজেদের ভগিনীগণের সহবাস করিয়াছিল,‡ তাহাদের হাতী ঘোড়া বা ঢালতরোয়ারে আমাদের কি ক্ষতি করিতে পারে?" শাক্য কৃষাণেরা বলিল, "তোরা ত কুষ্ঠরোগী; ছেলেপিলে নিয়ে এখনই দূর হ। যাহারা পশুর মত নিঃস্ব ও অনাথ হইয়া কুলগাছে§ বাস করিয়াছিল, তাহাদের হাতী ঘোড়া বা ঢালতরোয়ারে

* এই জাতকের কোন্ কোন্ অংশ মূল আখ্যায়িকা, কোন্ কোন্ অংশ অর্থবর্ণনার অন্তর্ভূত, তাহা সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে প্রদর্শন করা কঠিন। যে যে অংশ মূলের ব্যাখ্যামাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেইগুলি টীকাকারে মুদ্রিত হইল। ইহার বর্তমান বস্তুর সহিত বৃক্ষধর্ম্ম-জাতকের (৭৪) বর্ত্তমান বস্তু তুলনীয়।

† মূলে 'আবরণ' আছে। এরূপ বাঁধকে এনিকাট (anicut) বলে।

‡ শাক্য ও কোলিকদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ২৮০ ও ২৮১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। শেষোক্তপৃষ্ঠে 'কোল' শব্দ দ্বারা কেলিকদম্ব বৃক্ষ বুঝাইতেছে, ইহা বলা ভুল হইয়াছে। কোল=কুল গাছ।

§ পালি ও সংস্কৃতে 'কোল'। 'কোল' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'কুল' এবং 'বদরী' শব্দ হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গালার 'বড়ই' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমাদের কি ক্ষতি করিতে পারে?" অনন্তর কৃষাণেরা স্ব স্ব নগরে ফিরিয়া গেল এবং যে সকল অমাত্য জলসেচনের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহাদিগকে এই বৃত্তান্ত বলিল; তাঁহারা আবার রাজকুলের লোকদিগকে সংবাদ দিলেন। তখন শাক্যেরা, "ভগিনী-সহবাসীদিগের বলবীর্য্য দেখাইতেছি" বলিয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া বাহির হইল. কোলিকেরাও "কোলবৃক্ষবাসীদিগের বলবীর্য্য দেখাইতেছি" বলিয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া বাহির হইল।

(অপর কয়েকজন আচার্য্য কিন্তু এই আখ্যায়িকাটী অন্যভাবে বলেন। তাঁহাদের মতে শাক্য ও কোলিক দিগের দাসীরা এক দিন জল আনিবার জন্য নদীতে গিয়া, মাথার বিড়াগুলি মাটিতে রাখিয়া, বসিয়াছিল এবং পরস্পরের সঙ্গে নানাবিধ সুখের কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে এক জন দাসী নিজের বিড়া ভাবিয়া অন্য এক জনের বিড়া তুলিয়া লইয়াছিল। তজ্জন্য, 'তোমার বিড়া আমার বিড়া' এইরূপে কথায় কথায় কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ক্রমে উভয় নগরের দাস, মজুর, সেবক, গ্রামভোজক, অমাত্য, উপরাজ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধসজ্জা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল।)

এই বৃত্তান্তদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটীই বহু অর্থকথায় দেখা যায়, ইহা যুক্তিযুক্তও বটে, এইজন্য ইহাই গৃহীতব্য। যাহাই হউক, সকলে যুদ্ধসজ্জা করিয়া সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ করিবে, এইরূপ স্থির করিয়াছিল। ঐ সময়ে শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি সে দিন প্রত্যূষকালে, পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, শাক্য ও কোলিকেরা যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতেছে। তিনি ভাবিলেন, 'আমি গিয়া উপস্থিত হইলে এই কলহ প্রশমিত হইবে কি না?' অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'আমি গিয়া কলহ উপশমন করিবার জন্য ইহাদিগকে তিনটী জাতক শুনাইব, তাহা করিলেই এই বিবাদের অবসান হইবে। তাহার পর একতার মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য দুইটী জাতক শুনাইয়া আত্মদণ্ডসূত্র দেশন করিব। তাহা শুনিয়া উভয় নগরের অধিবাসীরাই আমার নিকট সার্দ্ধদ্বিশত করিয়া কুমার আনয়ন করিবে। আমি ঐ কুমারদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিব, তখন মহাজনসমাগম হইবে।'

এই সিদ্ধান্ত করিয়া শাস্তা বেশবিন্যাস করিলেন, শ্রাবস্তীনগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে গেলেন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সায়াহ্নসময়ে কাহাকেও না বলিয়া স্বহস্তেই পাত্রচীবর গ্রহণপূর্ব্বক গন্ধকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি উভয়সেনার অন্তর্বর্ত্তী স্থানে আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন। যোদ্ধাদিগকে চমকিত করিবার প্রয়োজন বুঝিয়া তিনি অন্ধকার করিবার জন্য নিজের কেশরশ্মি বিকিরণ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া যখন তাহারা উদ্বিগ্ন হইল, তখন তিনি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া দেহ হইতে ষড়্‌বর্ণ রশ্মি নিঃসারণ করিলেন। কপিলবস্তুবাসীরা ভগবান্‌কে দেখিয়া ভাবিল, আমাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ শাস্তা আসিয়াছেন, আমাদের উপর যে বিবাদের ভার পড়িয়াছে, তাহা কি ইনি জানিতে পারিয়াছেন? শাস্তা যখন উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আমরা কিছুতেই শত্রুর শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না। কোলিকবাসীরা আমাদিগকে মারিয়া ফেলুক বা জীবন্ত দগ্ধ করুক (আমরা যুদ্ধ করিব না)।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিল। কোলিকবাসীরাও অস্ত্র ত্যাগ করিল।

অনন্তর ভগবান্ অবতরণপূর্ব্বক সৈকতপুলিনে এক রমণীয় স্থানে সুসজ্জিত উৎকৃষ্ট বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দেহ হইতে অনুপম বুদ্ধশ্রী নিঃসৃত হইতে লাগিল। উভয় রাজ্যের রাজারাও ভগবানকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা সমস্তই জানিতেন, তথাপি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজগণ আপনারা এখানে কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমরা নদী দেখিবার জন্য বা ক্রীড়া করিবার জন্য আসি নাই, আসিয়াছি সংগ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে।" "মহারাজগণ, কি কারণে আপনাদের কলহ উপস্থিত হইয়াছে?" "জলের জন্য, ভদন্ত।" "মহারাজগণ, জলের মূল্য কি?" "জলের মূল্য অতি অল্পই, ভদন্ত।" "পৃথিবীর মূল্য কি, মহারাজগণ?" 'পৃথিবী ত অমূল্য ধন, ভদন্ত।" ক্ষত্রিয়দিগের মূল্য কি?' "ক্ষত্রিয়দিগের মূল্যের ইয়ত্তা নাই, ভদন্ত।" 'অকিঞ্চিৎকর জলের জন্য তবে কেন অমূল্য ক্ষত্রিয়জীবনের বিনাশ করিতে যাইতেছেন? প্রকৃতপক্ষে কলহে কোনই সুখ নাই তবে কলহবশে পুরাকালে এক বৃক্ষদেবতা কোন কৃষ্ণসিংহের সহিত যে বিবাদ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কল্প পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া

* পঞ্চনিপাত ৮।৫।

† তু° নীলরত্নানি বিমর্দ্দেত্বা'।

আসিতেছে।" ইহা বলিয়া শাস্তা তাঁহাদিগকে 'স্পন্দন-জাতক (৪৭৫) শুনাইলেন। ইহার পর শাস্তা আবার বলিলেন, "মহারাজগণ, পরের অনুকরণ করিয়া চলা উচিত নহে; পরের অনুকরণ করিতে গিয়াই ত্রিসহস্র যোজন-ব্যাপী হিমালয় পর্ব্বতের অসংখ্য চতুষ্পদ প্রাণী এক শশকের কথায় মহাসমুদ্রের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্যই বলি, পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" ইহা বলিয়া শাস্তা উপস্থিত রাজগণকে দদ্দভ জাতক (৩২২) শুনাইলেন। অনন্তর শাস্তা আবার বলিলেন, "কোন কোন সময়ে দুর্ব্বলেও বলবানের রন্ধ্র দেখিতে পায়, কোন কোন সময়ে আবার বলবানেই দুর্ব্বলের দোষ দেখিয়া থাকে। তার সাক্ষী দেখুন না কেন, এক চটকাপক্ষিণী এক মহাবল মাতঙ্গের প্রাণনাশ করিয়াছিল।" ইহা বলিয়া তিনি উভয়পক্ষকে লটুকিকা-জাতক (৩৫৭) শুনাইলেন।

কলহের উপশমনার্থ এইরূপে তিনটী জাতক বলিয়া ঐকমত্যের মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য শাস্তা দুইটী জাতক বলিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজগণ, যাহারা একতাবদ্ধ, কেহই তাহাদের কোন ছিদ্র দেখিতে পায় না।" ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তিনি বৃক্ষধর্ম্মজাতক (৭৪) শুনাইলেন। অনন্তর তিনি আবার বলিলেন, 'মহারাজগণ, যাহারা একতাবদ্ধ ছিল, কেহই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুবিধা পায় নাই, কিন্তু তাহারাই যখন পরস্পর বিবাদ করিয়াছিল, তখন এক নিষাদপুত্র তাহাদিগকে মারিয়া লইয়া গিয়াছিল। বস্তুতই কলহে কোন সুখ নাই।" ইহা বলিয়া তিনি দৃষ্টান্তচ্ছলে বর্ত্তক-জাতক* বর্ণন করিলেন।

উক্তরূপে পাঁচটী জাতক বলিয়া শাস্তা পরিশেষে আত্মদণ্ডসূত্র দেশন করিলেন। রাজারা চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শাস্তা যদি না আসিতেন, তবে ত আমরা পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া রক্তের নদী ছুটাইতাম। অহো! শাস্তা যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন, তবে দ্বিসহস্রদ্বীপপরিবেষ্টিত চতুর্ম্মহাদ্বীপের আধিপত্য ইঁহার করতলগত হইত; ইঁহার পুত্রগণের সংখ্যাও সহস্রাধিক হইত। কত শত ক্ষত্রিয়, ইঁহার অনুচর হইয়া চলিত! কিন্তু ইনি এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন এবং সম্বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এখনও ইনি যাহাতে ক্ষত্রিয়গণপরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা যাউক।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দুই নগরের অধিবাসীরাই শাস্তার নিকট সার্দ্ধ দ্বিশত, সার্দ্ধ দ্বিশত ক্ষত্রিয়যুবক আনিয়া দিল। শাস্তা তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়া একটা বৃহৎ বনে গমন করিলেন। ইহার পরদিন হইতে তিনি এই সকল নবীনভিক্ষুপরিবৃত হইয়া কখনও কপিলপুরে, কখনও কোলিয়নগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে যাইতেন এবং উভয় নগরের লোকেই তাঁহার মহাসৎকার করিত।

ক্ষত্রিয়যুবকেরা শাস্তার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থই প্রব্রজ্যা লইয়াছিল; তাহাদের নিজেদের ইহাতে কোন অভিরুচি ছিল না। কাজেই অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের মনে অসন্তোষের উৎপত্তি হইল, তাহাদের পূর্ব্বতন পত্নীরাও নানারূপ সংবাদ পাঠাইয়া এই অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহাতে নবীন ভিক্ষুগণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইল। ভগবান্ চিন্তা করিয়া তাহাদের এই অসন্তোষভাব জানিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'আমার ন্যায় বুদ্ধের সঙ্গে একত্র বাস করিয়াও ইহারা উৎকণ্ঠিত হইতেছে! বুঝিতেছি না, কিরূপ ধর্ম্মকথা বলিলে ইহাদের উপকার হইবে।' তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, কুণালের ধর্ম্মদেশনই ইহাদের পক্ষে হিতকর। তখন তাঁহার মনে হইল, 'ইহাদিগকে হিমবৎপ্রদেশে লইয়া গিয়া কুণালের কথাদ্বারা ইহাদের নিকট স্ত্রীজাতির দোষ ব্যাখ্যা করা যাউক, তবেই ইহাদের অসন্তোষ অপনীত হইবে, আমি ইহাদিগকে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রদান করিব।'

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শাস্তা পরদিন প্রাতঃকালে অন্তর্ব্বাস পরিধানপূর্ব্বক পাত্র ও চীবর লইয়া কপিল-বস্তুতে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে গেলেন, ভোজনান্তে প্রতিবর্ত্তন করিলেন এবং ভোজনবেলা অতীত হইবার পূর্ব্বেই সেই পঞ্চশত ভিক্ষুকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি পূর্ব্বে কখনও রমণীয় হিমবৎ প্রদেশ দেখিয়াছ?" তাহারা উত্তর দিল, "না, ভগবন্।" "হিমবৎ প্রদেশে বেড়াইতে যাইবে কি?" "ভদন্ত, আমাদের ঋদ্ধি নাই, আমরা কিরূপে যাইব?" "যদি কেহ তোমাদিগকে লইয়া যায়, তবে যাইবে কি?" "নিশ্চয় যাইব।" এই উত্তর শুনিয়া শাস্তা নিজের ঋদ্ধিবলেই সকলকে লইয়া আকাশে উৎপতন করিলেন, এবং হিমালয়ে গিয়া আকাশেই অবস্থানপূর্ব্বক ঐ রমণীয় প্রদেশে কোথায় কি আছে, দেখাইতে

* প্রথম খণ্ডে এই জাতকের নাম 'সম্মোদমান' (৩৩)।

লাগিলেন। কাঞ্চনপর্ব্বত, মণিপর্ব্বত, হিঙ্গুলপর্ব্বত অঞ্জনপর্ব্বত সানুপর্ব্বত, স্ফটিকপর্ব্বত প্রভৃতি নানাবিধ পর্ব্বত, পঞ্চ মহানদী*, কর্ণমুণ্ড, রথকার, সিংহপ্রপাত, ষড় দন্ত, ত্র্যগ্গল, অনবতপ্ত ও কুণাল, এই সাতটী হ্রদ,† হিমালয়ের এই সকল দৃশ্য দেখাইলেন। হিমবৎ বলিলে পঞ্চশত যোজন উচ্চ, ত্রিসহস্রযোজনবিস্তৃত এক বিশাল অঞ্চল বুঝায়। শাস্তা নিজের অনুভাববলে তাহার এই রমণীয় অংশসমূহ ভিক্ষুদিগকে প্রদর্শন করিলেন। তত্রত্য লোকের বাসস্থান, সিংহব্যাঘ্রহস্তী প্রভৃতি চতুষ্পদগণ—এ সকল দেখাইলেন, রমণীয় উদ্যান ও বিহারসমূহ, ফলপুষ্পসমন্বিত তরুগণ, নানাজাতীয় বিহঙ্গম, জলজ ও স্থলজ কুসুম,—এ সকল দেখাইলেন। হিমবন্তের পূর্ব্বপার্শ্বে সুবর্ণময়ী অধিত্যকা, পশ্চিমপার্শ্বে হিঙ্গুলময়ী অধিত্যকা। এই সকল রমণীয় বিহারাদি দেখিবামাত্রই ভিক্ষুদিগের পূর্ব্বতন ভার্য্যাদিগের প্রতি অনুরাগ বিনষ্ট হইল।

অনন্তর শাস্তা সেই ভিক্ষুদিগকে লইয়া আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক হিমবানের পশ্চিমপার্শ্বস্থ ষষ্টি-যোজনায়তন শিলাতলে কল্পস্থায়ী সপ্তযোজন বিস্তৃত শালবৃক্ষের অধোদেশে ত্রিযোজনবিস্তৃত মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন। ঐ সকল ভিক্ষু তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিল। তাঁহার দেহ হইতে ষড়্‌বর্ণ বুদ্ধরশ্মি নির্গত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন অর্ণবকুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া উজ্জ্বল প্রভাকর উথিত হইতেছে। তিনি মধুরস্বরে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে কখনও দেখ নাই, এমন কিছু এই হিমালয়ে দেখিলে কি? যদি দেখিয়া থাক, তবে তৎসম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিতে পার।" এই সময়ে সেখান দিয়া দুইটী চিত্রকোকিলা‡ একটা দণ্ডের দুই প্রান্ত স্ব স্ব চঞ্চুদ্বারা ধরিয়া এবং তাহার উপরে আপনাদের স্বামীকে বসাইয়া উড়িয়া যাইতেছিল। তাহাদের পুরোভাগে আটটী, পশ্চাতে আটটী, দক্ষিণপার্শ্বে আটটী, বামপার্শ্বে আটটী, অধোদেশে আটটী এবং উর্দ্ধভাগে ছায়া বিস্তার করিয়া আটটী চিত্রকোকিলাও সেই পুংস্কোকিলটীকে বেষ্টন করিয়া আকাশপথে যাইতেছিল। ভিক্ষুরা এই শকুনসঙ্ঘ দেখিয়া শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এ সকল পক্ষী কি করিতেছে?" শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ইহারা আমার একটী কুলক্রমাগত পুরাতন প্রথা পালন করিতেছে; আমিই এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। অতীত যুগেও ইহারা এইরূপে আমার অনুগমন করিত। কিন্তু তখন পক্ষীদিগের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তখন সার্দ্ধত্রিসহস্র পক্ষিকন্যা আমার পরিচারিকা ছিল। ক্রমে কমিয়া তাহাদের সংখ্যা এখন এই মাত্র হইয়াছে।" "ভদন্ত, কিরূপ বনে সেই পক্ষিকন্যারা আপনার পরিচর্য্যা করিত?" "বলিতেছি, শুন।" অনন্তর শাস্তা পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন এবং সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

কথিত আছে (শুনিয়াছি) যে, কোন রমণীয় বনভূমিতে কুণালনামক এক পক্ষী বাস করিতেন। সেখানে পর্ব্বতসমূহ সর্ব্ববিধ ওষধিদ্বারা মণ্ডিত থাকিত, সেখানে তরুলতা নানাবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ছিল, সেখানে গজ, গবয়, মহিষ, রুরু, চমরী, পৃষত, খড়্গী, গোকর্ণ, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, ঋক্ষ, কোক, তরক্ষু, উদ্‌বিড়াল, কদলীমৃগ, বিড়াল, শশকর্ণী প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করিত, সেখানে নানাজাতীয় মহাকায় বিড়াল ও গজযূথ বাস করিত; সেখানে ঈষামৃগ, শাখামৃগ, শরভমৃগ, এণিমৃগ, বাতমৃগ, পৃষতমৃগ, পুরিষল্লু, কিম্পুরুষ, যক্ষ ও রাক্ষসগণ থাকিত। মুকুলমঞ্জরীধর, পুষ্পিতাগ্র, ঘনসন্নিবিষ্ট মহামহীরুহগণ এই অরণ্যের শোভা বর্দ্ধন করিত। কুরর, চকোর, বারণ, ময়ূর, পরভৃৎ, জীবঞ্জীবক, চেলাবক, ভিঙ্কার, করবীক প্রভৃতি শত শত জাতীয় মত্তবিহঙ্গের নিনাদে এই বনস্থলী নিয়ত মুখরিত হইত।

---

* গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ ও মাহী।

† কোথাও কোথাও ত্র্যগ্গলের পরিবর্ত্তে মন্দাকিনী হ্রদের নাম দেখা যায় (১ম খণ্ড, ৩০০ম পৃষ্ঠ)।

‡ কোকিল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ইহাদের গায়ে শাদা শাদা ছিট ছিল। ইহাতে মনে হয়, এই জাতীয় পক্ষী এখন পাপিয়া নামে বিদিত।

তাহার ভূতল অঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল, হিঙ্গুল এবং স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি শত শত ধাতুদ্বারা রঞ্জিত ছিল। *

নানাবর্ণের পতত্রে আচ্ছাদিত ছিল বলিয়া কুণালের দেহ অতি উজ্জ্বল দেখাইত। সার্দ্ধত্রিসহস্র-পক্ষিকন্যা পত্নীরূপে কুণালের পরিচর্য্যা করিত। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার কালে কুণাল যাহাতে ক্লান্ত ও অবসন্ন না হন, এই জন্য দুইটী পক্ষিকন্যা একখণ্ড কাষ্ঠের দুইপ্রান্ত মুখে ধরিয়া তাঁহাকে উহার উপর বসাইয়া উড়িয়া যাইত। পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার অধোদেশ দিয়া উড়িত; কারণ তাহারা মনে করিত, কুণাল যদি আসনচ্যুত হইয়া পড়িয়া

---

* বনভূমির এই বর্ণনায় যে যে প্রাণী ও বৃক্ষের নাম আছে, তাহাদের সকলগুলির অর্থ নির্ণয় করা আমার পক্ষে অসাধ্য। প্রায় সমস্ত বিশেষণই সার্দ্ধহস্ত দীর্ঘ সমস্তপদ। তদন্তর্গত কোন কোন পদ অভিধানে পাওয়া যায় না, কোন কোন পদে আবার পুনরুক্তি-দোষও আনয়ন করিয়াছে। পাঠকদিগের কৌতূহল-নিরাকরণার্থ নিম্নে মূল পদগুলি তুলিয়া দিলাম :—

(১) সব্বোসধিধরণিধরে। (২) অনেকপুপ্ফমালাবিততে। (৩) গজ গবজ মহিস রুরু-চমর-পসদ খগ্গ-গোকণ্ণ-সীহ-ব্যগ্ঘ দীপি-অচ্ছ-কোক-তরচ্ছ-উদ্দারকা-কদলিমিগ-বিলাড-সসকণ্ণিকানুচরিতে। গবজ=গবয় বা গোমৃগ, ইহারা একপ্রকার বন্য গো; হরিণ নহে। রুরু বা রুরু=হরিণবিশেষ। টীকাকারের মতে ইহা 'সুবর্ণমৃগ'। রুরু শব্দে কুকুরও বুঝায়। পসদ=পৃষত, একপ্রকার হরিণ, ইহাদের গায়ে শাদা শাদা ছিট থাকে। খগ্গ=খড়্গী, গণ্ডার। গোকণ্ণ=গোকর্ণ; ইহাও একজাতীয় হরিণ। সীহ=সিংহ। দীপি=দ্বীপী। অচ্ছ=ঋক্ষ, ভল্লুক। কোক=নেকড়ে। তরচ্ছ=তরক্ষু; hyena। উদ্দারকা=উদ্র (?), ইংরাজী অনুবাদক এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। চলিত কথায় ইহার নাম ধেড়ে। টীকাকার 'উদ্দারক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন উদ্রমৃগ। কদলিমিগ=একজাতীয় হরিণ। ইহার চর্ম্ম আসনরূপে ব্যবহৃত হয়। সসকণ্ণি=শশকর্ণী। এই শব্দটা কোন অভিধানে নাই। ইহাতে হরিণবিশেষ বা অন্য কোন প্রাণী বুঝায়, তাহা স্থির করা যায় না। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে long-eared hare বলিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত শশই ত লম্বকর্ণ।

(৪) অবিরলনেলমণ্ডলমহাবরাহনাগকুলকণেরুসঙ্ঘাধিবুথে। ইংরাজী অনুবাদক লিখিয়াছেন, inhabited by numberless herds of different kinds of elephants। টীকাকারেরও এই মত। তিনি বলেন, গোচরভেদে দশবিধ হস্তী আছে। এই বিশেষণে তাহাদিগকে বুঝাইতেছে। নেলমণ্ডল' বলিলে মহাকায় বিড়াল বুঝায়, তরুণ গজশাবকও বুঝায়। মহাবরাহ' কিন্তু হস্তীর কোন জাতিবাচক শব্দ নহে। 'বরাহ' শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিতে আপত্তি কি?

(৫) ইস্সমিগ-শাখমিগ-সরভমিগ-এণিমিগ-বাতমিগ পসদমিগ পুরিসল্লু-কিম্পুরিস-যকখ-রকখস-নিসেবিতে। ইস্স=ঋষ্য বা ঋষ্য, ইহা একজাতীয় হরিণ। সাখমিগ=শাখামৃগ=বানর বা কাঠবিড়াল। এণি=এণ, ইহাও একজাতীয় হরিণ। বাতমিগ=অতি দ্রুতগামী একজাতীয় হরিণ। পুরিসল্লু যে কি, তাহা অভিধানে পাওয়া যায় না। টীকাকার বলেন ইহারা বড়বামুখ 'যক্ষিণী'। 'পসদমিগে' পুনরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে।

(৬) অমজ্জমঞ্জরীধরপহট্ঠপুপ্ফফলিতগ্গনেকপাদপগণবিততে। অমজ্জ=মুকুল।

(৭) কুরর-চকোর-বারণ-ময়ূর-পরভুত-জীবঞ্জীবক-চেলাবক ভিঙ্কার-করবীক-মত্তবিহঙ্গসতসম্পঘুট্ঠে। কুরর =ঈগলজাতীয় একপ্রকার পক্ষী (ospery)। বারণ=হস্তিলিঙ্গপক্ষী, ইহা একজাতীয় দীর্ঘচঞ্চু গৃধ্র। পরভুত=পরভৃত, কোকিল। জীবঞ্জীবক=কপোতজাতীয় একপ্রকার পক্ষী। বৌদ্ধসাহিত্যে একপ্রকার কাল্পনিক দ্বিমস্তক পক্ষীও এই নামে অভিহিত। চেলাবক বলিলে কি কি পাখী বুঝায়, তাহা অভিধানে নাই। ইহা সংস্কৃত 'চিল্ল শব্দজ কি? চিল্ল=চীল। ভিঙ্কার=ভৃঙ্গরাজ পক্ষী। করবীক বোধহয় পাপিয়া। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে কোকিল মনে করেন, কিন্তু 'পরভুত' শব্দেই কোকিলের উল্লেখ হইয়াছে।

(৮) অঞ্জন-মনোশিল-হরিতাল-হিঙ্গুলক-হেম-রজত-কনকধাতুসতবিনদ্ধপতিমণ্ডিতপ্পদেসে। এখানেও হেম ও কনক শব্দের প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ দেখা যায়। টীকাকারের মতে এই শব্দ দুইটী বিভিন্নজাতীয় স্বর্ণবাচক।

যান, তবে আমরা পক্ষবিস্তার করিয়া তাঁহাকে ধরিব। পাছে কুণাল আতপে কষ্ট পান, এই আশঙ্কায় পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার উপর দিয়া উড়িত। শীতাতপ, তৃণরজঃ-শিশিরাদি কুণালকে কোন কষ্ট দিতে না পারে, এইজন্য তাঁহার দক্ষিণ ও বাম, প্রতিপার্শ্বে আরও পঞ্চশত পক্ষিকন্যা থাকিত। পাছে গোপালক, অন্যপশুপালক, তৃণহারক, বনেচর প্রভৃতি কেহ কাষ্ঠখণ্ড, খর্পর, হস্ত, লোষ্ট্র, যষ্টি, শস্ত্র বা উপলখণ্ড দ্বারা কুণালকে প্রহার করে অথবা যাইবার কালে লতা, বৃক্ষ, স্তম্ভ, পাষাণ বা কোন বলবান্ পক্ষীর সহিত কুণালের সঙ্ঘর্ষ ঘটে, এই আশঙ্কায় পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার পুরোভাগে যাইত। কুণাল আসনে বসিয়া যাহাতে উৎকণ্ঠিত না হন, এই নিমিত্ত পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া শ্লক্ষ, প্রিয়, মঞ্জু ও মধুরবাক্যে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিত। কুণাল পাছে ক্ষুধায় কাতর হন, এই আশঙ্কায় অবশিষ্ট পঞ্চশত পক্ষিকন্যা নানাদিকে উড়িয়া গিয়া বৃক্ষ হইতে বিবিধ ফল আহরণ করিয়া আনিত। কুণালের তৃপ্তিসাধনার্থ পক্ষিকন্যাগণ এইরূপে ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহাকে আবাস হইতে আবাসান্তরে, উদ্যান হইতে উদ্যানান্তরে, নদীতীর্থ হইতে নদীতীর্থান্তরে, গিরিশিখর হইতে গিরিশিখরান্তরে, আম্রবণ হইতে আম্রবণান্তরে, জম্বুবন হইতে জম্বুবনান্তরে, লকুচবন হইতে লকুচবনান্তরে, * নারিকেলবন হইতে নারিকেলবনান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু প্রতিদিন ঐ পক্ষিকন্যাগণের ঈদৃশী সেবা পাইয়াও কুণাল তাহাদিগকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য বলিতেন :—"বৃষলীগণ, তোরা নিপাত যা ; তোরা চৌরী, ধূর্ত্তা, অসতী, লঘুচিত্তা ও অকৃতজ্ঞা ; তোরা স্বৈরিণী , সর্ব্বত্র তোদের বায়ুর মত অবাধগতি ."

[এইরূপে অতীত আহরণ করিয়া শাস্তা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি তির্য্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্ত্রীজাতির অকৃতজ্ঞতা, বহুমায়াবিতা, অনাচারিতা ও দুঃশীলতা জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি তখনও তাহাদের বশে যাই নাই, তাহাদিগকেই নিজের বশে আনিয়াছিলাম।" এইরূপে ভিক্ষুদিগের অসন্তোষ অপনোদনপূর্ব্বক শাস্তা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ঐ সময়ে দুইটা কৃষ্ণকোকিল তাহাদের স্বামীকে দণ্ডের উপর বহন করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাদের অধোদেশ দিয়া এবং পার্শ্বে পার্শ্বে চারি চারিটা পক্ষিকন্যা ছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া ভিক্ষুরা আবার ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পুরাকালে পূর্ণমুখ নামে এক কোকিল আমার সখা ছিল। † তাহার বংশের এই রীতি।" অনন্তর ঐ সকল ভিক্ষুর প্রার্থনায় তিনি পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন :—]

নগরাজ হিমালয়ের পূর্ব্বভাগে এক অতি রমণীয় প্রদেশ আছে। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী সকল হরিদ্বর্ণ শৈবাল বহন করিয়া কুণালদহে প্রবাহিত হইতেছে ; সে স্থান প্রস্ফুটিত ‡ নীলোৎপল, কুমুদ, শ্বেতশতদল, মন্দার প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত ও অতি পবিত্র ; কুরবক, মুচকুন্দ প্রভৃতি নানাজাতীয় তরু তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং তত্রত্য নদীকচ্ছসমূহ অতিমুক্ত প্রভৃতি নানাজাতীয় লতায় মণ্ডিত , হংস, প্লব, কাদম্ব

---

* লকুচ=ডহু।

† মূলে 'ফুস্‌সকোকিল' বা 'পুস্‌সকোকিল' আছে। ফুস্‌স=চিত্রিত, অর্থাৎ এই কোকিল সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নয় ; ইহার গায়ে শাদা শাদা ছিট থাকে (যেমন পাপিয়ার)। কেহ কেহ বলেন, ইহা 'পুংস্কোকিল' পদের রূপান্তর। টীকাকার বলেন, 'পরেহি পুট্‌ঠতায় ফুস্‌সকোকিল।' কিন্তু কোকিল মাত্রেই ত 'অন্যপুষ্ট।'

‡ এই প্রসঙ্গে মূলে তরুলতাদির যে সুবৃহৎ তালিকা আছে, তাহার অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ অনেকগুলির নাম অভিধানেই পাওয়া যায় না। পাঠকদিগের অবগতির জন্য এখানে টীকাকারে

ও কারগুক প্রভৃতি জলচর পক্ষীর নিনাদে মুখরিত হইতেছে। এই প্রদেশ সিদ্ধ, বিদ্যাধর, শ্রমণ, তাপস, প্রধান প্রধান দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, দানব, গন্ধর্ব্ব ও মহোরগ প্রভৃতির বাসস্থান ও বিচরণক্ষেত্র।

এই মনোহর স্থানে পূর্ণমুখ-নামক এক পুংস্কোকিল বাস করিত। তাহার স্বর অতি মধুর ছিল এবং মদিরনয়নযুগল দর্শকের মন হরণ করিত। সার্দ্ধ ত্রিশত পক্ষিকন্যা পত্নীরূপে তাহার পরিচর্য্যা করিত। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার কালে পূর্ণমুখ যাহাতে ক্লান্ত ও অবসন্ন না হয়, এইজন্য দুইটী পক্ষিকন্যা একখণ্ড কাষ্ঠের দুই প্রান্ত মুখে ধরিয়া তাহাকে উহার উপর বসাইয়া উড়িয়া যাইত। [ইহার পর, কুণালের সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইয়াছে, পূর্ণমুখের অধোদেশে, উপরিভাগে, উভয়পার্শ্বে, পুরোভাগে ও পশ্চাতে পক্ষিকন্যাদের গমন অবিকল সেইভাবে বলিতে হইবে; তবে কুণালের সম্বন্ধে প্রতিদলে পাঁচ শত পক্ষিণীর কথা আছে, পূর্ণমুখের সম্বন্ধে কেবল পঞ্চাশটী লইয়া এক একটী দল ছিল। পূর্ণমুখের আহারসংগ্রহার্থও পঞ্চাশটী পক্ষিকন্যা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিত।] পূর্ণমুখের তৃপ্তিসাধনার্থ পক্ষিকন্যাগণ উক্তরূপে ক্ষিপ্রগতিতে তাহাকে আবাস হইতে আবাসান্তরে, উদ্যান হইতে উদ্যানান্তরে, নদীতীর্থ হইতে নদীতীর্থান্তরে, গিরিশিখর হইতে গিরিশিখরান্তরে, আম্রবণ হইতে আম্রবণান্তরে, জম্বুবন হইতে জম্বুবনান্তরে, লকুচবন হইতে লকুচবনান্তরে, নারিকেলবন হইতে নারিকেল-বনান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইত। সারাদিন পক্ষিকন্যাদিগের সেবা পাইয়া পূর্ণমুখ তাহাদের প্রশংসা করিত বলিত, "ভগিনীগণ, * তোমরা যে ভর্ত্তার পরিচর্য্যা করিতেছ, ইহা তোমাদের ন্যায় কুলকন্যাদিগেরই উচিত ধর্ম্ম।" এক দিন সানুচর পূর্ণমুখ কুণালের বাসস্থানের নিকটে উপস্থিত হইলে, কুণালের পরিচারিকাগণ দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং তাহার নিকটে গিয়া বলিল, "সৌম্য পূর্ণমুখ, কুণাল অতি নিষ্ঠুর ও পরুষভাষী। তুমি সাহায্য করিলে, বোধ হয়, আমরা তাহার মুখে দু'টা মিষ্টকথা পাইতে পারি।" পূর্ণমুখ উত্তর দিল, "বলিয়া দেখি, ভগিনীগণ, হয় ত তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।" অনন্তর সে কুণালের নিকটে গিয়া স্বাগতবচনাদির পর একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক বলিল, "তোমার পত্নীগণ সুজাত, সৎকুলোৎপন্ন ও সদাচারসম্পন্ন; অথচ তুমি ইহাদের সহিত দুর্ব্ব্যবহার কর, ইহার কারণ কি? রমণীরা পরুষভাষিণী হইলেও তাহাদের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য;

নামগুলি দিলাম,—কুরবক, মুচিলিন্দ (মুচুকুন্দ), কেতক, চেতস, বজুড় (সংস্কৃত 'বঞ্জুল', ইহাতে বেত, অশোক প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ্ বুঝায়), পুন্নাগ, বকুল, তিলক, পিয়ক (প্রিয়ক=পিয়াশাল), আসন, সাল (শাল), সরল, চম্পক, অশোক, নাগরুক্খ [নাগবৃক্ষ, নাগকেশর (?)], তিরীটি (তিরীতক, লোধ্র), ভূজপত্ত (ভূর্জ্জ), লোদ্ধ (লোধ্র), চন্দন। কাড়াগলু (কালাগুরু), পদ্মক, পিয়ঙ্গু (প্রিয়ঙ্গু), দেবদারু, চোচ (কদলি), ককুধ (ককুভ=অর্জ্জুন), কুটজ, অঙ্কোল (অকরকণ্ট), কচ্চিকার [কচ্ছুক (?), তুণ, Toon], কর্ণিকার, কণবের (করবীর), কোরণ্ড (?), কোবিদার, কিংশুক, যোধি (যোধিকা=যূথিকা বা যুঁই), বনমল্লিকা, অনঙ্গন (?), অনবজ্জ (?), ভণ্ডি [ভণ্ডিল=শিরীষ কিংবা ঘেঁটু (?)], সুরুচির (?), ভগিনী (?), জাতী, সুমন (ডবল যুঁই বা মল্লিকা), মধুগন্ধিক (?), ধনুকারিক (?), তালিস [তালী, পনিবলা], তগর, উসির [উশীর (?)], কোট্ঠি (?), অতিমুত্তক (অতিমুক্ত, মাধবীলতা)। টীকাকার কয়েকটী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—পিয়ক=সেতপত্ত; দেবদারুক-চোচগহনে=দেবদারুরুক্খেহি চেব কদলীহি চ গহনে। ধনুকারিক=ধনুপাটলি।

* টীকাকারের মতে 'ভগিনী'-সম্বোধন আর্য্যব্যবহারসঙ্গত আলাপ।

যাহারা মিষ্টভাষিণী, তাহাদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই।" পূর্ণমুখের এই বাক্য শুনিয়া কুণাল তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "দূর হও, ভাই; তুমি মূর্খ ও অপদার্থ। তুমি নিপাত যাও, হতভাগ্য। অন্য কেহ কি স্ত্রীর কথায় তোমার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়?"

এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া পূর্ণমুখ সেখান হইতে প্রতিগমন করিল। ইহার অল্পদিন পরেই তাহার কঠিন পীড়া জন্মিল, সে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল ও মৃতপ্রায় হইল। ইহা দেখিয়া তাহার পরিচারিকাগণ ভাবিতে লাগিল, "পূর্ণমুখ এখন ব্যাধিগ্রস্ত; সে আর রোগমুক্ত হইবে কি?" অনন্তর তাহারা পূর্ণমুখকে একাকী ফেলিয়া কুণালের বাসস্থানে গেল। কুণাল দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন; এবং দেখিয়াই বলিলেন, "বৃষলীগণ, তোদের ভর্ত্তা কোথায় রে?" তাহারা উত্তর দিল, "সৌম্য কুণাল, তিনি পীড়িত হইয়াছেন; তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।" ইহা শুনিয়া কুণাল পক্ষিকন্যাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "নিপাত যা, বৃষলীরা; গোল্লায় যা তোরা, বৃষলীরা। তোরা চৌরী, ধূর্ত্তা, অসতী, লঘুচিত্তা, অকৃতজ্ঞা, স্বৈরিণী; তোদের বায়ুর মত অবাধগতি।" অনন্তর তিনি পূর্ণমুখের নিকটে গিয়া ডাকিলেন, "বয়স্য পূর্ণমুখ!" পূর্ণমুখ উত্তর দিল, "কে? সৌম্য কুণাল যে?" তখন কুণাল পক্ষ ও তুণ্ডদ্বারা ধরিয়া পূর্ণমুখকে উত্তোলন করিলেন, এবং তাহাকে নানাবিধ ঔষধ পান করাইলেন। ইহাতে পূর্ণমুখের পীড়ার উপশম হইল।

পূর্ণমুখ আরোগ্যলাভ করিলে সেই পক্ষিকন্যারা ফিরিয়া আসিল। কুণাল তাহাকে আরও কয়েকদিন বন্যফল খাওয়াইলেন এবং তাহার বলাধান হইলে বলিলেন, "বয়স্য, তুমি এখন অরোগ হইয়াছ; এখন নিজের পরিচারিকাদিগের সহিত বাস কর; আমিও নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া যাই।" পূর্ণমুখ বলিল, "ইহারা দারুণ পীড়ার সময় আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। ঈদৃশী ধূর্ত্তাদিগের সাহচর্য্যে আমার প্রয়োজন নাই।" ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তবে, ভাই, রমণীদিগের পাপ চরিত্রের কথা বলিতেছি, শুন।" ইহা বলিয়া তিনি পূর্ণমুখকে হিমালয়পার্শ্বস্থ মনঃশিলাতলে লইয়া গেলেন এবং সপ্তযোজনায়তন শালবৃক্ষের মূলে মনঃশিলাসনে উপবেশন করিলেন; পূর্ণমুখও পরিজনবর্গসহ একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। হিমাচলের সর্ব্বত্র দেবতারা ঘোষণা করিলেন, "শকুনরাজ কুণাল অদ্য হিমালয়ের মনঃশিলাসনে আসীন হইয়া বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন করিবেন; তোমরা গিয়া শ্রবণ কর।" মুখপরম্পরায় এই ঘোষণা ষট্‌কামস্বর্গের দেবগণের কর্ণগোচর হইল; তাঁহারা দলে দলে সেখানে সমবেত হইলেন; নাগ, সুপর্ণ, গৃধ্র ও বনদেবতারাও এই সংবাদ প্রচার করিলেন। তখন আনন্দ-নামক গৃধ্ররাজ দশসহস্র গৃধ্রানুচরসহ গৃধ্রপর্ব্বতে বাস করিতেন; তিনিও এই কোলাহল শুনিতে পাইলেন এবং ধর্ম্মশ্রবণের জন্য পরিজনসহ সেই মনঃশিলাতলে উপস্থিত হইয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। পঞ্চাভিজ্ঞাসম্পন্ন তপস্বী নারদ দশসহস্র তাপসসহ হিমালয়ে বিচরণ করিতেছিলেন; তিনিও দেবতাদিগের মুখে এই ঘোষণা শুনিয়া ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু কুণাল না কি স্ত্রীজাতির অগুণ বর্ণন করিবেন; আমাকেও গিয়া তাঁহার ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিতে হইবে।' তিনি ঋদ্ধিবলে সেই অযুত তপস্বী সঙ্গে লইয়া কুণালের নিকটে গগনপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ফলতঃ বুদ্ধদিগের ধর্ম্মদেশনকালে যেমন মহাজনতা হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। কুণাল জাতিস্মর ছিলেন, স্ত্রীজাতির দোষসম্বন্ধে

তিনি অতীতজন্মে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, পূর্ণমুখকে কায়সাক্ষী * করিয়া তাহা বলিতে লাগিলেন।

পূর্ণমুখ অল্পদিন মাত্র ব্যাধিমুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। উল্লিখিত বৃত্তান্ত তাহাকে আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য কুণাল বলিলেন, "বয়স্য পূর্ণমুখ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, দ্বিপিতৃকা † ও পঞ্চভর্তৃকা কৃষ্ণা ষষ্ঠ পুরুষে আসক্তা হইয়াছিল। সে ষষ্ঠ পুরুষ আবার কবন্ধসদৃশ একটা পঙ্গু। ‡ ইহা ছাড়া এসম্বন্ধে একটা প্রচলিত গাথাও বলিতেছি :—

১। অর্জ্জুন, নকুল, ভীমসেন যুধিষ্ঠির,
সহদেব এই পঞ্চ পতি যে নারীর,
সেই কি না, ভাবিতেও ঘৃণা হয় মনে,
পাপাচার করে কুব্জবামনের সনে। §

---

* কায়সাক্ষী—প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, personal witness। দলিল ইত্যাদিও সাক্ষী বা প্রমাণ, কিন্তু কায়সাক্ষী নহে। তবে পূর্ণমুখ ত এ সমস্ত অতীত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করে নাই, সে কিরূপে কায়সাক্ষী হইল? সে ভুক্তভোগী, স্বচক্ষে স্ত্রীজাতির অকৃতজ্ঞতা দেখিয়াছে, বোধ হয়, এইজন্য এখানে তাহাকে কায়সাক্ষী বলা হইয়াছে।

† কোশলরাজ জন্মদাতা এবং কাশীরাজ পালক, এজন্য দুই জনই পিতা।

‡ গলাটা এত ছোট যে, মাথাটা ধড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,—যেন একেবারেই নাই। মূলে 'পঙ্গু' শব্দ নাই, পীঠসর্পী এই শব্দ আছে।

§ টীকাকার কৃষ্ণার আখ্যায়িকাটী এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন :—শুনা যায় পুরাকালে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত সেনাবলে বলীয়ান্ হইয়া কোশলরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং কোশলরাজের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহার সসত্ত্বা অগ্রমহিষীকে কাশীতে লইয়া গিয়া নিজের অগ্রমহিষী করিয়াছিলেন। এই রমণী যথাকালে একটী কন্যা প্রসব করেন। কাশীরাজের কোন ঔরস পুত্র বা কন্যা ছিল না; তিনি তুষ্ট হইয়া মহিষীকে বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি বর গ্রহণ কর।" মহিষী বলিলেন, "বর গ্রহণ করিলাম, কিন্তু কি বর চাই, তাহা পরে বলিব।" তাঁহারা এই কন্যার নাম রাখিলেন কৃষ্ণা। সে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে এক দিন মহিষী বলিলেন, "বাছা, তোর পিতা আমাকে একটী বর দিয়াছিলেন, আমি উহা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলাম, কি চাই তাহা পরে বলিব। এখন তুই নিজের ইচ্ছামত সেই বর গ্রহণ কর্।" সে কামপ্রবৃত্তির তাড়নায় লজ্জার মাথা খাইয়া জননীকে বলিল, "মা, আমার অন্য কিছুরই অভাব নাই, আমি যাহাতে পতিগ্রহণ করিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে তুমি পিতাকে বলিয়া স্বয়ংবরের আয়োজন করাও।" মহিষী রাজাকে কৃষ্ণার অভিলাষ জানাইলেন। "বেশ, কৃষ্ণা ইচ্ছামত পতি বরণ করুক" বলিয়া রাজা স্বয়ংবর ঘোষণা করিলেন। সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বহুলোক রাজাঙ্গণে সমবেত হইল। কৃষ্ণা পুষ্পকরণ্ডক হস্তে লইয়া ঊর্দ্ধদিকের বাতায়ন হইতে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার মনঃপূত হইল না। ঐ সময়ে পাণ্ডুরাজবংশীয় অর্জ্জুন, নকুল, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির ও সহদেব—এই পঞ্চ রাজপুত্র তক্ষশিলায় কোন দেশবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেশচরিত্র অবগত হইবার জন্য বিচরণ করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নগরের কোলাহল শুনিতে পাইলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার কারণ জানিতে পারিলেন, এবং আমরাও কেন যাই না, ভাবিয়া সভামণ্ডপে গমনপূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় অবস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কৃষ্ণা তাহাদের পাঁচজনেরই প্রতি অনুরক্তা হইল এবং পাঁচজনেরই মস্তকোপরি পুষ্পমাল্যগুলাদি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মা, আমি এই পাঁচজনকেই বরণ করিব।" মহিষী রাজাকে ইহা জানাইলেন, রাজা বর দিয়াছিলেন বলিয়া বাধা দিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর, রাজপুত্রেরা কাহার পুত্র, তাঁহাদের জাতি কি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন যে তাঁহারা পাণ্ডুরাজপুত্র, তখন রাজা সমুচিত অভ্যর্থনার সহিত কৃষ্ণাকে তাঁহাদের পাদচারিকা করিয়া দিলেন। কৃষ্ণা তাঁহাদের সহিত এক সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিতে লাগিল এবং নিজের কামাতিশয্যবশতঃ সকলেরই মন হরণ করিল।

"বয়স্য পূর্ণমুখ, আমি দেখিয়াছি, সত্যতপাবী-নাম্নী এক শ্রমণী শ্মশানমধ্যে বাস করিত,* সে চারিদিন পরে একদিন আহার করিত, তথাপি সে এক মণিকারের সহিত

কৃষ্ণার পরিচারকদিগের মধ্যে একটা কুব্জ ছিল, লোকটা একে কুব্জ, তাহার উপর আবার পঙ্গু। কৃষ্ণা কামাতিশয্যে পাঁচজন রাজপুত্রের মন হরণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিল না; রাজপুত্রেরা যখন বাহিরে যাইতেন, তখন সে অবসর পাইয়া কামতাপবশতঃ ঐ কুব্জের সঙ্গেই পাপাচার করিত। সে কুব্জকে বলিত, "তোমার মত প্রিয় আমার আর কেহ নাই। আমি রাজপুত্রদিগকে সংহার করিয়া তাহাদের কণ্ঠশোণিতে তোমার চরণ রঞ্জিত করিব।" যখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের সহবাস করিত, তখন সে বলিত, "অপর চারিজন অপেক্ষা আপনিই আমার প্রিয়তম; আমি আপনার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, পিতার মৃত্যু হইলে আপনাকেই রাজ্য দেওয়াইব।" আবার যখন অন্য রাজপুত্রদিগের সঙ্গে থাকিত, তখন তাঁহাদিগকেও এইরূপ বলিত। ইহাতে তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন—ভাবিতেন, এই রমণী আমাদিগকে বড় ভালবাসে এবং ইহার জন্যই আমরা এই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি।

এক দিন কৃষ্ণার পীড়া হইল, রাজপুত্রেরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন, এক জন তাহার মাথা টিপিতে এবং এক এক জন তাহার হাত, পা টিপিতে লাগিলেন, কুব্জটা পাদমূলে বসিয়া রহিল। জ্যেষ্ঠ কুমার অর্জ্জুন তাহার মাথা টিপিতেছিলেন; সে শিরঃসঞ্চালনদ্বারা তাঁহাকে ইঙ্গিতে জানাইল, 'কেহই আপনা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর নহে, যত দিন বাঁচি আপনার জন্যই জীবন ধারণ করিব, পিতার মৃত্যু হইলে আপনাকেই রাজ্য দেওয়াইব। এইরূপে অর্জ্জুনকে তুষ্ট করিয়া অন্য যাঁহারা তাহার হাত পা টিপিতেছিলেন, হস্তপাদাদিসঞ্চালন দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া সে তাঁহাদেরও মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল। কুব্জকে কিন্তু সে, জিহ্বা সঞ্চালন দ্বারা জানাইল, তুমিই আমার একমাত্র প্রণয়ভাজন, তোমার জন্যই আমি জীবন ধারণ করিব। কৃষ্ণা পূর্ব্বে রাজপুত্রদিগকে যেরূপ বলিয়া আসিতেছিল, এখনও তাঁহারা ইঙ্গিতগুলি হইতে সেই অর্থ গ্রহণ করিলেন; অর্জ্জুন কিন্তু তাহার হস্ত, পাদ ও জিহ্বার বিকার লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, 'এই রমণী যেমন আমাকে, সেইরূপ সম্ভবতঃ অপর সকলকেও ইঙ্গিত করিল, বোধহয় কুব্জের সঙ্গেও ইহার প্রণয় আছে।' তিনি ভ্রাতাদিগকে বাহিরে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পঞ্চভর্ত্তৃকা আমাকে শিরঃসঞ্চালন দ্বারা যে ইঙ্গিত করিল, তাহা দেখিয়াছ কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি।" "ইহার অর্থ জান কি?" "না, তাহা জানি না।" "ইহার এই (অর্থাৎ তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা) অর্থ; তোমাদিগকে হস্ত ও পাদদ্বারা যে ইঙ্গিত করিয়াছিল, তাহার অর্থ জান ত?" "আমাদিগের ইঙ্গিতের অর্থও তাই।" "জিহ্বা সঞ্চালনদ্বারা কুব্জকে যে ইঙ্গিত করিল, তাহার অর্থ বুঝিয়াছ কি?" "না, তাহা বুঝি নাই।" তখন অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন, "এই কুব্জের সঙ্গেও কৃষ্ণা পাপাচারে রত।" কিন্তু অর্জ্জুনের ভ্রাতারা ইহা বিশ্বাস করিলেন না। তখন তিনি কুব্জকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, কুব্জ সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। কৃষ্ণার প্রতি রাজপুত্রদিগের যে অনুরাগ ছিল, ইহাতে তাহা অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "অহো, রমণীরা কি পাপচরিত্রা ও দুঃশীলা! আমাদের ন্যায় সৎকুলজাত সুদর্শন পতি পরিহার করিয়া কৃষ্ণা কি না অতি ঘৃণার্হ কুব্জের সহিত পাপাচারে রত হইল! ইহার পর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঈদৃশী নির্লজ্জা ও পাপিষ্ঠা রমণীদিগের সহবাসে সুখ ভোগ করিবে?" তাঁহারা এইরূপে বহুবার স্ত্রীজাতির বহু দোষ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে প্রয়োজন নাই।" তাহারা পাঁচজনেই হিমালয়ে গিয়া কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিতে লাগিলেন এবং আয়ুঃক্ষয় হইলে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

তখন শকুনরাজ কুণাল ছিলেন অর্জ্জুন কুমার; কাজেই কুণাল নিজে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ণমুখকে বলিয়াছিলেন, "আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম" ইত্যাদি।

---

* এই প্রসঙ্গে টীকাকার বলেন:—পুরাকালে সত্যতপাবী-নাম্নী এক শ্বেতশ্রমণী (শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্তা সন্ন্যাসিনী কি?) কাশীর নিকটস্থ শ্মশানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। সে চারিদিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চম দিনে আহার করিত। ইহাতে সে সকল নগরবাসীদিগের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় চন্দ্র বা সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। বারাণসীবাসীরা হাঁচিলে বা হোঁচট খাইলেও (অমঙ্গল নিরাকরণার্থ) সত্যতপাবীর নাম উচ্চারণ করিত।

একদা কোন উৎসবের প্রথম দিবসে স্বর্ণকারেরা মিলিত হইয়া এক স্থানে একটা মণ্ডপ প্রস্তুত করিল এবং

ব্যভিচার করিয়াছিল। বৈনতেয়ের ভার্য্যা কাকবতী-নাম্নী এক দেবী সমুদ্রমধ্যে বাস করিয়াও

সেখানে মৎস্যমাংসসুরাগন্ধমাল্য প্রভৃতি আনয়নপূর্ব্বক সুরাপানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মধ্যে এক সুরাসক্ত বমন করিবার কালে বলিল, "সত্যতপাবীকে নমস্কার।" ইহা শুনিয়া কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন, "তুই ত ঘোর মূর্খ, তুই কি না একজন চলচিত্তা নারীকে নমস্কার করিলি! তোর অজ্ঞতাকে ধিক্!" প্রথম ব্যক্তি বলিল "ভাই, এমন কথা মুখে আনিও না, যাহাতে নরকে পচিতে হইবে, এমন কর্ম্ম করিও না।" বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিল, "ওরে মূর্খ, চুপ কর্। হাজার টাকা বাজি রাখ * আমি তোর সত্যতপাবীকে সাতদিনের মধ্যে অলঙ্কার পরাইয়া এখানে আনিয়া বসাইব এবং তাহাকে মদ খাইতে শিখাইয়া এখানে (তাহার সঙ্গে) মদ খাইব। স্ত্রীচরিত্রের আবার স্থৈর্য্য কোথায় রে?" প্রথম ব্যক্তি বলিল, "কখনও পারিবে না।" সে হাজার টাকা বাজি রাখিল। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য স্বর্ণকারদিগকে এই ব্যাপার জানাইল এবং পরদিন তপস্বীর বেশে সেই শ্মশানে প্রবেশপূর্ব্বক সত্যতপাবীর বাসস্থানের অনতিদূরে অবস্থিত হইয়া সূর্য্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। সত্যতপাবী ভিক্ষায় যাইবার কালে তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এই তাপস, বোধ হয়, মহা ঋদ্ধিমান্। আমি এই শ্মশানের এক পার্শ্বে থাকি, ইনি ইহার মধ্যভাগে রহিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইঁহার অন্তঃকরণে কোন অশান্তি নাই। যাই ইঁহাকে প্রণাম করি গিয়া।' ইহা স্থির করিয়া সে ঐ ছদ্মবেশীর নিকট গেল এবং প্রণাম করিল। ছদ্মবেশী কিন্তু সে দিকে দৃক্পাত করিল না, তাহার সঙ্গে কোন আলাপও করিল না। দ্বিতীয় দিবসেও ঠিক এইরূপ হইল। তৃতীয় দিন সত্যতপাবী প্রণাম করিলে ছদ্মবেশী অধোমুখে বলিল "যাও।" চতুর্থ দিবসে সে ঐ রমণীকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভিক্ষাচর্য্যায় ক্লান্তি বোধ কর না কি?" তপস্বীর নিকট মিষ্টসম্ভাষণ পাইয়াছি ভাবিয়া সত্যতপাবী সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। পঞ্চম দিনে সে আরও মিষ্টসম্ভাষণ পাইয়া কিয়ৎক্ষণ তপস্বীর নিকটে অবস্থিতি করিয়া প্রস্থান করিল। ষষ্ঠ দিনে আসিয়া সে যখন প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল, তখন ছদ্মবেশী জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনি, আজ বারাণসীতে কি জন্য এত গীতবাদ্যের শব্দ শুনা যাইতেছে?" সত্যতপাবী বলিল, "আর্য্য, আপনি কি জানেন না যে, নগরে উৎসব ঘোষিত হইয়াছে? যাহারা উৎসব করিতেছে, এ শব্দ তাহাদের।" ছদ্মবেশী যেন কিছুই জানে না, এইভাবে বলিল, "বটে, এ তবে উৎসবের কোলাহল?" অনন্তর সে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনি, তুমি কতবার আহার হইতে বিরত থাক?" "চারিবার, আর্য্য। আপনি কতবার বিরত থাকেন?" "সাতবার, ভগিনী।" কিন্তু ছদ্মবেশী সম্পূর্ণ মিথ্যা উত্তর দিল, কারণ সে দিবারাত্র সব সময়েই ভোজন করিত। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনি, তুমি কত দিন প্রব্রজ্যা লইয়াছ?" "বার বৎসর। আপনি কত বৎসর লইয়াছেন?" "এই ছয় বৎসর হইল।" ইহার পর ছদ্মবেশী বলিল, 'ভগিনি, তুমি ধর্ম্মজনিত শান্তিলাভ করিয়াছ ত?" "না, প্রভু। আপনি লাভ করিয়াছেন কি?" "না, আমিও শান্তি পাই নাই। দেখ ভগিনি, আমরা কামসুখ ও নৈষ্ক্রম্য-সুখ, উভয় সুখেই বঞ্চিত। নরক অতি তপ্ত হইলেই বা তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কি? বহুলোকে যাহা করে, এস আমরাও তাহাই করি। আমি গৃহী হইব, আমার মাতৃধন আছে, তাহার জন্য আমাকে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না।" ছদ্মবেশীর এই বাক্য শুনিয়া সত্যতপাবী চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ তাহার প্রতি অনুরক্তা হইল এবং বলিল, "আর্য্য, আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। আপনি যদি আমাকে ত্যাগ না করেন, তবে আমিও গৃহিণী হইব।" ছদ্মবেশী উত্তর দিল, "এস তবে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না; তুমি আমার ভার্য্যা হইবে।" অনন্তর সে তপস্বিনীকে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল, তাহাকে নিজের কলত্র করিল, সুরাপানমণ্ডপে লইয়া গেল, সুরাপান করাইল এবং নিজেও সুরাপান করিল। কাজেই সেই প্রথম ব্যক্তি হাজার টাকার বাজি হারিল।

কালক্রমে উক্ত স্বর্ণকারের ঔরসে সত্যতপাবীর অনেক পুত্রকন্যা জন্মিল। তখন কুণাল ছিলেন সেই স্বর্ণকার। তিনি ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এইজন্য বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি" ইত্যাদি।

* মূলে 'সহস্সেন অব্ভুতং কর' আছে। অব্ভুত করা = বাজি রাখা।

নটকুবেরের সহিত পাপকর্ম্ম করিয়াছিলেন *; আমি দেখিয়াছি, সুকেশী † কুরঙ্গবী এড়কমারের প্রণয়াসক্তা হইয়াও ষড়ঙ্গকুমার ও ধনান্তেবাসিকের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল ‡.

---

* তৃতীয় খণ্ডের কাকবতী-জাতক (৩২৭) দ্রষ্টব্য। কুণাল তখন ছিলেন সেই গরুড, কাজেই বলিলেন, 'আমি দেখিয়াছি' ইত্যাদি।

† মূলে 'লোমসুন্দরী' আছে। টীকাকার বলেন, ইহাতে কুরঙ্গবীর উদরলোমরাজির সৌন্দর্য্য প্রমাণ করিতেছে।

‡ এই আখ্যায়িকা সম্বন্ধে টীকাকার বলেন :—পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত কোশলরাজের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহার সসত্ত্বা অগ্রমহিষীকে লইয়া বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। ঐ রমণী যে গর্ভিণী, ইহা জানিয়াও ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে নিজের অগ্রমহিষী করিলেন। গর্ভপরিণতি হইলে মহিষী সুবর্ণপ্রতিমাসদৃশ এক পুত্র প্রসব করিলেন। মহিষী ভাবিলেন, 'এই বালক যখন বড় হইবে, তখন বারাণসীরাজ ভাবিবেন, এ আমার শত্রুর পুত্র, ইহাকে জীবিত রাখি কেন? এইজন্য তিনি ইহার প্রাণবধ করাইবেন। যাহাতে শত্রুহস্তে বাছার প্রাণদণ্ড না ঘটে, তাহা করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ধাত্রীকে বলিলেন "যা, আমার এই শিশুকে কাপড় ঢাকা দিয়া ভাগাড়ে রাখিয়া আয়।" ধাত্রী তাহাই করিল এবং স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল।

কোশলরাজ মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্রের রক্ষিকা দেবতা হইয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক অজপালক ঐ শ্মশানের নিকট ছাগ চরাইতেছিল। দেবতার অনুভাববলে একটা ছাগীর মনে ঐ শিশুর প্রতি স্নেহসঞ্চার হইল; সে তাহাকে দুগ্ধপান করাইল, অল্পক্ষণ চরিয়া আবার আসিয়া দুধ দিল; এইরূপে ছাগী দুই, তিন, চারিবার দুধ দিল। অজপালক এই ব্যাপার দেখিয়া শিশুটীর নিকটে গেল, দেখিয়াই তাহার মনে পুত্রস্নেহের উদ্রেক হইল, সে শিশুটীকে তুলিয়া লইয়া নিজের ভার্য্যাকে দিল। এই রমণী নিঃসন্তান ছিল, কাজেই তাহার স্তনে দুধ ছিল না। সেই ছাগীটাই শিশুকে দুগ্ধপান করাইতে লাগিল। কিন্তু ঐ দিন হইতে প্রত্যহ অজপালের দুই তিনটা ছাগ মরিতে আরম্ভ করিল। অজপাল ভাবিল, 'এই শিশুকে পালন করিতে হইলে, দেখিতেছি, আমার সকল ছাগই মরিয়া যাইবে। এ শিশু দিয়া আমার কি উপকার হইবে?' সে শিশুটীকে একটা মৃৎপাত্রে নিক্ষেপ করিল আর একটী পাত্র দিয়া প্রথম পাত্রটা ঢাকা দিল, পাত্রটার মুখে এমন প্রলেপ দিল যে কোথাও কোন ছিদ্র রহিল না, এবং এইভাবে উহা নদীতে নিক্ষেপ করিল।

রাজভবনের নিকটে এক চণ্ডাল থাকিত, সে পুরাতন দ্রব্য মেরামত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মৃৎপাত্রটা অধঃস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন প্রাসাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন সে ও তাহার স্ত্রী সেখানে মুখ ধুইতেছিল। সে ছুটিয়া গিয়া পাত্রটা তুলিয়া আনিল, তীরে রাখিয়া, উহার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য ঢাকনিটা খুলিল এবং কুমারকে দেখিতে পাইল। এই চণ্ডালের স্ত্রীও অপুত্রিকা ছিল, কুমারকে দেখিয়া তাহারও মনে পুত্রস্নেহ সঞ্জাত হইল; সে তাহাকে গৃহে লইয়া লালনপালন করিতে লাগিল।

কুমারের বয়স্ যখন সাত আট বৎসর হইল, তখন চণ্ডালদম্পতী রাজভবনে যাইবার কালে তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। যখন তাহার ষোল বৎসর বয়স্ হইল, তখন বালক নিজেই বহুবার গিয়া ভাঙ্গাচুরা জিনিষ মেরামত করিতে লাগিল।

রাজার (ভূতপূর্ব্ব) অগ্রমহিষীর কুরঙ্গবী নাম্নী এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। যে দিন সে কুমারকে প্রথম দেখিতে পাইল, সেইদিন হইতেই তাহার প্রতি অনুরাগবতী হইল। তাহার অন্য কোন বিষয়েই রুচি রহিল না, কুমার যেখানে বসিয়া মেরামত করিত, সেও তথায় যাইতে লাগিল। পরস্পরকে সর্ব্বদা এইরূপে দেখিয়া তাহারা উভয়েই পরস্পরের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইল, এবং রাজভবনের কোন গুপ্তস্থানে পাপাচার আরম্ভ করিল। এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পরিচারিকারা রাজাকে এই গুপ্তপ্রণয়ের কথা জানাইল, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অমাত্যদিগকে সমবেত করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই চণ্ডালপুত্র অতি কুকর্ম্ম করিয়াছে, এখন কর্ত্তব্য কি, তাহা তোমরা স্থির কর।" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, এ মহাপরাধ করিয়াছে, ইহাকে প্রথমে নানাবিধ দণ্ড দিয়া শেষে বধ করা কর্ত্তব্য।" এই সময়ে কুমারের জনক (যিনি তাহার রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন) তাহার গর্ভধারিণীর দেহে প্রবেশ করিলেন, ঐ রমণী দেবানুভাববলে রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, এই বালক চণ্ডাল নয়; এ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এ কোশলরাজের ঔরসপুত্র; আমি তখন আপনাকে মিথ্যা

আমি দেখিয়াছি ব্রহ্মদত্তের মাতা কোশলরাজকে পরিহার করিয়া পঙ্গালচণ্ডের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল *; সৌম্য পূর্ণমুখ, এই পাঁচজন এবং আরও বহু রমণী পাপাচারে রত ছিল; সেইজন্য আমি রমণীদিগকে বিশ্বাস করি না; তাহাদের প্রশংসাও করি না। বিশ্বমণ্ডলে পৃথিবী যেমন সকলের প্রতিই সমানুরক্তা, সকলের জন্যই ধনরত্ন ধারণ করে, সাধু অসাধু সকলেরই অধিষ্ঠানভূতা হইয়াছে, সকলই সহ্য করিতেছে—তাহার না আছে

কথা বলিয়াছিলাম যে, আমার পুত্র মারা গিয়াছে; এ আপনার শত্রুর পুত্র, এইজন্যই আমি ইহাকে ধাত্রী দ্বারা ভাগাড়ে ফেলাইয়া দিয়াছিলাম। সেখানে এক অজপালক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার ছাগগুলি মরিতে আরম্ভ করিল, তখন সে ইহাকে নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিল। আমাদের বাড়ীতে যে চণ্ডাল পুরাতন জিনিষ মেরামত করে, সে ইহাকে নদীতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া লইয়া যায় এবং এখন পর্য্যন্ত ইহার লালনপালন করিতেছে। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে ঐ সকল লোক ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন।" ইহা শুনিয়া রাজা ধাত্রী প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহিষী যাহা বলিয়াছিলেন, ইহাদের মুখেও তাহাই শুনিয়া বুঝিলেন যে, বালকটী সদ্বংশজাত। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া কুমারকে স্নান করাইলেন, নানা অলঙ্কারে মণ্ডিত করাইলেন এবং তাহারই হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কুমারের সংসর্গে অজপালের ছাগ মারা গিয়াছিল বলিয়া লোকে তাহার নাম রাখিল "এড়কমার"।

বিবাহের পর রাজা কুমারকে সেনা ও হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দিয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া তোমার পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ কর।" কুমার কুরঙ্গবীকে লইয়া কোশলের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। অতঃপর বারাণসীর রাজা ভাবিলেন, 'কুমারের বিদ্যালাভ হয় নাই।' এই জন্য তিনি কুমারের অধ্যাপনার্থ ষডঙ্গকুমার নামক এক ব্যক্তিকে আচার্য্য নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কুমার তাঁহাকে আচার্য্যের পদে বরণ করিয়া সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে কুরঙ্গবী এই ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার আরম্ভ করিল। এই সেনাপতির ধনান্তেবাসি-নামক এক ভৃত্য ছিল; সেনাপতি তাহার হাত দিয়া কুরঙ্গবীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি পাঠাইতেন। কুরঙ্গবী এই ব্যক্তির সঙ্গেও অনাচারে প্রবৃত্ত হইল। মহাসত্ত্ব তখন ষডঙ্গকুমার ছিলেন, কাজেই এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি অতীত বৃত্তান্ত আহরণ করিবার সময়ে বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি" ইত্যাদি।

---

* টীকাকার পঞ্চম আখ্যায়িকাটী এইভাবে বলিয়াছেন:—পুরাকালে কোশলরাজ বারাণসী রাজ্য অধিকার করিয়া তত্রত্য মহিষীকে গর্ভবতী জানিয়াও নিজের অগ্রমহিষী করিয়াছিলেন। যথকালে এই রমণী এক পুত্র প্রসব করিলেন; কোশলরাজ অপুত্রক ছিলেন, তিনি এই বালককে স্নেহ করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্ববিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন। কুমার যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন কোশলরাজ তাহাকে স্বীয় পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কুমার বারাণসীতে গিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভধারিণী পুত্রকে দেখিবার অভিপ্রায়ে কোশলরাজের নিকট বিদায় লইয়া বহু অনুচরসহ বারাণসীতে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি কাশী ও কোশলের সাধারণ সীমার নিকটস্থ কোন নিগমগ্রামে অবস্থিতি করিলেন। এখানে পঙ্গালচণ্ড-নামক এক সুরূপ ব্রাহ্মণযুবক বাস করিত। সে এক দিন উপঢৌকন লইয়া মহিষীর সহিত দেখা করিল, মহিষী দর্শনমাত্র তাহার প্রতি অনুরাগবতী হইলেন, সেখানে কয়েকদিন তাহার সহিত পাপাচার করিয়া তিনি বারাণসীতে গেলেন, সেখানে পুত্রকে দেখিয়া যত শীঘ্র পারিলেন ফিরিলেন এবং সেই গ্রামেই বাসা লইয়া পুনর্ব্বার কয়েকদিন সেই ব্রাহ্মণযুবকের সহিত অনাচার করিলেন। তিনি কোশলে ফিরিলেন বটে, কিন্তু সেই সময় হইতে দুই পাঁচদিন পরেই পুত্রকে দেখিবার জন্য একটা না একটা হেতুনির্দ্দেশ করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইতেন এবং যাতায়াতের কালে মাসের মধ্যে পনর দিন সেই গ্রামে থাকিয়া ব্রাহ্মণযুবকের সহিত পাপাচার করিতেন। তখন কুণালই ছিলেন পঙ্গালচণ্ড; কাজেই তাঁহার প্রত্যক্ষজ্ঞান লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "হে পূর্ণমুখ, রমণীরা এমনই দুঃশীলা ও মিথ্যাবাদিনী!" "আমি দেখিয়াছি" ইত্যাদি।

স্পন্দন, না আছে ক্রোধ—রমণীরাও সেইরূপ।* এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বিশ্বাস করা অবিধেয়।

২। সদা রক্তমাংসপ্রিয়, কঠোর হৃদয়, পঞ্চায়ুধ,† ক্রূরমতি সিংহ দুরাশয়,
অতিলোভী, নিত্য প্রাণিহিংসাপরায়ণ, বধি অন্যে করে নিজ উদর পূরণ।
স্ত্রীজাতি তেমতি সর্ব্বপাপের আবাস; চরিত্রে তাহাদের কভু করো না বিশ্বাস।

"সৌম্য পূর্ণমুখ, রমণীদিগকে বেশ্যা, কুলটা বা বন্ধকী নাম দিলে ইহাদের স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহারা—অর্থাৎ এই বেশ্যা ও কুলটারা সত্যসত্যই প্রাণবধিকা। ইহারা বেণিধরা চৌরী; ইহারা বিষমিশ্রিত মদিরার ন্যায় অনিষ্টকারিণী, বণিক্‌দিগের ন্যায় আত্মশ্লাঘারতা, মৃগশৃঙ্গের ন্যায় কুটিলা,‡ সর্পের ন্যায় দ্বিজিহ্বা,§ মলকূপের ন্যায় বহিরাবরণ-প্রতিচ্ছন্না, পাতালের ন্যায় দুষ্পূরা, রাক্ষসীর ন্যায় দুস্তোষা, যমের ন্যায় সর্ব্বসংহারিকা, অগ্নির ন্যায় সর্ব্বগ্রাসিনী, নদীর ন্যায় সর্ব্ববাহিনী, বায়ুর ন্যায় যদৃচ্ছাগামিনী, মেরুর ন্যায় ¶ পাত্রাপাত্র বিচারবিহীনা, বিষবৃক্ষের ন্যায় নিত্যকুফলপ্রসবিনী ‖। এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রবাদ বাক্য বলা যাইতেছে:—

৩। চৌর, বিষদিগ্ধসুরা, বিকত্থী বণিক্,
কুটিল হরিণশৃঙ্গ, দ্বিজিহ্বা সর্পিণী,—
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।

৪। প্রতিচ্ছন্ন মলকূপ, দুষ্পূর পাতাল,
দুস্তোষা রাক্ষসী, যম সর্ব্বসংহারক,—
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।

৫। অগ্নি, নদী, বায়ু, মেরু (পাত্রাপাত্রভেদ
জানে না যে), কিংবা বিষবৃক্ষ নিত্যফল,—
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।
নাশে নারী ধনরত্ন, ভোগের সামগ্রী
গৃহে যাহা আনে পতি করিয়া যতন।‡‡

---

* এখানে পৃথিবীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, রমণীদিগের প্রতি তাহা কদর্থে আরোপ করিতে হইবে। প্রণয়ে রমণীর পাত্রাপাত্রবিচার নাই, তাহার রূপযৌবন সাধারণ-ভোগ্য; সে কামবশে সর্ব্ববিধ ক্লেশই সহ্য করে, বাহিরে ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্ন দেখায় না, ইত্যাদি।

† পদচতুষ্টয় ও মুখ এই পঞ্চাঙ্গ সিংহের আয়ুধ।

‡ টীকাকার বলেন, লঘুচিত্তা বা চপলা। কোন কোন হরিণের শিং যেমন পাকে পাকে ঘুরিয়া একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাতে গিয়াছে দেখা যায়, স্ত্রীজাতিও সেইরূপ এক এক বার এক এক বিষয়ে আকৃষ্ট হয়; তাহাদের চিত্তস্থৈর্য্য নাই।

§ মূলে 'দুজ্জিহ্বা' আছে। দুজ্জিহ্বা অর্থাৎ পরুষভাষিণী বা মিথ্যাবাদিনী। কিন্তু সর্পের সম্বন্ধে 'দুজিহ্ব' (দ্বিজিহ্বা) পাঠই সমীচীন। রমণীদিগের কথায় বিশ্বাস নাই; তাহারা এক এক সময়ে এক এক প্রকার কথা বলে।

¶ মেরুর প্রভাব ভালমন্দ সমস্তই হেমবর্ণ দেখায়। মেরু-জাতক (৩৭৯) দ্রষ্টব্য।

‖ বিষবৃক্ষ-সম্বন্ধে কিংপক্ক-জাতক (৮৫) দ্রষ্টব্য।

‡‡ পঞ্চম গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার দুইটী গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

(১) রমণীই মায়া, মরীচিকা, রোগ, শোক,
রমণীর হেতু হয় উপদ্রব-ভোগ।

অতঃপর নানাপ্রকারে নিজের ধর্ম্মদেশন-পটুতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কুণাল বলিলেন, "সৌম্য পূর্ণমুখ, চারিটী বস্তু কার্য্যকালে অনর্থকারক; এজন্য ইহাদিগকে পরকুলে রাখা অকর্ত্তব্য। বস্তু চারিটী এই:—বলীবর্দ্দ, ধেনু, যান, ভার্য্যা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই চারিটী বস্তুর সম্বন্ধে নিজের গৃহ সুরক্ষিত রাখিবেন।

৬। বলীবর্দ্দ, ধেনু, যান, ভার্য্যা নিজ তব,— রাখিও না জ্ঞাতিগৃহে কখনও এ সব।
যান নষ্ট হয় পড়ি আনাড়ীর হাতে। বলীবর্দ্দ প্রাণে মরে অতি খাটুনিতে।

৭। দুধ দু'য়ে বাছুরের জীবনান্ত করে। রমণী প্রদুষ্টা হয় থাকি জ্ঞাতিঘরে।

সৌম্য পূর্ণমুখ, এই ছয়টী বস্তু কার্য্যকালে অনিষ্টজনক হয়—গুণহীন ধনুঃ, জ্ঞাতিকুলস্থা ভার্য্যা, নাবিকহীন নৌকা *, ভগ্নাক্ষ যান, দূরস্থ মিত্র ও দুষ্ট সঙ্গী। ইহার কার্য্যকালে অনিষ্টের নিদান হইয়া থাকে। সৌম্য-পূর্ণমুখ, আটটী কারণে স্ত্রীরা স্বামীকে অবজ্ঞা করে:—দরিদ্রতা, আতুরতা, বার্দ্ধক্য, সুরাসক্তি, মূঢ়তা, অনবধানতা, সর্ব্বকার্য্যে স্ত্রীর অনুবর্ত্তন, নিজে না রাখিয়া স্ত্রীর হাতে সর্ব্বস্বসমর্পণ। সৌম্য পূর্ণমুখ, এই আটটী কারণেই স্বামীরা স্ত্রীর অবজ্ঞাভাজন হয়। এ সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্য এই:—

৮। দরিদ্র, আতুর, বৃদ্ধ, মূঢ়, সুরাসক্ত, প্রমত্ত, ভার্য্যার অনুবর্ত্তননিরত,
স্ত্রীর হাতে করে যেই সর্ব্বস্ব অর্পণ,— পত্নীর অবজ্ঞাপাত্র এই আট জন।

সৌম্য পূর্ণমুখ, নয়টী কারণে স্ত্রীদের কলঙ্ক ঘটে; যদি তাহারা সর্ব্বদা আরামে, উদ্যানে ও নদীতীর্থে বেড়াইয়া বেড়ায়; যদি তাহারা নিয়ত জ্ঞাতিকুটুম্বের কিংবা পরের বাড়ীতে যাতায়াত করে, যদি তাহারা ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য সুন্দর বস্ত্রাদি পরিধান করিতে ভালবাসে, যদি তাহারা মদ্যপানে আসক্ত হয়, যদি তাহারা বাতায়নাদি খুলিয়া সর্ব্বদা ইতস্ততঃ বিলোকন করে, কিংবা দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আপনাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব দেখায়, তবে তাহারা কলঙ্কভাগিনী হয়। এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই:—

প্রথমা সে, তারই তরে, পুরুষে বন্ধন পরে,
হৃদয়ে নিহিতা, নারী, যেন মৃত্যুপাশ,
কোন্ নরাধম করে নারীকে বিশ্বাস?—মহাহংস-জাতক (৫৩৪।৩০)।

(২) পরিণাম না জানিয়া সেবে কাম যেই জন,
কিংপক্ক-ভোজীর ন্যায় ঘটে তার বিনশন।—কিংপক্ক-জাতক (৮৫)

মূলে 'নেরু' এই পদের পরে 'নাবসমাকতা' এই পদ আছে। কিন্তু ইহার অর্থ বুঝা গেল না। পাঠান্তর 'নাবসমাগতা'—নৌকার ন্যায় বেগবতী।

মূলে 'নাসয়ন্তি' পদের পূর্ব্বে 'পঙ্কধা' এই পদ আছে। পাঠান্তর 'নিচ্ছন্দো', ইহা 'বিসক্কথ' পদের বিশেষণ। আমি এই পাঠই গ্রহণ করিলাম।

* নাবা পদের পূর্ব্বে 'চাবং' এই পদ আছে। ফোসবোল বলেন, হয়ত ইহা 'চারা' পদের অশুদ্ধ পাঠ। এখানে অন্যান্য বিশেষ্য পদের ন্যায় 'নাবা' পদেরও যে একটী বিশেষণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব 'চারা' পদটীকেই সেই বিশেষণ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ কি?—a boat adrift, নাবিকহীন, বায়ু ও স্রোতের ক্রীড়াস্বরূপ নৌকা কি?

৯। আরামে, উদ্যানে, * তীর্থে, জ্ঞাতিপরকুলে সদা বেড়াইতে যায়,
মদ্যপান করে যারা, পরিতে বিচিত্র বস্ত্র সদা যারা চায়,
১০। বিনা কাজে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে যারা সদা শূন্যমনে,
দ্বারে থাকে দাঁড়াইয়া,— কলুষিতা হয় নারী এ সব কারণে।

সৌম্য পূর্ণমুখ, নারীরা চল্লিশটা উপায়ে স্বামীর নিকটে থাকিয়াও পুরুষান্তরকে প্রলুব্ধ করে:—তাহারা বিজৃম্ভণ করে, দেহ অবনত করিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখায়, অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা নানারূপ হাবভাব প্রকাশ করে, লজ্জার ভাণ করিয়া কবাট বা ভিত্তির অন্তরালে লুকায়, নখে নখ ঘর্ষণ করে, এক পদের উপর অন্য পদ রাখে, কাঠি দিয়া মাটিতে দাগ কাটে, ছেলেকে এক বার উপরে তুলিয়া, এক বার নীচে নামাইয়া নাচায়, তাহাকে খেলা দেয় ও খেলা করায়, তাহাকে চুমা দেয় ও তাহার চুমা খায়, তাহাকে খাওয়ায় ও নিজে খায়, তাহাকে কিছু দেয় বা তাহার কাছে কিছু চায়, ছেলে যাহা করে, নিজে তাহার অনুকরণ করে, কখনও উচ্চৈঃস্বরে, কখনও মৃদুস্বরে, কখনও নির্জ্জনে, কখনও জনমধ্যে কথা কয়; নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্রন্দন, বিলাস ও ভূষণ দ্বারা মন ভুলায় তাহারা অট্টহাস্য করে, নায়কের প্রতীক্ষায় তাকাইয়া থাকে, নিতম্ববস্ত্র সঞ্চালন করে, উরুদেশ হইতে আবরণ তুলিয়া লয় অথবা বস্ত্র টানিয়া উরু ঢাকে, স্তন খুলিয়া রাখে, কক্ষ খুলিয়া দেখায়, নাভি খুলিয়া দেখায়, চক্ষু নিমীলন করে, ভ্রূ টানিয়া তুলে, ওষ্ঠ দংশন করে, জিহ্বা বাহির করিয়া দংশন করে, জিহ্বা দ্বারা অধরোষ্ঠ লেহন করে, বস্ত্র খুলিয়া ফেলে বা বস্ত্র কশিয়া পরে, চুল খোলে বা চুল বান্ধে। সৌম্য পূর্ণমুখ, এই চল্লিশটা উপায়ে নারীরা স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়াও পরপুরুষকে আপনাদের মনোভাব জানায়।

সৌম্য পূর্ণমুখ, পঁচিশটা উপায়ে দুষ্টা রমণীদিগকে চিনিতে পারা যায়:—তাহারা স্বামীর প্রবাস প্রশংসা করে, স্বামী প্রবাসে গেলে তাহাকে স্মরণ করে না, প্রবাস হইতে ফিরিলে তাহার অভিনন্দন করে না, তাহারা স্বামীর দোষকীর্ত্তন করে, গুণকীর্ত্তন করে না; তাহারা স্বামীর অনিষ্ট করে, ইষ্ট করে না; তাহারা স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করে, প্রিয় কার্য্য করে না, তাহারা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া শয্যায় যায় এবং স্বামীর বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন করে; তাহারা শুইয়া নিয়ত এ পাশ ও পাশ করে, দীপ জ্বাল ইত্যাদি বলিয়া কোলাহল করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, যেন কত কষ্ট হইতেছে এই ভাব দেখায়, মলমূত্র ত্যাগের ছলে পুনঃ পুনঃ বাহিরে যায়; সতত স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করে, পরপুরুষের স্বর শুনিলে কর্ণবিবর উন্মুক্ত করে এবং অবধানের সহিত তাহা শ্রবণ করে; তাহারা স্বামীর সমস্ত ভোগের সামগ্রী উড়াইয়া দেয়; তাহারা প্রতিবেশীদিগের সহিত আত্মীয়তা করে, পাড়ায় পাড়ায় ও পথে পথে বেড়ায়; তাহারা ব্যভিচার করে এবং স্বামীর সম্মান না রাখিয়া মনে দুষ্ট সঙ্কল্প পোষণ করে। সৌম্য পূর্ণমুখ, এই পঞ্চবিংশতি লক্ষণ দেখিয়াই দুষ্টা রমণীদিগকে চিনিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ বাক্য বলিতেছি:—

* 'আরাম' বলিলে বাগানবাড়ী এবং উদ্যান বলিলে বড় বাগান বুঝা যাইতে পারে কি?

১১। পতিরে উৎসাহ দেয় প্রবাসে যাইতে, প্রবাসে যাইলে পতি কষ্ট নাই তাতে;
ফিরিলে পতিরে অভিনন্দন না করে, পতির গুণের কথা মুখে নাহি সরে,
মুক্তকণ্ঠে করে দোষ পতির বর্ণন;— দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।
১২। অসংযতা, পতির অহিতবিধায়িনী পতিহিতে দৃষ্টি নাই, অকৃত্যকারিণী,
সর্ব্বাঙ্গ আবরি বস্ত্রে, অতি অনিচ্ছায়, মুখ ফিরাইয়া শোয় পতির শয্যায়;
পতিরে দেখিতে কভু নাহি চায় মন;—দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।
১৩। শয়নে নাহিক স্বস্তি, এ পাশ ও পাশ করে সদা, ছাড়ে আর সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস;
কভু কোন ছল ধরি কলহ ঘটায়, অসুখের ভাণ করি বেদনা জানায়,
মল কিংবা মূত্র ত্যাগ করিবে বলিয়া পুনঃ পুনঃ চলি যায় বাহির হইয়া;
এই ভাবে সারানিশি করে জ্বালাতন,—দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।
১৪। পতি যাহা চায় তার করে বিপরীত, নিরতা সাধিতে সদা কার্য্য অবিহিত,
পতির সম্পত্তি সব দু' হাতে উড়ায়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়,
পরপুরুষের তরে মন উচাটন,— দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।
১৫। অতি কষ্টে উপার্জ্জিত, সঞ্চিত যা' হয়, জারকে তুষিতে তার সব করে ক্ষয়।
যতনে সতত তোষে পরশীর মন,— দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।
১৬। মুক্তপদে পথে পথে বেড়ায় ঘুরিয়া, নিজের পতিরে সদা অবজ্ঞা করিয়া,
ব্যভিচার-স্রোতে শেষে হয় নিমগন,— দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।
১৭। দ্বারদেশে অনুক্ষণ আসিয়া দাঁড়ায়, বস্ত্র খুলি স্তন, কক্ষ অন্যেরে দেখায়
ভ্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ করে বিলোকন,— দুষ্টা রমণীর হয় এ সব লক্ষণ।
১৮। বক্রপথে নদী সব যাইছে ছুটিয়া, কাষ্ঠময় বন সব, দেখহ ভাবিয়া,
পাপরতা নারী সব, যদি অবকাশ পায় তারা কোনরূপে পুরাইতে আশ।
১৯। পাইলে নিভৃত স্থান, পেলে অবসর, হেন নারী নাই এই পৃথিবী ভিতর,
না করিবে পাপ যেই, না পেলে অপরে পঙ্গুর সহিত রত হয় ব্যভিচারে।
২০। সত্য বটে ভাবে লোকে সুখদা রমণী, কিন্তু সর্ব্ব নারী পরপুরুষগামিনী।
দমিতে নারীর মন নিগ্রহের বলে শকতি কাহারো নাই এ মহীমণ্ডলে।
প্রিয়ঙ্করী, তবু এরা বিশ্বাস-অযোগ্যা, বেশ্যা, তীর্থবৎ এরা সর্ব্বজন-ভোগ্যা *

---

* নারীদিগের দুশ্চরিত্রের বর্ণনাসম্বন্ধে পঞ্চতন্ত্রোদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি তুলনীয়:—
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনাঃ॥ (মহাভা°, অনুশা°, ৭৪ অ°)।
রহো নাস্তি, ক্ষণো নাস্তি, নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ।
তেন নারদ নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে॥
নাসাং কশ্চিদগম্যোঽস্তি নাসাং চ বয়সি স্থিতিঃ।
বিরূপং রূপবন্তং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥ (মহাভা ঐ)।
অলক্তকো যথা রক্তো, নিষ্পীড্য পুরুষস্তথা।
অবলাভির্বলাদ্রক্তঃ পাদমূলে নিপাত্যতে॥
মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও দ্রষ্টব্য:—
যা চ শশ্বদবহুমতা রক্ষ্যন্তে দয়িতা স্ত্রিয়ঃ।
অপি তাঃ সংপ্রসজ্জন্তে কুব্জান্ধজড়বামনৈঃ॥
পঙ্গুষ্বথ চ দেবর্ষে যে চান্যে কুৎসিতা নরাঃ।
স্ত্রীণামগম্যো লোকেঽস্মিন্নাস্তি কশ্চিন্মহামুনে॥
অন্তকঃ শমনো মৃত্যুঃ পাতালং বড়বামুখম্।
ক্ষুরধারা বিষং সর্পো বহ্নিরিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ।—অনুশা°, ৭৪ অ°।

আরও শুন। পুরাকালে বারাণসীতে কণ্ডরি নামে এক পরম রূপবান্ রাজা ছিলেন। অমাত্যেরা তাঁহার জন্য সহস্র গন্ধকরণ্ড আহরণ করিতেন। এই গন্ধ দ্বারা তাঁহারা রাজভবন লেপিতেন এবং করণ্ডগুলি চিরিয়া গন্ধদারুদ্বারা রাজার খাদ্য পাক করাইতেন। রাজার ভার্য্যাও পরম সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার নাম কিন্নরা। রাজার সমবয়স্ক পঞ্চালচণ্ড-নামক এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার পৌরোহিত্য করিতেন।

প্রাসাদের নিকটে প্রাকারের অন্তর্ভাগে একটা জম্বুবৃক্ষ জন্মিয়াছিল। তাহার শাখাগুলি প্রাকারের উপর ঝুলিত এবং ছায়ায় একটা জুগুপ্সিত কদাকার খঞ্জ বাস করিত। এক দিন কিন্নরা দেবী বাতায়ন হইতে এই লোকটাকে দেখিয়া তাহারই প্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন। তিনি রাত্রিকালে প্রথমে রাজাকে রতিদানে সন্তুষ্ট করিয়া, তিনি ঘুমাইলে মশারি তুলিয়া বাহির হইতেন, সুবর্ণপাত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য লইতেন, উহা লইয়া বস্ত্ররজ্জুর সাহায্যে বাতায়ন হইতে নামিতেন, জম্বুবৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার শাখাবলম্বনে অবতরণ করিতেন, সেই খঞ্জকে খাওয়াইয়া তাহার সহিত ব্যভিচার করিতেন, যে পথে যাইতেন, সেই পথেই প্রাসাদে আরোহণ করিতেন, নানাবিধ গন্ধ দ্বারা দেহ উদ্বর্ত্তন করিতেন এবং পুনর্ব্বার রাজার কাছে গিয়া শুইতেন। এইরূপে তিনি নিয়ত পাপ করিতেন, কিন্তু রাজা তাহা জানিতেন না।

এক দিন রাজা নগরপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছিলেন এমন সময়ে দেখিলেন, পরমকারুণ্যপাত্র সেই খঞ্জটা জম্বুচ্ছায়ায় শুইয়া আছে। তিনি পুরোহিতকে বলিলেন, "এই নরদেহধারী প্রেতটাকে দেখ।" পুরোহিত বলিলেন, "দেখিয়াছি, মহারাজ।" "বল ত, বয়স্য, কোন রমণী কি কামবশে ঈদৃশ ঘৃণার্হ ব্যক্তির নিকটে যাইতে পারে?" রাজার এই কথা শুনিয়া খঞ্জের মনে অভিমান জন্মিল; সে ভাবিল, 'রাজা বলে কি? ইহার স্ত্রী যে আমার নিকটে আসিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় জানে না।' অনন্তর সে কৃতাঞ্জলিপুটে জম্বুবৃক্ষকে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভো জম্বুবৃক্ষদেব! তুমি ভিন্ন অন্য কেহই এ বৃত্তান্ত জানে না।" পুরোহিত তাহার কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'রাজার অগ্রমহিষী নিশ্চয় এই জম্বুবৃক্ষাবলম্বনে অবতরণ করিয়া এ লোকটার সহিত ব্যভিচার করেন।' তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, রাত্রিকালে দেবীর শরীর স্পর্শ করিলে কিরূপ বোধ হয়?" রাজা বলিলেন, "আর ত কিছু বোধ করি না; তবে মধ্যযামে তাঁহার শরীর শীতল হয়।" "তবে, মহারাজ, অন্য স্ত্রীর কথা থাকুক, আপনার কিন্নরা দেবীও এই লোকটার সঙ্গে ব্যভিচার করেন।" "কি বল, ভাই? কিন্নরা পরম বিলাসপাত্রী। সে কি এতাদৃশ জুগুপ্সিত ব্যক্তির সহবাসে সুখ পাইতে পারে?" "বেশ, মহারাজ; পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই করিব।"

অনন্তর রাত্রিকালে রাজা সায়মাশ গ্রহণানন্তর মহিষীর সঙ্গে শয়ন করিলেন এবং পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অন্য দিন যে সময়ে ঘুমাইতেন, সেই সময়ে নিদ্রার ভাণ করিলেন। মহিষীও তখন উঠিয়া পূর্ব্ববৎ নিজের কার্য্য করিলেন। রাজা তাঁহার অনুসরণ করিয়া গেলেন এবং জম্বুচ্ছায়ার নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। খঞ্জটা মহিষীর উপর ক্রোধ করিয়া বলিল, "আজ তুমি বড় বিলম্বে আসিয়াছ।" ইহা বলিয়া সে হাত দিয়া মহিষীর কর্ণবিলম্বিত স্বর্ণশৃঙ্খলে আঘাত করিল। মহিষী বলিলেন, "স্বামিন্, রাগ করিবেন না।

রাজা কখন নিদ্রিত হইবেন তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।" অনন্তর তিনি ঐ ব্যক্তির কুটীরে তাহার গৃহিণীর ন্যায় কাজ করিতে লাগিলেন।

খঞ্জের হস্তাঘাতে মহিষীর কর্ণ হইতে সিংহমুখ কুণ্ডল খুলিয়া গিয়া রাজার পাদমূলে পড়িয়াছিল। রাজা ভাবিলেন, 'এই জিনিষটাতেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে।' তিনি উহা গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন; মহিষীও খঞ্জের সহিত ব্যভিচার করিয়া পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া গেলেন এবং রাজার পার্শ্বে গিয়া শুইলেন। রাজা কিন্তু এবার তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

পরদিন রাজা আজ্ঞা দিলেন, "আমি যে সমস্ত আভরণ দিয়াছি, সেগুলি পরিধান করিয়া কিন্নরা দেবী আমার নিকটে আসুন।" "আমার সিংহকুণ্ডল স্বর্ণকারের কাছে আছে" বলিয়া কিন্নরা রাজার নিকটে গেলেন না। রাজা পুনর্ব্বার তাঁহাকে ডাকাইলেন, তখন তিনি একটীমাত্র কুণ্ডল পরিয়াই গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর একটা কুণ্ডল কোথায়?" মহিষী উত্তর দিলেন, "স্বর্ণকারের কাছে।" রাজা স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি রাণীর কুণ্ডল দিতেছ না কেন?" সে বলিল, "আমি ত কুণ্ডল লই নাই" তখন রাজা ক্রোধভরে বলিলেন, "পাপিষ্ঠে। চণ্ডালি। বোধ হয় তোর কুণ্ডল আমার মত কোন স্বর্ণকারের নিকট আছে।" তিনি কুণ্ডলটী সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া পুরোহিতকে বলিলেন, "বয়স্য, তুমি সত্যই বলিয়াছিলে। যাও, এখনই ইহার শিরশ্ছেদ করাও।" পুরোহিত মহিষীকে রাজভবনেরই কোন স্থানে রাখিয়া রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কিন্নরা দেবীর উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না, স্ত্রীলোক মাত্রেই এইরূপ। আপনি যদি স্ত্রীলোকদিগের দুঃশীলভাব দেখিতে চান, তবে আমি তাহা দেখাইতে পারি। দেখিবেন ইহারা কত পাপ করে, কত মায়া জানে। চলুন, আমরা ছদ্মবেশে জনপদে বিচরণ করি গিয়া।" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাউক।" তিনি মাতার উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পুরোহিতের সঙ্গে জনপদ দেখিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা এক যোজন চলিয়া রাজপথের এক স্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, কোন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ মঙ্গলাচরণান্তে নিজের পুত্রের জন্য এক কুমারীকে আবৃত যানে বসাইয়া বহু অনুচরসহ লইয়া যাইতেছেন। পুরোহিত বলিলেন, "মহারাজ, ইচ্ছা করেন ত, আমি এই কুমারীকে দিয়া আপনার সহিত পাপাচার করাইতে পারি।" রাজা কহিলেন, "বল কি, ভাই? ইহার সঙ্গে এত অনুচর আছে; তুমি কখনও পারিবে না।" "আচ্ছা, দেখুন মহারাজ।" ইহা বলিয়া পুরোহিত পথের অবিদূরে একস্থানে পর্দ্দা খাটাইলেন এবং রাজাকে পর্দ্দার ভিতরে রাখিয়া নিজে পথপার্শ্বে বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গৃহস্থটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কান্দিতেছ কেন?" পুরোহিত বলিলেন, "আমার স্ত্রী পূর্ণগর্ভা; তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি, এখন পথের মধ্যেই তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে; সে ঐ পর্দ্দার ভিতরে বেদনা ভোগ করিতেছে; সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক নাই, আমিও তাহার কাছে যাইতে পারিতেছি না; জানি না অদৃষ্টে কি আছে।" ভদ্রলোকটী বলিলেন, "তাঁহার নিকট এক জন স্ত্রীলোক থাকা দরকার বটে, আপনার ভয় নাই, এখানে অনেক স্ত্রীলোক আছে, এক জন তাঁহার নিকটে যাইবে।" "তবে এই কুমারীই যাউন; ইহা ইঁহার পক্ষেও মঙ্গলকর হউক।" ভদ্রলোকটী ভাবিলেন, "সত্যই বলিতেছে; প্রসবসময়ে উপস্থিত থাকা আমার পুত্রবধূর পক্ষে শুভ নিমিত্ত হইবে। তিনি বহু পুত্র ও

কন্যাব জননী হইবেন।" ইহা স্থিব কবিয়া তিনি পুত্রবধূকে সেখানে পাঠাইলেন; সে পর্দ্দাব ভিতরে গিয়া বাজাকে দেখিতে পাইল এবং দর্শনমাত্রেই তাঁহাব প্রতি অনুবক্তা হইল। সে রাজাব সহিত ব্যভিচাব কবিল; বাজাও তাহাকে নিজেব নামাঙ্কিত অঙ্গুবীয়ক দান কবিলেন। কার্য্য সমাধা কবিয়া কুমাবী যখন বাহিবে আসিল, তখন লোকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হইয়াছে?' সে উত্তর দিল, "ছেলে হইয়াছে—তাহাব গায়েব রং সোণাব মত।" ভদ্রলোকটী তখন পুত্রবধূকে লইয়া যাত্রা কবিলেন। পুবোহিত রাজাব নিকটে গিয়া বলিলেন, "দেখিলেন ত, মহাবাজ; কুমাবীবাই যখন এমন পাপাসক্তা, তখন অন্য নারীর ত কথাই নাই। ভাল, আপনি তাহাকে কিছু দিয়াছেন কি?" বাজা বলিলেন, "আমাব নামাঙ্কিত অঙ্গুবীয়কটী দিয়াছি।" "তাহা উহাকে দেওযা হইবে না", ইহা বলিয়া পুবোহিত দ্রুতবেগে গিয়া যানখানি ধবিলেন। লোকে ব্যাপাব কি জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিলেন, "আমাব ব্রাহ্মণী বালিশেব উপর অঙ্গুবীয়ক বাখিয়াছিলেন, কুমাবী তাহা লইয়া আসিয়াছেন। অঙ্গুবীয়কটী দাও না, মা।" কুমাবী অঙ্গুবীয়ক দিবাব কালে নখদ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত বিদ্ধ কবিয়া বলিলেন, "এই নে, চোব।"

পুরোহিত এইরূপে নানা উপায়ে বাজাকে আবও বহু অতিচাবিণী নারী দেখাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "এখানে এই পর্য্যন্তই থাকুক। চলুন, আমবা অন্যত্র যাই।" অতঃপর বাজা সমস্ত জম্বুদ্বীপ পর্য্যটন করিলেন। পুবোহিত বলিলেন, "সকল নাবীই এইরূপ; নাবীতে আমাদেব কোন প্রয়োজন নাই। চলুন, আমবা এখান হইতে ফিবি।' ইহাব পর বাবাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন কবিয়া তিনি বাজাকে বলিলেন, 'মহাবাজ, সকল স্ত্রীই এইরূপ। তাহাদের প্রকৃতি এইরূপই পাপপবাযণা। অতএব আপনি কিন্নরা দেবীকে ক্ষমা করুন।" পুবোহিতেব প্রার্থনায বাজা কিন্নবাকে ক্ষমা কবিলেন বটে, কিন্তু প্রাসাদ হইতে দূব কবিয়া দিলেন। কিন্নবাকে স্থানচ্যুত করিযা তিনি অন্য এক নাবীকে অগ্রমহিষী কবিলেন, সেই খঞ্জটাকেও তাড়াইযা দিয়া জম্বুবৃক্ষেব শাখাগুলি কাটাইলেন। তখন কুণাল ছিলেন পঞ্চালচণ্ড; এইজন্য, তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন ইহা বিজ্ঞাপন কবিয়া নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

২১। কণ্ডরি-কিন্নরাকথা এই শিক্ষা দেয়, কোন স্ত্রী পতিব গৃহে সুখ নাহি পায।
এমন সুন্দব পতি! ত্যজি পত্নী তাঁরে হইল পঙ্গুব সঙ্গে রতা ব্যভিচারে।

আব একটী কথা বলিতেছি। পুবাকালে বাবাণসীতে বক-নামক এক ব্যক্তি যথাধর্ম্ম বাজত্ব কবিতেন। ঐ সময়ে বাবাণসীব পূর্ব্বদ্বাবেব নিকটে এক দবিদ্র বাস কবিত। তাহাব পঞ্চপাপা নামে এক কন্যা ছিল। সে না কি অতীত এক জন্মেও দবিদ্রেব গৃহে জন্মিযাছিল। তখন সে এক দিন মাটি ছেনিয়া ঘবেব দেয়ালে প্রলেপ দিতেছিল, এমন সময়ে এক প্রত্যেকবুদ্ধ নিজেব গুহাটী লেপিয়া পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন কবিবাব জন্য মাটি কোথায় পাইবেন, ভাবিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, বাবাণসীতে মাটি পাইতে পাবেন। এইজন্য তিনি চীবব পবিধান কবিয়া পাত্রহস্তে নগবে প্রবেশপূর্ব্বক সেই দবিদ্রকন্যাব অদূবে অবস্থিত হইলেন। সে ক্রোধভবে তাঁহাব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'লোকটার ভিতবে বেশ দুষ্টামি আছে; এ দেখিতেছি মাটিও ভিক্ষা কবে।" প্রত্যেকবুদ্ধ নীববে নিশ্চল হইয়া বহিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধকে নিশ্চল দেখিয়া তাহাব মন প্রসন্ন হইল, সে পুনর্ব্বাব তাঁহাব দিকে তাকাইয়া বলিল, "শ্রমণ, মাটিও কি কোথাও জুটে না?" অনন্তব সে তাঁহাব পাত্রে

বড় একতাল মাটি বাখিল; তিনি উহা দিয়া নিজের গুহা লেপিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই ঐ কন্যার মৃত্যু হইল এবং সে ঐ বারাণসী নগরেরই বহির্দ্বার-গ্রামে এক দুঃখিনীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়া দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হইল। মৃৎপিণ্ডদানের ফলে এ জন্মে তাহার দেহ অতি স্পর্শসুখকর হইল; কিন্তু ক্রোধভরে অবলোকন করিয়াছিল বলিয়া তাহার হস্ত, পাদ, মুখ, চক্ষু ও নাসা ভীষণ বিরূপ হইল। লোকে তাহাকে এজন্য 'পঞ্চপাপা' এই নাম দিল।

একদা রাত্রিকালে বারাণসীরাজ অজ্ঞাতবেশে নগরের কোথায় কি হইতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে পঞ্চপাপার পিতৃগৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। পঞ্চপাপা তখন গ্রামবালিকাদিগের সহিত কেলি করিতেছিল। সে রাজাকে জানিত না; হঠাৎ গিয়া তাঁহার হাত ধরিল। তাহার হস্তস্পর্শে রাজা আর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না; তিনি যেন দিব্যস্পর্শে স্পৃষ্ট হইলেন; স্পর্শরাগবশতঃ তাদৃশী কুরূপারও হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কার কন্যা?" পঞ্চপাপা বলিল, "আমি ঐ দ্বারবাসীর কন্যা।" রাজা আবার প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, তাহার বিবাহ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমার স্বামী হইব; যাও, তোমার মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ কর।" পঞ্চপাপা মাতাপিতার নিকটে গিয়া বলিল, "একটা লোক আমাকে বিবাহ করিতে চায়।" তাহারা বলিল, "উত্তম কথা; সেও বোধ হয়, আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন; তাই তোমার মত কুরূপাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে।" পঞ্চপাপা রাজাকে গিয়া জানাইল যে, তাহার মাতাপিতার আপত্তি নাই। রাজা তাহাদেরই গৃহে পঞ্চপাপার সহিত রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি প্রতিদিনই অজ্ঞাতবেশে সেখানে যাইতে লাগিলেন, অন্য কোন রমণীকে দেখিতে পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিলেন না।

ইহার পর একদিন পঞ্চপাপার পিতার রক্তাতিসার হইল। এরূপ রোগীর পক্ষে নিয়ত ক্ষীরসর্পির্মধুশর্করা-মিশ্রিত পায়সসেবন সুপথ্য। কিন্তু দরিদ্রতাবশতঃ এরূপ পথ্য সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পঞ্চপাপার মাতা মেয়েকে বলিল, "বাছা, তোর স্বামী কিছু পায়স আনিয়া দিতে পারে কি?" "মা, আমার স্বামী হয় ত আমাদের অপেক্ষাও দরিদ্র। তবু তুমি চিন্তা করিও না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।" অনন্তর, স্বামীর আগমনকালে সে বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিল, রাজা আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আজ মুখখানি এত ব্যাজার কেন?" পঞ্চপাপা তাঁহাকে বিষাদের কারণ জানাইল; রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, এরূপ অত্যুপাদেয় ভৈষজ্য আমি কোথায় পাইব?" ইহার পর তিনি ভাবিলেন, 'আমি চিরদিন এইভাবে চলিতে পারিব না। পথে কত রকম বাধা বিঘ্ন ঘটিতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলে, লোকে পরিহাস করিয়া বলিবে, আমাদের রাজা একটা যক্ষীকে লইয়া আসিয়াছেন, কারণ তাহারা ইহার স্পর্শসম্পত্তি জানে না। অতএব নগরবাসীদিগকে ইহার স্পর্শের প্রভাব জানাইয়া লোকগঞ্জনা নিবারণ করা যাউক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি ভাবিও না; আমি তোমার পিতার জন্য পায়স আনয়ন করিব।" তিনি পঞ্চপাপার সঙ্গে রাত্রিবাস করিয়া রাজভবনে ফিরিলেন এবং পরদিন ঐরূপ পায়স পাক করাইলেন; পাতা আনাইয়া দুইটা ঠোঙ্গা তৈয়ার করিলেন, একটা ঠোঙ্গায় পায়স, একটায় নিজের চূড়ামণি রাখিলেন, দুইটাই বেশ ঢাকা দিয়া বান্ধিলেন এবং রাত্রিকালে গিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমি দরিদ্র;

অতি কষ্টে এই পায়স যোগাড করিয়াছি ; তুমি তোমার পিতাকে বল, আজ এই ঠোঙ্গার পায়স খাইবেন, কাল এই ঠোঙ্গার।" পঞ্চপাপা তাহার পিতাকে সেইরূপ বলিল ; তাহার পিতা পথ্যের গুণে অল্পমাত্র পায়স খাইয়াই তৃপ্তিলাভ করিল ; যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা পঞ্চপাপা নিজে খাইল, তাহার মাকেও খাইয়াইল। এইরূপে তাহাদের তিনজনেরই পরিতৃপ্তি হইল, যে ঠোঙ্গায় চূড়ামণি ছিল, সেটা তাহারা পরদিনের জন্য রাখিয়া দিল।

রাজা প্রাসাদে গিয়া মুখপ্রক্ষালন করিয়া বলিলেন, "আমার চূড়ামণিটা লইয়া এস ত।" ভৃত্যেরা বলিল, "মহারাজ, মণিটা ত পাওয়া যাইতেছে না।" রাজা আদেশ দিলেন, "বেশ করিয়া খোঁজ, সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া দেখ" তাহারা সমস্ত নগর খুঁজিল ; কিন্তু কোথাও চূড়ামণি পাইল না। তখন রাজা বলিলেন, "নগরের বাহিরেও অনুসন্ধান কর ; দরিদ্রদিগের গৃহে তাহাদের ভাতের ঠোঙ্গা পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখিবে।" এইরূপে খুঁজিতে খুঁজিতে কর্ম্মচারিগণ ঐ দরিদ্রের গৃহে চূড়ামণি পাইল, এবং পঞ্চপাপার মাতাপিতা চোর, ইহা বলিয়া তাহাদিগকে বান্ধিয়া লইয়া চলিল। তাহার পিতা বলিল, "প্রভু, আমি চোর নই ; অন্য এক ব্যক্তি এই মণি আনিয়াছে।" রাজপুরুষেরা জিজ্ঞাসিল, "কে সে?" "আমার জামাতা।" "সে কোথায় থাকে?" "আমার মেয়ে জানে।" ইহা বলিয়া সে পঞ্চপাপাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা, তোমার স্বামীকে জান?" পঞ্চপাপা উত্তর দিল, 'না, বাবা।" "তবে ত আমরা প্রাণে মারা গেলাম।" 'বাবা, তিনি যখন আসেন, তখন অন্ধকার হয় ; তিনি যখন যান, তখনও অন্ধকার থাকে। কাজেই, তাঁহার চেহারা কেমন, দেখি নাই। তবে তাঁহার হাত স্পর্শ করিলে চিনিতে পারিব।" পঞ্চপাপার পিতা রাজপুরুষদিগকে এই কথা জানাইল ; তাহারাও রাজাকে জানাইল। রাজা যেন কিছুই জানেন না, এই ভাণ করিয়া বলিলেন, 'তবে এই রমণীকে লইয়া রাজাঙ্গণে পর্দ্দার ভিতর রাখ ; পর্দ্দার ভিতরে হাত যাইতে পারে এমন একটা ছিদ্র কর, এবং নগরের সমস্ত লোক ডাকাও ; তাহার পর ইহাদ্বারা তাহাদের হস্ত স্পর্শ করাইয়া চোর বাহির কর।" রাজপুরুষেরা সেইরূপ করিবার জন্য পঞ্চপাপার নিকটে গেল, কিন্তু তাহার বিকট রূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল ; তাহারা বলিল, "এ মানবী নয়, পিশাচী।" তাহাদের মনে এত ঘৃণার উদ্রেক হইল যে, তাহারা তাহাকে ছুঁইতেও সাহস করিল না। যাহা হউক, তাহারা শেষে তাহাকে লইয়া রাজাঙ্গণে পর্দ্দার ভিতর রাখিল এবং নগরের সমস্ত লোককে সমবেত করিল।' এক এক জন করিয়া ছিদ্র দিয়া হাত বাড়াইতে লাগিল, পঞ্চপাপা উহা স্পর্শ করিয়া "এ নয়", "এ নয়" বলিতে লাগিল। লোকে তাহার দিব্যস্পর্শে এত মোহিত হইল যে, তাহাদের ফিরিয়া যাইবার সাধ্য রহিল না। তাহারা ভাবিল, 'এই রমণী যদি দণ্ডার্হা হয়, তবে ইহাকে দণ্ড দিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহার পর দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও ইহাকে ঘরণী করিব।" জনতা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া রাজপুরুষেরা তাহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। ফলতঃ উপরাজাদি সকলেই এইরূপে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তখন রাজা বলিলেন, "তবে কি আমিই চোর?" অনন্তর তিনিও ছিদ্রপথে হস্ত প্রসারণ করিলেন ; পঞ্চপাপা উহা গ্রহণ করিবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, ' চোর ধরিয়াছি।" রাজা সমবেত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নারী যখন তোমাদের হস্ত স্পর্শ করিয়াছিল, তখন তোমরা কি ভাবিয়াছিলে?" তাহারা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আমি ইহাকে আমার বাড়ীতে আনিবার জন্যই এরূপ করিয়াছি। যদি

লোকে ইহার স্পর্শের ক্ষমতা না জানিত, তবে আমাকে ধিক্কার দিত। আমি তোমাদিগকে জানাইলাম; এখন বল, এই রমণী কাহার গৃহে থাকিবার উপযুক্ত।" সকলেই একবাক্যে বলিল, "আপনার গৃহে, মহারাজ।"

এই কাণ্ডের পর রাজা পঞ্চপাপাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিয়া তাহার মাতাপিতাকে বহু ধন দান করিলেন। তিনি ইহার প্রেমে উন্মত্ত হইলেন; বিচারাদি রাজকার্য্য ত্যাগ করিলেন, অন্য কোন নারীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে বিরত হইলেন। অন্য রাজ্ঞীরা ইহার কারণ জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এক দিন পঞ্চপাপা স্বপ্ন দেখিল যে, সে দুই রাজার অগ্রমহিষী হইয়াছে। সে রাজাকে এই দুর্নিমিত্ত জানাইল, রাজা স্বপ্নপাঠকদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ স্বপ্নের কারণ কি?" স্বপ্নপাঠকেরা অন্যান্য রাজ্ঞীদিগের নিকট উৎকোচ পাইয়াছিল; তাহারা বলিল, 'অগ্রমহিষী স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, তিনি একটা সর্ব্বশ্বেত হস্তীর স্কন্ধে বসিয়াছেন। ইহাতে আপনার মৃত্যু সূচিত হইতেছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, গজস্কন্ধে বসিয়া চন্দ্র স্পর্শ করিতেছেন; ইহাতে জানা যাইতেছে যে, তিনি আপনার কোন শত্রু আনয়ন করিবেন।" * রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তবে কর্ত্তব্য কি?" স্বপ্নপাঠকেরা বলিল, "মহারাজ, ইহাকে প্রাণে মারিতে পারেন না; ইহাকে এক খানা নৌকায় তুলিয়া নদীতে ছাড়িয়া দিলে হয়।" রাজা ভোজ্যবস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া পঞ্চপাপাকে নৌকায় উঠাইয়া ভাসাইয়া দিলেন।

নদীর নিম্নদিকে রাজা প্রাবারিক জলকেলি করিতেছিলেন। পঞ্চপাপা স্রোতোবেগে তাঁহার অভিমুখে চলিল। রাজসেনাপতি নৌকা দেখিয়া বলিলেন, "এই নৌকাখানি আমার হইল।" রাজা বলিলেন, "নৌকায় যে দ্রব্য আছে, তাহা হইবে আমার।" অনন্তর নৌকাখানি নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা পঞ্চপাপাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার নাম কি গো? তুমি যে, দেখিতেছি, পিশাচীকেও পরাস্ত করিয়াছ।" পঞ্চপাপা ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিল, "আমি রাজা বকের অগ্রমহিষী।" অনন্তর সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিল, "আমার নাম যে পঞ্চপাপা, সমস্ত জম্বুদ্বীপের লোকেই ইহা জানে।" তখন রাজা তাহাকে হাত ধরিয়া নৌকা হইতে তুলিলেন; অমনি তিনি স্পর্শরাগে এমন মোহিত হইলেন যে, অন্য রাজ্ঞীদিগকে আর স্ত্রী বলিয়াই মনে করিলেন না, তিনি পঞ্চপাপাকেই অগ্রমহিষীর স্থান দিলেন; সে তাঁহার প্রাণের ন্যায় প্রিয়া হইল।

ক্রমে বক এই সংবাদ শুনিলেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই পঞ্চপাপাকে প্রাবারিকের অগ্রমহিষী হইতে দিবেন না। তিনি সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রাবারিকের পুরোভাগে নদীর অপর পারে শিবির সন্নিবেশ করিয়া প্রাবারিককে পত্র লিখিলেন, "হয় আমাকে ভার্য্যা দান কর, নয় যুদ্ধ দান কর।" প্রাবারিক যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন, কিন্তু উভয়পক্ষের অমাত্যেরা বলিলেন, "একটা নারীর জন্য, যাহাতে প্রাণান্ত হইতে পারে এমন কাজ করা ভাল নয়। বক এই নারীর প্রথম স্বামী, কাজেই তাঁহার অধিকার আছে। প্রাবারিক ইহাকে নৌকা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এজন্য তিনিও ইহাকে ভোগ করিতে

* মূল গ্রন্থের সহিত ব্যাখ্যার কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। ইহাতে, বোধ হয়, জাতকের এই অংশে লিপিকার-প্রমাদবশতঃ কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাবেন। অতএব সে এক এক রাজাব গৃহে এক এক সপ্তাহ বাস করুক।" তাঁহাবা এই মন্ত্রণা কবিয়া উভয় বাজাকেই আপনাদেব সিদ্ধান্ত জানাইলেন, ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বাজাবা দুইজনেই নদীব দুই পাবে দুইটী নগর স্থাপন কবিলেন এবং সেখানে বাস কবিতে লাগিলেন। পঞ্চপাপা এইরূপে দুই রাজাব মহিষী হইয়া তাঁহাদেব মন যোগাইতে লাগিল। দুই বাজাই তাহাব সহবাসে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। সে এক জনেব গৃহে সপ্তাহকাল বাস কবিয়া নৌকাবোহণে অপবেব গৃহে যাইত, এক বৃদ্ধ খঞ্জ ঐ নৌকা চালাইত, পঞ্চপাপা পার হইবাব কালে মধ্য-নদীতে তাহাব সঙ্গেও ব্যভিচাব করিত। তখন শকুনরাজ কুণাল ছিলেন বক বাজা; কাজেই তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এইভাবে আখ্যায়িকা বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন:—

২২। বক নরপতি, প্রাবাবিক নরপতি কামভোগে উভয়েই অভিবত অতি,
ইহাদের ভার্য্যা কি না—কি বলিব আর— বিশ্বস্ত দাসেব সঙ্গে করে অনাচার!
দেখিতে না পাই আমি, কে আছে এমন, না করে যাহার সঙ্গে পাপ নারীগণ?

অপব একটী আখ্যায়িকা এই:- একদা ব্রহ্মদত্তেব স্ত্রী পিঙ্গিয়ানী বাতায়ন খুলিয়া ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতে কবিতে বাজাব অশ্বপালকে দেখিয়াছিলেন। অনন্তব, বাজা নিদ্রিত হইলে, তিনি সেই বাতায়ন দ্বারা অবতবণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তিব সহিত ব্যভিচাব করিয়াছিলেন। ব্যভিচারান্তে তিনি বাতায়ন দ্বাবা প্রাসাদে অধিবোহণ কবিতেন এবং নানাবিধ গন্ধদ্রব্যে শবীব উদ্বর্ত্তন কবিয়া বাজাব পার্শ্বে গিয়া শুইতেন। এক দিন বাজা ভাবিলেন, 'প্রত্যহই অর্দ্ধবাত্রিকালে বাজ্ঞীব শবীব শীতল হয় কেন? ইহাব কারণ পবীক্ষা করিতে হইবে।' অতঃপব এক দিন তিনি নিদ্রাব ভাণ কবিয়া শুইলেন, বাণী যেমন শয্যা ত্যাগ কবিয়া গেলেন, অমনি তাঁহাব অনুগমন কবিলেন, এবং অশ্বপালেব সহিত বাণীর অনাচাব দেখিতে পাইলেন। তিনি ফিবিয়া গিয়া শয্যায় অধিরোহণ কবিলেন। বাণীও অনাচার শেষ কবিয়া ফিবিয়া একটা ক্ষুদ্র শয্যায় শয়ন কবিলেন। পবদিন বাজা অমাত্যদিগেব সমক্ষে বাজ্ঞীকে ডাকাইলেন, তাঁহাব কুকার্য্য প্রকাশ কবিলেন, "সকল স্ত্রীই পাপবতা" ইহা বলিয়া যে দোষে রাজ্ঞীব প্রাণদণ্ড, কাবাদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ বা দেহবিদাবণ হইতে পারিত, তাহা ক্ষমা কবিলেন। কিন্তু তিনি ঐ বমণীকে অগ্রমহিষীর স্থান হইতে অপসাবিত কবিয়া অপবা এক রমণীকে সেই পদে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ সময়ে পক্ষিবাজ কুণালই ছিলেন ব্রহ্মদত্ত; কাজেই 'আমি দেখিযাছি' বলিয়া তিনি এই প্রাচীন কথা বর্ণনা কবিলেন। তিনি বলিলেন,

২৩। সর্ব্বলোকেশ্বব ব্রহ্মদত্তের প্রেয়সী পিঙ্গিয়ানী দাস-সহ হ'ল পাপিয়সী!
কিন্তু শেষে পাপিষ্ঠার ঘটিল দুর্গতি; না লইল জার তারে, না লইল পতি।

অতীতকালেব এই সকল কাহিনী দ্বাবা স্ত্রী চবিত্রের দোষ দেখাইয়া কুণাল অন্য এক উপায়ে বমণীদিগেব দোষ বর্ণনা কবিলেন:—

২৪। ক্ষুদ্রমনা, লঘুচিত্তা, বিশ্বাসঘাতিনী নারী, কৃতজ্ঞতা জানে না কেমন,
ভুতে না পেয়েছে যারে, এমন পুরুষ তারে না করে বিশ্বাস কদাচন,
২৫। উপকার ভুলে যায়, না সাধে কর্ত্তব্য কভু, পিতা, মাতা, ভ্রাতা—তারা পর
ত্যজিয়া সকল ধর্ম্ম, অনার্য্যা নিজের চিত্ত তুষিতেই রত নিরন্তর।
২৬। অভিপ্রিয়, প্রিয়ঙ্কব, দয়াশীল, সাধু নব, প্রাণসম বলা যারে যায়,
কাটায়ে সুদীর্ঘকাল তার সহবাসে নাবী বিপদে ছাড়িয়া চলি যায়।
বিপদে কর্ত্তব্য যাহা, না করি সম্পন্ন তাহা আত্মসুখ করে অন্বেষণ,
ধিক তারে, শত ধিক; নারীর চরিত্রে আমি করি না বিশ্বাস একারণ।

২৭। বানরের চিত্তসম চঞ্চল নারীর মন, স্থৈর্য্য তায় অণুমাত্র নাই,
বিটপীর ছায়াবৎ ব্যাপে তাহা সমস্তাৎ তুল্যরূপে উচ্চ নীচ ঠাঁই।
নারীচিত্ত চলাচল, চক্রনেমি তুল্য তার সদা ঘটে পরিবর্ত্তন,
করিয়া প্রত্যক্ষ ইহা নারীর চরিত্রে বল কে করিবে বিশ্বাস স্থাপন?

২৮। দেখে যদি নারী কভু গ্রহণের যোগ্য কোন পুরুষের ঘরে আছে ধন,
আত্মবশ করে তারে, সর্ব্বস্ব তাহার হরে, বলি নানা মধুর বচন।
কাম্বোজের লোকে যথা শৈবলে মাখিয়া মধু বশে আনে বন্য অশ্বগণ,
রমণীরা সেই মত বলি প্রিয় বাক্য কত হরে পরপুরুষের মন।

২৯। কিন্তু যদি দেখে নারী গ্রহণের যোগ্য কোন পুরুষের ঘরে নাই ধন,
তখনি তাহারে ত্যজে, নদীপার হ'য়ে যথা করে লোকে ভেলক বর্জন।

৩০। বান্ধে গাঢ় আলিঙ্গনে পুরুষের চিত্ত নারী, বেষ্টে তারে সর্পভুক্ মত,
নারীর দুশ্ছেদ্য মায়া প্রবৃত্তি উদ্দাম যেন বরষায় গিরিনদী-স্রোত।
স্বার্থসিদ্ধিতরে তারা প্রিয়াপ্রিয়নির্ব্বিশেষে করে সর্ব্ব পুরুষ ভজন,
তরণী উভয় তট ভজে যথা তটিনীর করি সদা গমনাগমন।*

৩১। না একের, না দুয়ের, উন্মুক্ত আপণসম সাধারণ-ভোগ্যা নারীগণ,
'এ নারী আমার' ইহা ভাবে যে, সে জাল দিয়া চায় বায়ু করিতে বন্ধন।

৩২। নারী সাধারণ ভোগ্যা, ভোগ্যা যে প্রকার নদী, পথ, পানাগার, সভা, প্রপা † আর।
কালাকাল, পাত্রাপাত্র না করি বিচার চরিতার্থ করে নারী কাম দুর্নিবার।

৩৩। ঘৃতযোগে তৃপ্ত যথা হয় হুতাশন কামভোগে তৃপ্ত তথা হয় নারীগণ।
খলতা ক্রূরতা আদি নানা দোষে নারী কৃষ্ণসর্পসমা হয় অতি ভয়ঙ্করী।
গবী চায় নব তৃণ করিতে ভক্ষণ, নারী হবে নিত্য নব নায়কের ধন।

৩৪। অগ্নি, হস্তী, কৃষ্ণসর্প, রাজা ও প্রমদা, এ পঞ্চে বিশ্বাস নাহি করিবে সর্ব্বদা।
চরিত্র এদের কেহ বুঝিবারে নারে, করিবে কখন্ কি যে কে বলিতে পারে?

৩৫। রূপবতী, বহুজনপ্রিয়া, নৃত্যগীতে যে নারী নিপুণা হয় পুরুষে তুষিতে,
যে নারী পরের ভার্য্যা, কিংবা ধনাশায় সেবিতে তোমারে ইচ্ছা যে নারী জানায়,
চাও যদি নিজ হিত, এ পঞ্চ জনার যতনে সংসর্গ তুমি কর পরিহার।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে সমবেত সকলে, "অহো! কি সুন্দরই বলিলেন" এইরূপ সাধুকার দিতে লাগিল। তিনি স্ত্রীদিগের কুচরিত্রের এই সকল উদাহরণ দিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া গৃধ্ররাজ আনন্দ বলিলেন, "সৌম্য কুণালরাজ, আমিও নিজের জ্ঞানবলে স্ত্রীলোকের অগুণ বলিতেছি।" ইহা কহিয়া তিনি নারীজাতির অগুণ-কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন :—

[ইহা বিশদ করিবার জন্য ভগবান্ বলিলেন, "গৃধ্ররাজ আনন্দ পক্ষিরাজ কুণালের বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্ত বুঝিতে পারিয়া এই গাথাগুলি বলিয়াছিলেন :—]

৩৬। মনের মতন রমণী লভিয়া ধনপূর্ণা ধরা কর তারে দান,
তথাপি অসতী পেলে অবসর কভু না রাখিবে তোমার সম্মান।

* তু: —গাথা ৩৮, ৪৬।

† প্রপা—পথপার্শ্বস্থ জলসত্র।

নারীর এমন জঘন্য স্বভাব সদা সর্ব্বস্থানে করি বিলোকন
করে কি কখন বুদ্ধিমান্ জন চরিত্রে তাদের বিশ্বাস স্থাপন ?

৩৭। অতি বীর্য্যবান্, কুক্রিয়ানাসক্ত, প্রিয়ম্বদ, চিত্তরঞ্জন-নিরত
যুবক পতিরে দুঃখের সময় পরিত্যাগ করি নারী চলি যায়।
নারীর এমন জঘন্য স্বভাব সদা সর্ব্বস্থানে করি বিলোকন
করে কি কখন বুদ্ধিমান্ জন চরিত্রে তাদের বিশ্বাস স্থাপন ?

৩৮। ভালবাসে মোরে, ভাবি ইহা মনে করো না বিশ্বাস কভু নারীগণে।*
অশ্রুপাত যেন দেখিয়া তাহার ভিজে না ক মন কখনো তোমার।
এ পারে, ও পারে নদীর যেমন লাগে গিয়া নৌকা, যথা প্রয়োজন,
প্রিয় বা অপ্রিয় বিচার না করি সেবে সমভাবে সর্ব্বজনে নারী। †

৩৯। জীর্ণ শাখাপত্র যেখানে বিস্তৃত পদক্ষেপ তথা না হয় বিহিত ;
মিত্র ছিল পূর্ব্বে, ভাবি ইহা মনে বিশ্বাস করিতে নাই চৌরজনে ,
ছিলেন আমার সখা পূর্ব্বকালে ভাবিয়া বিশ্বাস করো না ভূপালে ;
দশটী সন্তান গর্ভে ধরিয়াছে,— সে নারীতে তবু বিশ্বাস না আছে।

৪০। অতীব দুঃশীলা, অতি অসংযতা রতিদানে মূঢে তুষিতে নিরত ,
প্রেমালাপ করে বসি তব পাশ, মনে কিন্তু সদা পাপ অভিলাষ ;
তীর্থসম সর্ব্ব-ভোগ্যা নারীগণ , নারীরে বিশ্বাস করো না কখন।

৪১। বধে, কাটে, কিংবা কাটায় পতিরে, কামতৃষ্ণা দমে পতির রুধিরে ;
হেন পাপাশয়া, হেন অসংযতা নারী সনে কেহ করে কি মিত্রতা ? ‡
নারীর চরিত্র কি বলিব আর ? তীর্থসম তারা ভোগ্যা সবাকার।

৪২। নাই তাহাদের সত্যমিথ্যাজ্ঞান, সত্য তাহাদের মিথ্যার সমান।
গবীগণ নব তৃণের আশায় গোচর-বাহিরে ছুটি যথা যায়,
নবীন নাগর লভিতে তেমনি ছুটাছুটি করে সকল রমণী। §

৪৩। মদালস গতি, বিলোল প্রেক্ষণ, আস্তে ঈষদ্ধাস্য, মধুর বচন,
ছদ্মবেশ, এই সব প্রলোভন নারীর উপায় ভুলাইতে মন।

৪৪। চৌরী, মূঢা, নিষ্ঠুরা, আলাপে মধুমতী , হৃদয়ে গরল কিন্তু ভয়ানক অতি ;
পুরুষে বঞ্চিতে আছে যতেক কৌশল, ভালরূপে নারীগণ জানে সে সকল।

৪৫। নারী নীচাশয়া অতি মর্য্যাদা সে না রাখে কাহার ,
কামোন্মত্তা হ'য়ে পাপ করে মাথা খাইয়া লজ্জার।
খাদ্যাখাদ্য এ বিচার আগুনের কাছে কিছু নাই ,
প্রেমে পাত্রাপাত্রজ্ঞান কে দেখেছে রমণীর ঠাঁই ?

৪৬। প্রিয় বা অপ্রিয়ভেদ জানে না রমণীগণ ;
প্রিয়াপ্রিয়নির্ব্বিশেষে ভজে তারা সর্ব্বজন।
এ তট, ও তট অই, না করিয়া এ বিচার
তরণী সংলগ্ন হয় যথা প্রয়োজন তার। ¶

---

*তুং—যো মোহান্মন্যতে মূঢো রক্তেয়ং মম কামিনী।
স তস্যা বশগো নিত্যং ভবেৎ ক্রীড়াশকুন্তবৎ ॥—পঞ্চতন্ত্র।

† এই গাথা ত্রিংশ গাথারই পুনরুক্তি। তুং—গাথা ৪৬।

‡ মূলে 'না ভাবং করে' আছে। 'ভাব করা' অবিকল বাঙ্গালা।

§ ত্রয়স্ত্রিংশ গাথারই অনুরূপ।

¶ তুং—গাথা ৩৮।

৪৭। প্রিয়াপ্রিয়, এ বিচার করে না রমণীগণ,
ধন লোভে ভজে তারা উচ্চ নীচ সর্ব্বজন।
আশ্রয়লাভের তরে যে তরু সম্মুখে পায়,
তাই আলিঙ্গন করি লতা ঊর্দ্ধে উঠি যায়।

৪৮। মাহুত, সহিস, ডোম, * গরুর রাখাল, মন্দিরের ঝাড়ুদার † অথবা চণ্ডাল,—
আছে যার ধন তারে করিবে ভজন, ধনহেতু সবই কার্য্য করে নারীগণ।

৪৯। নির্দ্ধন কুলীনে নারী করে হেয় জ্ঞান; সে জন নারীর চক্ষে চণ্ডালসমান।
অথচ চণ্ডাল যদি হয় ধনেশ্বর, ধনহেতু ভজে তারে নারী নিরন্তর।

গৃধ্ররাজ আনন্দ নারীদিগের অগুণসম্বন্ধে নিজে যাহা জানিতেন, তাহা এইরূপে বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া, নারদও স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতেন, বলিতে লাগিলেন।

[ইহা বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন, "দেবব্রাহ্মণ নারদ গৃধ্ররাজ আনন্দের বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্ত বুঝিতে পারিয়া এই গাথাগুলি বলিলেন:—]

৫০। নারীর চরিত্র আমি বলিতেছি আজ, সাবধানে শ্রবণ করহ, গৃধ্ররাজ।
সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, নরপতি আর নারী, পূরিতে কাহারো সাধ্য নাই এই চারি

৫১। পৃথিবীতে স্রোতস্বিনী আছে শত শত; নিয়ত সাগরে এরা ঢালে জল কত।
অপূর্ণ সর্ব্বদা কিন্তু থাকে পারাবার, উণত্বের হ্রাস কভু না হয় তাহার।

৫২। চারিবেদ, ইতিহাস, হ'য়ে একমন দিবারাত্র অধ্যয়ন করেন ব্রাহ্মণ,
আরো শিখিবার তরে তবু আকিঞ্চন। উণত্ব তাঁহার কভু না হয় পূরণ।

৫৩। সশৈলা সাগরাম্বরা বিপুলা ধরণী জিনিয়া অনন্তরত্ন পেয়েছেন যিনি,
নবরাজ্য চান তিনি সাগরের পারে! উণত্ব এ নৃপতির কে পূরিতে পারে?

৫৪। এক রমণীর যদি হয় অষ্ট পতি, বীর, বলবান্ সবে, কামপ্রদ অতি,
ভজিতে নবম তবু চায় সেই মনে। উণত্ব অপূর্ণ তার থাকে সর্ব্বক্ষণে।

৫৫। অগ্নিসমা সর্ব্বভক্ষ্যা সকল রমণী; নদীসমা সর্ব্বনারী সর্ব্বপ্রবাহিনী;
কণ্টকশাখার তুল্য রমণী সকল পুরুষের হয় হেতু দুঃখের কেবল।
ধনলোভে সব নারী কুপথেতে যায়; ত্যজি পতি রতা পরপুরুষসেবায়।

৫৬। জালের সাহায্যে বদ্ধ করা সমীরণ, অঞ্জলি পূরিয়া কিংবা সাগর সেচন,
এক হাতে করতালি—অসম্ভব যথা, সেইরূপ প্রমদার শুনি মিষ্টি কথা
বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে স্থাপিতে তাহায় কোনকালে কোনমতে পারা নাহি যায়।

৫৭। চৌরী, বহুবুদ্ধি নারী, চরিত্রে তাহার সত্যের অস্তিত্ব কিছু খুঁজি পাওয়া ভার।
মৎস্যদের গতিবিধি উদকে যেমন, সেরূপ দুর্জ্ঞেয় হয় রমণীর মন। ‡

৫৮। মধুর-ভাষিণী রমণীর আশা পূরাইতে কেহ পারে না কখন;
নদীগর্ভে জল ঢালি অবিরত পূরাতে কি তায় পারে কোন জন?
নারীর গমন সদা অধঃপথে, মরণের পর নরকে নিবাস;
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে দূর হ'তে ত্যজে রমণীর পাশ।

---

* মূলে 'ছবডাহক' এই পদ আছে।

† মূলে 'পুপ্‌ফছড্‌ডক' (পুষ্পচ্ছর্দ্দক) এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বচ্চট্ঠান-সোধক'—যে বর্চ্চঃস্থান অর্থাৎ পায়খানা পরিষ্কার করে, মেথর। এ অর্থও সুসঙ্গত।

‡ এই গাথা সমুদ্দ-জাতকেও (৫২৯) পাওয়া গিয়াছে।

৫৯। ডুবিলে নারীর মায়ার আবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্য পায় অচিরে বিনাশ,
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে দূর হ'তে ত্যজে রমণীর পাশ। *

৬০। যে ইন্ধনে বৃদ্ধি পায় হুতাশন অতি শীঘ্র তাই করয়ে সে গ্রাস,
ভজে যাবে নারী কামতৃপ্তি তরে, কিংবা ধনাশায় তা'রো সর্ব্বনাশ।

৬১। তীক্ষ্ণধার খড়্গহস্তে পিশাচ দেখায় ভয়, তথাপি সাহসে
পণ্ডিতে হইতে পারে হেন অরাতির সনে প্রবৃত্ত সম্ভাষে,
উগ্রতেজা আশীবিষ ফণাতুলি অগ্রসর করিতে দংশন,
পড়িলে সম্মুখে তার নাও বা হইতে পারে বিপদ্ ঘটন,
একাকী বিবিক্ত স্থানে কিন্তু প্রমদার সনে যদি কেহ থাকে,
যতই সতর্ক হোক্, নিশ্চয় সে জন আশু পড়িবে বিপাকে।

৬২। নৃত্য, গীত, মঞ্জুভাষা স্মিতমুখ, এই সব অস্ত্রবলে নারী
মথে পুরুষের মন, অচিরে বিনাশ, হায়, ঘটায় তাহারি,
ঘটাইল যে প্রকার রাক্ষসীরা পুরাকালে মানবীর সাজে
নির্ব্বোধ বণিক্‌দের, ভুলায়ে তাদের মন তাম্রপর্ণী মাঝে। †

৬৩। মদ্যমাংসপ্রিয়া নারী, বিনয়, মর্য্যাদাজ্ঞান নাই তাহাদের,
সংযমবিহীনা তারা, গ্রাসে কষ্টার্জ্জিত যত ধন পুরুষের,
সাগর মাঝারে গ্রাসে মহাকায় তিমিঙ্গিল মকরে যেমন।
নারীর কবলে পড়ি মুহূর্ত্তে বিনাশ পায় পুরুষের ধন।

৬৪। পঞ্চবিধ কামগুণ ‡ নারীর গোচর ক্ষেত্র, এই অভিমানে
মত্ত তারা, অসংযতা, সতত চঞ্চলচিত্তা, কে বোধিতে পারে?
যে না থাকে সাবধান, প্রমদা তাহারি কাছে হয় উপস্থিত,
হয় যথা স্রোতস্বতী লবণাম্বুনিধি যথা আছে বিরাজিত।

৬৫। প্রেমবশে, কামবশে, ধন পাইবার আশে, যে কোন কারণে
ভজিয়া পুরুষে নারী অগ্নিসম দহে তারে কামের দহনে।

৬৬। দেখে যদি কোন জন, আছে যার বহুধন, অমনি তাহায়
ধনসহ অনায়াসে লয়ে যায় আত্মবশে নারীগণ, হায়!
কামাসক্ত হতভাগ্য পড়িয়া প্রেমের ফাঁসে পায় মহা ব্যথা,
মালুবালতালিঙ্গনে § মহারণ্যে শালতরু পায় ব্যথা যথা।

৬৭। নানা মায়া জানে নারী সংবর দৈত্যের ¶ মত, কে বুঝিবে তায়?
সুরঞ্জিত দেহে, আস্যে, মৃদু কিবা অট্টহাস্যে মানব ভুলায়।

৬৮। পতিকুলে পায় যত্ন, স্বর্ণমণিমুক্তার কত আভরণ!
কত সাবধানে পতি, পতিবন্ধুগণ আর করেন রক্ষণ!
পতিরে বঞ্চিয়া নারী তবু করে ব্যভিচার, করিল যেমন
দানবকুক্ষিরক্ষিতা বামা বায়ুনন্দনের পেয়ে দরশন। ||

---

* এই গাথা দুইটী মহাপ্রলোভন-জাতকেও (৫০৭) পাওয়া গিয়াছে।

† বলাহাশ্ব জাতক (১৯৬) দ্রষ্টব্য।

‡ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দসম্ভূত ইন্দ্রিয় সুখ।

§ মালুবালতা-সম্বন্ধে সুধাভোজন-জাতকে (৫৩৫) ২৪৪ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

¶ সংবর বা শম্বর দৈত্যের কথা ঋগ্বেদে এবং ভাগবতে বর্ণিত আছে। সে রুক্মিণীগর্ভজাত মদনাবতার কুমার প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিল। উত্তরকালে প্রদ্যুম্ন মায়াবিদ্যা শিক্ষা করিয়া শম্বরের প্রাণবধ করেন।

|| এ সম্বন্ধে সমুদ্গ জাতক (৪৩৬) দ্রষ্টব্য।

৬৯। তেজীয়ান্, সুপণ্ডিত, বহুজন-পূজনীয় সম্মান-ভাজন,
বুদ্ধি আর ক্ষমতায় সর্ব্বত্র প্রশংসা পায়, তথাপি সেজন
রমণীর বশগত হয় যদি একবার, মাহাত্ম্য তাহার
পায় লোপ, পায় যথা পড়িয়া রাহুর গ্রাসে প্রভা চন্দ্রমার।

৭০। শত্রু বটে ক্রোধবশে ভীষণ অনিষ্ট করে শত্রুর তাহার,
নিষ্ঠুর বেও আত্মবশে অরিরে পাইলে দেয় দণ্ড ভয়ঙ্কর,
এ দণ্ড, অনিষ্ট কিন্তু দণ্ড বা অনিষ্ট নয়, তার তুলনায়
ভোগ যাহা করে নরে হ'য়ে নারীবশগত কামের তৃষ্ণায়।

৭১। মুণ্ডিত করিয়া মাথা, নখে বিদারিয়া ত্বক্ লাথি, কিল মারি
দণ্ড আর কষাঘাতে নিয়ত তর্জ্জন কর, তবু তব নারী
ভজিবে অধম জনে, তাহাতেই প্রীতি তার, অন্যে নাহি চায়,
অন্য সব পরিহরি গলিত শবের দিকে মক্ষিকারা ধায়।

৭২। নারী নমুচির * পাশ, বিস্তৃত হইয়া তাহা আছে সব ঠাঁই,
ঘর, পথ, রাজধানী, নগর, নিগম, গ্রাম, কিছু বাদ নাই।
তারে বলি চক্ষুষ্মান্, যে জন সুখের তরে বর্জ্জে এই পাশ,
সংযমের পথে চলে, না করে কখনো যেই নারীরে বিশ্বাস।

৭৩। ত্যজি তপস্যার বল অনার্য্য আচারে রত হয় যেই জন,
দেবলোক-বিনিময়ে করে সেই মূঢ়মতি নরকে বরণ।
মহার্ঘ মাণিক্য দিয়া ছিদ্রযুক্ত মণি ক্রয় করে যে বণিক্
হ'য়েছে সে মতিচ্ছন্ন, ধিক্ তার মূর্খতায়, ধিক্, শত ধিক্।

৭৪। নারীবশে পড়ে যেই ইহামুত্র হয় সেই ভাজন ঘৃণার,
অনির্দ্দিষ্ট কালতরে অপায়ে অপায়ে ঘটে পতন তাহার।
গড়াগড়ি দিতে দিতে ক্রমে তারে অধোদিকে হইবে যাইতে
দুষ্টগর্দ্দভবাহিত রথ যথা গর্ত্তে পড়ে গড়া'তে গড়া'তে।

৭৫। প্রতাপনে † পড়ি দুঃখ পায় সে, কভু বা ভুয়ো যন্ত্রণা ভীষণ
আছে যথা লৌহময় সুদীর্ঘ কণ্টকধারী শাল্মলির বন,
তীর্য্যগ্-যোনিতে কভু নিজকর্ম্ম দোষে ঘটে জনম তাহার,
ছাড়িয়া যাইতে নাহি পারে সে কস্মিন্কালে যম-অধিকার।

৭৬। প্রমদা কুহকবলে অশেষ দুর্গতি করে প্রমত্ত জনের।
নন্দনে স্বর্গের সুখ সদা সহবাসলাভ অমরগণের,
অখণ্ড মহীমণ্ডলে সার্ব্বভৌম অধিকার, ঐশ্বর্য্য অপার,
সকলি বিনাশ পায় হয় যদি বশীভূত লোকে প্রমদার।

৭৭। দেহান্তে স্বর্গসুখ, সার্ব্বভৌম অধিকার এই পৃথিবীতে,
হৈম বিমানেতে বাস, যেখানে অপ্সরা থাকে নিরত সেবিতে,
ইহলোকে, পরলোকে এইরূপ সুখলাভ দুর্লভ ত নয়,
সতর্কতা-সহকারে যদি লোকে প্রমদায় অনাসক্ত রয়।

৭৮। কামলোক পরিত্যাগ, রূপলোকে গিয়া তথা জনমগ্রহণ,
তদূর্দ্ধে অরূপ-লোকে— বাসনা-অতীত যেথা থাকে সদা মন,—
এরূপ সুগতি লাভ, ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধস্তরে, দুর্লভ ত নয়।
সতর্কতা-সহকারে যদি লোকে প্রমদায় অনাসক্ত রয়।

* নমুচি মারের নামান্তর।
† অষ্ট মহানরকের অন্যতম। সংকৃত্য-জাতক (৫৩০) দ্রষ্টব্য।

৭৯। সর্ব্ববিধ দুঃখপারে
তাহাও সুলভ তাঁর,
ইহাই চরম ফল,
সতর্কতা-সহকারে
অচলিত, অসংস্কৃত*
শুচি, শুদ্ধশীল যিনি
নির্ব্বাণ ইহার নাম,
যে মানব অনাসক্ত
মঙ্গল অসীম—
কামনা-বিহীন।
সেই ইহা পায়,
রয় প্রমদায়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে মহানির্ব্বাণামৃত-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মদেশন সমাপন করিলেন। হিমালয়স্থ কিন্নর, মহোরগাদি এবং আকাশস্থ দেবতাগণ, "অহো, বুদ্ধলীলায় কি অপূর্ব্ব উপদেশই দিলেন' বলিয়া সাধুকার দিতে লাগিলেন। অতঃপর গৃধ্ররাজ আনন্দ, দেবব্রাহ্মণ নারদ ও কোকিলরাজ পূর্ণমুখ স্ব স্ব অনুচরগণসহ যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য প্রাণীরা এই সময় হইতে কখনও কখনও আগমন করিয়া মহাসত্ত্বের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তদনুসারে চলিয়া স্বর্গপরায়ণ হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন :—

৮০। তখন কুণাল আমি ছিনু, পূর্ণমুখ
উদায়ী, আনন্দ গৃধ্রগণ-অধিপতি
তপস্বী নারদরূপে সারিপুত্র তদা
ছিলেন এ ধরাধামে—বুঝি এইরূপ
করিবে সমবধান এই জাতকের।

ঐ ভিক্ষুরা হিমালয়ে গমনকালে শাস্তার অনুভাববলে গিয়াছিলেন, ফিরিবার সময় স্ব স্ব অনুভাববলেই ফিরিয়া আসিলেন। শাস্তা মহাবনে তাঁহাদিগকে কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, তাঁহারা সেই দিনই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময়ে দেবতাদিগের মহাসমাগম হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ভগবান্ তখন মহাসময়সূত্র† বলিয়াছিলেন।]

৫৩৭—মহাসুতসোম-জাতক‡।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে স্থবির অঙ্গুলিমালের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অঙ্গুলিমালের জন্মবৃত্তান্ত এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণের কথা অঙ্গুলিমালসূত্রে § বর্ণিত আছে। এখানে সেই ভাবেই সমস্ত কথা বুঝিতে হইবে। অঙ্গুলিমাল সত্যক্রিয়াদ্বারা প্রসববেদনাকাতরা এক রমণীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে তিনি অনায়াসে ভিক্ষা পাইতেন। অতঃপর তিনি নির্জ্জনস্থানে ধ্যানপরায়ণ হইয়া ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং অশীতি মহাস্থবিরের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখিলে ভাই, ভগবান্ এতাদৃশ নিষ্ঠুর রুধিরকলুষিত-হস্ত অঙ্গুলিমালকে বিনা দণ্ডে, বিনা শস্ত্রপ্রয়োগে দমন করিয়া কেমন সংযত করিয়াছেন! ইহা অতি দুষ্কর নয় কি? অহো! দুষ্করসাধনে বুদ্ধদিগের কি অদ্ভুত ক্ষমতা!" শাস্তা এই সময়ে গন্ধকুটীরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দিব্যকর্ণে ভিক্ষুদিগের এই কথোপকথন শুনিয়া ভাবিলেন, 'আজ আমি ধর্ম্মসভায় গেলে লোকের বহু উপকার হইবে, আজ মহাধর্ম্মদেশন করিতে হইবে।' তিনি অনুপমা বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন এবং সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিয়া ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

---

* যাহা 'সংস্কার' নহে অর্থাৎ নিত্য ও ধ্রুব, যাহা পদার্থনিচয়ের মিশ্রণ-জাত নহে।

† অর্থাৎ সে সূত্র বহুলোকের সমক্ষে কথিত হইয়াছিল। এই সূত্রটী সূত্র-নিপাতের অন্তর্ভুক্ত নহে।

‡ তুল :—জাতকমালা, ৩১; জয়দ্দিশ-জাতক (৫১৩)।

§ মধ্যমনিকায়, ৮৬। এই অনুবাদের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টেও অঙ্গুলিমালের কথা দেওয়া হইয়াছে।

"তোমরা কোন্ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলে ?" অনন্তর ভিক্ষুদিগের উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি এখন পরমাভিসম্বোধি লাভ করিয়া অঙ্গুলিমালকে যে বিনীত করিয়াছি ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; অতীত জীবনে আমি যখন জ্ঞানের অংশমাত্র লাভ করিয়াছিলাম, তখনও ইহাকে দমন করিয়াছিলাম।" ইহার পর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কৌরব্য নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব সোমরসপ্রিয় ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'সুতসোম' এই নাম দিয়াছিল। * তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন কৌরব্য রাজা তাঁহাকে তক্ষশিলা নগরে কোন প্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব আচার্য্যের দক্ষিণা লইয়া তক্ষশিলায় যাত্রা করিলেন। বারাণসী প্রদেশের কাশীরাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমারও তাঁহার পিতার আদেশে ঐ উদ্দেশ্যে উক্তপথেই যাইতেছিলেন।

সুতসোম সমস্ত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক তক্ষশিলা নগরের দ্বারদেশে কোন ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করিবার জন্য এক ফলকাসনে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মদত্তকুমারও আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে ঐ ফলকাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সুতসোম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ। কোথা হইতে আসিতেছ, বল ত ?" ব্রহ্মদত্তকুমার উত্তর দিলেন, "বারাণসী হইতে।" "তুমি কাহার পুত্র ?" "আমি ব্রহ্মদত্তের পুত্র।" "তোমার নাম কি ?" "আমার নাম ব্রহ্মদত্তকুমার।" "কি জন্য আসিয়াছ ?" "বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য।" অতঃপর ব্রহ্মদত্তকুমারও বলিলেন, "তোমাকেও ত পথশ্রমে ক্লান্ত দেখিতেছি।" ইহার পর তিনি উক্তরূপে প্রশ্ন করিয়া সুতসোমের পরিচয় লইলেন। তখন তাঁহারা দুই জনেই ভাবিলেন, 'আমরা উভয়েই ক্ষত্রিয়কুমার। উভয়ে এক আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাইতেছি।' এইরূপ চিন্তায় তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি মিত্রভাব জন্মিল; তাঁহারা দুই জনেই নগরে প্রবেশ করিলেন, আচার্য্যের গৃহে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জাতি উল্লেখ করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসিয়াছেন। আচার্য্য 'সাধু' বলিয়া তাঁহাদের আচার্য্যত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। রাজকুমারদ্বয় তখন তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল তাঁহারা দুই জন নহেন, জম্বুদ্বীপের আরও এক শত রাজপুত্র ঐ আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। সুতসোম ইহাদের মধ্যে প্রধানতম ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন এবং অচিরে শিক্ষাদান-কার্য্যে নৈপুণ্যলাভ করিলেন। তিনি অন্য ছাত্রদের নিকটে বড় যাইতেন না, 'ব্রহ্মদত্তকুমার আমার বন্ধু', ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহারই পৃষ্ঠাচার্য্য † হইলেন এবং তাঁহার

---

* "সুতবিত্তকতায় পন তং সুতসোমো তি সঞ্জানিংসু"। বোধহয়, এখানে মূলের কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। চুল্লসুতসোম-জাতকের (৫২৫) পাঠই প্রকৃত হইবে। এ সম্বন্ধে ঐ জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। 'সুতবিত্তক' শব্দের অর্থ 'শ্রুতবিত্ত'ও ধরা যাইতে পারে। শ্রুতবিত্ত—শ্রুতিতে বা বিদ্যায় বিভবশালী। কিন্তু ইহাতে 'সুতসোম' বা 'শ্রুতসোম' নামের ব্যাখ্যা হয় না।

† যে ছাত্র অন্য ছাত্রের পার্শ্বে গিয়া শিক্ষা দেয়। এরূপ ছাত্র pupil teacher বা সর্দ্দার পড়ো; সে শিক্ষাদানে প্রধান শিক্ষকের সাহায্য করে। অনভিরতি-জাতকেও (১৮৫) এই শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। সেখানে ইহার অনুবাদ করিয়াছি 'সহকারী শিক্ষক' এই শব্দ দুইটী দিয়া।

কাছে গিয়া শীঘ্র শীঘ্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি অন্য ছাত্রদিগকেও শিক্ষা দিতেন বটে; কিন্তু তাহা শনৈঃ শনৈঃ সম্পাদিত হইত।

যথাকালে সকল রাজপুত্রই মনোযোগ দিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন এবং আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া সুতসোমকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার কালে সুতসোম তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা স্ব স্ব পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, রাজ্যপ্রাপ্তির পর আমার উপদেশ পালন করিয়া চলিবে।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপদেশ, আচার্য্য?" "পক্ষদিনে (পক্ষান্তে অর্থাৎ পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায়) পোষধ পালন করিবে এবং প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকিবে।" রাজপুত্রেরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব অঙ্গবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে ব্রহ্মদত্তকুমার হইতে মহাভয়ের কারণ জন্মিবে। এইজন্যই রাজপুত্রদিগকে তিনি ঐ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

রাজপুত্রেরা স্ব স্ব জনপদে ফিরিয়া গেলেন, পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিলেন এবং রাজপদ লাভ করিলেন। তাঁহারা যে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সেই উপদেশ পালন করিতেছেন, ইহা জানাইবার জন্য তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে নানা উপহারসহ পত্র প্রেরণ করিলেন। মহাসত্ত্ব এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে পত্রদ্বারা বলিলেন, "তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া চলিও।"

ঐ সকল রাজার মধ্যে বারাণসীর রাজা মাংস বিনা ভাত খাইতেন না। পোষধ-দিনের জন্যও পরিচারকেরা তাঁহার জন্য পূর্ব্ব হইতে মাংস রাখিয়া দিত। এক দিন পাচকের অনবধানতাবশতঃ রাজভবনস্থ উৎকৃষ্ট জাতীয় কুকুরগুলা ঐ মাংস খাইয়া ফেলিয়াছিল। পাচক মাংস দেখিতে না পাইয়া একমুষ্টি কার্ষাপণ লইয়া মাংসক্রয়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও মাংস সংগ্রহ করিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, 'হায়, আমি যদি রাজার সম্মুখে মাংসহীন অন্ন লইয়া যাই, তবে প্রাণরক্ষা হইবে না। এখন উপায় কি?' অনন্তর সে একটা উপায় বাহির করিল, সে আমকশ্মশানে * গিয়া সদ্যোমৃত একটা লোকের উরুমাংস পাক করিয়া রাজার আহারার্থ লইয়া গেল। উহার একখণ্ড মাংস মুখে দিবামাত্র রাজার সপ্তসহস্র রসহরণী স্নায়ু যুগপৎ স্পন্দিত হইল, সর্ব্বশরীরে এক অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হইল। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, পূর্ব্বেও তিনি উহা খাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মদত্তকুমার যক্ষ ছিলেন এবং প্রচুর নরমাংস খাইয়াছিলেন। সেইজন্য নরমাংস তাঁহার এত প্রিয় হইয়াছিল। এখন তিনি সেই প্রিয় খাদ্যের আস্বাদ পাইয়া ভাবিলেন, 'আমি যদি নীরবে খাইয়া যাই, তবে এ যে কি মাংস, পাচক তাহা বলিবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া (যেন ঐ মাংস তাঁহার রুচিকর হয় নাই, ইহা দেখাইবার জন্য) তিনি থুৎকারের সহিত উক্ত মাংসখণ্ড ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। পাচক বলিল, "এ মাংস নির্দ্দোষ, আপনি নিঃসঙ্কোচে ইহা খাইতে পারেন।" ইহা শুনিয়া রাজা অপর সকল লোককে বাহিরে পাঠাইয়া বলিলেন, "এ মাংস যে নির্দ্দোষ, তাহা আমি জানি, কিন্তু ইহা কি মাংস, তাহা শুনিতে চাই।" পাচক বলিল, "মহারাজ,

* যেখানে শৃগালকুক্কুরাদির জন্য মড়া ফেলিয়া রাখা হয় দাহ বা নিখনন করা হয় না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন যে মাংস খাইয়াছেন, ইহাও সেই মাংস।" "কিন্তু অন্যান্য দিন ত তাহা এমন সুস্বাদ হয় নাই।" "আজ পাক ভাল হইয়াছে, মহারাজ।" "কেন? অন্যান্য দিনও তুমি এইরূপই পাক করিতে।" রাজার এই কথায় পাচক নীরব রহিল, তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, "যদি প্রকৃত কথা বল, তবেই তোমার রক্ষা, নচেৎ তোমার প্রাণ থাকিবে না।" পাচক তখন অভয় প্রার্থনা করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা বলিলেন, "গোল করিও না; সাধারণ মাংস পাক করিয়া তুমি নিজে খাইও; আমার জন্য মনুষ্যমাংস পাক করিবে।" "ইহা যে অতি দুষ্কর, মহারাজ।" "দুষ্কর নয়, তুমি ভয় পাইও না।" "নিত্য নরমাংস কিরূপে পাইব?" "কেন, কারাগারে ত বহু লোক আছে।"

তখন হইতে পাচক এই ইঙ্গিতানুসারে চলিতে লাগিল, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে কারাগার জনহীন হইলে সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা যায়, মহারাজ?" রাজা বলিলেন, "পথের মধ্যে হাজার টাকার এক একটা থলি ফেলিয়া রাখ, যে তাহাতে হাত দিবে, তাহাকেই চোর বলিয়া ধরিবে এবং বধ করিবে।" পাচক কিয়দ্দিন এই কৌশল অবলম্বন করিল, কিন্তু শেষে এমন হইল যে, কেহ টাকার থলির দিকে দৃক্‌পাতও করিত না। সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা যায়, মহারাজ?" রাজা বলিলেন, "যখন যামভেরী * বাজে, তখন বহুলোকে নগরের মধ্যে ছুটিয়া আসে। তুমি সেই সময়ে কোন ঘরে সিন্ধ কাটিয়া তাহার ভিতরে, কিংবা চতুষ্কে লুক্কায়িত থাকিয়া কাহাকেও বধ করিবে এবং তাহার মাংস লইয়া আসিবে।" পাচক এই পরামর্শমত মানুষ মারিয়া তাহাদের স্থূলমাংস আনিতে প্রবৃত্ত হইল, লোকে যেখানে সেখানে শব দেখিতে লাগিল; 'আমার মাকে পাওয়া যাইতেছে না', 'আমার বাবাকে পাওয়া যাইতেছে না', 'আমার ভাইকে বা ভগ্নীকে পাওয়া যাইতেছে না' বলিয়া বিলাপ আরম্ভ করিল, সমস্ত নগরবাসী ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল, এবং তাহাদিগকে বাঘে, বা সিংহে, বা যক্ষে খাইয়াছে, ইহা জানিবার জন্য শবদেহে আঘাতের চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিল, কোন মানুষেই তাহাদের মাংস খায়। তখন বহুলোকে রাজাঙ্গণে গিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, বাপুসকল?" তাহারা বলিল, "মহারাজ, এই নগরে এক মনুষ্যখাদক চোর আসিয়াছে, তাহাকে ধরিবার ব্যবস্থা করুন।" রাজা বলিলেন, "আমি কি করিয়া জানিব, কে চোর? আমি কি সমস্ত সহর পাহারা দিয়া বেড়াইব?" তখন নগরবাসীরা বলিল, "রাজা, দেখিতেছি, নগরের রক্ষবিধানে উদাসীন। চল, আমরা সেনাপতি কালহস্তীকে গিয়া এই ব্যাপার জানাই।" তাহারা কালহস্তীকে গিয়া বিপদের কথা জানাইল এবং তাঁহাকে চোর ধরিবার জন্য অনুরোধ করিল। কালহস্তী বলিলেন, "তোমরা এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর, ইহার মধ্যে আমি চোর ধরিয়া দিতেছি।" তিনি নাগরিকদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন এবং অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, "বাপুসকল, নগরে নাকি এক মনুষ্যখাদক চোর আসিয়াছে, তোমরা অমুক অমুক স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাকে ধর।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঐ সময় হইতে সমস্ত নগর বেষ্টন করিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

* প্রহরে প্রহরে সময়-বিজ্ঞাপনার্থ ভেরীবাদন করিবার প্রথা ছিল।

এক দিন পাচক কোন ঘরে সিন্ধ কাটিয়া সেখানে লুকাইয়া ছিল। নিকট দিয়া একটা স্ত্রীলোক যাইতেছে দেখিয়া সে তাহাকে বধ করিল এবং তাহার দেহ হইতে স্থূল স্থূল মাংসখণ্ড কাটিয়া ঝুড়ি পূরিতে লাগিল। এই সময়ে কালহস্তীর লোকে আসিয়া তাহাকে ধরিল, যতদূর পারিল উত্তম মধ্যম দিল, পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিল এবং 'মানুষচোর ধরিয়াছি' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া বহুলোকে তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলে পাচককে মনের সাধে উত্তম মধ্যম দিল এবং মাংসের ঝুড়িটা তাহার গলায় বান্ধিয়া তাহাকে সেনাপতির নিকট হাজির করিল। সেনাপতি তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এ লোকটা নিজেই নরমাংস খায়, কিংবা অন্য মাংসের সহিত ইহা মিশাইয়া বিক্রয় করে, অথবা অন্য কাহারও আদেশে মানুষ মারিয়া মাংস সংগ্রহ করে, ইহা জানা আবশ্যক'। তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য প্রথম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :—

১। হেন নিদারুণ কর্ম্ম করিতেছ, সূপকার, বল কি কারণ?
বধ নিত্য নরনারী মাংসলোভে? কিংবা ধন করিতে অর্জ্জন?

[ইহার পরবর্ত্তী গাথা তিনটী যে যথাক্রমে পাচক ও সেনাপতির উত্তরপ্রত্যুত্তর, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।]

২। "করি না এ কর্ম্ম আমি আত্মহেতু, কিংবা ধন করিতে অর্জ্জন,
হই নাই রত এতে জ্ঞাতিবন্ধুপুত্রকন্যা করিতে পোষণ।
ভর্ত্তা মম ভগবান্ কাশীরাজ প্রতিদিন করেন ভোজন
নরমাংস, হে ভদন্ত, নরহত্যা করি আমি নিত্য সে কারণ।"
৩। "ভর্ত্তার প্রীতির তরে সত্য সত্য যদি তুমি হয়েছ নিরত
এমন নিষ্ঠুর কর্ম্মে, চল রাজ-অন্তঃপুরে হইলে প্রভাত।
রাজার সম্মুখে সেথা বল তুমি এই কথা; জানিব তখন
করিতেছ, হে পাচক, সত্য কিংবা মিথ্যা বলি আত্মসমর্থন।"
৪। "তাহাই করিব আমি, যে আজ্ঞা ভদন্ত এবে দিলেন আমায়।
প্রাতে অন্তঃপুরে গিয়া রাজার সম্মুখে ইহা বলিব নিশ্চয়।"

ইহার পর সেনাপতি পাচককে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া শোওয়াইয়া রাখিলেন, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে অমাত্যদিগের সহিত কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা সকলেই একমত হইলেন; তদনুসারে সেনাপতি স্থানে স্থানে প্রহরী রাখিয়া নগর হস্তগত করিলেন, পাচকের গলদেশে সেই মাংসের ঝুড়ি বান্ধিয়া তাহাকে লইয়া রাজভবনে গমন করিলেন, সমস্ত নগরে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। রাজা পূর্ব্বদিন প্রাতরাশ ভোজন করিয়াছিলেন বটে, তিনি সায়মাশ না পাইয়া, পাচক এই আসিবে, এই আসিবে ভাবিয়া বসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। যখন প্রভাত হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, 'পাচক যে এখনও আসিল না। এদিকে নগরবাসীদিগের বিকট চীৎকার শুনিতেছি; ব্যাপার কি?' তিনি বাতায়ন হইতে দৃষ্টিপাত করিবার কালে তদবস্থায় আনীয়মান পাচককে দেখিয়া বুঝিলেন, প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। তিনি কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এদিকে কালহস্তী তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া অনুযোগ করিলেন, এবং তিনি তাহার উত্তর দিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৫। রজনী হইল শেষ, উদিল ভাস্কর, পাচকে লইয়া সঙ্গে চলিলা সত্বর
সেনাপতি কালহস্তী রাজার সকাশে, যেমন দেখিলা তাঁরে, অমনি জিজ্ঞাসে :—

৬। "সত্য কি, পাচক এই আদেশে তোমার করিতেছে নরনারী বধ অনিবার?
সত্যই কি মাংস দেই হতভাগ্যদের খেয়ে তৃপ্ত কর তুমি রসনা নিজের?"

৭। "সত্যই, হে কাল, করে এই সূপকার নরহত্যা প্রতিদিন আদেশে আমার।
করে যেই হেন কর্ম্ম তুষিতে আমায়, কি সাহসে চোর বলি বান্ধ তুমি তায়?

রাজার কথা শুনিয়া সেনাপতি ভাবিলেন, 'এ দেখিতেছি নিজের মুখেই দোষ স্বীকার করিতেছে। অহো, এ লোকটা কি দুঃসাহসিক। এ এতকাল মানুষ মারিয়া উদরসাৎ করিয়াছে। যাহা হউক, আমি ইহাকে নিরস্ত করিতেছি।' তিনি রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আর এমন কাজ করিবেন না; আর মনুষ্যমাংস খাইবেন না।" রাজা উত্তর দিলেন, "বল কি, কালহস্তী, আমার ইহা হইতে বিরত হইবার সাধ্য নাই।" "মহারাজ, বিরত না হইলে আপনার নিজের এবং এই রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য।" "রাজ্য ধ্বংস হয় হউক, আমি কিছুতেই এ অভ্যাস ছাড়িতে পারিব না।" তখন সেনাপতি রাজার চৈতন্য সম্পাদনার্থ উদাহরণ স্বরূপ একটা আখ্যায়িকা বলিলেন :—"মহারাজ, পুরাকালে মহাসাগরে ছয়টা মহাকায় মৎস্য ছিল। আনন্দ, তিমন্দ্র, * ও অধ্যবহার, † এই তিনটীর প্রত্যেকের দেহ ছিল পঞ্চশত যোজন-প্রমাণ। তিমি, তিমিঙ্গিল ও তিমিরপিঙ্গল, এই তিনটীর প্রত্যেকের দেহ ছিল সহস্র যোজনপ্রমাণ। ইহারা সকলেই পাষাণজাত শৈবল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। ইহাদের মধ্যে আনন্দ মহাসমুদ্রের এক পার্শ্বে থাকিত, প্রতিদিন বহু মৎস্য তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইত। এক দিন তাহারা ভাবিল, 'সমস্ত দ্বিপদ-চতুষ্পদেরই রাজা আছেন, দেখা যায়, কিন্তু আমাদের রাজা নাই; এস, আমরাও এই আনন্দকে রাজা করি।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে আনন্দকে রাজা করিল। তখন হইতে সকল মৎস্যই প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় রাজদর্শনে গিয়া আপনাদের রাজভক্তি জানাইতে লাগিল।

এক দিন আনন্দ পাষাণজাত শৈবল ভক্ষণ করিবার কালে না জানিয়া, শৈবল মনে করিয়া একটা মৎস্য ভক্ষণ করিল। খাইবার সময়ে ইহার মধুর স্বাদ পাইয়া আনন্দ ভাবিল, 'এ কি অপূর্ব্ব দ্রব্য খাইতেছি?' সে মুখ হইতে বাহির করিয়া দেখিল, উহা এক টুকরা মাছ। তখন সে ভাবিল, 'এত কাল জানি নাই বলিয়াই ইহা খাই নাই। এখন হইতে সকালে সন্ধ্যায় আমার সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সকল মৎস্য আসিবে, তাহাদের ফিরিবার কালে একটা দুইটা খাইব। কিন্তু আমি যদি সকলকে জানাইয়া শুনাইয়া খাই, তবে কোন মাছই আর আমার উপাসনার জন্য আসিবে না, সব পলাইয়া যাইবে।' ইহা বিবেচনা করিয়া সে প্রতিচ্ছন্ন থাকিত এবং যে সকল মাছ ফিরিয়া যাইত, তাহাদিগের কয়েকটাকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে প্রহার করিয়া খাইত।

এইরূপে মৎস্যদিগের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মৎস্যেরা চিন্তা

---

* পাঠান্তর—পনন্দ, প্রণন্দ।

† অধ্যবহার—যে, যাহা পায় তাহাই গিলিয়া ফেলে।

করিল, 'আমাদের জ্ঞাতিগণের এই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল কোথা হইতে?' তাহাদের মধ্যে একটা বিচক্ষণ মৎস্য ভাবিল, 'আনন্দের চালচলন আমার ভাল লাগিতেছে না। ইহাকে একবার পরীক্ষা করিতে হইতেছে।' অনন্তর এক দিন, মৎস্যেরা যখন আনন্দকে উপাসনা করিতে গেল, তখন সে আনন্দের কর্ণপত্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিল। আনন্দ মৎস্যদিগকে বিদায় দিয়া, যাহারা পশ্চাতে যাইতেছিল, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। ইহা দেখিয়া সেই বিচক্ষণ মৎস্যটী অন্যান্য মৎস্যদিগকে ভয়ের কারণ জানাইল। তখন তাহারা সকলেই ভয় পাইয়া পলায়ন করিল, মৎস্যরসলুব্ধ আনন্দও অন্যখাদ্য গ্রহণ করিল না। সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল, মাছগুলা কোথায় গেল, তাহা খুঁজিতে খুঁজিতে একটা পাহাড় দেখিয়া ভাবিল, 'বোধ হয় আমার ভয়ে তাহারা এই পাহাড়ের কাছেই লুকাইয়া আছে। আমি এই পর্ব্বতটা বেষ্টন করিয়া থাকিব এবং তাহারা কোথায় যায় দেখিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া আনন্দ লাঙ্গুল ও মস্তক দ্বারা পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বই বেষ্টন করিল—ভাবিল, 'যদি তাহারা এখানে থাকে, তবে এখন নিশ্চয় পলায়ন করিবে। তাহার দেহটা সমস্ত পর্ব্বত বেষ্টন করিয়াছিল, কাজেই সে প্রথমে নিজের পুচ্ছটা দেখিতে পাইল। সে মনে করিল, 'এটা একটা মাছ, আমাকে বঞ্চনা করিয়া এই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছে।' ইহা ভাবিয়া সে ক্রোধভরে নিজের পঞ্চাশ যোজনপ্রমাণ পুচ্ছটা গ্রাস করিল এবং উহাকে অন্য কোন মৎস্য বিবেচনা করিয়া মুর্ মুর্ শব্দে দংশন করিল। অমনি সে মহতী বেদনা অনুভব করিল; তাহার রুধিরের গন্ধে বহু মৎস্য গিয়া জুটিল, এবং একটু একটু করিয়া মাংস খাইতে খাইতে তাহার মাথাটার কাছে গিয়া পৌঁছিল। দেহটা এত বড় ছিল বলিয়া আনন্দের ফিরিবার সাধ্য রহিল না। সে ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করিল; চিহ্নের মধ্যে থাকিল তাহার পর্ব্বতাকার অস্থিপুঞ্জ। আকাশচারী তাপস ও পরিব্রাজকেরা এই বৃত্তান্ত মনুষ্য দিগকে জানাইলেন, এইরূপে সকল জম্বুদ্বীপে উক্ত ঘটনা লোকের জ্ঞানগোচর হইল। এই আখ্যায়িকাটী বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য কালহস্তী বলিলেন—

৮। আনন্দ মৎস্যের রাজা বহু মৎস্য করিয়া ভক্ষণ
মৎস্য ভিন্ন অন্য খাদ্য চায় না ক করিতে গ্রহণ।
ক্রমে অনুচরগণ যবে তার সংসর্গ ছাড়িল,
নিজমাংস খেয়ে লোভী অবশেষে জীবন ত্যজিল।

৯। রসনার দাস যারা, বুদ্ধিহীন উন্মত্তের প্রায়,
ভবিষ্যতে কি হইবে, সে দিকে না কখনও তাকায়।
পুত্রকন্যাজ্ঞাতিবন্ধু— করে তারা বিনাশ সবার,
না পেয়ে অপরে শেষে সর্ব্বনাশ করে আপনার।

১০। শুন মোর বাক্য, ভূপ, কুপ্রবৃত্তি কর পরিহার,
এখন হইতে আর নরমাংস করো না আহার।
মীনরাজ আনন্দের পরিণাম স্মরিয়া, ভূপাল,
করো না, করো না তুমি জনহীন রাজ্য এ বিশাল।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "কালহস্তী, তুমি যে উদাহরণ দিলে, আমিও এমন একটা উদাহরণ জানি যাহাতে তাহার অসারতা বুঝিতে পারিবে।" অনন্তর, মনুষ্যমাংসভোজনে তাঁহার এত আগ্রহ কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা বলিলেন:—

১১। সুজাত যাহার নাম, তার পুত্র জম্বুপেশীতরে
দুর্দ্দম্য লালসাবশে অনশনে অনাহারে মরে। *

১২। আমিও খেয়েছি, কাল, মানুষের-মাংস রসোত্তম;
না খেলে এখন তাহা দেহে প্রাণ না রহিবে মম।

ইহা শুনিয়া কালহস্তী ভাবিলেন, 'এই বাজা নিতান্ত বসলোলুপ। ইহাকে আবও একটী উদাহবণ দেখাইতে হইবে।' অনন্তব তিনি বলিলেন, "মহাবাজ, বিবত হউন।" বাজা বলিলেন, "তাহা আমাব অসাধ্য।" "আপনি বিবত না হইলে কি জ্ঞাতি-বন্ধুগণ, কি বাজ্যশ্রী, সকলেই আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে। বহুদিন পূর্ব্বে এই বারাণসী নগরেই এক পঞ্চশীলবক্ষক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণপবিবাবেব বাস ছিল। ঐ বংশে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ কবে; সে সুপণ্ডিত মাতাপিতাব প্রিয় ও আনন্দবর্দ্ধক ছিল এবং বেদত্রয়ে পাবগতা লাভ কবিয়াছিল, কিন্তু সে সমবয়স্ক যুবকদিগেব সহিত দল বান্ধিয়া বেড়াইত। দলেব অন্য সকল যুবক মৎস্যমাংসাদি খাইত ও সুবাপান কবিত; কিন্তু ঐ শ্রোত্রিয়কুমাব মাংসাদি খাইত না, সুবাও পান কবিত না। ইহাতে তাহাব বয়স্তেবা ভাবিল, 'এই মাণবক সুবা পান কবে না বলিয়া আমরা যে সুবা পান কবি তাহাব মূল্যও দেয় না; অতএব কোন উপায়ে ইহাকে সুবা পান কবিতে শিখাইতে হইবে।' তাহাবা এক দিন সমবেত হইয়া মাণবককে বলিল, "এস, ভাই, সকলে মিলিয়া একটু আমোদ কবি গিয়া।" সে উত্তব দিল, "তোমবা সুবা পান কর, আমি কবি না, অতএব তোমবাই যাও।" "ভাই, তোমাব পানেব জন্য কিছু দুধ

---

* পুবাকালে বারাণসীতে সুজাত নামক এক ভূস্বামী ছিলেন। একদা হিমালয় হইতে পঞ্চশত ঋষি লবণ ও অম্লসেবনার্থ আগমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজেব উদ্যানে বাস করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেবা করিতেন। তাঁহার গৃহে ঋষিদিগেব ব্যবহাবার্থ ভোজ্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। কিন্তু তপস্বীরা কখনও কখনও জনপদেও ভিক্ষা করিতে যাইতেন এবং সেখান হইতে সুবৃহৎ জম্বুফলের পেশী আহবণ করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন। তাঁহারা জম্বুপেশী আহরণ করিয়া খাইবার সময়ে তিন চাবি দিন সুজাতের গৃহে যান নাই। সুজাত ভাবিলেন, ভদন্তেবা তিন চাবি দিন আসিতেছেন না কেন? তাঁহারা কোথায় গেলেন?' অনন্তব তিনি নিজেব ছেলেটীর হাত ধরিয়া লইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। তখন তপস্বীদিগের ভোজনবেলা, সর্ব্বা পেক্ষা অল্পবয়স্ক এক জন তপস্বী বৃদ্ধ তপস্বীদিগকে মুখপ্রক্ষালনের জল দিয়া জম্বুপেশী খাইতেছিলেন। সুজাত তপস্বীদিগকে প্রণাম করিয়া উপবেশন কবিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, 'ভদন্তগণ, আপনারা কি ভোজন করিতেছেন?" "আমরা বৃহৎ জম্বুফলেব পেশী ভোজন করিতেছি।" ইহা শুনিয়া উহা খাইবার জন্য ছেলেটীর লালসা জন্মিল। তাহা দেখিয়া প্রধান তপস্বী তাহাকে এক টুকরা জাম দেওয়াইলেন। সে উহার মধুর আস্বাদে মুগ্ধ হইল এবং আর এক টুকরা দাও, আর এক টুকরা দাও বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা কবিতে লাগিল। ভূস্বামী তখন ধর্ম্মকথা শুনিতেছিলেন, তিনি ছেলেটীকে ধমক দিয়া বলিলেন, "চেঁচাস্ না, বাড়ীতে গিয়া খাইবি এখন।" ছেলেটীর চীৎকারে পাছে তপস্বীদিগের বিবক্তি জন্মে, এই জন্যই তিনি উক্তরূপে তাহাকে বঞ্চিত করিলেন। পুত্রকে এই বৃথা আশ্বাস দিয়া তিনি ঋষিদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই ছেলেটী 'এক টুকরা জাম দাও' বলিয়া পরিদেবন আরম্ভ করিল। এদিকে ঋষিরা ভাবিলেন, 'আমবা এখানে বহু দিন বাস করিলাম', এজন্য তাঁহারা হিমালয়ে ফিরিয়া গেলেন। যাইবাব কালে ছেলেটীকে বাগানে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা তাহার জন্য শর্কবামিশ্রিত আম্রজম্বু-পনসকদলী প্রভৃতির পেশী পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু উহা তাহার জিহ্বাগ্রে স্থাপিত হইবামাত্র হলাহলের মত কার্য্য করিল, ছেলেটী সপ্তাহকাল অনাহারে থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

পেশী—টুক্‌রা বা ছাল (খোষা)। জম্বুপেশী বলিলে, বোধ হয়, জামের আঁটি ছাড়া অবশিষ্ট অংশ বুঝায়।

লইয়া যাইব।" এই প্রস্তাবে মাণবক তাহাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল। ধূর্ত্তেরা বাগানে গিয়া পদ্মের পাতায় দোণা তৈয়ার করিয়া তাহাতে তীক্ষ্ণ সুরা বান্ধিয়া রাখিল, এবং পান করিবার কালে মাণবকের জন্য দুগ্ধ আনয়ন করিল। ইহার পর একজন ধূর্ত্ত বলিল, 'ওহে, পদ্মমধু লইয়া এস।' ইহা বলিয়া সে ঐ দোণাটা আনাইল এবং পদ্মপাতার নীচে একটা ছিদ্র করিয়া সুরা চুষিয়া পান করিল। ইহার পর অন্য সকল ধূর্ত্তও ঐ পাত্র হইতে উক্তরূপে সুরাপান করিল। মাণবক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি খাইতেছ?" তাহাদের উত্তর শুনিয়া সেও পদ্মমধুজ্ঞানে সুরা পান করিল। ইহার পর ধূর্ত্তেরা তাহাকে কিছু অঙ্গারপক্ব মাংস দিল; সে তাহাও খাইল। এইরূপে বার বার সুরাপান করিয়া মাণবক মত্ত হইল, তখন ধূর্ত্তেরা তাহাকে বলিল, "এ পদ্মমধু নয়; ইহারই নাম সুরা।" মাণবক বলিল, 'হায়, এতকাল এই মধুর রসের আস্বাদে বঞ্চিত ছিলাম! তোমরা আমাকে আরও সুরা দাও।' ধূর্ত্তেরা আবার তাহাকে সুরা আনিয়া দিল। ইহাতে তাহার ভয়ানক পিপাসা জন্মিল। সে আবার সুরা চাহিলে ধূর্ত্তেরা বলিল, "আর নাই।" "নাই বলিলে চলিবে না, আবার আনাও" বলিয়া মাণবক তাহাদিগকে নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিল। এইরূপে মাণবক সারাদিন তাহাদের সঙ্গে সুরাপান করিল, তাহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; সে প্রলাপ করিতে করিতে বাড়ীতে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পিতা বুঝিতে পারিলেন যে, সুরাপান করাতেই তাহার এ দশা ঘটিয়াছে। তাহার নেশা ছুটিলে তিনি বলিলেন, "বৎস, তুমি শ্রোত্রিয়কুলে জন্মিয়া অতি গর্হিত কাজ করিয়াছ; আর কখনও ইহা করিও না।" মাণবক বলিল, "বাবা, আমি কি দোষ করিয়াছি?" "সুরা পান করিয়াছ।" "বলেন কি, বাবা? আমি এতকাল ত এমন মধুর রসের আস্বাদ পাই নাই।" ব্রাহ্মণ তাহাকে পুনঃ পুনঃ বারণ করিলেন, সে একই কথা বলিয়া উত্তর দিল "আমি মদ ছাড়িতে পারিব না।" তখন ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'যদি না ছাড়ে, তবে আমাদের পুরুষ-পরম্পরাগত বংশমর্য্যাদা ও ধনসম্পত্তি সমস্তই নষ্ট হইবে।' তিনি বলিলেন,

১৩। "করো না এমন কাজ, হে প্রিয়দর্শন, শ্রোত্রিয় কুলেতে তুমি লভেছ জনম।
অভক্ষ্য ভক্ষণ করা উচিত কি তব? কেন বিনাশিবে তুমি কুলের গৌরব?

বৎস, তুমি বিরত হও। তুমি বিরত না হইলে, হয় আমি এই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব, নয় তোমাকে এই রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাইব।" মাণবক বলিল, 'যদি এরূপও ঘটে, তথাপি আমি সুরা ত্যাগ করিতে পারিব না।

১৪। খাইতে নিষেধ কর যাহা রসোত্তম! যাব চলি যেথা সাধ পূর্ণ হবে মম।
১৫। যাব চলি, সঙ্গে তব থাকিব না আর, চক্ষুঃশূল হইয়াছি এখন তোমার।

আমি সুরাপান হইতে বিরত হইব না; আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুমি যখন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে, তখন আমরাও তোমাকে ত্যাগ করিলাম।

১৬। এ ধনভোগের তরে পাইব নিশ্চয় অন্য কোন পুত্র আমি, শোন্ পাপাশয়।
যা চলি, নিপতি যা, ইচ্ছা যেই স্থানে; কোথা যাস্ তাহা যেন নাহি শুনি কাণে।"

অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই কুলাঙ্গারকে লইয়া বিনিশ্চয়শালায় গমন করিলেন এবং সেখানে তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া দূর করিয়া দিলেন। কালক্রমে এই হতভাগ্য মাণবক নিতান্ত

নিঃস্ব ও দুর্দ্দশাপন্ন হইল; সে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া খর্পরহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং পরিশেষে অবসন্নদেহে পথপার্শ্বস্থ একটা প্রাচীরের নিকটে প্রাণত্যাগ করিল।"

এই বৃত্তান্ত শুনাইয়া কালহস্তী রাজাকে বলিলেন, "আপনি যদি আমাদের কথামত না চলেন, তবে আপনাকেও আমরা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিব।

১৭। শুন, নৃপ, সাবধানে মম উপদেশ; নচেৎ দুর্গতি তব ঘটিবে অশেষ।
রাজ্য হতে হবে তব চির নির্ব্বাসন, সুরাপায়ী সাগরের হইল যেমন।"

কালহস্তীর এই উদাহরণ শুনিয়াও রাজা নিজের অভ্যাসদোষ হইতে বিরত হইতে পারিলেন না; তিনি ইহার একটা প্রত্যুদাহরণ দিয়া বলিলেন,

১৮। আত্মতত্ত্বদর্শীদের শ্রাবক সুজাত অপ্সরা লাভের তরে হইল প্রমত্ত।
নাহি খায় অন্ন, নাহি করে বারি পান, অপ্সরা পাইতে সদা উচাটন প্রাণ।

১৯। কুশাগ্র সংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র বারিকণা, সাগর-জলের সঙ্গে তার কি তুলনা?
যে কাম উপজে মানুষীর রূপে মনে, যে কাম উপজে দিব্যাঙ্গনা-দরশনে,—
প্রভেদ এ উভয়ের ঠিক সে প্রকার, অপ্সরার তুলনায় নারী অতি ছার। *

২০। আমিও খেয়েছি, কাল, মাংস রসোত্তম, তাহা বিনা দেহে প্রাণ না রহিবে মম।

সুগতের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, এই আখ্যায়িকাও প্রায় সেইরূপ।

রাজার কথা শুনিয়া কালহস্তী ভাবিলেন, 'এই রাজা নিতান্ত রসনার দাস হইয়াছেন। আমি ইহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেছি।' অনন্তর তিনি বলিলেন, "মহারাজ, স্বজাতির মাংস খাইয়া আকাশচর সুবর্ণহংসেরাও বিনষ্ট হইয়াছিল। আমি তাহাদের কথা বলিতেছি:—

* ১৮শ ও ১৯শ গাথায় যে পৌরাণিকী কথার উল্লেখ আছে তাহার ব্যাখ্যার জন্য টীকাকার বলিয়াছেন:—সেই পঞ্চশত ঋষি (১১শ গাথার টীকায় যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে। মহাজদুপেণী ভোজন করিতে গিয়া ফিরিলেন না দেখিয়া সুজাত ভাবিলেন, 'তাঁহারা আসিতেছেন না কেন? তাঁহারা কোথায় গেলেন, জানিতে হইতেছে। তাঁহাদের নিকটে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিব।' অনন্তর তিনি উদ্যানে গেলেন এবং প্রধান ঋষির মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল, ঋষি তাঁহাকে বিদায় দিলেন, কিন্তু তিনি স্থির করিলেন, 'আজ এখানেই থাকিব।' তিনি ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া একটা পর্ণশালার মধ্যে গিয়া শুইলেন। রাত্রিকালে দেবরাজ শক্র দেবসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া এবং নিজের পরিচারিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া ঋষিদিগকে উপাসনা করিতে আসিলেন। তখন সমস্ত উদ্যান উদ্ভাসিত হইল। ইহার কারণ জানিবার জন্য সুজাত শয্যা হইতে উঠিলেন এবং পর্ণশালার একটা ছিদ্র দিয়া, ঋষিদিগের উপাসনার্থ সমাগত দেবাপ্সরঃপরিবৃত শক্রকে দেখিতে পাইলেন। অপ্সরাদিগকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে কামোদয় হইল। শক্র উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিলেন এবং তাহার পর স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। ভূস্বামী পরদিন ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্তগণ, কাল রাত্রিকালে কে আপনাদিগকে পূজা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন?" "ঋষিরা বলিলেন, 'ভদ্র, তিনি শক্র।' "তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল কাহারা?" 'দেবতা ও অপ্সরারা†।" ইহা শুনিয়া সুজাত ঋষিদিগকে আবার প্রণাম করিলেন এবং গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই 'আমাকে 'অচ্ছরা' দাও, আমাকে 'অচ্ছরা' দাও" বলিয়া তিনি প্রলাপ করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; তাহারা ভাবিল, তিনি বুঝি ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন। তাহারা তাঁহার মুখের কাছে তুড়ি দিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আমি এ অচ্ছরার কথা বলি নাই, আমি দেবাচ্ছরা চাই।" তখন তাহারা ভূস্বামীর ভার্য্যাকে এবং গণিকাদিগকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিল; কিন্তু তিনি একে একে ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, 'এ অচ্ছরা নয়, যক্ষী, তোমরা আমাকে দেবাচ্ছরা দাও।" এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে শেষে অনাহারে তাঁহার জীবনান্ত হইল।

† পালি 'অচ্ছরা'। পালি ভাষায় 'অচ্ছরা' শব্দে 'অপ্সরা' ও 'তুড়ি' (ছোটিকা) উভয়ই বুঝায়।

২১। প্রকৃতিবিরুদ্ধ খাদ্য করিয়া ভক্ষণ মরিল খেচর ধৃতরাষ্ট্র হংসগণ। *
২২ তুমিও যদ্যপি কর অভক্ষ্য গ্রহণ, রাজ্য হ'তে হবে তব ধ্রুব নির্ব্বাসন।

ইহার উত্তরে রাজা আরও একটী উদাহরণ দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগরবাসীরা দাঁড়াইয়া বলিল, "সেনাপতি মহাশয়, আপনি করিতেছেন কি? আপনি মনুষ্যখাদক চোরকে ধরিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, বলুন। সে যদি এই নিষ্ঠুর কাজ হইতে বিরত না হয়, তবে তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিন্।" তাহারা রাজাকে আর কিছু বলিতে দিল না। রাজাও এত লোকের কথা শুনিয়া ভয় পাইলেন; তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। সেনাপতি তাঁহাকে আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, বিরত হইতে পারিবেন কি?" রাজা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন, "না।" তখন সেনাপতি রাজার অন্তঃপুরবাসীদিগকে এবং দারাপুত্র প্রভৃতিকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আপনার এই জ্ঞাতিবন্ধুগণ, অমাত্যগণ এই রাজশ্রী, এ সমস্ত অবলোকন করুন, নিজের সর্ব্বনাশ করিবেন না, মনুষ্যমাংস হইতে বিরত হউন।" রাজা বলিলেন, "আমার নিকট মনুষ্যমাংস অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।" "তবে, মহারাজ, আপনি এই নগর ও এই রাজ্য হইতে প্রস্থান করুন।" "কালহস্তী, আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই, আমি চলিয়া যাইতেছি; আমাকে একখানি খড়্গ এবং পাচকটীকে দাও।" তখন সেনাপতি রাজাকে একখানি খড়্গ দিলেন এবং পাচকের স্কন্ধে মনুষ্যমাংসপাকের পাত্র ও মাংসের ঝুড়ি দিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

রাজা পাচককে সঙ্গে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বনে গিয়া একটা ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূলে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তিনি সেখানে বাস করিতেন, বনপথের

* এই প্রসঙ্গে টীকাকার বলিয়াছেন:—পুরাকালে চিত্রকূট পর্ব্বতে সুবর্ণগুহায় নবতিসহস্র হংস বাস করিত। তাহারা বর্ষার চারি মাস বাহিরে যাইত না, কারণ তাহাদের ভয় ছিল বাহিরে গেলে বৃষ্টির জলে পক্ষ সিক্ত হইবে এবং তাহারা উড্ডয়নে অশক্ত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়া যাইবে। এইজন্য তাহারা বর্ষার চারি মাস বাহিরে যাইত না, বর্ষা আসিবার প্রাক্কালে হ্রদ হইতে স্বয়ংজাত শালি আহরণ করিয়া গুহা পূর্ণ করিয়া রাখিত এবং উহা খাইয়া বর্ষা কাটাইত। তাহারা গুহায় প্রবেশ করিলে রথচক্রপ্রমাণ একটা ঊর্ণনাভ উহার দ্বারদেশে এক এক মাসে এক একটা জাল নির্ম্মাণ করিত, ঐ জালের এক একটা সূত্র গো-রজ্জুর ন্যায় স্থূল ছিল। ঐ জাল ছেদন করাইবার জন্য হংসগণ একটা তরুণ হংসকে আপনাদের দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য দিত। বর্ষান্তে সে পুরোবর্ত্তী হইয়া জাল ছেদন করিত, অন্য হংসেরা সেই পথে গুহার বাহির হইত।

একবার পঞ্চমাসব্যাপী বর্ষাকাল হইয়াছিল। হংসদিগের খাদ্যের অভাব ঘটিল, তাহারা কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য মন্ত্রণা করিল এবং স্থির করিল, 'এখন প্রাণ বাঁচাইতে পারিলে শেষে অণ্ড পাইব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা প্রথমে অণ্ডগুলি খাইল, তাহার পর ক্রমে শাবকগুলি এবং জরাজীর্ণ হংসগুলিও উদরসাৎ করিল। পাঁচ মাসের পর বর্ষা শেষ হইল, ঊর্ণনাভ পাঁচটা জাল বান্ধিয়া রাখিয়াছিল। হংসগণ স্বজাতির মাংস খাইয়া ক্ষীণবল হইয়াছিল। যে তরুণ হংসটা অন্যের দ্বিগুণ খাদ্য পাইত, সে চঞ্চুর আঘাতে চারিটা জাল ছেদন করিল, কিন্তু পঞ্চম জালটা ভেদ করিতে পারিল না। সে উহাতেই সংলগ্ন হইয়া থাকিল; ঊর্ণনাভ তাহার মাথাটা কাটিয়া রক্ত পান করিল। ইহার পর অন্য হংসেরাও একে একে অগ্রসর হইয়া জালে আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারাও উহাতে সংলগ্ন হইয়া রহিল। এইরূপে ঊর্ণনাভটা সমস্ত হংসের রক্ত পান করিল। লোকে বলে, এইরূপেই ধৃতরাষ্ট্র হংসদিগের † বিলোপ ঘটিয়াছিল।

† পালি সাহিত্যে ছয় প্রকার হংসের নাম দেখা যায়। ধৃতরাষ্ট্রগণ তাহাদের অন্যতম। মহাহংস জাতকের (৫৩৪) ২২২ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

পার্শ্বে থাকিয়া মানুষ মারিতেন, তাহাদের মাংস আনিয়া পাচককে দিতেন, পাচক উহা পাক করিয়া দিত। এইরূপে তাঁহারা দুই জনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যখন "আমি সেই নরমাংসভুক্ দস্যু" বলিয়া বাহির হইতেন, তখন কেহই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিত না, সকলে ভয়ে ভূতলশায়ী হইত, তিনি তাহাদের যাহাকে ভাল মনে করিতেন, তাহাকে কখনও ঊর্দ্ধপাদে, কখনও অধঃপাদে তুলিয়া পাচকের হস্তে সমর্পণ করিতেন।

এক দিন রাজা বনে কোন মানুষ না পাইয়া বৃক্ষমূলে ফিরিয়া গেলেন। পাচক জিজ্ঞাসা করিল, "উপায় কি, মহারাজ?" রাজা বলিলেন, "উনানে হাড়ি চড়াও।" "মাংস কোথায়, মহারাজ?" "আমি মাংস পাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।" পাচক বুঝিল, এত দিনে তাহার প্রাণান্ত ঘটিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে উনানে আগুন জ্বালিল ও হাঁড়ি চড়াইল। নরমাংসভুক্ রাজা অসির আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন এবং তাহার মাংস পাক করিয়া খাইলেন। তখন হইতে তিনি একাকী বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজেই পাক করিয়া খাইতে লাগিলেন।

এদিকে সমস্ত জম্বুদ্বীপে প্রচার হইল যে, এক নরমাংসাশী পথিকদিগের প্রাণবধ করে। ঐ সময়ে এক বিভবশালী ব্রাহ্মণ পঞ্চশত শকটসহ বাণিজ্য করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'নরমাংসভুক্ দস্যু না কি পথে পাইলে মানুষ মারে; আমি ধন দিয়া বন উত্তীর্ণ হইব।' তিনি বনমুখবাসী লোকদিগকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে বন পার করাইয়া দাও।" অনন্তর তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি বনপথে প্রবেশ করিলেন, শকটগুলি আগে আগে চলিল, তিনি স্নাত ও গন্ধানুলিপ্ত হইয়া ও সর্ব্বালঙ্কার পরিধান করিয়া শ্বেতগোবাহিত সুখযানে আসীন হইলেন এবং সেই সকল অটবীরক্ষক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বপশ্চাতে চলিলেন। নৃমাংসাদ রাজা একটা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া লোক আসিতেছে কি না, দেখিতেছিলেন, তিনি অপর সমস্ত লোকের মধ্যে কাহাকেও ভক্ষণের যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন না, কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে খাইবার জন্য তাঁহার মুখ লালায়িত হইল, ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আসিলে, "অরে, আমি সেই নরমাংসখাদক দস্যু' বলিয়া তিনি নিজের নাম শুনাইলেন এবং খড়্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলের চক্ষুতে বালুকা নিক্ষেপ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের অনুচরদিগের উপরে গিয়া পড়িলেন। কাহারও তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি রহিল না, সকলে বুকে ভর দিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল। নৃমাংসাদ তখন সুখযানাসীন সেই ব্রাহ্মণকে পা ধরিয়া নিজের পিঠে তুলিয়া লইলেন, হতভাগ্যের মাথাটা নিম্নাভিমুখে ঝুলিয়া পড়িল এবং নৃমাংসাদের গুল্‌ফের সহিত ঠক্ ঠক্ করিয়া ঠেকিতে লাগিল। এই অবস্থায় নৃমাংসাদ ব্রাহ্মণকে তুলিয়া লইয়া গেল। রক্ষকেরা উঠিয়া বলিল, "ভাই সকল, চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না, আমরা ব্রাহ্মণের হাতে হাজার টাকা পাইয়াছি; ধিক্ আমাদের পুরুষকারে। শক্তিমান্ হও, শক্তিহীন হও, এস, সকলে কিছুদূর দস্যুটাকে তাড়া করি।" তাহারা কিয়দ্দূর তাড়া করিল, তাহার পর নৃমাংসাদ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, কেহই অনুধাবন করিতেছে না। তখন তিনি ধীরে ধীরে চলিলেন। এদিকে একটা সাহসী লোক মহাবেগে ছুটিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া নৃমাংসাদ একটা বেড়া ডিঙ্গাইবার জন্য লাফ দিলেন এবং খদির-কাষ্ঠের একটা গোঁজার উপর গিয়া পড়িলেন। ইহাতে তাঁহার একখানি পা এফোঁড়

ওফোঁড হইল। পায়েব উপরের পিঠ দিয়া গোঁজাটাব আগা বাহিব হইল। তিনি খোঁডাইতে খোঁডাইতে চলিলেন, ক্ষতস্থান হইতে বক্তস্রাব হইতে লাগিল। তখন সেই লোকটা বলিল, "আমি নিশ্চয় ইহাকে জখম কবিয়াছি, তোমবা পিছনে পিছনে এস; দস্যুটাকে এখনই ধবিব।" অন্য সকলেও বুঝিল, নৃমাংসাদ দুর্ব্বল হইয়াছেন; তাহাবা তাঁহাকে আবাব তাডা কবিল। ইহা দেখিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে ছাডিয়া দিয়া আত্মবক্ষা কবিলেন। ব্রাহ্মণকে পাইয়া বক্ষকেবা ভাবিল, দস্যু ধবিলে আব কি লাভ হইবে? তাহাবা প্রতিনিবৃত্ত হইল, নৃমাংসাদও ন্যগ্রোধমূলে গিয়া প্রবোহান্তবে প্রবেশপূর্ব্বক শয়ন করিলেন এবং বৃক্ষদেবতাব নিকট কামনা কবিলেন, "আর্য্যে বৃক্ষদেবতে, যদি এক সপ্তাহেব মধ্যে আমার এই ক্ষত নীবোগ হয়, তবে সমস্ত জম্বুদ্বীপেব এক শত এক জন ক্ষত্রিয় বাজাব গলবক্তে তোমাব কাণ্ড প্রক্ষালন কবিব, তাহাদের অন্ত্রদ্বাবা চতুর্দ্দিকে তোমাব শাখাপল্লব সাজাইব এবং মধুব মাংস দ্বাবা তোমাকে পূজা দিব।"

অন্নপানাভাবে নৃমাংসাদেব শবীব শীর্ণ হইল, কিন্তু সপ্তাহেব মধ্যেই তাঁহাব ঘা শুকাইয়া গেল। তিনি সিদ্ধান্ত কবিলেন, দেবতাব অনুগ্রহেই নীবোগ হইয়াছেন। কয়েকদিন মনুষ্য মাংস খাইযা যখন তিনি সবল হইলেন, তখন তিনি ভাবিলেন, "এই দেবতা আমাব বড উপকাব কবিয়াছেন, অতএব মানত শোধ কবিতে হইবে।" তিনি বাজাদিগকে ধবিবাব উদ্দেশ্যে খড়্গ হস্তে লইয়া সেই বৃক্ষমূল হইতে যাত্রা কবিলেন।

কোন অতীত জন্মে এই বাজা যখন যক্ষ ছিলেন, তখন আব এক যক্ষ বন্ধুভাবে অনুচর্য্যা কবিযা ইহাব সহিত একসঙ্গে মনুষ্যমাংস খাইত। সে বাজাকে দেখিযা চিনিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে তাহাব বন্ধু ছিলেন। সে বলিল, "ভাই, তুমি আমাকে চিনিতে পাবিয়াছ কি?" বাজা বলিলেন, 'না।" ইহা শুনিয়া যক্ষ তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মেব বৃত্তান্ত বলিল। বাজা তখন তাহাকে চিনিতে পাবিয়া সুহৃৎসম্ভাষণ করিলেন। যক্ষ জিজ্ঞাসিল, "এখন কোথায় জন্মিয়াছ?" বাজা তাহাকে নিজেব জন্মস্থান বলিলেন, কিরূপে বাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, এখন কোথায় বাস কবিতেছেন, কিরূপে পায়ে গোঁজা ফোঁটায় আহত হইয়াছিলেন, এ সমস্তও জানাইলেন এবং বলিলেন, "বৃক্ষদেবতাব নিকট যে মানত কবিয়াছিলাম, তাহা শোধ কবিবাব জন্য বাহিব হইয়াছি। এই সঙ্কল্পসিদ্ধিব জন্য তোমারও আমাকে সাহায্য কবা কর্ত্তব্য; চল ভাই, দুজনে একসঙ্গে যাই।" যক্ষ বলিল, "আমি যাইতাম, কিন্তু আমাব অন্য একটা কাজ আছে। আমি অনর্ঘপদলক্ষণ-নামক * একটী মন্ত্র জানি, তাহাব প্রভাবে দেহে বল হয়, দ্রুতগমনেব ক্ষমতা জন্মে এবং হৃদয়ে সাহস বাডে। তুমি সেই মন্ত্র গ্রহণ কব।" "বেশ বলিয়াছ" বলিয়া বাজা ঐ মন্ত্র গ্রহণ কবিলেন, যক্ষ তাঁহাকে মন্ত্র দান কবিযা চলিয়া গেল। মন্ত্র শিখিয়া নৃমাংসাদ বাযুব ন্যায় বেগবান্ এবং অতি সাহসী হইলেন; কোন বাজা উদ্যানাদিতে গমন কবিতেছেন দেখিলেই তিনি নিজের নাম উচ্চাবণপূর্ব্বক বাযুবেগে তাঁহাব উপবে গিয়া পডিতেন, উল্লম্ফন ও চীৎকার কবিয়া তাঁহাকে সন্ত্রস্ত কবিতেন; তাঁহাকে পাদুখানি ধবিয়া অধঃশিব কবিতেন। এইভাবে বহন কবিবাব কালে তিনি নিজেব পার্ষ্ণি দ্বাবা তাঁহাব মস্তকে আঘাত করিতেন, বাযুবেগে ছুটিতেন এবং বন্দীর কবতলে ছিদ্র করিয়া বজ্জুদ্বারা তাঁহাকে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষে

* যে মন্ত্রের পদগুলি মহামূল্য অর্থাৎ মহাপ্রভাবসম্পন্ন।

এমনভাবে ঝুলাইয়া রাখিতেন যে তাঁহার পাদাঙ্গুলির অগ্রভাগমাত্র ভূমি স্পর্শ করিত। বন্দী এইভাবে প্রলম্বিত হইয়া শুষ্ক পুষ্পমালা-করণ্ডের ন্যায় আবর্ত্তন করিতেন। এবম্প্রকারে এক সপ্তাহের মধ্যেই নৃমাংসাদ এক শত রাজাকে বন্দী করিলেন। সুতসোম তাঁহার পৃষ্ঠাচার্য্য ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহাকে বধ করিলে জম্বুদ্বীপ রাজশূন্য হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে আনিলেন না। অতঃপর তিনি বলিদান-কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য আগুন জ্বালিলেন এবং বসিয়া বসিয়া কাঠের শূল কাটিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বৃক্ষদেবতা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি না কি আমাকে পূজা দিবে, কিন্তু আমি ত ইহার ক্ষত ভাল করি নাই। অথচ এ একটা মহাবিনাশের আয়োজন করিয়াছে। কিন্তু আমি ত ইহাকে নিরস্ত করিতে পারিব না।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি চতুর্ম্মহারাজের (লোকপালের) নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং অনুরোধ করিলেন, "আপনারা ইহাকে নিষেধ করুন।" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আমাদের সাধ্য নাই।" তখন বৃক্ষদেবতা শক্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ ব্যাপার জানাইলেন এবং বলিলেন, 'আপনি নিবারণ করুন। শক্র উত্তর দিলেন, "আমার সাধ্য নাই, কিন্তু যাঁহার সাধ্য আছে, এমন এক জনের নাম করিতেছি।" "কে তিনি?" "দেবলোকে ও নরলোকে অন্য কেহই নাই, যে এই ব্যক্তিকে নিরস্ত করিতে পারে, কেবল কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কৌরবরাজপুত্র সুতসোমই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিবেন, বন্দী রাজাদিগের প্রাণরক্ষা করিবেন, ইহার নরমাংসভক্ষণরূপ রোগ দূর করিবেন এবং সমস্ত জম্বুদ্বীপে অমৃত সেচন করিবেন। তুমি যদি রাজাদিগের প্রাণরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে বল গিয়া যে, অগ্রে সুতসোমকে আনিয়া তাহার পর বলিদান কর্ম্ম সম্পন্ন করুক।" বৃক্ষদেবতা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সত্বর ফিরিয়া গেলেন এবং প্রব্রাজকের বেশ গ্রহণ করিয়া নৃমাংসাদের অদূরে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়া নৃমাংসাদ ভাবিলেন, রাজাদের মধ্যে কেহ পলায়ন করিল না কি?' তিনি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছদ্মবেশী বৃক্ষদেবতাকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, প্রব্রাজকেরা সচরাচর ক্ষত্রিয়জাতীয়। ইহাকে ধরিয়া এক শত এক সংখ্যা পূরণ করিয়া বলিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যাউক।' তিনি উঠিয়া অসিহস্তে বৃক্ষদেবতার অনুধাবন করিলেন; কিন্তু তিন যোজন অনুধাবন করিয়াও তিনি বৃক্ষদেবতাকে ধরিতে পারিলেন না। তাঁহার গা দিয়া ঘাম ছুটিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'পূর্ব্বে হস্তী, অশ্ব বা রথ ছুটিয়া গেলেও আমি অনুধাবন করিয়া ধরিতাম, কিন্তু আজ এই প্রব্রাজক স্বাভাবিক গতিতে চলিলেও ইহাকে শরীরের সমস্ত বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অনুধাবন করিয়াও ধরিতে পারিলাম না! ইহার কারণ কি?' ইহার পর তিনি আবার চিন্তা করিলেন, 'প্রব্রাজকেরা না কি আজ্ঞাবহ। আমি যদি ইহাকে 'তিষ্ঠ' বলি এবং এ যদি থামে, তবে আমি ইহাকে থামিলেই ধরিতে পারিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, 'তিষ্ঠ, শ্রমণ।" প্রব্রাজক বলিলেন, "আমি ত থামিয়াছি, তুমিও থামিবার চেষ্টা কর।" নরমাংসাদ বলিলেন, "প্রব্রাজকেরা না কি প্রাণরক্ষার জন্যও মিথ্যা কথা বলে না, অথচ তুমি মিথ্যা বলিতেছ।

২৩। আমি বলি 'তিষ্ঠ', তুমি আগে আগে যাও চলি,
না থামিয়া 'থামিয়াছি' কেন এই মিথ্যা বলি?

শ্রমণের উপযুক্ত নহে তব আচার*,
ভেবেছ কি আমি এই তুচ্ছ কঙ্কপত্র সম* '

ইহার উত্তরে বৃক্ষদেবতা দুইটী গাথা বলিলেন :--

২৪। সদ্ধর্ম্মেতে প্রতিষ্ঠিত আছি অনুক্ষণ, নাম গোত্র পরিবর্ত্ত করি না কখন,
চোর যারা, তাহারাই প্রতিষ্ঠা-বিহীন, অচিরে নরকে যায় আয়ু হ'লে ক্ষীণ।†
২৫। থাকে যদি শক্তি, নৃপ, সুতসোমে ধর, বধি তাঁরে, স্বর্গহেতু যজ্ঞ সাঙ্গ কর। ‡

ইহা বলিয়া দেবতা নিজের প্রব্রাজকবেশ অন্তর্দ্ধাপন করাইলেন এবং নিজবেশে দ্বিতীয় প্রভাকরের ন্যায় আকাশে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া ও রূপ দেখিয়া নৃমাংসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?" দেবতা উত্তর দিলেন, "আমি এই বৃক্ষেই দেবরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছি।" 'আজ আমার ইষ্টদেবতার দর্শন পাইলাম' ভাবিয়া নৃমাংসাদ আহ্লাদিত হইলেন, তিনি বলিলেন, 'প্রভু দেবরাজ, আপনি সুতসোমের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আপনি স্বীয় বৃক্ষে প্রবেশ করুন।' দেবতা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই বৃক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে সূর্য্য অস্তমিত এবং চন্দ্র উদিত হইল, নৃমাংসাদ বেদ-বেদাঙ্গপারগ ছিলেন, তিনি নক্ষত্রগণের গতিবিধি জানিতেন। তিনি নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পরদিন চন্দ্র পুষ্যা নক্ষত্রে থাকিবে; কাজেই সুতসোম স্নানার্থ উদ্যানে গমন করিবেন। তিনি স্থির করিলেন, 'সেখানেই সুতসোমকে ধরিতে হইবে। তাঁহার বহু শরীররক্ষক থাকিবে, চতুর্দ্দিকে তিন যোজন পর্য্যন্ত জম্বুদ্বীপবাসী সমস্ত লোকে তাঁহাকে রক্ষা করিবে, অতএব ইহারা সমবেত হইবার পূর্ব্বেই প্রথম যামে মৃগাচির উদ্যানে গিয়া মঙ্গলপুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়া রহিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া নৃমাংসাদ গিয়া সেই মঙ্গলপুষ্করিণীর মধ্যে অবতরণ করিলেন, এবং পদ্মপত্রদ্বারা নিজের মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহের তেজে পুষ্করিণীর মৎস্যকচ্ছপ প্রভৃতি হঠিয়া গিয়া তটের ধারে দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল। যদি বল 'তাঁহার এত তেজ হইল কি কারণে?" ইহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের ফল। তিনি কাশ্যপ দশবলের সময়ে শলাকা-বিতরণ করিয়া ভিক্ষুদিগের পানার্থ দুগ্ধদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই পুণ্যের জন্য মহাবল হইয়াছিলেন। তিনি অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া ভিক্ষুদিগের শীতনিবারণার্থ অগ্নি, কাষ্ঠ এবং কাঠ চিরিবার জন্য বাসীপরশু দিয়াছিলেন, এইজন্য এত তেজস্বী হইয়াছিলেন।

নৃমাংসাদ এইভাবে উদ্যানে গিয়া থাকিলেন, এদিকে অতি প্রত্যূষে তিন যোজন পর্য্যন্ত রক্ষিগণ প্রতিষ্ঠিত হইল, রাজা সুতসোম প্রাতঃকালেই প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন

* কঙ্ক = ক্রৌঞ্চ বা বক। বকের পালক দিয়া শরপুচ্ছ গঠিত হইত বলিয়া শরের একটী নাম কঙ্কপত্র। এখানে, বোধ হয়, কঙ্কপত্রে শর বুঝাইতেছে না, কঙ্কের অর্থাৎ বকের পালকই বুঝাইতেছে।

† এই গাথায় বৃক্ষদেবতা প্রকারান্তরে রাজাকে বলিতেছেন, "তোমার নাম পূর্ব্বে ছিল ব্রহ্মদত্ত, এখন হইয়াছে কল্মাষপাদ, তোমার জন্ম ছিল ক্ষত্রিয়কুলে, এখন হইয়াছ তুমি নরমাংসাশী রাক্ষস। তুমি চোর, তুমি দুরাচার, এইজন্যই তোমাকে নামগোত্র পরিবর্ত্ত করিতে হইয়াছে। অচিরে তোমাকে নরকেও যাইতে হইবে।

‡ এই গাথায় প্রকারান্তরে বলা হইল, "মিথ্যাবাদী আমি নই, মিথ্যাবাদী তুমি, কারণ তুমি এক শত এক জন রাজা মারিয়া পূজা দিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু এখন এক শত রাজা মারিয়া অঙ্গীকারমুক্ত হইতে চাহিতেছ।

এবং অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনাসহ নগর হইতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে তক্ষশিলা হইতে নন্দনামক এক ব্রাহ্মণ চারিটী শতার্হ গাথা লইয়া দ্বিসহস্র যোজন পথ অতিক্রমপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছিলেন এবং নগরদ্বার-সন্নিহিত এক গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সূর্য্য উদিত হইলে তিনি নগরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন, স্থতসোম পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির হইতেছেন। তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন "মহারাজের জয় হউক।" রাজা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যাইতেছিলেন। তিনি উন্নতপ্রদেশে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের প্রসারিত হস্ত দেখিতে পাইয়া হস্তীকে তাঁহার নিকটে লইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,

২৬। "কোন্ দেশে জন্ম তব? কি কারণে হেথা আগমন?
যা' চাহিবে দিব আজ, কি চাও তা' বল, হে ব্রাহ্মণ।"

ইহার উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন,

২৭। "মহাসাগরের মত স্থগভীর অর্থযুক্ত
এনেছি চারিটী গাথা শুনাতে তোমায়
তিষ্ঠ হেথা ক্ষণকাল, শুন, ওহে মহীপাল,
পরমার্থযুক্ত সেই গাথা-চতুষ্টয়।

মহারাজ, এই গাথা চারিটী দশবল কাশ্যপের উপদেশ। ইহাদের এক একটীর মূল্য এক শত মুদ্রা। শুনিয়াছি, আপনি নাকি 'স্থতবিত্ত' *, এইজন্য আপনাকে এই গাথাগুলি শিখাইতে আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন; আমি কিন্তু এখন ফিরিতে পারিতেছি না, অদ্য পুষ্যাযোগে অবগাহন-স্নানের দিন। স্নানান্তে ফিরিয়া আপনার গাথা শুনিব। আপনি সেজন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না।" অনন্তর তিনি অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, অমুক গৃহে ব্রাহ্মণের জন্য শয্যা রচনা কর এবং তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা কর।"

অনন্তর স্থতসোম সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। উহা চতুর্দ্দিকে অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ প্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। শত শত হস্তী পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন হইয়া উহা বেষ্টন করিয়াছিল, হস্তীদিগের পর অশ্ব, অশ্বের পর রথ, রথের পর ধানুষ্ক প্রভৃতি পদাতিকগণ কাতারে কাতারে পাহারা দিতেছিল। ফলতঃ উদ্যানের চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত রাজকীয় সেনা তখন সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। রাজা গুরুভার আভরণসমূহ উন্মোচন করিলেন, ক্ষৌরকর্ম্ম করাইলেন, শরীর উদ্বর্ত্তন করাইলেন, রাজোচিত সমারোহের সহিত স্নান করিলেন, এবং স্নানবস্ত্রসহ উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার ব্যবহারার্থ গন্ধমালা ও আভরণ লইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া নৃমাংসাদ ভাবিলেন, 'রাজা আভরণ পরিধান করিলে গুরুভার হইবেন; এখন ইঁহার দেহ লঘু আছে, এখনই ইঁহাকে ধরা কর্ত্তব্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি গর্জ্জন ও লম্ফন করিতে করিতে বিদ্যুদ্বেগে মস্তকের উপর খড়্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে, 'অরে, আমি সেই নৃমাংসাদ দস্যু' এই বলিয়া নিজের নাম

* এখানে পালিতে 'স্থত' শব্দটীতে শ্লেষ আছে, স্থতবিত্ত ও শ্রুতবিত্ত উভয় শব্দই পালিভাষায় একরূপ। স্থতবিত্ত বা স্থতসোম=যিনি সোমরস আহুতি দেন। শ্রুতবিত্ত=যিনি শ্রুতি অর্থাৎ বেদ আয়ত্ত করিয়াছেন কিংবা যিনি বিদ্যাধনে ধনী।

ঘোষণা করিলেন এবং অঙ্গুলিদ্বারা ললাটস্পর্শ করিয়া * জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার ঘোরনিনাদ শুনিয়া হস্তিসাদীরা হস্তিসহ, অশ্বসাদীরা অশ্বসহ রথীরা রথসহ ভূতলে নিপতিত হইল, সৈনিকেরা হাতের অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া বুকে ভর দিয়া শুইয়া পড়িল; নৃমাংসাদ সুতসোমকে ধরিয়া তুলিলেন। তিনি অন্য রাজাদিগকে পাদুখানি ধরিয়া অধঃশির করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং যাইবার কালে নিজের পার্ষ্ণিদ্বারা তাঁহাদের মস্তকে আঘাত করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্বকে তুলিবার কালে নিজের দেহ অবনত করিলেন, এবং তাঁহাকে নিজের স্কন্ধোপরি স্থাপন করিলেন। উদ্যানের দ্বার দিয়া বাহির হইতে হইলে অনেক পথ ঘুরিতে হইবে ভাবিয়া তিনি পুরোবর্ত্তী সেই অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ প্রাকারই উল্লঙ্ঘন করিলেন। সম্মুখে যে সকল মত্তহস্তী ছিল, তিনি তাহাদের কুম্ভ মর্দ্দন করিয়া চলিলেন; সে-গুলা শৈলকূটের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। অতঃপর তিনি সেই বায়ুবেগ উৎকৃষ্ট অশ্বগুলির পৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিলেন; তাঁহার পদাঘাতে তাহারা ভূতলে পড়িয়া গেল। তিনি রথের অগ্রভাগে পদাঘাত করিলে তাহা ঘুরিতে লাগিল, বোধ হইতে লাগিল যেন কেহ লাট্টু ঘুরাইতেছে কিংবা নাগকেশরের নীলপত্র † বা বটপত্র মর্দ্দন করিতেছে। এক ছুটে এইরূপে চলিয়া তিন যোজন অতিক্রমপূর্ব্বক, সুতসোমের উদ্ধারার্থ কেহ অনুধাবন করিতেছে কি না দেখিবার জন্য তিনি মুখ ফিরাইলেন; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তখন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। সুতসোমের কেশ হইতে জলবিন্দু ক্ষরিত হইয়া তাঁহার গাত্রে পতিত হইতেছিল। তিনি ভাবিলেন, 'মরণকে ভয় করে না, এমন কেহই নাই। বোধ হয়, সুতসোমও মরণের ভয়ে ক্রন্দন করিতেছেন।' এই অনুমান করিয়া তিনি বলিলেন,

২৮। প্রজ্ঞাবান্, বহুশ্রুত, বহু বিষয়ের চিন্তা করেন যাঁহারা,
বিপদের কালে কি হে ক্রন্দন করিয়া তাঁরা হন আত্মহারা?
সিন্ধুবক্ষে দ্বীপ যথা ভগ্নপোত নাবিকের আশ্রয়ের স্থান,
তেমতি পণ্ডিতগণ করেন শোকার্ত্ত নরে সান্ত্বনা প্রদান।

২৯। আত্মহেতু, কিংবা তুমি দারাসুতজ্ঞাতিগণে করিয়া স্মরণ
কিংবা ধনধান্য তরে — কেন, কুরুরাজ, তুমি করিছ ক্রন্দন?

সুতসোম বলিলেন,

৩০। কান্দি না নিজের তরে কিংবা দারাসুতহেতু,
ধনরাজ্যনাশভয়ে করি না ক্রন্দন,
সাধুজন-প্রদর্শিত সুচরিত মার্গে আমি
অনুক্ষণ সাবধানে করি বিচরণ।
স্নানান্তে ফিরিয়া ঘরে শুনিব তাঁহার গাথা,
ব্রাহ্মণের কাছে এই ছিল অঙ্গীকার;
হ'ল সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পড়িয়া তোমার হাতে,
এই দুঃখে দুনয়নে ঝরে অশ্রুধার।

---

* ইংরাজী অনুবাদক বলেন, ইহা পৃষ্ঠাচার্য্যস্থানীয় বোধিসত্ত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ।

† মূলে নীলফলকানি আছে। 'ফলক' শব্দের অর্থ এখানে নাগকেশর বৃক্ষের পত্র। আমি এই অর্থ গ্রহণ করিলাম।

৩১। ছিনু রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত; বলিনু ব্রাহ্মণে আমি,
'স্নানান্তে শুনিব তব গাথা-চতুষ্টয়',
ছাড় মোরে, গিয়া সেথা, সত্যরক্ষা করি পুনঃ
আসিব তোমার ঠাঁই, বলিনু নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া নৃমাংসাদ বলিলেন,

৩২। মৃত্যুমুখ হ'তে মুক্তি লভি সুখী যেই জন,
শত্রুহস্তগত হবে সে আসি আবার,
বিশ্বাস এ স্তোকবাক্যে হয় বল কার?
তুমিও, কৌরবশ্রেষ্ঠ, মুক্তি যদি একবার
কর লাভ বজ্রমুষ্টি হইতে আমার,
নিশ্চয় এ দিকে তুমি ফিরিবে না আর।

৩৩। নরমাংস খাদকের গ্রাস হ'তে মুক্তি লভি
নিজ গৃহে, ভূপ, তুমি যাইবে যখন,
প্রিয় প্রাণ পেয়ে পুনঃ কামভোগে হবে রত,
ফিরিবে আমার পাশে বল কি কারণ?

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে বলিলেন,

৩৪। চরিত্রের বিশুদ্ধতা- রক্ষাহেতু গেলে প্রাণ নাই তা'তে দুখ;
সাধুজন বিগর্হিত পাপকর্মে হয়ে রত বাঁচিয়া কি সুখ?
আত্মরক্ষা তরে যদি মোহবশে বলে কেহ অলীক বচন,
নরক হইতে তা'রে সে মিথ্যা না কভু পারে করিতে রক্ষণ।

৩৫। বায়ুবেগে হয় যদি উৎপাটিত গিরিবর,
ভূতলে পড়িবে খসি যদি চন্দ্র-দিবাকর,
উজান বহিয়া ধায় যদি কভু স্রোতস্বিনী,
এ মুখে তথাপি আমি বলিব না মিথ্যাবাণী *।

বোধিসত্ত্বের এ কথাতেও যখন নৃমাংসাদের বিশ্বাস জন্মিল না, তখন তিনি ভাবিলেন, 'এ আমাকে বিশ্বাস করিতেছে না; অতএব শপথ করিয়া ইহার বিশ্বাস উৎপাদন করিব।' তিনি বলিলেন, "সৌম্য নৃমাংসাদ, তুমি আমাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দাও, আমি শপথ করিয়া তোমার বিশ্বাস জন্মাইতেছি।" তখন নৃমাংসাদ তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া ভূতলে রাখিলেন; তিনি এই বলিয়া শপথ করিলেন,

৩৬। অসি, শক্তি ক্ষত্রিয়ের কত প্রিয় জান তুমি;
তাই ছুঁয়ে তব ঠাঁই শপথ করিনু আমি:—
ছাড়ি যদি দাও মোরে, গিয়া সত্য রক্ষা করি
বিপ্রের আনৃণ্য লভি আসিব এখানে ফিরি।

নরখাদক ভাবিলেন, 'সুতসোম ক্ষত্রিয়ের অকর্তব্য শপথ করিলেন; ইঁহাকে দিয়া আমি কি করিব? আমিও ক্ষত্রিয়; আমি নিজের বাহুর রক্ত দিয়াই দেবতার পূজা করিব। ইনি দেখিতেছি অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়াছেন।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৩৭। রাজ্যৈশ্বর্য্য সব ছিল যখন তোমার, ব্রাহ্মণের সকাশে করিলে অঙ্গীকার।
যাও, তাহা পাল গিয়া, সত্য রক্ষা করি নিশ্চয় আমার পাশে এস যেন ফিরি।

* এই গাথাটি চাম্পেয়জাতকের (৫০৬) ষোড়শ গাথা।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি কোন চিন্তা করিও না, ভাই। শতার্হ গাথা চারিটী শুনিয়া ধর্ম্মকথকের পূজা করিয়া প্রাতঃকালেই এখানে ফিরিব।"

৩৮। রাজ্যৈশ্বর্য্য সব ছিল যখন আমার ব্রাহ্মণের সকাশে করিনু অঙ্গীকার।
যাই, তাহা পালি গিয়া; সত্য রক্ষা করি নিশ্চয় আসিব আমি তব পাশে ফিরি।

নরখাদক বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য শপথ করিয়াছেন। দেখিবেন, তাহা যেন পালন করেন।" সুতসোম বলিলেন, "ভাই, তুমি আমাকে শৈশব হইতে জান, আমি পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যা বলি নাই, এখন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়াছি, এখন কি মিথ্যা বলিব? আমাকে বিশ্বাস কর, আমি তোমার বলিদানকর্ম্ম সম্পাদন করাইব।" ইহা শুনিয়া নরখাদক তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং বলিলেন, "তবে আপনি যাত্রা করুন, আপনি না ফিরিলে আমার বলিপ্রদানকর্ম্ম হইবে না, দেবতাও আপনাকে বিনা বলি গ্রহণ করিবেন না, দেখিবেন, আপনি যেন আমার বলিদানকর্ম্মের অন্তরায় না হন।" এইরূপে নরখাদকের নিকট বিদায় পাইয়া মহাসত্ত্ব রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে হস্তীর মত বল ও মনে মহাস্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল। তিনি সত্বর নগরে উপনীত হইলেন।

সুতসোমের সৈনিকগণ ভাবিয়াছিল, 'মহারাজ সুতসোম সুপণ্ডিত, তিনি মধুরভাবে ধর্ম্মদেশন করিতে পারেন, তিনি যদি নরখাদকের সঙ্গে দুই একটী কথা বলিবার অবসর পান, তবে নিশ্চয় তাহাকে দমন করিয়া সিংহমুখমুক্ত মত্তবারণের ন্যায় প্রত্যাগমন করিবেন।' রাজাকে নরখাদকের গ্রাসে ফেলিয়া দিয়া নিজেরা পলাইয়া আসিয়াছে, লোকে এইরূপ তিরস্কার করিবে ভাবিয়া তাহারা নগরের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছিল। এখন দূর হইতে রাজাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, নরখাদকের হাতে পড়িয়া আপনার ত কোন কষ্ট হয় নাই?" রাজা বলিলেন, "নরখাদক আমার জন্য যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে, তাহা আমার মাতাপিতাও আমার জন্য করেন নাই। তাদৃশ উগ্র ও ভীষণপ্রকৃতির লোক হইয়াও সে আমার ধর্ম্মকথা শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।" তখন সৈনিকেরা রাজাকে রাজাভরণ পরিধান করাইল, গজস্কন্ধে আরোহণ করাইল এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া নগরের সমস্ত অধিবাসী সন্তুষ্ট হইল।

সুতসোম এমন ধর্ম্মাসক্ত * ছিলেন যে, মাতাপিতার সহিত দেখা না করিয়াই তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রাজাসনে উপবেশন করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে ডাকাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'মাতাপিতার সঙ্গে পরে দেখা করা যাইবে।' তিনি ভৃত্যদিগকে ব্রাহ্মণের ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতে আজ্ঞা দিলেন, ব্রাহ্মণের কেশ ও শ্মশ্রু ক্লিপ্ত হইলে তাঁহাকে স্নাত, অনুলিপ্ত ও বস্ত্রাভরণে বিভূষিত করাইলেন। ব্রাহ্মণ এই বেশে তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে তিনি স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া পরে নিজে স্নান করিলেন, ব্রাহ্মণকে নিজের ভোজ্যদ্রব্য দান করিলেন এবং ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হইলে নিজে ভোজন করিলেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণকে মহার্হ পলঙ্কে বসাইলেন, এবং ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য গন্ধমালাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া স্বয়ং নীচাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি যে গাথা চারিটী আনয়ন করিয়াছেন, আমি এখন সেগুলি শুনিতে ইচ্ছা করি।"

* মূলে 'ধম্মসোণ্ড' (= ধর্ম্মশৌণ্ড) আছে।

[এই বৃত্তান্ত সুব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৯। মুক্তি লভি হস্ত হ'তে নরখাদকের
গেলেন স্বগৃহে রাজা, ডাকিয়া ব্রাহ্মণে
বলেন, "শুনিব এবে আত্মহিত তরে
শতার্হ তোমার, দ্বিজ, গাথাচতুষ্টয়।

বোধিসত্ত্ব এই প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ নানাবিধ গন্ধদ্বারা নিজের হস্তমর্দ্দনপূর্ব্বক থলি হইতে একখানি মনোরম পুস্তক বাহির করিলেন এবং বলিলেন, "তবে শুনুন, মহারাজ, এই গাথা চারিটী দশবল কাশ্যপকর্ত্তৃক উপদিষ্ট; এই সকল গাথা অবধান করিলে বাসনা তিরোহিত হয়, কর্ম্মবিপাক থাকে না, তৃষ্ণাক্ষয় হয়, বৈরাগ্য জন্মে এবং নিরোধ অর্থাৎ নির্ব্বাণরূপ অমৃত লাভ করা যায়। ইহার প্রত্যেক গাথার মূল্য শতমুদ্রা।" অনন্তর তিনি পুস্তকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাঠ করিলেন,

৪০। একবার মাত্র যদি সাধুসঙ্গে থাক তুমি
তাহাই চরিত্র তব করিবে রক্ষণ, *
অসতের সঙ্গে কিন্তু থাকিলেও বহুবার
অপায় হইতে ত্রাণ পাবে না কখন।

৪১। থাক বন্ধ সাধুসহ মৈত্রীপাশে অহরহ,
সাধুর সংসর্গে সদা থাক সযতনে,
সদ্ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তুমি নিশ্চিত,
প্রবেশিতে না পারিবে পাপ তব মনে।

৪২। সুচিত্রিত রাজরথ জীর্ণ হয় কালবশে,
জীবের শরীর জীর্ণ হয় অনুক্ষণ,
সাধুদের ধর্ম্ম কিন্তু জরার অতীত নিত্য,
সাধুজনে শিক্ষা তাহা দেন সাধুগণ।

৪৩। সুদূরে আকাশ আছে, সুদূর-বিস্তৃত ধরা,
সুদূরে সাগরপার আছে অবস্থিত;
সাধু আর অসাধুর আচরিত ধর্ম্ম যাহা,
আরো বহুদূরে করে প্রভাব বিস্তৃত। †

কাশ্যপবুদ্ধ যেরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণও ঠিক সেইরূপে উল্লিখিত শতার্হ গাথা চারিটী শিক্ষা দিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া মহাসত্ত্ব অতি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার আগমন সফল হইয়াছে। এই গাথাগুলি শ্রাবকের, ঋষির বা কবির উপদেশ নহে, ও সকল সর্ব্বজ্ঞের মুখনিঃসৃত। ইহাদের মূল্যের কি ইয়ত্তা করা যায়? ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত চক্রবাল সপ্তরত্ন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দান করিলেও ইহাদের অনুরূপ মূল্য দেওয়া হয় না। আমি এই ত্রিশতযোজনবিস্তীর্ণ কুরুরাজ্য সপ্তযোজনব্যাপী ইন্দ্রপ্রস্থনগরসহ দান করিতে পারি, কিন্তু এই ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে রাজ্যপ্রাপ্তি আছে কি?' অনন্তর অঙ্গবিদ্যাবলে তিনি বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে রাজ্যলাভ নাই। তাহার পর তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণের অদৃষ্টক্রমে সৈনাপত্যাদি অমাত্যপদ, এমন কি একটী গ্রামের

---

* তু°—ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

† অর্থাৎ কর্ম্ম ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাহার প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।

মণ্ডলের পদও পাইবার উপায় নাই। পরিশেষে তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে ধনলাভ আছে কি না। তিনি কোটি মুদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কমাইতে কমাইতে দেখিলেন, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে চতুঃসহস্র কার্ষাপণপ্রাপ্তি আছে। তখন ঐ ধন দিয়াই ব্রাহ্মণকে পূজা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি চারিটী থলিতে চারি হাজার কার্ষাপণ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে দান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি অন্য রাজাদিগকে এই গাথাগুলি শিক্ষা দিয়া কি পাইয়াছেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এক একটী গাথার জন্য এক এক শত কার্ষাপণ পাইয়াছি। এইজন্যই গাথাগুলির শতার্হ নাম হইয়াছে।" মহাসত্ত্ব বলিলেন "আচার্য্য, আপনি যে পণ্যভাণ্ড লইয়া বিচরণ করিতেছেন, তাহা যে অমূল্য ধন ইহা আপনি জানেন না। এখন হইতে এই গাথাগুলিকে সহস্রার্হ বলিবেন।

৪৪। ইহার প্রত্যেক গাথা অমূল্য রতন শতমুদ্রা মূল্য এর বলে কোন জন?
লইবে সহস্র মুদ্রা প্রত্যেক গাথায় দিলাম সহস্র চারি সেহেতু তোমায়।
দয়া করি এই পণ লবে, দ্বিজবর, সত্বর চলিয়া যাও যথা নিজ ঘর।"

অনন্তর মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে এক খানি সুখযান দান করিয়া ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "ইঁহাকে ইঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দাও।" রাজা সুতসোম শতার্হ গাথাগুলিকে সাদরে সহস্রার্হ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সমস্ত নগরের লোক উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া সাধুকার দিতে লাগিল। সুতসোমের মাতাপিতা এই শব্দ শুনিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়া ধনলোভবশতঃ সুতসোমের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। এদিকে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া সুতসোম মাতাপিতার নিকটে গিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এরূপ দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এজন্য কোন হর্ষের চিহ্ন না দেখাইয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ না করিয়া তাঁহার পিতা ধনলালসাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি চারিটী গাথা শুনিয়া চারি হাজার কার্ষাপণ দান করিয়াছ, এ কথা সত্য কি?" সুতসোম বলিলেন, "হাঁ পিতঃ।" তাঁহার পিতা বলিলেন

৪৫। উৎকৃষ্ট হইলে গাথা, অশীতি নবতি, অতি ঊর্দ্ধে শত মুদ্রা মূল্য গাথা প্রতি।
একৈক সহস্র মুদ্রা একৈক গাথায় কে দিয়াছে সুতসোম? শুনিলে কোথায়?

সুতসোম তাঁহার পিতাকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "পিতঃ, আমি ধনে বড় হইতে চাই না, আমি বিদ্যায় উন্নতিলাভ করিতে অভিলাষী।

৪৬। শাস্ত্রজ্ঞানে উন্নতি লভিতে আমি চাই শাস্ত্রজ্ঞানবলে যেন সাধুসঙ্গ পাই।
নিয়ত সাগরে জল ঢালে নদীগণ সাগর অপূর্ণ তবু থাকে সর্ব্বক্ষণ
আমারও তৃপ্তি, পিতঃ মিটে না কখন, যতই সৎকথা কেন করি না শ্রবণ।
৪৭। রাশি রাশি তৃণকাষ্ঠ করিয়া দহন হয় না কদাচ তৃপ্তি অগ্নির সাধন।
সেইরূপ, রাজশ্রেষ্ঠ, সুপণ্ডিত জনে না লভেন পূর্ণতৃপ্তি সৎকথা শ্রবণে।
৪৮। আমার যে দাস, তারো মুখে, নরেশ্বর, অর্থবতী গাথা হলে শ্রবণগোচর,
সাদরে সে গাথা আমি করিব গ্রহণ। ধর্ম্মে, পিতঃ, তৃপ্তি মোর পূরে না কখন।

আপনি ধনের জন্য আমাকে তিরস্কার করিবেন না। আমি ধর্ম্মকথা শুনিয়া ফিরিয়া যাইব, এই শপথ করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি সেই নরখাদকের নিকট যাইতেছি। আপনি এই রাজ্য গ্রহণ করুন।" পিতাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার কালে মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৪৯। সর্ব্বকামপ্রদবস্তুপূর্ণ, সবাহন, ধনসহ রাজ্য এই, রাজ-আভরণ,
সকলই দিলাম আমি ; কি কারণে আর বৃথা কাম্যবস্তু তরে কর তিরস্কার ?
নরখাদকের কাছে চলিনু এখন , নচেৎ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে, রাজন্।

এই কথা শুনিয়া সুতসোমের পিতার হৃদয় উত্তপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, "বৎস সুতসোম, তুমি এ কি কথা বলিতেছ ? আমি চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া সেই দস্যুকে ধরিব।

৫০। গজসাদী, অশ্বসাদী, রথী, পদাতিক, ধনুর্দ্ধর,
রাজারক্ষাতরে মোর সদা আজ্ঞাপালনে তৎপর।
সঙ্গে লয়ে এই সব এখনই করিব প্রয়াণ,
যুঝিব সকলে মোরা, বিনাশিব অরাতির প্রাণ।"

মহাসত্ত্বের মাতাপিতা অশ্রুপূর্ণমুখে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "বৎস, তোমার যাওয়া উচিত নহে", ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী এবং অন্য পরিজনগণও পরিদেবন করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথায় যাইতেছেন ?' নগরবাসী সকলেই এই শোকসংবাদে আত্মহারা হইল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "সুতসোম না কি নরখাদকের নিকট শপথ করিয়া আসিয়াছিলেন, এখন সহস্রার্হ গাথা চারিটী শুনিয়া, ধর্ম্মকথকের সৎকার করিয়া এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া সেই দস্যুর নিকট ফিরিয়া যাইতেছেন।" এইরূপে সমস্ত নগরে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। সুতসোম মাতাপিতার বচন শুনিয়া বলিলেন,

৫১। করেছে সে নৃশংসাদ কার্য্য সুদুষ্কর
জীবন্ত ধরিয়া মোরে দিয়াছে ছাড়িয়া,
স্মরি তার পূর্ব্বকৃত্য এবে, নরেশ্বর
পারি কি হইতে পাপী শপথ ভাঙ্গিয়া ?

অনন্তর তিনি মাতাপিতা উভয়কে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না ; আমি কল্যাণকর কর্ম্ম করিয়াছি ; ষড়্বিধ কামের * উপর প্রভুত্ব করা (অর্থাৎ ইহাদিগকে দমনে রাখা) দুষ্কর নহে " অনন্তর মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া এবং অপর সকলকে আশ্বাস দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫২। পিতামাতা দুজনার প্রণমি চরণে, আশ্বাসি সৈনিক আর জানপদগণে,
চলিলেন সত্যবাদী সত্যরক্ষা তরে নরখাদকের পাশে প্রফুল্ল অন্তরে।

এদিকে নরখাদক ভাবিতেছিলেন, 'আমার সখা সুতসোম আসিতে ইচ্ছা করিলে আসুন, নচেৎ না আসুন, বৃক্ষদেবতা আমার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা হয় করুন, আমি এই সকল রাজাকেই বধ করিয়া পঞ্চবিধ মধুর মাংস লইয়া বলিকর্ম্ম সম্পাদন করিব।' মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি অঙ্গার প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া বসিয়া শূলের আগা সরু করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুতসোম গিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নরখাদক সন্তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন ত ?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, আমি দশবল কাশ্যপকর্ত্তৃক ভণিত গাথাগুলি শুনিয়াছি, ধর্ম্মকথকের সৎকার করিয়াছি, অতএব আমার কর্ত্তব্যও শেষ হইয়াছে।

* পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও মন এই ষট্ স্থান হইতে জাত কাম।

৫৩। রাজ্যৈশ্বর্য্য ছিল সব যখন আমার ব্রাহ্মণের সকাশে করিনু অঙ্গীকার ;
পালি সে প্রতিজ্ঞা আমি, সত্য রক্ষা করি আসিলাম, নৃমাংসাদ, তব পাশে ফিরি।
বধি মোরে, মাংসে মম কর সম্পাদন যজ্ঞ তব, কিংবা কর নিজেই ভক্ষণ।”

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া নরখাদক ভাবিলেন, ‘এই রাজা ভয় পান নাই; ইঁহার কথায় বোধ হইতেছে যে, ইনি মরণভয়ে ভীত নন। এই মহাতেজের কারণ কি? ইহার অন্য কোন কারণই হইতে পারে না; ইনি বলিতেছেন যে দশবল কাশ্যপকর্ত্তৃক ভণিত গাথাগুলি শুনিয়াছেন। বোধহয় যে সেই গাথাগুলিই ইঁহাকে এই মহাতেজ দিয়াছে। আমিও ইঁহাদ্বারা বলাইয়া সেই গাথাগুলি শ্রবণ করিব. তাহা করিলে আমিও ইঁহার মত অকুতোভয় হইব।’ এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৫৪। বিলম্বে খাইতে মোর আছে অধিকার, এখনও সধূম অগ্নি রয়েছে আমার।
নির্ধূম অগ্নিতে পক্ব মাংস উপাদেয়। শুনি আগে শতাহ´সে গাথাচতুষ্টয়।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘এই নরখাদক পাপধর্ম্মা, ইহাকে একটু নিগ্রহ করিয়া ও লজ্জা দিয়া বলা যাউক।’ ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৫৫। অতি অধার্ম্মিক তুমি নরমাংসাশন, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ লোভের কারণ।
ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদ এই গাথাচতুষ্টয়, ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে কোথা ঘটে সমন্বয়?
৫৬। চরে যে অধর্ম্ম পথে, লোভ-বশীভূত হয়ে যে রুধিরে করে হস্ত কলুষিত,
ধর্ম্ম ত দূরের কথা সত্যও কেমন জানিতে পারেনা কভু সেই নরাধম।
তাই ভাবি, শুনিলে সে গাথাচতুষ্টয় লভিবে না তুমি কোন সুফল নিশ্চয়।

এই তিরস্কার শুনিয়াও নরখাদক ক্রুদ্ধ হইলেন না। না হইবার কারণ কি? মহাসত্ত্বের মহামৈত্রী-বলই ইহার কারণ। নরখাদক উত্তর দিলেন, “সৌম্য সুতসোম কেবল আমিই কি অধার্ম্মিক?

৫৭। মাংসলোভে মৃগয়ায় যে করে গমন, তীক্ষ্ণশরাঘাতে করে পশুর হনন,
নরমাংসহেতু নরে বধে যেই জন— দেহান্তে একই গতি এই দুজনার।
অধার্ম্মিক তবে কি হে আমিই কেবল? মৃগঘাতকেরে তুমি ধার্ম্মিক কি বল?

মহাসত্ত্ব নরখাদকের এই মিথ্যাবুদ্ধির কূটতা ভেদ করিবার জন্য বলিলেন,

৫৮। সুবিদিত সর্ব্ব ঠাঁই এই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,
পঞ্চমাত্র পঞ্চনখ প্রাণী ভক্ষ্য তাহাদের।*
অভক্ষ্য-ভক্ষণে তুমি হয়েছ নিরত, তাই,
অধার্ম্মিক বলি আমি গণিনু তোমায় তাই।

এইরূপে নিগৃহীত হইয়া নরখাদক নিষ্কৃতিলাভের উপায়ান্তর পাইলেন না; তিনি নিজের পাপ গোপন করিবার জন্য বলিলেন,

৫৯। নৃমাংসাদ হস্ত হতে মুক্তি তুমি পেয়ে গিয়াছিলে, হে বিবরী, নিজের আলয়ে,
শত্রুহস্তে ধরা আসি দিলা আর বার, নীতিশাস্ত্রে অজ্ঞ তুমি বুঝিলাম সার।†

* পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে কেবল শশক, শল্যক, গোধা, গণ্ডার ও কচ্ছপ এই পাঁচটী খাদ্য। মনু (৫।১৮) বলেন “শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুঃ। শ্বাবিধ ও শল্যক একই জাতীয় প্রাণী—সজারু। অতএব মনুর ছয়টীকে পাঁচটী বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

† ‘মূলে নকখত্তধম্মে কুসলোসি রাজা’ আছে। ইংরাজী অনুবাদ ইহাকে নকত্ত (নক্ষত্র) ধম্ম, এইরূপে ভাঙ্গিয়া অর্থ করিয়াছেন ‘তুমি ফলিত জ্যোতিষে ব্যুৎপন্ন নও। কিন্তু এ অর্থ অসঙ্গত। ন+খত্তধম্ম এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পরবর্ত্তী গাথাতেও সুতসোম ক্ষাত্রধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই, আমার ন্যায় লোকে ক্ষাত্রধর্মে নিশ্চয় অভিজ্ঞ। আমি ক্ষাত্রধর্ম জানি, কিন্তু তদনুসারে চলি না।

৬০। নৈপুণ্য ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে লভেছে যাহারা, প্রায় সকলেই যায় নরকে তাহারা।[1]
তাই আমি ক্ষাত্রধর্ম্ম করি পরিহার সত্যরক্ষাহেতু আসি নিকটে তোমার।
যজ্ঞ তব, নৃমাংসাদ, কর সম্পাদন, যথারুচি মাংস মোর করহ ভক্ষণ।

নরখাদক বলিলেন,

৬১। প্রাসাদ, পৃথিবী, অশ্ব, গো, সুশ্রী রমণী মহার্হ বসন, নানা গন্ধ, নরমণি
তোমার সেবায় রত সমস্ত সতত, এর চেয়ে সত্যে সুখ পাবে বল কত?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৬২। পৃথিবীতে যত রস আছে বিদ্যমান, মধুর কিছুই নয় সত্যের সমান।
সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রমণব্রাহ্মণ জাতি-মরণের পারে করেন গমন।[2]

মহাসত্ত্ব এইরূপে সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। নরখাদক তাঁহার বিকসিত পদ্মবৎ, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখাবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'এই সুতসোম দেখিতে পাইতেছেন যে, আমি জলন্ত অঙ্গারের চিতা সাজাইয়াছি এবং শূল প্রস্তুত করিতেছি, তথাপি ইঁহার চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রাস জন্মে নাই। ইহা কি ইঁহার সেই শতার্হ গাথাসমূহের প্রসাদাৎ, না ইহার অন্য কোন প্রকৃত কারণ আছে? ইঁহাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৬৩। নৃমাংসাদহস্ত হতে মুক্তি তুমি পেয়ে গিয়াছিলে, হে বিবুধ, নিজের আলয়ে।
শত্রুহস্তে ধরা আসি দিলা আর বার। মরণের ভয়, ভূপ, নাই কি তোমার?
হয়েছে বিতৃষ্ণা তব বিষয়ের সুখে? সত্যরক্ষা তরে তাই পশ মৃত্যুমুখে।

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৬৪। কল্যাণকারক কর্ম্ম করিয়াছি বহু অনুষ্ঠান,
মহাযজ্ঞ সম্পাদিয়া বহু বার করিয়াছি দান,
সুযশে হ'য়েছে মোর পরলোক-পথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিকহৃদয় কভু মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।

৬৫। কল্যাণকারক কর্ম্ম করিয়াছি বহু অনুষ্ঠান;
মহাযজ্ঞ সম্পাদিয়া বহু বার করিয়াছি দান,
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব, মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।

৬৬। জনক-জননী আমি সেবিয়াছি সদা কায়মনে,
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে,
সুযশে হ'য়েছে মোর পরলোক-পথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিক-হৃদয় কভু মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।

৬৭। জনক-জননী আমি সেবিয়াছি সদা কায়মনে,
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে,
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব; মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।

1 গর্হিত ক্ষাত্রধর্ম্ম-সম্বন্ধে মহাবোধি-জাতক (৫২৮) দ্রষ্টব্য।

2 অর্থাৎ তাঁহাদের আর জন্ম ও মরণ হয় না—তাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করেন।

৬৮। উপকারে তুষিয়াছি সদা আমি জ্ঞাতিবন্ধুগণে,
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে,
সুযশে হ'য়েছে মোর পরলোকপথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিক-হৃদয় কভু মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।
৬৯। উপকারে তুষিয়াছি সদা আমি জ্ঞাতিবন্ধুগণে,
যথাধর্ম্ম পালি রাজ্য, এ প্রশংসা করে সর্ব্বজনে;
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব, মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।
৭০। অকাতরে বহু দান করিয়াছি দীনহীনজনে,
ভক্তিভরে পূজিয়াছি নিত্য আমি শ্রমণব্রাহ্মণে,
সুযশে হয়েছে মোর পরলোকপথ পরিষ্কৃত।
ধার্ম্মিক-হৃদয় কভু মৃত্যুভয়ে হয় না কম্পিত।
৭১। অকাতরে বহু দান করিয়াছি দীনহীনজনে;
ভক্তিভরে পূজিয়াছি নিত্য আমি শ্রমণব্রাহ্মণে;
অনুতাপহীন মনে পরলোকে করিব গমন।
সাঙ্গ কর যজ্ঞ তব, মাংস মোর কর হে ভক্ষণ।

নরখাদক ভাবিলেন, 'সুতসোম সজ্জন ও জ্ঞানবান্। ইঁহাকে ভক্ষণ করিলে আমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে, অথবা পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া আমাকে রসাতলে লইয়া যাইবে।' এইরূপ ভয় পাইয়া তিনি বলিলেন, "সৌম্য, আপনি আমার ভক্ষণের উপযুক্ত ব্যক্তি নন।

৭২। জানি শুনি হলাহল কে করিবে পান?
অগ্নিসম উগ্রতেজা আশীবিষ আলিঙ্গিয়া
চায় কি কখন কেহ দিতে নিজ প্রাণ?
ভবাদৃশ সত্যবাদী সজ্জনের প্রাণ বধি
লোভবশে যে পাপিষ্ঠ করিবে আহার,
ধরণী তাহার ভার পাবে কি সহিতে আর?
সপ্তধা বিদীর্ণ হবে মস্তক তাহার।

নরখাদক মহাসত্ত্বকে আবার বলিলেন, "আপনি আমার পক্ষে হলাহলসদৃশ, কে আপনার মাংস খাইবে বলুন?" অনন্তর তিনি সেই গাথাগুলি শুনাইবার জন্য সুতসোমকে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ উৎপাদন করিবার জন্য সুতসোম আবারও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন—বলিলেন, "এতাদৃশ অনবদ্যধর্ম্মদেশক গাথাগুলি শুনিবার জন্য তুমি অতি অনুপযুক্ত পাত্র।" নরখাদক বিবেচনা করিলেন, 'সমস্ত জম্বুদ্বীপে সুতসোমের ন্যায় পণ্ডিত নাই। ইনি আমার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি গাথা শুনিয়া ও ধর্ম্মকথকের সৎকার করিয়া নিজের ললাটে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু লিখিয়া পুনর্ব্বার আসিয়াছেন। ইনি যে গাথাগুলি শুনিয়াছেন, সেগুলি নিশ্চয় অতি উৎকৃষ্ট হইবে।' এইরূপে নরখাদকের মনে গাথা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা আরও বলবতী হইল। তিনি পুনর্ব্বার গাথা শুনিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,

৭৩। ধর্ম্মকথা শুনি লোকে বিচারিয়া শুভাশুভ,
ত্যজে পাপ, করে পুণ্যার্জ্জন,
ধর্ম্মে অনুরক্ত আমি হ'লেও হইতে পারি
গাথাগুলি করিলে শ্রবণ।

মহাসত্ত্ব দেখিলেন, গাথাগুলি শুনিবার জন্ত নরখাদকের নিতান্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। তিনি গাথাগুলি শুনাইবার ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, "সৌম্য, তোমার যখন এত ঔৎসুক্য হইয়াছে, তখন বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর" এইরূপে তিনি নরখাদকের মনঃসংযোগসহকারে শ্রবণের ইচ্ছা উৎপাদন করিলেন, এবং নন্দ ব্রাহ্মণ যে ভাবে বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে গাথাগুলির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। তাহা শুনিয়া ষট্‌কামাবচর-দেবলোকবাসীরা একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে ও "সাধু," "সাধু" বলিতে লাগিলেন। সুতসোম বলিলেন,

৭৪। একবার মাত্র যদি সাধুসঙ্গে থাক তুমি,
তাহাই চরিত্র তব করিবে রক্ষণ,
অসতের সঙ্গে কিন্তু থাকিলেও বহুবার
অপায় হইতে ত্রাণ পাবে না কখন।

৭৫। থাক বদ্ধ সাধুসহ মৈত্রীপাশে অহরহ,
সাধুর সংসর্গে সদা থাক সযতনে,
সদ্ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তুমি নিশ্চিত,
প্রবেশিতে না পারিবে পাপ তব মনে।

৭৬। সুচিত্রিত রাজরথ জীর্ণ হয় কালবশে,
জীবের শরীর জীর্ণ হয় অনুক্ষণ,
সাধুদের ধর্ম্ম কিন্তু জরার অতীত নিত্য,
সাধুজনে শিক্ষা তাহা দেন সাধুগণ।

৭৭। সুদূরে আকাশ আছে সুদূর-বিস্তৃত ধরা
সুদূরে সাগরপার আছে অবস্থিত,
সাধু আর অসাধুর আচরিত ধর্ম্ম যাহা,
আরো বহুদূরে করে প্রভাব বিস্তৃত।*

গাথাগুলি অতি মধুরভাবে উচ্চারিত হইল, নরখাদক নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন; কাজেই তাঁহার বোধ হইল, যেন কোন সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধ স্বয়ং সে গুলি বলিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর পঞ্চবিধা প্রীতিরসে† পরিপ্লুত হইল; বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে এখন তাঁহার চিত্ত মৃদুভাব অবলম্বন করিল, তিনি বোধিসত্ত্বকে শ্বেতচ্ছত্রদায়ক পিতার ন্যায় মনে করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এমন সুবর্ণ নাই, যাহা সুতসোমকে দিবার উপযুক্ত, ইঁহাকে এক একটী গাথার জন্য এক একটী বর দেওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৭৮। অর্থবতী সুব্যঞ্জনা গাথাচতুষ্টয় বলিলে সুস্পষ্টস্বরে তুমি, মহাশয়,
বিপুল আনন্দরসে পূরিল অন্তর, তুষিব তোমারে, সৌম্য, দিয়া চারি বর।

মহাসত্ত্ব তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি আবার কি বর দিবে?

৭৯। একদিন ঘটিবে যে অবশ্য মরণ, এ কথা তুমি না কভু কর হে স্মরণ।
স্বর্গে ও নরকে ভেদ, হিতে ও অহিতে, নাহিক শকতি তব ইহাও বুঝিতে।
লোভে হইয়াছ দুশ্চরিত-পরায়ণ, পাপী দিলে বর, তাহা লয় কোন্ জন?

* ৪০শ, ৪১শ, ৪২শ ও ৪৩শ, এই গাথা চারিটিই এখানে পুনরুক্ত হইয়াছে।

† পঞ্চবিধা প্রীতি—ক্ষুদ্রকা প্রীতি, ক্ষণিকা প্রীতি, অবক্রান্তিকা প্রীতি, উদ্বেগ-প্রীতি ও স্ফুরণ প্রীতি। ক্ষুদ্রকা প্রীতি তুচ্ছবিষয়জাত, অবক্রান্তিকা প্রীতি আকস্মিক, উদ্বেগ-প্রীতি এত বলবতী যে, তাহার প্রভাবে লোকে আত্মসংবরণ করিতে পারে না (নৃত্য করিতে থাকে)। স্ফুরণ-প্রীতির রস সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়, দেহ যেন অবশ হইয়া পড়ে।

৮০। আমি যদি চাই বর, "দাও মোরে" বলি, না দিয়া কিছুই তুমি যে'তে পার চলি।
কলহ এরূপ ক্ষেত্রে ঘটিবে নিশ্চয় বুদ্ধিমান্ লোকে এতে প্রবৃত্ত কি হয়?"

নরখাদক বুঝিলেন, সুতসোম তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেছেন না। তিনি বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য বলিলেন,

৮১। সে বর দিবার যোগ্য কোন জন নয়, প্রত্যাহার করে যাহা দানের সময়।
মাগ বর ইচ্ছামত, যায় যদি প্রাণ, তথাপি নিশ্চয় তাহা করিব প্রদান।

সুতসোম ভাবিলেন, 'নরখাদক মহা তেজের সহিত কথা বলিতেছেন, আমি যাহা বলিব, তাহা ইনি নিশ্চয় করিবেন। অতএব বর লওয়া যাউক। কিন্তু প্রথম বরেই যদি প্রার্থনা করি যে, নরমাংসভোজন ত্যাগ করুন, তবে ইঁহার মনে বড় কষ্ট হইবে। অতএব প্রথমে অন্য তিনটী বর লওয়া যাউক; তাহার পর নরমাংসভোজন ত্যাগ করাইবার বর গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৮২। আর্য্যসঙ্গ পেয়ে আর্য্য প্রীতিলাভ করে, প্রাজ্ঞসহ প্রাজ্ঞ মিলি সুখে কাল হরে।
নীরোগ, শতায়ুঃ যেন দেখি হে তোমায়, এ বর প্রদান কর প্রথমে আমায়।

এই গাথা শুনিয়া নরখাদক ভাবিলেন, 'কি আশ্চর্য্য! আমি ইঁহার ঐশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া এখন ইঁহার মাংস খাইতে উদ্যত হইয়াছি; অথচ ইনি মাদৃশ মহানিষ্টকারীর মাদৃশ ভয়ঙ্কর দস্যুর দীর্ঘজীবন ইচ্ছা করিতেছেন। অহো! ইনি আমার কি হিতৈষী!' তিনি সুতসোমের প্রার্থনায় অতি প্রীত হইলেন, বুঝিলেন না যে, সুতসোম এই বর চাহিয়া তাহার মঙ্গলের জন্যই তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন। তিনি বলিলেন,

৮৩। আর্য্যসঙ্গ পেয়ে আর্য্য প্রীতিলাভ করে, প্রাজ্ঞসহ প্রাজ্ঞ মিলি সুখে কাল হরে।
নীরোগ, শতায়ুঃ চাও দেখিতে আমায়, দিলাম এ বর আমি প্রথমে তোমায়।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৮৪। যথাশাস্ত্র-অভিষিক্ত ভূমিপালগণ, ক্ষাত্রকুলে হইয়াছে যাঁদের জনম,
এতাদৃশ বন্দিগণে করিও না গ্রাস— দ্বিতীয় এ বর আমি মাগি তব পাশ।

এইরূপে, দ্বিতীয় বরে সুতসোম শতাধিক ক্ষত্রিয়ের জীবন প্রার্থনা করিলেন। নরখাদক এই বর দিবার সময়ে বলিলেন,

৮৫। যথাশাস্ত্র-অভিষিক্ত ভূমিপালগণ ক্ষাত্রকুলে হইয়াছে যাঁদের জনম,
খাব না তাঁদের মাংস, ওহে নরেশ্বর, দিলাম তোমায় আমি দ্বিতীয় এ বর।

ক্ষত্রিয় বন্দিগণ সুতসোম ও নরখাদকের এই কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছিলেন কি না? তাঁহারা সমস্ত কথা শুনিতে পাইতেছিলেন না, কারণ ধূম ও আগুনের আঁচ লাগিয়া বৃক্ষটার পাছে কোন অনিষ্ট হয়,এই আশঙ্কায় নরখাদক বৃক্ষমূল হইতে একটু দূরে সরিয়া আগুন জ্বালিয়াছিলেন, এবং সেই অগ্নি ও বৃক্ষমূল, এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। কাজেই বন্দীরা তাঁহাদের কথাবার্ত্তার কতক শুনিতে পাইতেছিলেন, কতক পাইতেছিলেন না। তথাপি তাঁহারা পরস্পরকে আশ্বাস দিতেছিলেন, "আর ভয় নাই, সুতসোম নরখাদককে দমন করিবেন।" মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন,

৮৬। বন্দী হয়ে শতাধিক ক্ষত্রিয় ভূপাল প্রলম্বিত হৈঁথা রজ্জুবিদ্ধ-করতল;
করিছেন সদা এঁরা অশ্রু বরষণ, কর অরি ইঁহাদের বন্ধন মোচন।
নিজ নিজ রাজ্য এঁরা লভুন আবার,— তৃতীয় এ বর পেতে বাসনা আমার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে তৃতীয় বর দ্বারা ঐ সকল ক্ষত্রিয় রাজার স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিলেন। ইহার কারণ কি? নরখাদক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ না করিলেও শত্রুতার আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া সেই বনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে পারেন, তাঁহাদিগকে বধ করিয়া শবগুলি শৃগালশকুনাদির ভোজনের জন্য ফেলিয়া দিতে পারেন, অথবা প্রত্যন্ত জনপদে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেও পারেন। পাছে এরূপ কিছু ঘটে, এই ভয়েই সুতসোম তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিলেন। নরখাদকও নিম্নলিখিত গাথা বলিয়া তাঁহাকে ঐ বর দিলেন :—

৮৭। বন্দী হয়ে শতাধিক ক্ষত্রিয় ভূপাল প্রলম্বিত তোমা রজ্জুবিদ্ধ-করতল।
কবিছেন সদা এঁরা অশ্রু বরষণ বরিতেছি ইঁহাদের বন্ধন মোচন।
নিজ নিজ রাজ্য এঁরা লভুন আবার, পূর্ণ হোক এ তৃতীয় বাসনা তোমার।

পরিশেষে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় চতুর্থ বর প্রার্থনা করিলেন :—

৮৮। উৎসন্ন হয়েছে তব রাজ্য নরবর সদা ভয়ে কাঁপে তব প্রজা থর থর।
পুত্রকন্যাসহ তারা করি পলায়ন বিজন গুহার মাঝে যাপিছে জীবন।
ভাবি ইহা, নরমাংস কর পরিহার, চতুর্থ এ বরে তুষ্টি সাধ হে আমার।

মহাসত্ত্বের এই প্রার্থনা শুনিয়া নরখাদক করতল প্রহার ও হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "সৌম্য সুতসোম, তুমি এ কি প্রস্তাব করিতেছ? আমি তোমাকে এ বর কিরূপে দিব? যদি আরও একটী বর চাও, তবে অন্য কিছু প্রার্থনা কর।

৮৯। অতি প্রিয় এই খাদ্য জান ত আমার,
ইহারই নিমিত্ত মোর বনে নির্ব্বাসন,
কিরূপে করিব আমি ইহা পরিহার?
চতুর্থ অপর বর মাগ, হে রাজন।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি বলিতেছ, মনুষ্য-মাংস তোমার প্রিয়; এজন্য উহা ত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রিয়ের জন্য শ্রেয়ঃ পরিহার করে ও পাপপথে চলে, সে মূর্খ।

৯০। বিজ্ঞ যে তোমার মত, কর্ত্তব্য তাহার নয় প্রিয় পাইবার তরে করিতে নিজের ক্ষয়।
জগতে আত্মার তুল্য নাহি অন্য কোন ধন, তাই বুদ্ধিমান করে সতত আত্মরক্ষণ।
পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যদি আত্মার উৎকর্ষ হয়, ইহামুত্র প্রিয়প্রাপ্তি ঘটে ভাগ্যে সুনিশ্চয়।" *

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া নরখাদকের আতঙ্ক জন্মিল, তিনি ভাবিলেন 'আমি কি উভয় সঙ্কটেই পড়িলাম! আমি সুতসোমের প্রার্থিত বর না দিয়াও পারিতেছি না, অথচ নরমাংস হইতেও বিরত হইতে পারিব না। এখন উপায় কি করি?' তিনি অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বলিলেন,

৯১। নরমাংস অতি প্রিয় খাদ্য মোর, সুতসোম ত্যজিতে এ খাদ্য সাধ্য অণুমাত্র নাই মম।
সে কারণে অনুরোধ করিতেছি, নরবর, সত্যমুক্ত কর মোরে মাগি তুমি অন্য বর।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৯২। প্রিয় ইহা, ভাবি মনে লভিতে তাহায় আত্মধ্বংসকর পথে যেই জন যায়,
মদ্যপের মত ঠিক আচরণ তার, বিষপাত্র তার ঠাঁই সুধার আধার।
ক্ষণস্থায়ী সুখ তরে শ্রেয়ঃ সে হারায় ভুক্তিতে অনন্ত দুঃখ পরলোকে যায়।

* এই গাথাটী তৃতীয়খণ্ডের খরপুত্র-জাতকেও (৩৮৬) দেখা গিয়াছে।

৯৩। কিন্তু যে বিচারি করে প্রিয় পরিহার, কষ্টসাধ্য আর্য্য-ধর্ম্মে স্থিরা মতি যার,
রোগী করি কটুতিক্ত ঔষধ সেবন ব্যাধিমুক্ত হয় যথা, তেমতি সে জন
প্রথমে পাইয়া কষ্ট দেহ-অবসানে অপার আনন্দ লভে গিয়া স্বর্গধামে।

মহাসত্ত্বের কথায় নরখাদকের বড় দুঃখ হইল; তিনি পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন,

৯৪। পিতামাতা ছাড়িলাম ইহারই কারণ,
পঞ্চেন্দ্রিয়-ভোগ্য দ্রব্য আছে যত আর,
এরই জন্য বনে মোর হ'ল নির্ব্বাসন,
এ বর প্রদান করা অসাধ্য আমার।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৯৫। পণ্ডিতে না করে কভু এক কথা আর, সত্যসন্ধ সাধুগণ বিদিত সবার।
চাহিতে বলিলে মোরে বর তব ঠাঁই, এবে তার বিপরীত বল কেন, ভাই?

নরখাদক আবারও কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন,

৯৬। অযশ, অকীর্ত্তি কত ঘটিয়াছে ভাগ্যে মম করিয়াছি পাপ কত শত,
পাইয়াছি কষ্ট কত পুণ্যহানিকর কার্য্যে কতবার হয়েছি যে রত
নরমাংস-লোভে আমি, জানিতেছ সব তুমি, বল দেখি, কিরূপে এখন
যে বর চাহিলে তুমি, দিব তাহা, চির তরে সেই খাদ্য করিব বর্জ্জন?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৯৭। "সে বর দিবার যোগ্য কোন জন নয়, প্রত্যাহার করে যাহা দানের সময়।
মাগ বর ইচ্ছামত, যায় যদি প্রাণ তথাপি নিশ্চয় তাহা করিব প্রদান"—*

তুমি না পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছিলে?" অতঃপর তিনি নরখাদককে বরদানে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন,

৯৮। সাধুজন ত্যজে প্রাণ, তবু ধর্ম্ম না করে বর্জ্জন,
সাধুজনে সযতনে করে নিজ প্রতিজ্ঞা পালন।
দিব বলি অঙ্গীকার করিয়াছ, রাজরাজেশ্বর,
ক্ষিপ্র তাহা কর পূর্ণ, দাও মোরে মাগি যেই বর।

৯৯। ঘটে যার বুদ্ধি আছে, অঙ্গরক্ষাহেতু ত্যজে ধন,
অঙ্গ ত্যাগ করে পুনঃ মৃত্যু হ'তে রক্ষিতে জীবন,
ধন, অঙ্গ, প্রাণ, সব(ই) করে ত্যাগ অম্লানবদনে
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্মরি ধর্ম্মরক্ষাহেতু সাধুগণে।

মহাসত্ত্ব এই উপায়ে নরখাদককে সত্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অতঃপর আত্মগৌরব-দ্যোতনার্থ বলিলেন,

১০০। "যে জন তোমায় করে কৃপাবশে ধর্ম্মশিক্ষা দান,
যার উপদেশে তব সংশয়ের হয় তিরোধান,
সে জন শরণ তব, সঙ্কটেতে পরম আশ্রয়,
মিত্রতা তাহার সনে কভু যেন বিনষ্ট না হয়।

দেখ ভাই, নরখাদক, গুণবান্ আচার্য্যের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অকর্ত্তব্য। যখন তুমি বালক ছিলে, তখন আমি পৃষ্ঠাচার্য্য হইয়া তোমাকে বহুবিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলাম। এখন

* ৮১ম গাথা দ্রষ্টব্য।

আমি তোমাকে বুদ্ধলীলায় শতার্হ গাথাগুলি শুনাইলাম। এই সকল কারণে আমার কথা রাখা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য।" ইহা শুনিয়া নরখাদক ভাবিলেন, 'সুতসোম আমার আচার্য্য ছিলেন; ইনি সুপণ্ডিত, বিশেষতঃ আমি ইঁহাকে বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছি। এখন আমি কি করিব? ব্যক্তিগতভাবে মরণ ত অবশ্যম্ভাবী। আমি আর মনুষ্যমাংস খাইব না, ইঁহাকে বর দিব।' তিনি অশ্রুবিগলিতনেত্রে আসন হইতে উত্থিত হইয়া সুতসোমের পাদমূলে পতিত হইলেন এবং নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে বর দিলেন:—

১০১। প্রকৃতই নরমাংস খাদ্য মোর প্রিয় অতি এর(ই) জন্য রাজ্য ছাড়ি অরণ্যে করি বসতি,
ছাড়াইতে এ অভ্যাস তবু যদি ইচ্ছা কর, পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব, দিলাম চতুর্থ বর।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তাহাই কর, ভাই। যে ব্যক্তি শীলে প্রতিষ্ঠিত, মরণও তাহার বরণীয়। মহারাজ, আমি তোমার বর গ্রহণ করিলাম। অদ্য হইতে তুমি আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে। এজন্য আমিও তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, তবে পঞ্চশীল গ্রহণ কর।" নরখাদক বলিলেন, "সৌম্য, এ অতি উত্তম প্রস্তাব, তুমি আমাকে শীল দান কর।" 'মহারাজ, তুমি শীল গ্রহণ কর।' নরখাদক মহাসত্ত্বকে পঞ্চাঙ্গে * প্রণিপাত করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন, মহাসত্ত্বও তখন তাঁহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অমনি ভূদেবতাগণ সেখানে সমবেত হইলেন এবং সমস্ত বনভূমি নিনাদিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'ধন্য', 'ধন্য' বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'অহো! সুতসোম কি দুষ্কর কার্য্যই করিলেন, অবীচি হইতে ভবাগ্র পর্য্যন্ত এক তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই, যিনি এই নরখাদককে নরমাংস হইতে বিরত করিতে পারিতেন।" এই সাধুকার শুনিয়া চতুর্ম্মহারাজিকেরাও মুক্তকণ্ঠে সুতসোমের কীর্ত্তি ঘোষণা করিলেন এবং ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত চক্রবাল এককোলাহলে নিনাদিত হইল। বৃক্ষে যে সকল রাজা আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাও দেবতাদিগের এই সাধুকার শুনিতে পাইলেন, ঐ বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও স্বীয় বিমান হইতে 'ধন্য', 'ধন্য' বলিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের সাধুকার শুনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাঁহারা অদৃশ্য রহিলেন। দেবতাদিগের সাধুকার শুনিয়া রাজারা ভাবিলেন, "সুতসোমের চেষ্টায় আমাদের প্রাণরক্ষা হইল, সুতসোম অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, তিনি নরখাদককে দমন করিয়াছেন।' এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারা সুতসোমের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

নরখাদক সুতসোমের চরণে প্রণিপাত করিয়া একান্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে বলিলেন, 'সৌম্য, তুমি রাজাদিগের বন্ধন মোচন কর।" নরখাদক ভাবিলেন, 'আমি এই সকল রাজার পরম শত্রু।' বন্ধনমুক্ত হইয়া হয় ত ইহারা বলিবে, 'ধর্ এই নরখাদককে, এ আমাদের ঘোর শত্রু। কিন্তু আমি সুতসোমের নিকট যে শীল গ্রহণ করিয়াছি, প্রাণান্তেও তাহা ভঙ্গ করিতে পারিব না। আমি সুতসোমের সঙ্গে গিয়া বন্ধন মোচন করিব, তাহা করিলে আমার কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সুতসোমকে আবার প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "সুতসোম, চল, দুই জনেই রাজাদিগের বন্ধনমোচন করি গিয়া।

* 'পঞ্চপতিট্ঠিতেন বন্দিত্বা' = পঞ্চাঙ্গ যথা, কপাল, কনুই, কটি জানু ও পা—এই অঙ্গগুলি ভূমিতে স্থাপন করিয়া প্রণাম করিয়া। তৃতীয় খণ্ডের আদীপ্ত-জাতকে (৪২৪) ২৮৭ম পৃষ্ঠের এবং চতুর্থখণ্ডের দশব্রাহ্মণ জাতকে (৪৯৫) ২৪৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১০২। হইয়াছ তুমি মম শাস্তা আর সখা একাধারে।
পালিয়াছি যথাসাধ্য আজ্ঞা যাহা দিয়াছ আমারে।
চল, এবে দুই জনে এক সঙ্গে করিব মোচন
বন্দিগণে, এই মোর অনুরোধ রাখ, হে রাজন্।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

১০৩। একাধারে শাস্তা, সখা আমি তব হয়েছি রাজন্,
যথাসাধ্য করিয়াছ আজ্ঞা তুমি আমার পালন।
অনুরোধ রক্ষা তব নিশ্চয় করিব আমি এবে,
এক সঙ্গে গিয়া দোঁহে চল দেই মুক্তি বন্দী সবে।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজাদিগের নিকটে গিয়া বলিলেন,

১০৪। কল্মাষপাদের হাতে দুর্গতি অপার হইয়াছে, ভূপগণ, তোমা সবাকার।
প্রলম্বিত সবে রজ্জুবিদ্ধকরতল ঝরিতেছে দু'নয়নে অশ্রু অবিরল।
তথাপি হইয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণ করিও না কভু এঁর অনিষ্ট সাধন
কর সবে সত্য করি এই অঙ্গীকার লঙ্ঘন না হয় যেন এই প্রতিজ্ঞার।

রাজারা বলিলেন,

১০৫। কল্মাষপাদের হাতে দুর্গতি অপার হইয়াছে, সুতসোম আমা সবাকার।
প্রলম্বিত মোরা রজ্জুবিদ্ধকরতল ঝরিতেছে দু'নয়নে অশ্রু অবিরল।
তথাপি হইয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণ করিব না কভু এঁর অনিষ্ট সাধন
করিনু সকলে এই সত্য অঙ্গীকার ব্যতিক্রম কখনো না হইবে ইহার।

তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহাদিগকে শপথ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন

১০৬। মাতাপিতা কত স্নেহ করেন সন্তানে। সতত নিরত তার শুভ-অনুধ্যানে।
আজি হ'তে ইনিও করুন অধিকার জনকজননীস্থান তোমা সবাকার।
তনয় তোমরা এঁর, ভাবি ইহা মনে পিতৃবৎ ভক্তি এঁরে করিবে যতনে।

রাজারা এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন,

১০৭। মাতাপিতা কত স্নেহ করেন সন্তানে। সতত নিরত তার শুভ-অনুধ্যানে।
আজ হ'তে করিলেন ইনি অধিকার জনক-জননীস্থান আমা সবাকার।
তনয় আমরা এঁর, ভাবি ইহা মনে পিতৃবৎ ভক্তি এঁরে করিব যতনে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাদিগের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া নরখাদককে ডাকিলেন এবং বলিলেন, "তুমি আসিয়া এই ক্ষত্রিয়দিগকে মুক্তি দাও।" নরখাদক খড়্গ লইয়া এক জন রাজার বন্ধন ছেদন করিলেন। ঐ ব্যক্তি সপ্তাহকাল অনাহারে ছিলেন এবং বন্ধনযন্ত্রণায় উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। যেমন তাঁহার বন্ধন ছিন্ন হইল, অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া মহাসত্ত্বের মনে করুণার উদ্রেক হইল, তিনি বলিলেন, "ভাই নরখাদক, তুমি এভাবে বন্ধন ছেদন করিও না।" তিনি এক জন রাজাকে উভয়হস্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া এবং তাঁহাকে নিজের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এখন বন্ধন ছেদন কর।" নরখাদক খড়্গ দ্বারা বন্ধন ছেদন করিলেন, মহাসত্ত্ব মহাবলবান্ ছিলেন, তিনি ঐ রাজাকে নিজের বুকে তুলিয়া লইলেন এবং লোকে যেমন ঔরসপুত্রকে অঙ্ক হইতে সস্নেহে নামাইয়া রাখে, সেইভাবে তাঁহাকে নামাইয়া ভূতলে শোওয়াইয়া রাখিলেন। তিনি এইরূপে একে একে সকল বন্দীকেই ভূতলে শোওয়াইলেন তাঁহাদের ক্ষতগুলি ধুইলেন এবং লোকে যেমন ছোট মেয়েদের কাণের ছিদ্র হইতে সূতা টানিয়া লয়,

সেইভাবে আস্তে আস্তে তাঁহাদের করতল হইতে বজ্জু বাহির করিয়া লইলেন। ইহার পর তিনি জমাট রক্ত ধুইয়া ক্ষতগুলি নির্দোষ করিলেন এবং বলিলেন, "ভাই নরখাদক, এই গাছের একটু ছাল পাথরে পিষিয়া লইয়া আইস।" নরখাদক উহা আনয়ন করিলে মহাসত্ত্ব সত্যক্রিয়া করিলেন এবং ঐ পিষ্টবল্কল বন্দীদিগের করতলে মাখিলেন। ইহাতে ক্ষতগুলি তৎক্ষণাৎ ভাল হইল। নরখাদক কিছু তণ্ডুল আহরণ করিয়া পথ্য * পাক করিলেন এবং তিনি ও মহাসত্ত্ব শতাধিক রাজাকে সেই পথ্য পান করাইলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেই তৃপ্ত হইলেন। ইহার পর সূর্য্য অস্ত গেল। পরদিনও মহাসত্ত্ব প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে তাঁহাদিগকে ঐরূপ পথ্য সেবন করাইলেন। তৃতীয় দিনে তিনি তাঁহাদিগকে সসিক্থক † যবাগূ খাইতে দিলেন। যতদিন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ না করিলেন, ততদিন এইরূপ পথ্যের ব্যবস্থা চলিল। অতঃপর মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখন চলিয়া যাইতে পারিবে কি?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ, আমরা যাইব।" তখন মহাসত্ত্ব নরখাদককে বলিলেন, "চল ভাই, নরখাদক, আমরাও স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করি।" নরখাদক রোদন করিতে করিতে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমিই এই রাজাদিগকে লইয়া যাও, আমি এখানেই অবস্থিতি করিয়া ফলমূলাহারে জীবন যাপন করিব।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি এখানে থাকিবে কেন? তোমার রাজ্য অতি রমণীয়, বারাণসীতে গিয়া রাজত্ব করিবে, চল।" "কি বলিতেছ, ভাই? আমার সেখানে যাইবার সাধ্য নাই। নগরের সকল লোকেই আমার শত্রু। আমাকে দেখিলেই তাহারা গালি দিবে, বলিবে, 'এ আমার মাতাকে, এ আমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, ধর ঐ দস্যুটাকে।' তাহারা লোষ্ট্রাঘাতে আমার প্রাণান্ত করিবে। আমি তোমার নিকটে শীল গ্রহণ করিয়াছি, এখন নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও আমি অপরের প্রাণহানি করিতে পারিব না। এইজন্যই আমি যাইব না। মনুষ্যমাংসাহার হইতে বিরত হইয়া আর কতদিনই বা বাঁচিব? দুঃখের মধ্যে এই যে, এখন হইতে আর তোমার দর্শন পাইব না।" নরখাদক কান্দিতে কান্দিতে আবার বলিলেন, "তোমরা যাও।" তখন মহাসত্ত্ব তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সৌম্য, আমার নাম স্থতসোম, আমি তোমার মত নিষ্ঠুরকেও বিনীত করিয়াছি; বারাণসীবাসীদিগের সম্বন্ধে আবার কি বলিব? আমি তোমাকে সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিব, যদি তাহা না করিতে পারি, তবে তোমাকে আমারই রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দান করিব।" "তোমার রাজধানীতেও ত আমার শত্রুর অভাব নাই!" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি আমার আজ্ঞানুসারে দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, এজন্য যে কোন উপায়ে ইহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে।'

* মূলে "বারণং" এই পদ আছে। নূতন পালি-ইংরাজী অভিধানে, ইহা 'বারুণী' শব্দের অপভ্রংশ, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু তণ্ডুল হইতে মদ্য প্রস্তুত করা কালসাপেক্ষ; কাজেই এ অনুমান এখানে সমীচিন নয়। আমার বোধ হয়, যাহা খাইলে রোগ জন্মে না অর্থাৎ যাহা prophylactic, তাহাকেই 'বারণ' বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে সেরূপ কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। যাহাতে রোগীর বলাধান হয়, এইরূপ দ্রব্যই লেখকের অভিপ্রেত। এজন্য আমি ইহার পরিবর্ত্তে 'পথ্য' শব্দ ব্যবহার করিলাম। বোধ হয়, এখানে ইহা ভাতের ফেন বা মাড়।

† সিক্থ=ভাতের পিণ্ড। 'সসিক্থক যাগু' দ্বারা, বোধ হয়, অন্নমণ্ড বুঝিতে হইবে। প্রথম দুই দিনের পথ্য ছিল কেবল ফেন; তৃতীয় দিনে হইল অন্নমণ্ড।

তিনি নরখাদকের প্রলোভন জন্মাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথা কয়টীতে তাঁহার রাজধানীর শোভাসম্পত্তি বর্ণনা করিলেন :—

১০৮। সুনিপুণ সুপকার করিত রন্ধন পশুপক্ষিমাংস তব ভোজন-কারণ।
খেয়ে তাহা তৃপ্তি তুমি লভেছ, রাজন সুধাপানে তৃপ্তি ইন্দ্র লভেন যেমন।
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১০৯। তপ্তকাঞ্চনের মত উজ্জ্বলবরণা ক্ষীণকটি শত শত ক্ষত্রিয় ললনা
সেবিত তোমায় পরি নানা আভরণ, সেবে যথা স্বর্গে শক্রে দিব্যাঙ্গনাগণ।
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১১০। রক্তবর্ণ উপধান, বহু সুকোমল থাকিত বিন্যস্ত তব খট্টায় কম্বল,
অন্য যাহা চাই সুখ-শয়নের তরে, সকল(ই) করেছ ভোগ থাকি নিজ ঘরে
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১১১। শুইয়া শুনিতে তুমি নিশীথ সময় মন্দিরার, মৃদঙ্গের বাদ্য মধুময়
কভু বা গন্ধর্ব্বগান তোমার, রাজন শ্রবণে অমৃতধারা করিত বর্ষণ।
কি কারণে হেন সুখ করি পরিহার একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

১১২। রম্য রাজধানী তব সকলে বাখানে, মৃগাচির নামে খ্যাত উদ্যান সেখানে।
বহুপুষ্পে সুশোভিত তরুলতা তার, অশ্বগজরথে পূর্ণ নগর তোমার।
কি কারণে হেন স্থান করি পরিহার একাকী অরণ্যে চাও করিতে বিহার?

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি পূর্ব্বে যে বিষয়সুখ ভোগ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া হয় ত আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিবে।' এইজন্যই তিনি তাঁহাকে প্রথমে ভোজনের লোভ দেখাইলেন; তাহার পর ক্রমে কামবৃত্তির, শয়নের, নৃত্যগীতাদির, প্রমোদোদ্যানের ও নগরের লোভ দেখাইয়া বলিলেন, "চল, মহারাজ; আমি তোমাকে লইয়া গিয়া বারাণসীরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিব; তাহার পর স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইব। যদি বারাণসী রাজ্য না পাই, তবে আমার রাজ্যই দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধাংশ তোমাকে দিব। বনবাসে তোমার প্রয়োজন কি? আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই কর।" সুতসোমের কথায় নরখাদকের মনে যাইবার ইচ্ছা জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, "সুতসোম আমার হিতার্থী। ইনি অনুকম্পাবশে প্রথমে আমাকে কল্যাণধর্ম্মে স্থাপন করিয়াছেন; এখন আমার নষ্টগৌরবও পুনরুদ্ধার করিতে চাহিতেছেন। ইনি নিশ্চয় ইহা করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব ইঁহার সঙ্গে যাওয়াই কর্ত্তব্য। আমি বনে থাকিয়া কি করিব?' ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন; এবং সুতসোমের গুণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "সৌম্য সুতসোম, কল্যাণমিত্রসংসর্গ অপেক্ষা অধিক হিতকর এবং পাপমিত্রসংসর্গ অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর আর কিছুই নাই।

১১৩। যেমন অসিতপক্ষে প্রতিদিন হয়, ভূপ, চন্দ্রমার ক্ষয়,
অসতের সঙ্গে পড়ি সুমতিও সেইরূপ ক্রমে পায় লয়।

১১৪। নরাধম পাচকের সংসর্গে সুমতি মোর হ'ল তিরোহিত,
করিলাম পাপ কত, নরকে এখন বাস হইবে নিশ্চিত।

১১৫। শুক্লপক্ষে হয় যথা প্রতিদিন চন্দ্রমার বৃদ্ধি কলেবর,
সাধুর সংসর্গে, তথা, সুমতি লভিয়া নিত্য ধন্য হয় নর।

১১৬। আমিও, হে সুতসোম, পাইয়া তোমার সঙ্গ, জানিবে নিশ্চয়,
করিব কুশল কর্ম্ম, সদ্গতি তাহার ফলে ভাগ্যে যেন হয়।

১১৭। যতই না হো'ক স্থলে বারি-বরষণ, সে জল সেখানে নাহি থাকে বহুক্ষণ।
যতই কর না মৈত্রী অসাধুর সনে, নিশ্চয় বিলয় তার হবে অল্পক্ষণে।
১১৮। সাগরে হইলে বৃষ্টি কিন্তু, হে ভূপাল, সে জল সাগরগর্ভে থাকে চিরকাল।
করিলে সাধুর সঙ্গে মিত্রতা-স্থাপন অণুমাত্র ক্ষয় তার হয় না কখন।
১১৯। সাধুসহ মৈত্রীর না হয় কভু ক্ষয়,
যাবজ্জীবন তাহা সমভাবে রয়।
অসাধুর সঙ্গে প্রীতি কিন্তু ক্ষণস্থায়ী অতি,
সাধুশীল যিনি, সৌম্য, তিনি সে কারণ
দূরে থাকি অসাধুরে করেন বর্জ্জন।"

নরখাদক এইরূপে সাতটী গাথায় মহাসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। মহাসত্ত্ব নরখাদককে এবং অপর রাজাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক প্রত্যন্তগ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসীরা মহাসত্ত্বকে দেখিয়া নগরে গিয়া সংবাদ দিল। তখন অমাত্যেরা বলবাহনাদি লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং মহাসত্ত্বকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। মহাসত্ত্ব এই সকল অনুচর সঙ্গে লইয়া বারাণসীরাজ্যে গমন করিলেন। পথে জনপদবাসীরা নানাবিধ উপহার দিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। এইরূপে তাঁহার অনুচরসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে উপনীত হইলেন। তখন নরখাদকের পুত্র সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং কালহস্তীই সেনাপতি ছিলেন। নগরবাসীরা রাজাকে জানাইল, "মহারাজ স্থতসোম নাকি নরখাদককে দমন করিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিতেছেন, ইঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না।" ইহা বলিয়া তাহারা যত শীঘ্র পারিল, নগরের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করিল এবং আয়ুধহস্তে নগর রক্ষা করিতে লাগিল। নগরদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া মহাসত্ত্ব নরখাদককে এবং সেই শতাধিক রাজাকে পশ্চাতে রাখিয়া কতিপয় অমাত্যের সঙ্গে অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন, "আমি রাজা স্থতসোম; তোমরা দরজা খোল।" লোকে গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল; তিনি আদেশ দিলেন, "শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও।" তখন নগরবাসীরা দ্বার উন্মুক্ত করিল, মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিলেন; রাজা ও কালহস্তী প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তিনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া নরখাদকের অগ্রমহিষী এবং অপর অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া কালহস্তীকে বলিলেন, "কালহস্তী, তোমরা রাজাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিতেছ না কেন?" কালহস্তী উত্তর দিলেন, "তিনি রাজত্ব করিবার সময় এই নগরের বহু মনুষ্য ভক্ষণ করিয়াছেন; যাহা ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য, তাহা করিয়াছেন, তাঁহার অত্যাচারে সমস্ত জম্বুদ্বীপ লণ্ডভণ্ড হইয়াছে। তিনি এমনই পাপিষ্ঠ! এই কারণেই আমরা দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলাম। এখনও তিনি সেইরূপ অত্যাচারই করিবেন।" স্থতসোম বলিলেন, "কোন চিন্তা করিও না; আমি তাঁহাকে দমন করিয়া শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছি, এখন তিনি নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও অপরের কোন অনিষ্ট করিবেন না। এখন তাঁহা হইতে তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই। তোমরা এরূপ শত্রুতাচরণ করিও না। মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণ করা পুত্রের কর্ত্তব্য। যাহারা মাতাপিতার পোষক, তাহারা স্বর্গলাভ করে। অপর সকলে নিরয়গামী হয়।" স্থতসোম এইরূপে নিম্নাসনস্থ নরখাদকের পুত্রকে উপদেশ দিয়া কালহস্তীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ সেনাপতি, তুমি রাজার বন্ধু ও ভৃত্য ছিলে। তোমার এই মহৈশ্বর্য্য তাঁহারই প্রসাদাৎ। এজন্য রাজার হিতচর্য্যা

তোমারও কর্ত্তব্য।" কালহস্তীকে এই উপদেশ দিয়া তিনি মহিষীকে বলিলেন, *"দেবি, আপনি সৎকুল হইতে আগমন করিয়া রাজার অনুগ্রহে মহিষীর পদ পাইয়াছিলেন, তাঁহারই অনুগ্রহে আপনি বহুপুত্রকন্যাবতী হইয়াছেন। তাঁহার আনুকূল্য করা আপনার পক্ষেও উচিত।" দেবীকেও এইরূপ উপদেশ দিবার পর সংক্ষেপে সকল কথার সার বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত চারিটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

১২০। জয়ের অযোগ্য যিনি তাঁরে করে জয়, : রাজপদ-বাচ্য কিহে হেন জন হয়?
বলিব কি সখা তারে, কপটতা করি সখার সর্ব্বস্ব যেই লয়ে যায় হরি?
পতি দেখি পায় ভয়, ভার্য্যা সে কেমন? পুত্র কি সে, যে না করে ভরণপোষণ
মাতার, পিতার, হায়, বার্দ্ধক্য-পীড়নে অক্ষম যখন তাঁরা ধন-উপার্জ্জনে?

১২১। কে বলে তাহারে সভা, বিজ্ঞ নাই যেথা? সে জন কি বিজ্ঞ, যে না ভণে ধর্ম্মকথা?
রাগদ্বেষমোহ—সব করিয়া বর্জ্জন শুনায় সদ্ধর্ম্ম যেই, বিজ্ঞ সেইজন।

১২২। থাকিলে নীরব বিজ্ঞ মূর্খের সভায় বিজ্ঞ বলি তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়?
নির্ব্বাণ-লাভের পথ করি প্রদর্শন মুখ হ'তে বাক্য তাঁর হ'লে নিঃসরণ,
সুপণ্ডিত বলি তাঁরে জানিবে সবাই, বিজ্ঞের লক্ষণ ইহা ভিন্ন কিছু নাই।

১২৩। ধর্ম্মব্যাখ্যা করা, আর ধর্ম্মের ভণন, জানিবে, ইহাই হয় ঋষির লক্ষণ।
'সুভাষিতধ্বজ' নামে ঋষিরা বিদিত,† ধর্ম্মই ঋষির ধ্বজ জানিবে নিশ্চিত।

সুতসোমের ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা ও সেনাপতি পরিতোষ লাভ করিলেন এবং বলিলেন, "আমরা গিয়া মহারাজকে আনয়ন করিতেছি।" অনন্তর তাঁহারা ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসী দিগকে সমবেত করাইয়া বলিলেন, "তোমরা ভয় পাইও না, রাজা নাকি এখন ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এস, তাঁহাকে আনি গিয়া।" তাঁহারা বহুলোকজন সঙ্গে লইয়া এবং মহাসত্ত্বকে পুরোভাগে রাখিয়া (নরখাদক) রাজার নিকটে গমন করিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার কেশবিন্যাসের জন্য নাপিত আনাইলেন। নাপিতেরা তাঁহার চুল ও দাড়ি কামাইল, তাঁহাকে স্নান করাইয়া রাজাভরণ পরাইল, অমাত্যেরা তাঁহাকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া অভিষেচন করিলেন, এবং নগরের মধ্যে লইয়া গেলেন। নরখাদক রাজা সেই শতাধিক রাজার ও মহাসত্ত্বের মহাসৎকার করিলেন। সমস্ত জম্বুদ্বীপে মহাকোলাহল উত্থিত হইল যে, নরেন্দ্র সুতসোম নরখাদককে দমন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন।

অতঃপর ইন্দ্রপ্রস্থবাসীরা রাজাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া দূত পাঠাইল। মহাসত্ত্ব বারাণসীতে একমাসমাত্র অবস্থিতি করিয়া নরখাদককে বলিলেন, "ভাই, আমরা এখন প্রস্থান করিব।" যাইবার পূর্ব্বে তিনি নরখাদককে উপদেশ দিলেন, "তুমি অপ্রমত্তভাবে চলিবে, নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে এবং প্রাসাদদ্বারে পাঁচটী দানশালা প্রতিষ্ঠা করিবে, এবং দশরাজধর্ম্ম অক্ষুণ্ন রাখিয়া অগতিগমন পরিহার করিবে।"

শতাধিক রাজধানী হইতে বহু বলবাহন সমবেত হইয়াছিল। মহাসত্ত্ব এই বিপুল অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া বারাণসী হইতে যাত্রা করিলেন; নরখাদকও নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্দ্ধপথপর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক ফিরিয়া গেলেন। যে সকল রাজার কোন বাহন ছিল

* টীকাকার বলেন মাতা ও পিতা জয়ের অযোগ্য।

† অর্থাৎ সুন্দররূপে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করাই ঋষিদিগের প্রধান লক্ষণ।

না, মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বাহন দিয়া সকলকে বিদায় দিলেন, তাঁহারা মহাসত্ত্বের সহিত প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক যথাযোগ্য বন্দনালিঙ্গনাদি করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে চলিয়া গেলেন। মহাসত্ত্বও যথাসময়ে স্বীয় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ তখন সুসজ্জিত হইয়া অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। তিনি মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক মহাতলে আরোহণ করিলেন। অতঃপর যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিবার কালে এক দিন তিনি ভাবিলেন, সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষদেবতা আমার মহা উপকার করিয়াছেন, যাহাতে যথাবিধি তাঁহার পূজা হয়, আমি সেই ব্যবস্থা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি উক্ত ন্যগ্রোধবৃক্ষের অদূরে একটী বৃহৎ তড়াগ খনন করাইলেন এবং তাহার ধারে বহু গৃহস্থ বসাইয়া একটী গ্রাম পত্তন করিলেন। এই গ্রাম অচিরে বৃহদায়তন ধারণ করিল। ইহার আপণের সংখ্যা হইল অশীতি সহস্র। ঐ বৃক্ষমূলের চতুর্দ্দিকে যতদূর পর্য্যন্ত শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছিল, মহাসত্ত্ব সেই সমস্ত ভূমি সমতল করিয়া তদুপরি তোরণদ্বার-শোভিত মণ্ডলাকার বেদি নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহাতে দেবতা প্রসন্ন হইলেন। কল্মাষপাদের দমনস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই গ্রামের নাম হইল কল্মাষদম্যনিগম।

এই কথাবর্ণিত সকল রাজাই মহাসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে স্বর্গবাসী হইয়াছিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি অঙ্গুলিমালকে দমন করিয়াছিলাম।

সমবধান—তখন অঙ্গুলিমাল ছিলেন সেই নরখাদক রাজা, সারিপুত্র ছিলেন কালহস্তী, আনন্দ ছিলেন নন্দব্রাহ্মণ, কাশ্যপ ছিলেন সেই বৃক্ষদেবতা, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, বুদ্ধানুচরেরা ছিলেন অবশিষ্ট রাজগণ, মহারাজ শুদ্ধোদন ও তাঁহার মহিষী ছিলেন সুতসোমের মাতাপিতা এবং আমি ছিলাম সুতসোম।]

ট্রি মহাভারতের আদিপর্ব্বে (১৭৬ম অধ্যায়ে) কল্মাষপাদ-নামক এক নরমাংসাশী রাজার কথা আছে। ইনি সূর্য্যবংশের রাজা—বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হইয়া বনে বনে মানুষ খাইয়া বেড়াইতেন। সম্ভবতঃ এই আখ্যায়িকার আভাস লইয়া বৌদ্ধেরা সুতসোমের কথা রচনা করিয়াছেন, কারণ প্রথমে দেখা যায়, নরখাদকের নাম ছিল ব্রহ্মদত্তকুমার, কিন্তু শেষে কথাকার তাঁহাকে কল্মাষপাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন, অথচ 'কল্মাষপাদ' শব্দটীতে নরমাংসভোজনের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না।

নির্ঘণ্ট